CONTENTS

Monday. the 17th March. 1997.

Monday. the 18th March. 1997.

Wednesday. the 19th March. 1997.

Thursday. the 20th March. 1997.

Subject Matter | Page

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala, on Monday the 17th March, 1997 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair. The Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker, 12 Ministers and 37 Members.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

MR. SPEAKER :— I like to inform the House that the Hon'ble Chief Minister has kindly authorised Shri Baidyanath Majumder, Deputy Chief Minister, to perform the duties and discharge of the functions relating to the business of the Departments allocated to him, on his absence during the current Assembly Session.

I received a letter on 15th March, 1977 from Chief Minister of Tripura that Shri Gopal Das, Minister, Animal Resources Development and Jail Department will not attend the current Assembly Session due to illness, commencing from 17th March, 1997. Shri Keshab Majumder, Minister, power etc. Departments will give all the replies to the questions and any other business relating to the Departments allocated to Shri Gopal Das, Minister, Animal Resources Development and Jail Department.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্যদের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে-কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা।

শ্রী অনিল চাকমা (পেচারথল) **:—** মিঃ স্পীকার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭।

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর বিভাগে সাব ট্রেজারী করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকলে তাহা কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হবে ?

৩। না থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। কাঞ্চনপুর মহকুমায় সাব-ট্রেজারী করার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ইউনাইটেড্ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার কাঞ্চনপুর শাখার প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাপ্ত হবার পরই সরকারের পরিকল্পনা কার্য্যকর হবে।

৩। ব্যাংকিং কার্য্য প্রণালী রাজ্য সরকারের অধীন নয়। তথাপিও সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে ক্রমাগত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

শ্রী অনিল চাকমা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী উনার উত্তরে বলেছেন অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্ট থেকে ধর্মনগর যেতে প্রতি মাসে কম পক্ষে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা যাতায়াত বাবদ খরচ হয়। যে-হেতু অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে তার জন্য বলছি স্যার, কাঞ্চনপুর বিভাগে সাব-ট্রেজারী করে চালু করা হবে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:—** কোন মহকুমায় সাব-ট্রেজারী কাজ করতে গেলে উক্ত মহকুমায় জাতীয়কৃত ব্যাংকের শাখা থাকা একান্ত আবশ্যক। কাঞ্চনপুর মহকুমায় তা থাকা সত্বেও ইউ. বি. আই-এর উক্ত শাখায় সাব ট্রেজারী কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় কারেন্সি চেষ্ট নেই। আর. বি. আই. স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিয়েছেন কিন্তু স্থানীয় ব্যাংকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার অভাবেই উক্ত শাখার মাধ্যমে সাব-ট্রেজারীর কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। অর্থ দপ্তর, এ ব্যাপারে ইউ. বি. আই-এর সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। রাজ্য সরকার ইউ. বি. আই. কর্ত্তৃপক্ষের ১৯.৯.৯৬ ইং তারিখের চিঠিতে জানতে পারেন যে, ইউ. বি. আই. কর্তৃপক্ষ আর. বি. আই. থেকে ২০-৮-৯৬ ইং তারিখে কাঞ্চনপুর শাখায় কারেন্সি চেষ্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেয়েছেন। সেই অনুসারে রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তর (ইনষ্টিশনটিণ্যাল ফিনান্স) ১৭/১০/৯৬ইং তারিখে ইউ. বি. আই. কর্ত্তৃপক্ষকে অতি সত্তর কারেন্সি চেষ্ট স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেছেন এবং রাজ্য সরকারের কমিশনার (অর্থ) ও তাঁর ৩-২-৯৭ইং তারিখের চিঠিতে ইউ. বি. আই. এর চেয়ারম্যান মহাশয়কে পুনরায় অনুরোধ করেছেন যে, কারেন্সি চেষ্ট যেন অতি সত্তর স্থাপন করা হয়, যাতে রাজ্য সরকার ট্রেজারীর কাজকর্ম যত শীঘ্র সম্ভব শুরু করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রশান্ত দেববর্মা।

শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৮৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৮৬।

প্রশ্ন

১। আসাম রাজ্যের রাজধানীতে ত্রিপুরা সরকারের কোন ভূমি আছে কিনা, এবং যদি থাকে তবে এই ভূমিটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে?

২। ভবিষ্যতে এই ভূমিকে কি কাজে ব্যবহার করা হবে? এবং

৩। এই ভূমি কবে ও কত টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল?

উত্তর

১। হাঁা, আসাম রাজ্যের রাজধানীতে ত্রিপুরা সরকারের একটি জায়গা আছে। বর্ত্তমানে জায়গাটি জলাভূমি, তাই ইহার উন্নয়ন না করে ভবন নির্মাণ সম্ভব নহে।

২। ভবিষ্যতে এই জায়গায় ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। রাজ্য পূর্ত দপ্তর কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে উক্ত জায়গাটি ভরাট করে, সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

৩। উক্ত ভূমিটি ১৯৯১ ইং সালে আসাম সরকারের নিকট থেকে এক লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করে পাওয়া গিয়েছিল।

আমি আরও অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে দিচ্ছি সি. পি. ডব্লিউ. ডিকে আমরা কাজটা দিয়ে দিয়েছি। ওরা কাজটা করে দিয়ে দেবেন বলেছেন। সীমানা প্রাচীর তৈরী করার জন্য ৩,৪২,৭৭৫.০০ টাকা এবং মাটি ভরাট ও উন্নয়নের জন্য ৮,০৩,৭০০.০০ টাকা চেয়েছেন, এবং সব মিলিয়ে ১১, ৪৬, ৪৭৫.০০ টাকা, এটা আমরা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেব।

শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি গত বৎসর যখন গৌহাটি গিয়েছিলাম তখন ঐখানে ত্রিপুরা সরকারের যে ভূমি আছে, সেই ভূমি ঐ এলাকার কিছু লোক কিছু অংশের জমি তার জবর দখল করেছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী কোন ব্যবস্থা নেবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা যাতে দখল করতে না পারে তার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। আগেই ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। ২, ৯১, ৮৫০ টাকার অ্যাসটিমেট তৈরী করে আমরা চেষ্টা করেছিলাম বাউণ্ডারী ওয়াল দেওয়ার জন্য কিন্তু সেটা কার্যকরী করা যায়নি। পরবর্তী সময়ে সি. পি ডব্লিউ. ডিকে অ্যানট্রাস্ট করেছি এবং তারা ফিনানশিয়েল রিকুয়ারমেন্ট জানিয়েছেন, আমরা ২-৪ দিনের মধ্যে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। যাতে এটা প্রটেক্ট করা যায়।

শ্রী অরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গৌহাটিতে ত্রিপুরা ভবন যেটা বর্ত্তমানে আছে সেটা ভাড়া করা বাড়ী, জলের অনেক অসুবিধা। অনেক টাকা ভাড়াও যাচ্ছে। ত্রিপুরা ভবনটি নিজেদের জমিতে নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা এটার উপর খুব জোর দিয়েছি। আমরা অলরেডী সেংশান করে দিয়েছি। আমরা কাজটা সি. পি. ডব্লিউ. ডিকে দিয়েছি। ১১ লাখ ৪৬ হাজার ৪৭৫ টাকা সম্ভবতঃ ২-৪ দিনের মধ্যে রিলিজ হয়ে যাবে, আমরা সি. পি. ডব্লিউ. ডিকে দেব আরথিং এবং বাউণ্ডারী ওয়ালের জন্য। এই কাজটা হলে আমরা ভবন তৈরী করব।

শ্রী অনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আসামের গৌহাটিতে যে জায়গা ক্রয় করা হয়েছে ত্রিপুরা ভবনের জন্য, তেমনি শিলচরে এইরকম ত্রিপুরা ভবন তৈরী করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— শিলচরে নেই। আমাদের অনেক কাজকর্ম হয় গৌহাটিতে। গৌহাটিতে থাকার দরকার আছে। তার জন্য আমরা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৭৮।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৭৮।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের অফিসার, কর্মচারীদের মধ্যে কাজের গতি এবং জনহিতকর বিভিন্ন কর্মসূচীগুলির সঠিক সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য সরকার কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কি না ?

২। নিয়ে থাকলে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ নেওয়া হয়েছে।

২। প্রত্যেক দপ্তরের মন্ত্রী কিছুদিন পর পর দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে পরিকল্পনা রুপায়ণের পর্য্যালোচনা করেন।

দপ্তরের সচিবরাও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে কাজের পর্য্যালোচনা করেন। সমস্ত দপ্তরের মন্ত্রী ও অফিসারদের নিয়েও কাজের অগ্রগতি নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পর্য্যালোচনা সভা হয়ে থাকে।

মন্ত্রীরা ব্লকে ব্লকে গিয়ে সব দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে কাজের অগ্রগতি পর্য্যালোচনা করেন ; তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে কাজের গতি আনার জন্য রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছেন।

১। জনহিতকর বিভিন্ন কর্মসূচীগুলির মধ্যে, জনগণের গ্রিভেন্স-এর উত্তর সঠিক সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও অফিসগুলিতে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

২। রাজ্যের প্রত্যেক দপ্তরে পাবলিক রিলেসন কাম্ গ্রিভেন্স সেল খোলার জন্য এবং জনসাধারণের গ্রিভেন্স গ্রহণ করে উত্তর দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ জানানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩। সংবাদ পত্রে উথ্থাপিত জনসাধারণের গ্রিভেন্সগুলি তথ্য সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪। দুর্গম তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য প্রশাসনিক শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত শিবিরে নিয়মিত ভাবে জনসাধারণের অভিযোগ সুরাহা করার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৫। জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে জনসাধারণের উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৬। সকল সরকারী অফিসার ও কর্মচারীদের নিয়মিত সময়ে অফিসে উপস্থিত হওয়া এবং ফিল্ডের কাজে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্যার, সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং খুব ফ্রিকোয়েন্টলী রিভিউ মিটিং ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে করা হয় যাতে করে ফিজিক্যাল এচিভমেন্টটা হয়, অ্যাকসপেনডিচার যাতে প্রপারলি ব্যবহার হয় সেটা সব সময় করা হচ্ছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি যেটা জানতে চেয়েছিলাম সেটা হল, অফিসের কর্মচারীরা ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কাজ ঠিক ভাবে করে কিনা? কারণ আমরা বিভিন্ন সময়ে অ্যাসেম্ব্রি কমিটির কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, তা আপনি পি, এ, সি, কমিটিই বলুন আর পি, ইউ, সি, কমিটিই বলুন, যে কোন কমিটির ডিপার্টমেন্টের রিপ্লাই পেতে গেলে আমাদের অনেক রিমেণ্ডার দিতে হয়। এখানে বিভিন্ন কমিটির সদস্যগণ আছেন আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে এই ব্যাপারে। আমরা দেখেছি ডিপার্টমেন্টে যদি চাওয়া হয় একটা তো তারা দিয়ে দেয় আর একটা এটা তারা কিছু বোঝে না বলেই করে নাকি দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য করেন কিনা জানি না। কাজেই আমার বক্তব্য ছিল মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে, রাজ্যে ঠিক ঠিক মত সমস্ত কাজ চলছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্যের কাজের মানসিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের এবং কানেকটেড অফিসারদের জন্য খতিয়ে দেখার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?

আর না হয়ে থাকলে সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

স্যার, অনেক দপ্তরেই দেখা যায় যে, তাদের ইন্টারন্যাল অডিটর নেই। অথচ এটা করার জন্য লোক আছে, দেখার জন্য লোক আছে। কাজেই দপ্তরের কাজকর্মকে যদি আরো গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, স্পেসিফিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা যাতে সরকারী কার্য্যসূচীগুলি সঠিকভাবে সঠিক সময়ে রূপায়িত হতে পারে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:**-- মিঃ স্পীকার স্যার, প্রতিটি দপ্তরেই মিনিস্টার সহ দপ্তরের নিজ নিজ অফিসারদের নিয়ে, ইম্‌প্লিমেন্টিং অফিসারদের নিয়ে সমস্ত প্রকার সরকারী কার্য্যসূচীগুলি রূপায়িত হচ্ছে কি না সেটা পর্য্যালোচনা করেন এবং ব্লকস্তরেও সেটা দেখার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে কাজকর্ম সঠিকভাবে হচ্ছে কি না সেটা মিনিস্টাররা নিজেরা বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করেন। কাজেই সরকারী কাজকর্মগুলি যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হয় তার জন্য সব রকমের ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে।

শ্রী অমল মল্লিক :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, সমস্ত কাজগুলিই সঠিক সময় সঠিকভাবে হচ্ছে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) **:**— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন কনস্ট্রাকশনের জন্য ম্যাটেরিয়েলস্ বাইরে থেকেই আনতে হয়। যেমন আগে সিমেন্ট এখানে সময়মত পাওয়া যায়নি, এখন পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই যখন ম্যাটেরিয়েলসগুলি সঠিক সময়ে পাওয়া যায় তখন সময়মতই কাজগুলি করা সম্ভব। আর স্যার, কোন স্টেটই তাদের কর্মসূচীর ১০০ পারসেন্ট অ্যাচিভমেন্ট ডিমাণ্ড করতে পারেন না।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন সেটা উনাকে পূর্ত্ত দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবেই বলছি না। এখানে আমাদের বক্তব্য হলো—আমাদের অ্যাসেম্বলীর বিভিন্ন কমিটি রয়েছে : সেই কমিটির মিটিং এ এটেণ্ড করে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, কমিটির যে প্রশ্নগুলি সেগুলি ঠিকমত আসে না। তারা সে সম্পর্কে জানতে চাইলে সেটা উল্টা দিক থেকে নিয়ে আসে। অফিসাররা থাকেন সেটা নয়, আমাদের যে সমস্ত অ্যাসেম্বলী কমিটি রয়েছে সে সমস্ত কমিটিগুলিকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা হয় না।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:**— স্যার, এই ব্যাপারে ১০০ পারসেন্ট গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না. কোন স্টেটই পারবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার (খোয়াই) **:**— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বর ১৩৬।

মিঃ স্পীকার :— এড্‌মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:**— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩৬।

QUESTIONS AND ANSWERS

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির উন্নয়নের জন্য বর্ত্তমান অর্থ বৎসরে কোন কাজ শুরু করা হবে কিনা।

ক) অফিসটিলা থেকে সিঙ্গিছড়া—চাম্পাহাওড় রাস্তা ভায়া বারবিল,

খ) অফিসটিলা কালীবাড়ী থেকে সিঙ্গিছড়া শিববাড়ী রাস্তা,

গ) সিঙ্গিছড়া চাম্পাহাওড় রাস্তা।

উত্তর

১। ক) অফিসটিলা থেকে সিঙ্গিছড়া—চাম্পাহাওড় রাস্তাটির কাজ বর্তমান আর্থিক বছরে শুরু হয়েছে।

খ) অফিসটিলা—কালীবাড়ী থেকে সিঙ্গিছড়া শিববাড়ী রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে।

গ) সিঙ্গিছড়া—চাম্পাহাওড় রাস্তার কাজ ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বর্ষে শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী সমীর দেব সরকার : —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই মহকুমা শহর থেকে তুলাশিকড় যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে—অফিসটিলা থেকে সিঙ্গিছড়া চাম্পাহাওড় রাস্তাটি। আর একটা রাস্তা রয়েছে জাম্বুরা হয়ে। এই রাস্তাগুলির উপরই যোগাযোগ নির্ভরশীল। নতুন একটা ব্লক হেড কোয়ার্টার হচ্ছে চাম্পাহাওড়ে। একটা ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে মহকুমা শহরের যোগাযোগের জন্য যে একটি রাস্তার প্রয়োজন রয়েছে সেটা এলাকার লোকজন উপলব্ধি করতে পারলেও দপ্তর কিন্তু সেটা উপলব্ধি করতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ চলাচলের অনুপযুক্ত রাস্তাটার প্রতি কেন দপ্তর ঠিক ভাবে দৃষ্টি দিচ্ছে না? এই রাস্তায় ইদানিং হয়ত মাটির কাজ শুরু হয়েছে। আর কিছু হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। অফিসটীলা থেকে শিববাড়ী—কালীবাড়ী রাস্তাটির কাজ হয়ত দু-তিন দিন আগেই শুরু হয়েছে। তবে রাস্তাটির নির্মাণের কাজ শেষ হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। তৃতীয় যে রাস্তাটির কথা এখানে বলা হয়েছে সেটা খুবই পুরানো রাস্তা। এই রাস্তাটির কাজ গত ২৫—৩০ বছর যাবৎ পূর্ত্ত বিভাগ থেকে কাজ চলছে। এই রাস্তাটির এমন অবস্থা যে নূতন একটি জুতো পায়ে দিয়ে একমাসও হাঁটা যাবে না ছিঁড়ে যাবেই। সিঙ্গি- ছড়া—চাম্পাহাওড় রাস্তাটির কাজ চলছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন। কিন্তু সেট নিয়েও মানুষ দপ্তরের উপর ভরসা করতে পারছে না। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ে কাছে অনুরোধ করব রাস্তাটি নির্মাণের ব্যাপারে ত্বরান্বিত করার জন্য যাতে দপ্তরের পদস্থ অফিসাররা গুরুত্ব দিয়ে দেখেন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও যেন বিষয়টি সম্পর্কে পুনরা খোঁজ—খবর নিয়ে রাস্তাটি নির্মাণের ব্যাপারটি ত্বরান্বিত করেন।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে আগেই বলেছি যে, রাস্তা-টির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আসলে কাজতো বিভিন্ন পর্য্যায়ে করতে হয় এবং তারপরই রাস্তাটির কাজ শেষ হয়। যেমন প্রথমেই আর্থ কাটিং, মেটেলিং, কার্পেটিং এবং ব্লেক টপিং ইত্যাদি রয়েছে। অপর যে রাস্তাটির কথা বলা হয়েছে সেটার কাজও সামনের বছরেই ধরা হবে। প্রথম রাস্তাটি অফিসটীলা রেস্ট হাউস থেকে বারবিল পর্য্যন্ত রাস্তাটি নির্মাণের জন্য অর্থাৎ এই দুই কিলো-মিটার রাস্তাটি নির্মাণের জন্য গত ২৮-৩-৯৬ ইং তারিখে ৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। এবং ওটার কাজও শুরু হয়েছে। অফিসটীলা—কালীবাড়ির রাস্তাটির কাজও শুরু হয়েছে। রাস্তাটি প্রসস্ত হচ্ছে এবং এটা মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন। এই রাস্তাটির জন্য ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ১ শত টাকা ইতিমধ্যেই মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় রাস্তার কাজটি আমরা সামনের বছরেই হাতে নেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৭।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৭।

শ্রী রনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭।

প্রশ্ন

১. রাজ্যের কতগুলি ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে টি. আর. টি. সি. সার্ভিস চালু নাই ?

২. যে যে ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে টি. আর. টি. সি. সার্ভিস নাই, সে ক্ষেত্রে কবে পর্য্যন্ত সার্ভিস চালু করা হবে, এবং

৩. সেই সঙ্গে কদমতলা ব্লককে যুক্ত করা হবে কিনা ?

উত্তর

১. রাজ্যে আটটি ব্লক হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে টি. আর. টি. সি. সার্ভিস চালু নেই।

২. শীঘ্রই অন্যান্য হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে টি. আর. টি. সি. বাস সার্ভিস চালুর বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে।

৩. কদমতলা ব্লককে যুক্ত করার বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও কদমতলাকে টি. আর. টি. সির. মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হলো না। আর কত বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ?

শ্রী রঞ্জিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) **:**— স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় এখনও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় নি। সুতরাং আমাদের সুভাগ্য অন্তত কদমতলা ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তাটা সংযোজিত হয়েছে, যানবাহনের উপযুক্ত হয়েছে। এবং আমরা নিশ্চয় মাননীয় সদস্যের কথা মাথায় রেখে এবং উনার যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা বিবেচনায় রেখে এই কাজটা করা যায় কিনা এবং তাড়াতাড়ি করা যায় কিনা আমরা চেষ্টা করব।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে রেল লাইন ত্রিপুরায় আসছে। কিন্তু কদমতলায় সঠিক কোন গ্যারান্টি পাওয়া গেল না ?

শ্রী রঞ্জিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমিতো বলেছি গ্যারান্টি তো কিছুতেই দেওয়া যায় না। কোন বিষয়ের উপর আমি এই টুকু বিবেচনার মধ্যে রেখেছি। আমি এটা বিবেচনায় রেখেছি যে, কদমতলার ব্লকের সঙ্গে যাতে টি. আর. টি. সি. বাসটা চালু করা যায় আমরা বিবেচনা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ।

শ্রী রতনলাল নাথ (মোহনপুর) **:**— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৩৯।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:**— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৩৯।

প্রশ্ন

১. সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বছরে আগরতলা পৌর এলাকায় তৃদফায় মোট সাতশত সাত জন আবেদনকারীকে ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন্ দেওয়ার যে কর্মসূচী ছিল সেটা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে ;

২. প্রতিশ্রুতি কার্য্যকরী না হলে এর কারণ কি ;

৩. অসুস্থতা জনিত কারণ দেখিয়ে যে সমস্ত আবেদনকারী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন্ দ্রুত পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু এখনও কানেকশন্ দেওয়া হয় নি সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদেরকে অতিসত্বর ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন্ দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১. এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি।

২. ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩. এ সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি।

শ্রী রতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার. গত ২৭-৮-৯৬ইং তারিখে এই সম্পর্কিত এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪২৩ এর উত্তর আমার হাতে রয়েছে। স্যার, বিধানসভার ফ্লোরে দাঁড়িয়ে যে তথ্য সেই তথ্য এই বামফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী পৌর এলাকায় ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বছরে সাতশ সাত জনকে দুই দফায় ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন দেওয়ার সুনির্দিষ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা এখন অস্বীকার করেছেন মাননীয় মন্ত্রী অঘোরবাবু। পাশাপাশি অসুস্থতা জনিত কারণে আবেদনকারীর ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেওয়া মন্ত্রীর যে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল সেটাও অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ মাননীয় মন্ত্রী বিমল সিংহা মহোদয় ইতিপূর্বে ২৭-৮-৯৬ইং তারিখ হাউসে যা জানিয়েছিলেন এখন সেটা মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী অঘোরবাবু। চমৎকার। কে মিথ্যা কে সত্য সংবাদ পরিবেশন করে হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন এবং এভাবে কি অসত্য তথ্য আমাদের সব সময় জানানো হচ্ছে কি ?

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, তথ্য পরিবেশন এই বিধানসভায় এটা একটা ভয়ংকর জালিয়াতি এই ব্যাপারে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের রুলিং চাই। এবং অসত্য তথ্য পরিবেশনকারী মন্ত্রী দুইজনের মধ্যে কে সেটা সভায় জানানো হউক এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হউক।

তৃতীয়তঃ হচ্ছে, ইতিপূর্বে ২৭-৮-৯৬ ইং তারিখে মন্ত্রী বিমলবাবু যে সরকারী প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন সেটা আমি আপনাকে দেখার জন্য আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি এটা দেখে বিধানসভায় গুরুত্ব ও মর্যাদা দেবার জন্য একটা রুলিং দেন, এটা আমার অনুরোধ।

শ্রী বিমল সিংহ (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই উত্তরটা ওয়াটার সাপ্লাই মিনিস্টার দেওয়ার কথা নয়। ভুলবশত এটা পুট করেছেন উনার কাছে। সেই কারণে আজকে এই বিভ্রান্তিটা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ বসুন, বসুন।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) : —স্যার, এটা যদি ওয়াটার সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের না হয়ে থাকে তা হলে সেটা কোন ডিপার্টমেন্টের হবে ? তা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদেরকে বলুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা শান্ত হোন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে দিন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুন।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় জল পাওয়ার জন্য তারা মিউনিসিপ্যালিটির কাছে প্রেয়ার করে ও আমাদের কাছেও তারা সরাসরি করে থাকেন। এখানে এলটমেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির, তারা কাকে দেবেন কাকে দেবেননা তা তারা ঠিক করে থাকেন। তারা সব ঠিক ঠাক করে আমাদেরকে জানিয়ে দেন যে, এই সব লোকদের বাড়ীতে লাইন দিতে হবে। আমরা শুধু পাইপ লাইনের মাধ্যমে তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি আমাদের তরফ থেকে। ব্যবস্থাদি সবকিছু তারাই করেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী (বনমালীপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি খুব সম্ভবত ১৭০০ দরখাস্ত আগরতলা শহরের বিভিন্ন নাগরিকদের অসুবিধা দূর করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন এবং রাজ্য সরকারের ক্লিয়ারেন্স না পেলে কোন অবস্থাতেই এই কানেকশনগুলি দেওয়া যায় না। ইহাও কি সত্য যে, এই সমস্ত দরখাস্তগুলি পেণ্ডিং অবস্থায় আপনাদের কাছে পরে আছে ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, ১৭৪৫টি দরখাস্ত পড়েছে ২৮-১-৯৭ ইং ঘটনাটি ঠিক। তবে এখন কতটুকু দেওয়া যাবে এবং জলের পরিমাণ কি রকম আছে তা সমস্ত কিছু হিসাব নিকাশ করে এটা এখন স্ক্রুটিনী হচ্ছে। এইগুলি বাতিল হচ্ছেনা। তবে এইগুলি জলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কতটুকু দেওয়া যায় তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আসলে কোথায় কোথায় কানেক্‌শন দেওয়া হবে তা ঠিক করে মিউনিসিপ্যালিটি, তারা বলেন যে "এই সব জায়গায় দাও।" পাবলিক হেলথে্‌র সঙ্গেও তারা কথাবার্তা বলেন কোথায় ফিজিবিলিটি আছে, কোথায় ফিজিবিলিটি নেই সেটা দেখে তারপর দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরকম হয় যে মিউনিসিপ্যালিটি ঠিক করে দেয় যে "এই জায়গায় দাও" কিন্তু তারা বলছে যে এই সব জায়গায় জলের প্রেসার নেই এখন দেওয়া যাবেনা বা জলে কাভার করছে না দেওয়া যাবেনা। আসলে যেটা হচ্ছে পাবলিক হেলথ্‌ এবং মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে আলোচনা করেই এটা ঠিক হয়। রাজ্য সরকারের কাছে দরখাস্তগুলি পাঠিয়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে তা দিয়ে দাও। পাবলিক হেলথ্‌ ফিজিবিলিটা দেখে বলে যে এইগুলি দেওয়া যায় এবং এই গুলি এক্ষুনি দেওয়া যাচ্ছে না পরে দেওয়া যাবে, এইরকম ভাবেই হয় কাজটা।

শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, ইন্‌ফ্রাস্ট্রাকচারে ডেভেলাপমেন্টের জন্য আগরতলা পৌরসভার সঙ্গে ধর্মনগর বা অন্যান্য ও নোটিফাইড এড়িয়া-গুলিতে সম পরিমাণ অর্থ বরাদ্ধ হয়েছে কিনা আমি জানতে চাইছি। এছাড়াও রাজ্য

সরকার বিভিন্ন খাতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আগরতলা পৌরসভার সঙ্গে সমান ভাবে অন্যান্য ছ একটি নোটিফাইডকেও টাকা পয়সা বরাদ্ধ করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা ? এটা একটা দুশ্চিন্তার ও উদ্বেগের কারণ যে, আগরতলা শহরের জনসংখ্যার দিকে নজর রেখে তার প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর রেখে, নোটিফাইড এড়িয়াগুলি সমভাবে উন্নতি হউক, মানুষের স্বার্থ উদ্ধার হউক আমরা সেটা চাই। কিন্তু যেভাবে আগরতলা শহরে যে পরিমাণ লোকসংখ্যা আছে সে জনসংখ্যা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্ধ হচ্ছে না এবং সেই অর্থ বরাদ্ধ না হলে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ইনফারস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সমস্ত কাজগুলি পেণ্ডিং আছে সেইগুলি করতে বিরাট অসুবিধা দেখা দেবে সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা, সেটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, এটা তো ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই সংশ্লিষ্ট বিষয়, ইনফারস্ট্রাকচারেতো আরো অনেক কিছু থাকে। আগরতলা শহরে ওয়াটার সাপ্লাই-এর যে ব্যাপার সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে দুই কিস্তিতে টাকা পেয়েছি। কিছু রাস্তাঘাট এবং ব্রিজ ইত্যাদি সব মিলিয়ে আমরা ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পেয়েছি। এক বৎসর স্পেশাল গ্রাণ্ট হিসাবে ১০ কোটি টাকা আরেক বৎসর এটা প্লেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

ইন দ্যা মিন টাইম, আমরা বাধারঘাটে একটি প্ল্যান তৈরী করছি। আমরা আশা করি খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে সেটি জল সরবরাহের কাজে আসবে। নির্দিষ্ট সময় দেওয়া যাবে না। আর তারা পাশাপাশি এখানে কলেজ টিলাতে ১.৫ জল পরিশোধন করে দেয়ার মত যে মেশিন আছে তারও পাইপ লাইন দেওয়ার কাজ চলছে। আর তার কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। আর ৪০ লক্ষ টাকার ব্যাপার সেটি একটু দেরী হবে। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে অন্যান্য আন নোটিফাইড এড়িয়ার জন্য আমাদের কাছে অন্যান্য বছর আন নোটিফাইড এড়িয়াতে কাজ করার জন্য টাকা ছিল না। এবারে ট্রেনিং বেসিক সার্ভিসে যে টাকা পাচ্ছে সেই ফাণ্ড থেকে আমরা কিছু কিছু করার চেষ্টা করছি। ইন দ্যা মিন টাইম, ধর্মনগরে ওরা কিছু টাকা দিয়েছে নগর পঞ্চায়েত এবং সরকারের সাহায্যে এখানে একটি প্ল্যান তৈরী হচ্ছে। এইভাবে একের পর এক অন্যান্য জায়গাতে একর্ডিং টু দ্যা ফাণ্ড আমরা করে দেব।

শ্রী রতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে, একজন মন্ত্রী এই হাউসে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমি জানতে চাই কোনটি সত্য এবং এই বিভ্রান্তমূলক তথ্য প্রমাণ করছে যে নব নির্বাচিত পৌর কাউন্সিলার যারা কাজ করছে তখন এখানে মাননীয় মন্ত্রী সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গত আগস্ট মাসে যে এই জিনিসটা হাউসে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তখন পত্রপত্রিকায় ও বেড়িয়েছে। তাই কানেকশনের জন্য বহু লোক দরখাস্ত জমা দিয়েছে

পৌরসভায়। এটা কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কংগ্রেস পরিচালিত আগরতলা পৌরসভাকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একজন বলছে সত্য, একজন বলছে না। সে জন্যে হাউসে এই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বলা হচ্ছে। এখানে সরকারের একজন মন্ত্রী বলছে যে এটা সত্য, আর কি করে এই সরকারের আর একজন মন্ত্রী বলতে পারেন যে এটা অসত্য। সেই ব্যাপারে আপনার কাছে নির্দিষ্টভাবে জানতে চাই।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে সরকারের একজন মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর আর একজন মন্ত্রী এটা অস্বীকার করেছেন না, এটা অবশ্য ঠিক এবং এটাই মূল কথা। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য এখানে যেভাবে বলছেন যে ইনটেনশন্যাল-ভাবে এটাকে বরবাদ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ অসত্য। সেখানে কোন উদ্দেশ্য নেই। যেহেতু আমরা ব্যাপকভাবে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যাপারে ব্যবস্থা করছি। এখানে কোন ইনফর্মেশন গেপ থাকতে পারে। উনি যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন বিষয়টা ঠিক সেই রকম না।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ২৭-৮-৯৬ইং কোয়েশ্চান ছিল আমার। আমার কোয়েশ্চনের আরবান ডেপেলাভমেন্ট মিনিস্টার রিপ্লাই দিয়েছে স্পেসিফিক। আমার প্রশ্ন ছিল আগরতলা পৌরসভা এলাকায় যে সমস্ত লোক ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন্ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছে এখনো কানেকশন পান নি, তাদের সংখ্যা কত? মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন যে, আগরতলা পৌরসভা এলাকায় মোট ৪ হাজার ৯ শত ৪৭ জন তাদের কানেকশন পান নি। দুই নং প্রশ্ন, যারা ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন পান নি তাদের ব্যাপারে সরকারীভাবে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে? উত্তর আবেদনকারীর সংখ্যা হচ্ছে মোট ৪৫৭ জন আবেদনকারীকে পূজোর আগে ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর ৩৫০ জনকে বর্তমান আর্থিক বছরে ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন দেওয়া হবে।

তিন নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে, আগরতলা পৌর এলাকায় ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশন দেওয়ার ক্ষেত্রে অসুস্থ যে সমস্ত আবাসিক আবেদন করেছেন তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে সরকার আগ্রহী কিনা? মাননীয় মন্ত্রী রিপ্লাই দিয়েছেন, আগরতলা পৌর এলাকায় যে সমস্ত আবাসিক অসুস্থতার ভিত্তিতে ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশনের জন্য আবেদন করেছেন তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া বিবেচিত হয়। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আমরা যারা মেম্বার আছি আমরা এই রিপ্লাই ফলো করি। ৭০০ উপরে লাইন দেওয়ার কথা। আমরা জানতে চাই, সেটার কি হয়েছে? পাবলিক হেলথ মিনিষ্টার জানেন না, তা ঠিক নয়? এই ভাবে যে হাউসকে বিভ্রান্ত করলেন তার উত্তর আমরা মিনিষ্টারের কাছে জানতে চাই।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে প্রশ্ন যেভাবে এসেছে সেভাবেই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছে। এটা দেখার দায়িত্ব আমার ডিপার্টমেন্টের নয়। এটার দায়িত্ব আরবান ডিপার্টমেন্টের। উনারা বসে এলোকেশান করেন। জল পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা আসলে এখানে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অমল মল্লিক :— এখানে কোন ভুল রিপ্লাই দিলে সেটা সঠিক জানার দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমাদের আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এভাবে বলা উচিত হয় নি। এ ব্যাপারে রুলিং চাই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রীর এটা দেখার দায়িত্ব নয়, এ কথা বলেছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রতনলাল নাথ :— এই ভাবে কি উনি হাউসে বলবেন ? আপনার রুলিং চাই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক, শ্রী রতনলাল নাথ ব্র্যাকেটেড।

শ্রী রতনলাল নাথ :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৪৮।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৪৮।

শ্রী রনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এড্‌মিটেড্ কোয়েশ্চান নং—২৪৮।

প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে আগরতলা—কলকাতা ট্রানজিট রুট চালুর ব্যাপারে রাজ্য সরকার আগ্রহী কিনা ;

২। আগ্রহী হলে কবে এবং কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ;

৩। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কি অভিমত ব্যক্ত করেছেন ;

৪। ট্রানজিট রুটের বিষয়টি দ্রুত কার্য্যকরী করার জন্য রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে আগরতলা—কলকাতা ট্রানজিট রুট চালুর ব্যাপারে রাজ্য সরকার আগ্রহী।

২। রাজ্যের বিভিন্ন তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যপাল, মন্ত্রী মহোদয় এবং অফিসাররা কেন্দ্রীয় সরকারকে বারংবার চিঠি এবং আলোচনার মাধ্যমে এ ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ব্যাপারে আপ্রাণ প্রচেষ্টা রয়েছে এবং এটিকে একটি মূল বিষয় বলে গণ্য করেন বলেই বার বার বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করছেন, তাছাড়া—উত্তর পূর্বাঞ্চলের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি বাংলাদেশের উপর দিয়ে আনার প্রকল্প প্রণায়নে কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্টাডি গ্রুপও তৈরী করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সড়ক পরিবহন দপ্তরও এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন। বিদেশ মন্ত্রী পর্য্যায় এ বিষয়ে আলোচনা চলছে।

৪। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে। তথাপিও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার চিঠি এবং আলোচনার মাধ্যমে অনুরোধ করেছেন এ ব্যাপারটি শীঘ্র রূপায়ণের জন্য। তবে ট্রানজিট রুটের ব্যাপারে যে ৬টি রুটের কথা বিবেচনা হচ্ছে, তারমধ্যে আগরতলা—কলকাতাকে ইনক্লুড করা হয়েছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আমরাও জেনেছি যে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে, অফিসার পর্যায়েও এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমার অনুরোধ থাকবে যে রাজ্যের সবার স্বার্থে মন্ত্রী পর্যায়ে যেন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

শ্রী রঞ্জিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্য সরকারের মন্ত্রীর সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীর আলোচনা হয়নি। এটা দুই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। উত্তর—পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলির এই ট্রানজিট রুটের প্রয়োজনীয়তার কথা কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই অনুভব করেন। কলকাতা থেকে আগরতলা এবং উত্তর—পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ যদি হয় তাহলে আমাদের এই উত্তর—পূর্বাঞ্চলে শিল্প স্থাপন থেকে শুরু করে অনেক বিষয়েই উপকৃত হতে পারে। তার জন্য বিদেশ মন্ত্রী পর্যায়ে এবং প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের এখানে কিছুদিন আগেও সেন্ট্রাল ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টার এসেছিলেন, সেখানেও আমাদের আলোচনা হয়েছে। সেখানে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। যাতে ট্রানজিট রুট চালু করা হয় এবং আমরা যাতে চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করতে পারি তার জন্য আগরতলা—সাব্রুম

রাস্তাকে যেন ন্যাশনাল হাইওয়ে করা হয় তার জন্য আলোচনা করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন উত্তর—পূর্বাঞ্চলকে অগ্রাধিকার দিয়ে যেন এই ট্রানজিট রুট চালু করা যায় তার জন্য সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রী রতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ত্রিপুরা একটা অবহেলিত রাজ্য। আমি যতটুকু জানি ১১-১২ ইং সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্য সরকারের এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু কবে আলোচনা করা হয়েছে এখানে তিনি স্পেসিফিক কিছু বলেন নি। গঙ্গার জলবন্টন নিয়ে দুই দেশের সাথে আলোচনা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে যখন আলোচনা করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়, দেখা গেছে সেখানে আলোচনার সময় তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রানজিট রুট নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। কিন্তু নর্থ ইষ্টার্ন নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। এই বিষয়টি নিয়ে বহুদিন ধরে আলোচনা চলছে এবং এই ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি চালাচালিও হয়েছে, কিন্তু কবে চিঠি দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে কিছু বলেন নি। মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় এখানে বলেছেন যে, এই ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে কিনা, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী রঞ্জিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, সড়ক পথে যোগাযোগের জন্য ৬টি রুট চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে—আগরতলা—আখাউড়া, হলদিবাড়ী—চিলাহাটি, কুচাডাঙ্গা—বুড়ী মানিক, নিউজলপাইগুঁড়ি—তেঁতুলিয়া, বড়সুরা—চেরাগাঁও এবং জলাবাজার—বেটলী। প্রটোকোল কমিটির রিপোর্টগুলি পাওয়ার পর এই যোগাযোগ বিষয়গুলি ফাইন্যাল করা হবে। জ্যোতিবসুর সাথে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা হয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথেও আলোচনা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্বার্থের জন্য প্ল্যানিং কমিশনের মিটিং এ এবার যে ডেপুটি সি. এম. গিয়েছিলেন সেখানেও এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই ট্রানজিট রুট নিশ্চয়ই দুই দেশের মধ্যে একটা সংগতিপূর্ণ আলোচনার মধ্যে দিয়ে হতে পারে। চেম্বার্স অব কমার্সের যে প্রতিনিধি দল ত্রিপুরায় শিল্প বাণিজ্য মেলায় এসেছিলেন সেখানেও এই বিষয়টি নিয়ে উনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

উনারা গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বাণিজ্যের স্বার্থে এবং ঐ অঞ্চলের বাণিজ্যের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং একটা চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দিয়েছেন যে, শীঘ্রই এই বিষয়টা নিয়ে বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে। এবং দুই দেশের মধ্যে পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে যাতে এই বিষয়টা শীঘ্রই আলোচনা হবে এবং ট্রানজিট রোডের বিষয়টাও এখানে বলা হয়েছে। দুই দেশের মন্ত্রীরা আশা-প্রকাশ করেছেন এই দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ অবিলম্বে স্থাপিত করা হবে।

শ্রী মতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এপ্রিল মাস থেকে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ প্যাকেজ টোর হিসাবে বাস চালু করার একটা পরিকল্পনা পত্র-পত্রিকায় উঠেছে এটা সঠিক কিনা ?

শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থও জড়িত আছে। পর্যটনের সঙ্গে আমরাও জড়িত ছিলাম স্যার। এটা সারা ভারতবর্ষের পর্যটন মন্ত্রীদের যখন মিটিং হয় সেখানে স্পেশ্যালি নর্থ ইষ্টার্নের আমরা যারা প্রতিনিধি ছিলাম আমরা দাবী করেছিলাম পর্যটন শিল্পের বিকাশের স্বার্থে টোট্যাল নর্থ-ইষ্টার্নের গেটওয়ে হিসাবে আগরতলা যদি ব্যবহৃত হয় তাহলে টোট্যাল নর্থ ইষ্টার্ন উপকৃত হবে, আপনি ঠিকই বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্যটন দপ্তরের প্যাকেজ টোরের কথা যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা আমিও পেপারে দেখেছি। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমরা অত্যন্ত খুশী হব। কিন্তু আপনার কাছে ইনফরমেশ্যান নেই। তাই মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি যদি বলেন তাহলে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি। কারণ স্পেসিফিক নিউজ বের হয়েছে এই সম্পর্কে আপনার জানা আছে কিনা তাহলে আপনি সভাকে কাইণ্ডলি জানান।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই বিষয়টা রিসেন্টলি বের হয়েছে কিন্তু গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া থেকে আমরা খবর পাই নি। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা যে কথা বলছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীরা এই সম্পর্কে কথাবার্ত্তা বলেছেন। ওখান থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন আমরা কথাবার্ত্তা বলেছিলাম। কিন্তু আমাদের কথাবার্ত্তা ওটা রাষ্ট্রের মধ্যেই কথাবার্ত্তা। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এসেছিলেন তখন আমরা মেমোরেনডাম সাবমিট করেছিলাম এবং যে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম তার মধ্যে এটা আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলাম যে ল্যাণ্ডলর্ড না আমাদের রাজ্যটা। কাজেই এটা আমাদের খুব দরকার। এবং বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল হচ্ছে এটা গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া ইন্‌সিস্ট্‌ করুন। এটার জন্য কনটিনিউয়াসলি আমরা গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়ার কাছে লিখছি। কাজেই আমরা রাজ্য সরকার ডাইরেকটলি ওই ভাবে নেগোশিয়েশ্যান করতে পারি না এটা বুঝতে হবে। পত্র-পত্রিকায় এটা দেখেছি কিন্তু আমরা এখনও এটা পাইনি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর।

শ্রী পবিত্র কর (খয়েরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪৯।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বর্ত্তমান অর্থ বছরে জলসেচের জন্য নতুন এল. আই. টিউবওয়েল ডাইভারশ্যান স্কীম প্রকল্প চালু করার জন্য বরাদ্দ ছিল ;

২। সত্য থাকলে এ পর্য্যন্ত কয়টি স্কীম-এর কাজ কার্য্যকরী হয়েছে, এবং

৩। কোথায় কোথায় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২ এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর

বর্ত্তমান অর্থ বছরে এখন পর্য্যন্ত নতুন ৯টি এল. আই. এবং ৭টি ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প নিম্নোক্ত স্থানে চালু হয়েছে।

লিফট ইরিগেশন :

ব্লক	স্থানের নাম
১। পানিসাগর—	১। দক্ষিণ দেওছড়া
২। রাজনগর—	২। এম. বি. সি. নগর
ঐ	৩। বনকর ঘাট
৩। মেলাঘর	৪। রাঙ্গামুড়া
৪। ঐ	৫। ধলাই স্কুল মাঠ
ঐ	৬। ইন্দুরিয়া
ঐ	৭। ভ্রানতলী
৪। জম্পুইজলা	৮। ধনরাই ছড়া
৫। সাতচাঁদ	৯। গোবিন্দমঠ ভিলেজ

ডিপটিউবওয়েল

ব্লক	স্থানের নাম
১। মোহনপুর	১। চাঁদমারি
২। মেলাঘর	২। তৈবান্দাল
ঐ	৩। সোভাপুর—২
৩। তেলিয়ামুড়া	৪। সাউথ পুলিনপুর
৪। বিশালগড়	৫। নবশান্তিগঞ্জ
ঐ	৬। কোনাবন
৫। মান্দাই	৭। বল্লভভাই সর্দার পাড়া

এছাড়া নিম্নোক্ত স্থানে নতুন প্রকল্প সমূহের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

লিফট ইরিগেশন :

ব্লক	স্থান
১। মোহনপুর—	১। উত্তর দেবেন্দ্রনগর
২। রাজনগর	১। বিষ্ণুপুর
ঐ	৩। বৈরাগীর খামার
৩। বগাফা	৪। কুশার ঘাট
ঐ	৫। পতিছড়ি
ঐ	৬। ইষ্ট পিলাক
ঐ	৭। চৌধুরী পাথর
ঐ	৮। লক্ষ্মীনারায়ণপুর
ঐ	৯। মজুমদার খামার
ঐ	১০। বুড়াতলী ছড়া
৪। সালেমা	১১। মানিকভাণ্ডার-৪
ঐ	১২। সন্তোষ চৌধুরী পাড়া
ঐ	১৩। নাকফুল
ঐ	১৪। কাটালুতমা
৫। বিশালগড়—	১৫। কাঞ্চনমালা
ঐ	১৬। রামছড়া ফিশু
ঐ	১৭। গাবতলী
ঐ	১৮। দয়ারাম পাড়া
৬। জিরানীয়া—	১৯। রাধাপুর
৭। মাতাবাড়ী	২০। ধ্বজনগর
ঐ	২১। পালাটানা বেড়ি
৮। সাতচাঁদ	২২। দৌলবাড়ী
ঐ	২৩। চালিতাছড়ি
ঐ	২৪। ফুলছড়ি
ঐ	২৫। আমলি ঘাট—২

ব্লক	স্থান
৯। অমরপুর	২৬। কামলাই নং—১
ঐ	২৭। পাহাড়পুর
ঐ	২৮। চালনাইয়া ভিলেজ
ঐ	২৯। ওয়েষ্ট তৈস্মুলঙ
১০। পেচারথল	৩০। কড়ইছড়া
১১। দশদা	৩১। কাম্পি
১২। মেলাঘর	৩২। চালিয়াখোলা
ঐ	৩৩। আমবাগাদ
১৩। পানিসাগর	৩৪। ব্রজেন্দ্রনগর—২

ডিপটিউব ওয়েল ঃ

ব্লক	স্থান
১। মোহনপুর	১। কল্যাণপুর (বড়জলা)
২। ঐ	২। সাউথ রাঙ্গুটিয়া
৩। মাতাবাড়ী	৩। তোতাবাড়ী—২
৪। জিরানীয়া	৪। ব্রজেন্দ্রনগর
৪। তেলিয়ামুড়া	৫। ৭—মাইল

শ্রী পবিত্র কর ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিভিন্ন জায়গাতে করা আছে এবং করা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন। আমি যতদূর জানি, যে জায়গাগুলি আমার পরিচিত তার একটিতেও কাজ হয়নি, এটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তথ্য আছে কিনা এবং কবে নাগাদ শুরু হবে ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, ৯টি এল. আই. এবং ৭টি ডিপ-টিউবওয়েল চালু হয়েছে এবং বাকীগুলির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রী পবিত্র কর ঃ— আপনি অফিসারকে ডাকান আপনার চেম্বারে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। আজকে সময় নেই। তার জবাব চাই কেন হয়নি ?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— প্রশ্নের উত্তর যেভাবে এসেছে সেটা হচ্ছে লিফট ইরিগেশান আমরা কয়টা হাতে নিয়েছি এবং এই বৎসরে ৯৭-৯৮এ আমরা যেগুলি করব।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যেসমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

SECOND REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE —Adopted.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "সংসদীয় কার্য্যউপদেষ্টা কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন সভায় পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।"

বর্তমান অধিবেশনের ১৭ই মার্চ, সোমবার, ১৯৯৭ ইং তারিখ হইতে ২৯শে মার্চ, শনিবার, ১৯৯৭ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য, "সংসদীয় কার্য্য-উপদেষ্টা কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন, "যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই প্রতিবেদনটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৭ই মার্চ সোমবার ১৯৯৭ ইং তারিখ হইতে ২৯শে মার্চ, শনিবার, ১৯৯৭ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য, "সংসদীয় কার্য্যউপদেষ্টা কমিটির প্রতিবেদন" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই প্রতিবেদনটি এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন প্রতিবেদনটি সভায় বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "সংসদীয় কার্য্য-উপদেষ্টা কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "সংসদীয় কার্য্যউপদেষ্টা কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"

(অতএব, প্রতিবেদনটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো স্মৃতি তর্পন। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরেন্দ্র পাতিল মহোদয়ের একটি স্মৃতি তর্পন আছে। আমি স্মৃতি তর্পনটি পাঠ করছি। পাঠের শেষে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র পাতিল গত ১৪ই মার্চ, ১৯৯৭ ইং সকালে ব্যাঙ্গালোরের মাল্য হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। গত ৯ই মার্চ, ১৯৯৭ ইং শ্বাসকষ্টের পর পাতিলকে এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

১৯২৪ সালে চিচোলিতে বীরেন্দ্র পাতিল জন্ম গ্রহণ করেন। বি. এ. পাশ করার পর হায়দরাবাদের ওসমানিয়া কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে আইনজীবীর জীবন শুরু করেন এবং "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে প্রথম কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হন। ১৯৮৯ সালে দ্বিতীয়বার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হন।। এর আগে ১৯৭২—১৯৭৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন রাজ্য সভার সদস্য। কর্মজীবনে নানাবিধ সামাজিক সংস্কার, দুর্বল ও দলিত শ্রেণীর মানুষের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এই বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে সেটি উৎথাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৪/১৫ মার্চ, ১৯৯৭ ইং তারিখ কলসী পুলিস ফাঁড়িতে (বিলোনীয়া মহকুমায়) বৈরী আক্রমণের ঘটনায় এলাকার মানুষের মনে নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়কে তাঁর রেফারেন্স নোটিশটি সভায় উঠে দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী অমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : "গত ১৪/১৫ মার্চ তারিখে কলসী পুলিস ফাঁড়িতে (বিলোনীয়া মহকুমায়) বৈরী আক্রমণের ঘটনায় এলাকার মানুষের মনে নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই রেফারেন্স নোটিশটির উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২৭-৩-৯৭ ইং তারিখে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৭-৩-৯৭ ইং তারিখে এই রেফারেন্স নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার এবং শ্রী রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তুটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উহা উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

নোটিশটির বিষয়বস্তুটি হলো :— "রাজ্যের গরীব পরিবারগুলিকে সস্তায় চাল, গম দেওয়ার কার্য্যসূচী এ যাবৎ কার্য্যকরী না হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয়কে উনার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু সভায় উৎথাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটি হলো :— "রাজ্যের গরীব পরিবারগুলিকে সস্তায় চাল, গম দেওয়ার কার্য্যসূচী এ যাবৎ কার্য্যকরী না হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কেএই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন.

শ্রী ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ২৭-৩-৯৭ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৭-৩-৯৭ ইং তারিখ এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ এবং শ্রী সুদন দাস মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তুটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উহা উৎথাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "পাথরের অভাবে রাজ্যের বিরাট সংখ্যক পাথর শ্রমিকদের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ মহোদয়কে উনার রেফারেন্স নোটিশটি সভায় উঠে দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলোঃ— "পাথরের অভাবে রাজ্যের বিরাট সংখ্যক পাথর শ্রমিকদের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকারঃ— আমি এখন বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় পাবেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী ফয়জুর রহমান (বনমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২৯-৩-৯৭ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৯-৩-৯৭ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "পরীক্ষা চলাকালীন সময় রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি উনার নোটিশটি পড়ার জন্য।

শ্রী পবিত্র কর :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "পরীক্ষা চলাকালীন সময় রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ১৯-৩-৯৭ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৯-৩-৯৭ ইং তারিখে এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "খোয়াই জারুলবাছাই ও তৈদু সহ অন্যান্য স্থানে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পুনরবাসন দেওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটি সভায় পড়ার জন্য।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "খোয়াই জারুলবাছাই ও তৈদুসহ বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পুনরর্বাসন দেওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ত্রাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ২২-৩-৯৭ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ের উপর আগামী ২২-৩-৯৭ ইং তারিখ একটি বিবৃতি দেবেন।

আজ আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "আগরতলা বিলোনীয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহরাঞ্চলগুলিতে মশক্‌কুলের ব্যাপক আক্রমণে সুস্থ নাগরিক জীবনে ত্রাস সৃষ্টির ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়কে উনার নোটিশটি সভায় পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী অমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "আগরতলা বিলোনীয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহরাঞ্চলগুলিতে মশক্‌কুলের ব্যাপক আক্রমণে সুস্থ নাগরিক জীবনে ত্রাস সৃষ্টির ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী বিমল সিন্হা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৭-৩-৯৭ ইং তারিখ এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৭-৩-৯৭ ইং তারিখ এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করা।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার,…★…………………

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলছেন সেটাকে বলার জন্য আপনি উনাকে কোন অনুমতি দিয়েছেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলছি……★·।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— পয়েণ্ট অব্ অর্ডার স্যার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলছি পয়েণ্ট অব্ অর্ডার আনা হয়েছে। আপনি বসুন। মাননীয় বিরোধী দলনেতা বসুন। বসুন। আপনি বসুন। আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করছি বসার জন্য। মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলছি বসার জন্যে। বসার জন্য বলছি। বসুন। আপনি যেটা বলেছেন সেটা সভার কার্য্যবিবরনী থেকে বাদ দেওয়া হল।

(গণ্ডগোল)

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এসব কি চলছে ? উনি পয়েণ্ট অব্ অর্ডার মানবেন না। হাউসতো এইভাবে চলতে পারে না। স্যার, আপনাকে একটা কিছু করতেই হবে। উনার খুশীমতো হাউস চলতে পারে না। উনার বৈঠকখানা নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— উনি হচ্ছেন বিরোধী দলনেতা, কিন্তু আইন-কানুন মানছেন না। কিছুই আইন-কানুন মানছেন না। সংসদীয় গণতন্ত্র মানছেন না।

সভা বেলা দু-টা পর্য্যন্ত মূলতবী রইল—

★★★ Expunged as Ordered by the Chair.

AFTER RECESS AT 2-00P.M.

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এক মিনিট সময় নিচ্ছি। স্যার, এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদিও বাইরে বিভিন্ন সরকারী কার্য্যক্রমে উদ্বোধন করছেন। কিন্তু আজকে এই হাউসে বাজেট পেশ হচ্ছে। এদিনও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুপস্থিত। এটা শুধু হাউসের না ত্রিপুরাবাসীর অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের, উনি বাইরে অযথা যাচ্ছেন, আগরতলাতে বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করছেন। স্যার, এটা আমরা মনে করি এই হাউসের অবমাননা। আপনাকে অনুরোধ করব যে, আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে হাউসে আসার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ আপনি দিন। আপনি এই হাউসের অধ্যক্ষ, এই হাউসের মালিক আপনি, এটা আপনার কাছে আমরা অনুরোধ রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনিতো পরে এসেছেন। আমি এই ব্যাপারে বলেছি যে, মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব দিয়েছেন উনার কাজটা পরিচালনা করার জন্য।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, এটাতো আমরা জানি, এটা হাউসের ব্যাপার। মেম্বার হয়েছি, আছি অনেক দিন যাবৎ এটা জানি। আমি অনুরোধ করছি আপনার কাছে আপনি অধ্যক্ষ, আপনি যদি রুলিং পার্টিকে এভাবে সব কিছুতে প্রটেকশন দেন এটাতো ঠিক না। আপনি তাঁদের প্রটেকশন দেবেন না। ইট ইজ এন ইনসালটেশান টু দি হাউস।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, হাউসের কোন অবমাননা করা হচ্ছে না। উনি অসুস্থ, সব সরকারী ফ্যাংশানে যাচ্ছেন না। সভার এই সিঁড়ি বেয়ে ওঠা ওনার পক্ষে সম্ভব না। যার জন্য অ্যাটাচড করেছেন। কাজেই হাউসের অবমাননা করার কোন প্রশ্ন আসে না।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, উনি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারেন না, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্য লিফট-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটা করুন। আপনি স্পীকার, উনাকে হাউসে উপস্থিত থাকতে বলুন। এটা কি ধরণের কথা স্যার? বাজেটে বছরে একবার আসতে পারবেন না, উনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন এটাতো ঠিক না। তাহলে উনাকে (বৈদ্যনাথ বাবুকে) মুখ্যমন্ত্রী করুক, ওর দল উনাকে মুখ্যমন্ত্রী করুক। এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার স্যার। এটা কোন ধরণের প্রটেকশন দিচ্ছেন স্যার? আমরা বুঝতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে বসুন, বসুন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) **:—** কি পেলাম স্যার, কি পেলাম ?

মিঃ স্পীকার :— দল যদি উনাকে করেন তাহলে পাবেন। আমিতো করতে পারিনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) :— স্যার, আমাদের লজ্জা হয়, আপনার লজ্জা না থাকতে পারে—।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— কোন লজ্জার ব্যাপার নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে, আপনার লজ্জা না থাকতে পারে। এই হাউসে দাঁড়িয়ে স্পীকারকে এই কথা বলার ঔদ্ধত্য কোন সদস্যের হওয়া উচিৎ নয়। এই সম্পর্কে আপনি রুলিং দেন স্যার। এগুলি সমস্ত কিছু এ্যাকসপাঞ্জ হওয়া উচিৎ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসুন, বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রতন চক্রবর্তী :— এটা তর্কের বিষয় না স্যার, আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি। যেহেতু এটা সদস্য হিসাবে অধিকার আছে যে, হাউসে আপনি অধ্যক্ষ আর একজন মেম্বার যদি ইলেকটেড হয়ে আসেন তারপরে উনি যখন ইন্টারেষ্ট হন মেজুরেটি দলের নেতা হিসাবে—This is the Constitutional obligation to discharge his duties. If he is unable, how long it will be here the samething that he will entrust other people to do his own duty who his not ready to perform.

আমরা শুধু আপনার কাছে জানতে চাইছি যে একজন মাননীয় সদস্য তার কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন ডিচার্জড করছেন না। খুব দুর্ভাগ্যের এটা তর্কের বিষয় না।

মিঃ স্পীকার :— এটা বলছেন না ঠিকই।

BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1997-98

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক সালের ব্যয়-বরাদ্ধ সভার সামনে পেশ করা। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক সালের ব্যয়-বরাদ্ধ সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেট পেশ করতে যাচ্ছি।

২। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার তার প্রায় চার বছরের কার্যকাল পূর্ণ করেছে, আমি এই মহতী সভার সামনে একথা বলতে পেরে আনন্দিত যে এই চার বছরই আমরা বিচক্ষণতার সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পেরেছি। জাতীয় স্তরে পৌছানোর লক্ষ্যে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আমাদের চাহিদা যেখানে ব্যাপক, সেখানে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে থেকে আমরা আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে পরিচালনা করতে শিখেছি, যাতে করে আমাদের অপ্রতুল সম্পদের অপব্যয় না হয় এবং বন্টন যথাযথ হয়। এই পদ্ধতি রাজ্যের দ্রুত উন্নয়ন এবং জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে আমাদের অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে সুস্থিতি দিতে সাহায্য করেছে। এরফলে বর্তমান আর্থিক বছরে দপ্তরগুলোর ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য যে প্রথাগত এল্, ও, সি পদ্ধতি ছিল তা তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি এবং আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আগামী আর্থিক বছরেও এল্, ও, সি প্রথা থাকবে না।

৩। রাজ্যের জনগণ ধারাবাহিকভাবে এ রাজ্যের সংবেদনশীল এবং বন্ধুভাবাপন্ন প্রশাসনের প্রতি তাদের আস্থা জ্ঞাপন করে চলেছেন। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারে পরিবর্তন আসার ফলে জাতীয় পর্যায়ে এ অঞ্চলের সমস্যাগুলো অধিকতর মনোযোগ পাচ্ছে। আমি আশা করি এই মনোযোগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পরিকাঠামো এবং ন্যূনতম প্রাথমিক সেবা কর্মসূচীতে, যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে, বাস্তবে রূপ নেবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য সফরের পর ১৯৯৬-এর অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত গুচ্ছ-অনুদান, সঠিক দিশায় এক অগ্রগামী পদক্ষেপ, যদিও তা আমাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও ক্ষোভ নিরসনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যোজনা কমিশনের সদস্য শ্রী এস, পি. শুক্লার নেতৃত্বে যোজনা কমিশন গঠিত যে উচ্চস্তরীয় কমিশন, সম্প্রতি রাজ্য সফর করে গেছেন তাঁরা পরিকাঠামো ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং ন্যূনতম প্রাথমিক সেবার ক্ষেত্রে অপূরিত প্রয়োজনগুলো অনুধাবন করেছেন এবং আমি আশাকরি নবম পরিকল্পনার মধ্যে এ রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে এই উচ্চ-স্তরীয় কমিশনের সুপারিশগুলো নির্দিষ্ট সময়-কালের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করা হবে। আমি আশাকরি, শুক্লা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে রাজ্যের ১৯৯৭-৯৮ সালের বার্ষিক যোজনা বর্ধিত হবে।

৪। দশম অর্থ কমিশন কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে যে বিকল্প সূত্রের কথা বলেছেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৯৭ সংসদে তাঁর বাজেট ভাষণে সেই সুপারিশ মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছেন। এই সূত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় করের একটি মাত্র বিভাজনযোগ্য অর্থ ভাণ্ডার থাকবে এবং দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রারম্ভিকভাবে উনত্রিশ শতাংশ করের অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টনের সংস্থান থাকবে। যাই হোক, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য কেন্দ্র যখন সংবিধান সংশোধনী বিল আনবেন তার আগে রাজ্যগুলির সাথে আবার আলোচনা করার অভিপ্রায় তিনি তাঁর ভাষণে ব্যক্ত করেছেন। কর সম্পর্কিত বিভাজনযোগ্য অর্থ ভাণ্ডার থেকে রাজ্যগুলির প্রাপ্য করের অংশ বাড়ানোর জন্য আমাদের এখন দাবী জানাতে হবে এবং

এরফলে আমাদের রাজ্যের প্রাপ্য অংশ যাতে প্রকৃত অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। উন্নয়নের সবচেয়ে জরুরী শর্ত হচ্ছে শান্তি। আমরা তাই, সমাজের সকল অংশের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি, একতা ও সংহতি অব্যাহত রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাব। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি সংঘটিত ঘটনাবলী আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে এবং উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের জন্য আমরা আন্তরিক পদক্ষেপ নিয়েছি। সাম্প্রতিক ঘটনায় যারা জীবন ও সম্পত্তি হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে। রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের সঠিক পুনর্বাসনের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সেনা বাহিনী, আসাম-রাইফেলস্ ও আধা-সামরিক বাহিনী রাজ্যের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলায় এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করছে। রাজ্যে শান্তি বজায় রাখতে রাজ্য সরকারের গৃহীত কিছু ব্যবস্থা সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপাল বিধানসভায় প্রদত্ত ভাষণে উল্লেখ করেছেন। আমি সুনিশ্চিতভাবে সভাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে অর্থ সংস্থানে কোন সমস্যা হবে না। চলতি বছরে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে অনুমিত বাজেট বরাদ্দ যেখানে ছিল ৭৬.০২ কোটি টাকা, সেখানে আগামী বছরে এ খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০৫.১১ কোটি টাকা, টি, এস, আর, চতুর্থ এবং দুটি ইণ্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান গঠনের মাধ্যমে রাজ্যের আরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের বেশীরভাগ অংশ ব্যয়িত হবে। আরক্ষা বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের পাশাপাশি একই সাথে উপযুক্ত সংস্থানের মাধ্যমে আরক্ষা কর্মীদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমাদের প্রচেষ্টা হল, স্ব-নির্ভর ও পর্যাপ্তভাবে সজ্জিত আধুনিক একটি আরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা, যা কিনা সন্ত্রাসবাদীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে। অবশ্য, আমরা বিশ্বাস করি, সন্ত্রাস-বাদী কার্যকলাপের প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধান হল রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং উপজাতি জনগোষ্ঠীর অভাব অভিযোগ ও বঞ্চনার মানসিকতার নিরসন। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিপথগামী যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া আমাদের অব্যাহত থাকবে।

৬। রাজ্য সরকার আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন, এজন্যই আমি আরক্ষা বাহিনী সম্পর্কে প্রথমে উল্লেখ করলাম। দরিদ্র ও নিপীড়িত অংশের জনগণের বিশেষ করে তফশিলী জাতি, তফশিলী উপজাতি ও অন্যান্য পশ্চাদপদ অংশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে আমরা যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা সর্বগ্রাহ্য। এ সম্পর্কে বার বার উল্লেখ পুনরাবৃত্তি মাত্র। আমি, সেজন্য এবার কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেটের অর্থ বরাদ্দের কিছু উল্লেখ করছি। এর মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের জল সরবরাহ, গ্রামীণ বাসস্থান, গ্রামীণ সড়ক ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ১৭.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে দেড় হাজার মার্ক-টু/মার্ক-থ্রি নলকূপ বসানো ও দেড় হাজার স্যানিটারি কূয়া নির্মাণের কাজ চলছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ১৮.৫৪ কোটি

টাকা ব্যয়ে ১৭৫৮টি মার্ক-টু/মার্ক থ্রি নলকূপ বসানো এবং ১৭৩৮টি স্যানিটারী কূয়া নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। রাজ্য সরকার প্রত্যেক জনপদের জন্য ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তা আগামী বছরগুলিতে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা হবে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ১৫.০৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ইন্দিরা আবাস যোজনায় ৬৮৫৬টি গ্রামীণ বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ১৫০৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে আরো ৭০৩১টি এ রকম বাসগৃহ নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্পে প্রায় ৬০ লক্ষ শ্রম-দিবস সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছে। এজন্য উপরোক্ত বছরে প্রস্তাবিত অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ হল ২৮.৯৭ কোটি টাকা। সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে পনেরো হাজার পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হবে। এজন্য ভর্তুকী বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৮.৪৮ কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের জন্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৭৪.৭৬ কোটি টাকা।

৭। বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যয়সাধ্য কিন্তু প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী যেসব মানুষের আয়ত্বের বাইরে, তাদের সহায়তা দিতে রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে একটি 'রাজ্য রোগ সহায়ক তহবিল' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই তহবিলের জন্য রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ২ : ১ অনুপাত অর্থ দেবেন। এই তহবিল থেকে সাহায্য মঞ্জুর করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশিকা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর তৈরী করছে।

৮। পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য নির্দিষ্ট সংশোধনী সহ রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি যা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী বিধানসভার গত অধিবেশনে সেগুলি পেশ করেছেন। এই বাজেট প্রস্তাবে রাজ্য রাজস্বের অংশ হিসাবে ১৩.১০ কোটি টাকা, পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানের আনটাইড ফাণ্ডে ৩০.৯৫ কোটি টাকা এবং ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার জন্য আনটাইড ফাণ্ডে ২১.১৮ কোটি টাকা দেবার প্রস্তাব রয়েছে। রাজ্য রাজস্বের অংশ হিসাবে ৫.৬৪ কোটি টাকা, অনুদান হিসাবে ২৩.৩৪ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন দপ্তর থেকে হস্তান্তরিত ১৯.৫৩ কোটি টাকা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে দেয়া হবে। পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক ক্ষমতা ও অর্থ দেওয়ার ফলে পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সরকারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে কাজ করতে পারবে। এটা সূত্রপাত মাত্র, আগামী দিনে পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো বেশী ক্ষমতা ও অর্থ দেওয়া হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এইসব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের হাতে যে অর্থ তুলে দেওয়া হল তা সুষ্ঠুভাবে ব্যয়িত হবে এবং অন্য রাজ্যের কাছে এটা অনু-

সরণযোগ্য হয়ে উঠবে। প্রশাসনিক উন্নয়নে জনগণের অংশ গ্রহণের জন্য তৃণমূলস্তর পর্যন্ত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রতীয়মান করতে পেরেছি।

৯। আমাদের রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উন্নয়নের প্রধান সহায়ক হল সেচ। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে মাঝারী ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনা খাতে প্রস্তাবিত অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২০.৭৬ কোটি টাকা। আগামী অর্থ বছরে উপরোক্ত অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে পাঁচ হাজার হেক্টর জমি নিশ্চিত সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। সেচের সুফল আরো বেশী পাওয়ার জন্য আমরা জলের উৎসগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পঞ্চায়েতগুলিকে দিতে চাই। কৃষি দপ্তর প্রয়োজনীয় কৃষি সামগ্রী যেমন সার, কীটনাশক, উন্নতমানের বীজ কৃষকদের ভর্তুকীতে প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রাখবে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে খাদ্য-শস্যের অনুমতি চাহিদা ছিল ৬.৯৯ লক্ষ টন এবং খাদ্যশস্যের অনুমিত উৎপাদনের পরিমাণ হল ছয় লক্ষ্য টন। ১৯৯৭-৯৮ আথিক বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে ৬.১১ লক্ষ টনে দাঁড়াবে। দপ্তর আগামী বছরে বাগিচা তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের উৎপাদন দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। টু পটেটো সীডের উৎপাদন ২৬৯ কেজি থেকে বৃদ্ধি করে ৩০০ কেজি করা হবে। ফুল চাষ ও মাশরুম চাষ বৃদ্ধি করা হবে। ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে কৃষি, উদ্যান ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪১.৯৮ কেটি টাকা।

১০। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের কল্যাণে শীঘ্রই রাজ্যে বসবাসকারী ঐ অংশের মানুষদের মধ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভর্তুকীতে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ভারত সরকার সামগ্রিকভাবে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী লোকদের সংখ্যা ৫৫ শতাংশ বলে নিরুপণ করেছেন। পক্ষান্তরে বাড়ী বাড়ী সমীক্ষা চালানোর ফলে আমাদের এই সংখ্যা নিরূপিত হয়েছে ৭৩.৫৮ শতাংশ। রাজ্যে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা সম্পর্কে আমাদের এই বাস্তব সমীক্ষা কেন্দ্র যাতে মেনে নেয় তার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাব। যাই হোক, আমরা ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই কর্মসূচী রূপায়ণ করব।

১১। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল এ বছর ২৮৬০টি প্রাথমিক বিদ্যা-লয়ের ৪.১২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচীর রূপায়ণ। পালস্ পোলিও কর্মসূচী অনুযায়ী ৩.৩০ লক্ষেরও বেশী শিশুকে পোলিও খাওয়ানো হয়েছে। রাজ্যে আধুনিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ও চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এসবের মধ্যে রয়েছে উদয়পুর, কৈলাশহর, ধর্মনগর ও কমলপুরে আলট্রা সোনোগ্রাফি করার ব্যবস্থা, জি. বি. হাসপাতালে ইন্‌টেনসিভ কেয়ার ইউনিট এবং সিটি স্ক্যান এবং ক্যান্সার হাসপাতালে কোবাল্ট মেসিন স্থাপন ইত্যাদি। ব্রজেন্দ্রনগর ও বামুটিয়ায় দুটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে। করবুক ও কমলনগরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটি পুনরায় চালু করা হয়েছে। বিটারবনে একটি হোমিপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারী, ধর্মনগরে একটি আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারী, কমলপুর ও ধর্মনগর হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা বিভাগ

খোলা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে একটি সমষ্টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চারটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হোমিওপ্যাথিক ও দুটি আয়ুর্বেদিক ডিস্পেনসারী খোলা হবে। দশম অর্থ কমিশনের অনুদানকে কাজে লাগিয়ে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরেও জি বি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণের কাজ চলতে থাকবে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬৭.৩১ কোটি টাকা।

১২। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও উপজাতি বসতি অঞ্চলে শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। ১৯৯৬-৯৭ সালে একহাজার উপজাতি আবাসিকের জন্য বাইশটি বোর্ডিং হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। সরকার উপজাতি ছাত্রদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্ব-শাসিত সমিতির ব্যবস্থাপনায় আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে উপজাতি যুবকদের স্ব-নির্ভর করে তুলতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এজন্য তফশিলী উপজাতি উন্নয়ন নিগম তাদের চালু কর্মসূচীর অতিরিক্ত ১৭৫ জন উপজাতি যুবককে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দিয়েছে। উপজাতি যুবকদের সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের জন্য ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে একটি নতুন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরেও এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু থাকবে এবং তাকে আরো শক্তিশালী করা হবে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর জুমিয়া সমেত উপজাতিদের কল্যাণে বর্তমান কর্মসূচীগুলি পরবর্তী বছরেও চালু রাখবে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৮৭.৬৭ কোটি টাকা। তফশিলী জাতি ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে চালু কর্মসূচীগুলি ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরেও যথারীতি বজায় থাকবে। ঋণ সম্পৃক্ত কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের জন্য তফশিলী জাতি কল্যাণ ও অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৯.৬১ কোটি টাকা।

১৩। সমাজশিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে বর্তমান ২০৫৫টি নিবিড় শিশু উন্নয়ন কর্মসূচী কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ১৯৯৬-৯৭ সালে নতুন ৬৭৪টি নিবিড় শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে আরো ৮০৮টি নতুন নিবিড় শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র খোলার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্র সহ ১২২৫টি সমাজশিক্ষা কেন্দ্র ভালো কাজ করছে এবং ১৯৯৭-৯৮ সালেও এগুলো চালু থাকবে। নবগঠিত ব্লকগুলির জন্য ভারত সরকার আরো ৯টি নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের মঞ্জুরী দিয়েছেন। সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচীতে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তালিকাভুক্ত চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশী জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের মান অনুযায়ী সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচী চালু করা হবে। পুষ্টি কর্মসূচীর অধীনে ১৯৯৬-৯৭ সালে ২.০৫ লক্ষ শিশুর জন্য

পরিপূরক পুষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে ২.৭৫ লক্ষ শিশুকে এর আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে বার্ধক্য ভাতা কর্মসূচী, পারিবারিক সহায়তা প্রদান কর্মসূচী এবং মাতৃত্ব কল্যাণ কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে এবং ১৯৯৭-৯৮ সালেও এইসব কর্মসূচী চালু থাকবে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯৭-৯৮ বছরে সমাজ কল্যাণ খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২৬.০২ কোটি টাকা।

১৪। শ্রম দপ্তর শ্রম আইনের কঠোর প্রয়োগে এবং বাগিচা ও শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে তার চলতি কর্মসূচীগুলি চালিয়ে যাবে। গুরুতর রোগে আক্রান্ত রিক্সা শ্রমিকদের চিকিৎসা সহায়তা দেবার একটি কর্মসূচী রচনা করা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে ন্যূনতম মজুরী উল্লেখ-যোগ্যভাবে বেড়েছে। আগামী বছরে এই দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ হল ২.৪১ কোটি টাকা।

১৫। প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি পরিবহনের ক্ষেত্রে সমস্যার জন্যই নেপকোর রামচন্দ্রনগর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করতে অত্যধিক দেরী হয়ে গেছে। বর্তমান অবস্থায় নেপকো দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে ১৯৯৭-এর জুলাই মাসে প্রথম ইউনিটি চালু হয়ে যাবে এবং বাকী কিছু ইউনিটও প্রত্যেকটি দু' দু' মাসের ব্যবধানে চালু হয়ে যাবে। ৮ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন রুখিয়ার পঞ্চম ইউনিটটি সম্প্রতি সমলয়ে (সিংক্রোনাইজেড) আনা হয়েছে এবং ষষ্ঠ ইউনিটটিও ১৯৯৭-এর মে মাসে চালু করা হবে বলে নির্ধারিত। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাস না পাওয়ার ফলে বর্তমান ইউনিটগুলো চালু রাখার ব্যাপারে রাজ্য সরকার অসুবিধা ভোগ করছেন। যাইহোক তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন এবং গ্যাস অথরিটি অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড বর্তমানে, ১৯৯৭-এর মধ্যে রামচন্দ্রনগরে এবং রুখিয়ায় গ্যাস সরবরাহের জন্য, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ এবং পাইপ লাইন বসানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। রামচন্দ্রনগরের সবগুলো ইউনিট চালু হয়ে গেলে রাজ্যের বিদ্যুৎ ঘাটতি পুরোপুরি মেটানো যাবে এবং আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে তখন রাজ্যে আর লোডশেডিং থাকবে না। সরবরাহের গুণগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সারা রাজ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ ১১৫.২৮ কোটি টাকা।

১৬। বিরাট সংখ্যক কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে পূর্তবিভাগ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। এই কর্মসূচী আগামী বছরেও চালু থাকবে। কাটাখাল নদীর উপর দুর্গাচৌমুহনী ও অভয়নগরে দুইটি পাকা সেতু নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে কাজের বরাত দেয়া হয়েছে। যোগেন্দ্রনগরে হাওড়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। সালেমায় ধলাই নদীর উপর আরেকটি পাকা সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হবে। ১৯৯৭-৯৮ বছরে এম. বি. বি স্টেডিয়ামের গ্র্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হবে এবং ধলাই জেলা, নতুন মহকুমা ও ব্লক অফিস সমূহের জন্য দালান নির্মাণ করা হবে। উন্নত রাস্তার মাধ্যমে সড়ক যোগাযোগহীন গ্রাম ও জনপদসমূহকে যুক্ত করার জন্য আগামী বছরে ন্যূনতম প্রাথমিক সেবা

কর্মসূচীতে বরাদ্দের ৮.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ১৯৯৭-৯৮ বছরে পূর্ত বিভাগের (সড়ক ও নির্মাণ) জন্য ১২৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৭। ১৯৯৬-৯৭ বছরে ৫৫ হাজারেরও বেশি সংখ্যক গবাদি পশুকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় এনে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ বছরে ১৯টি নতুন দুগ্ধ সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হবে। প্রত্যেকটি এক টাকা দরে একদিনের হাঁসের ছানা এবং একদিনের মোরগছানা বিক্রির কর্মসূচী ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। পশুস্বাস্থ্য পরিষেবার অধীনে ১০.৫ লক্ষেরও বেশি সংখ্যক পশু আনা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ বছরের জন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে ১৬.৩৯ কোটি টাকা। স্থানীয় চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে মৎস্য দপ্তর মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে ধলাই জেলায় একটি নতুন মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা খোলা হবে। আগামী বছরে এই দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ রাখা হয়েছে ৬.৪৮ কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালেই রিজিওন্যাল ফিসারী কলেজে পাঠক্রম চালু হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৮। বন দপ্তর ১৯৯৬-৯৭ বছরে গণমুখী বনায়ন এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচীর উপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। উৎপাদনের জন্য চাষবাস, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং পতিত জমির সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে ১৫০০টি বেসরকারী জোতকে ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতির সহায়তায় 'অঙ্গন-বন প্রকল্প' নামের এক নতুন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। চারা উৎপাদনের বিকেন্দ্রীত গণকর্মসূচী, যৌথভাবে বন পরিচালন ব্যবস্থা এবং জ্বালানী কাঠ সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায়কে জনপ্রিয় করার কর্মসূচীগুলি ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ বছরে বনায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০০০ হেক্টর। ১৯৯৭-৯৮ বছরের জন্য ৬০০০ হেক্টর বনায়নের উচ্চাশাপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন কর্তৃক উৎপাদিত রাবারের পরিমাণ প্রায় ২১০০ মেট্রিক টন। রাবার চাষে ত্রিপুরায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে এবং রাবার বোর্ড দ্বিতীয় পর্যায়ে রাবার চাষ সম্প্রসারণে রাজী হয়েছে—এ কাজ খুব শীঘ্র শুরু হবে। বাণিজ্যিকভাবে ডায়াসকোরিয়া ফ্লোরিবাণ্ডা চাষ শুরু হয়েছে এবং নাগিছড়ায় ডায়োজনিন নিষ্কাশন কারখানা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ বছরে এই দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ হচ্ছে ১৫.০৮ কোটি টাকা।

১৯। কাঁচা রাবার, প্রাকৃতিক গ্যাস, জীব প্রযুক্তি, ফলচাষ, রেশমচাষ, দানাশস্য এবং অ-প্রথাগত ক্ষেত্রে যুক্ত শিল্প ইউনিটসহ অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের জন্য শিল্প দপ্তর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনায় ১৯৯৬-৯৭ বছরে ১৯৫০ জন বেকার যুবককে সহায়তা দেয়া হচ্ছে, যেখানে প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩০০। আশা করা হচ্ছে ১৯৯৭-৯৮ বছরে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম (টি. আই. ডি. সি) ৮০টি ইউনিটকে ১.৬৭

কোটি টাকারও বেশী সহায়তা দিয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ বছরে, রাজ্য সরকার উত্তর ও দক্ষিণ জেলায় গ্রামীণ শিল্প কর্মসূচী (আর. আই. পি) রূপায়ণ করবে। 'ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন সংস্থা' নামে এক জায়গা থেকে সব সুবিধা পাওয়া যাবে এমন একটি সিঙ্গেল উইনডো এজেন্সী গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থা গঠন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রজেক্ট প্রস্তাব পাবার ৩০ দিনের মধ্যে যাতে ছাড়পত্র নিশ্চিত করা যায়। পশ্চিম জেলায় 'গ্রোথ সেন্টার' এবং 'এক্সপোর্ট প্রমোশন ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক ও উত্তর এবং দক্ষিণ জেলায় সুসংহত পরিকাঠামো উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। খাদি ও গ্রামীণ শিল্পে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পশ্চিম জেলায় বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে যাতে ১০.০০০ ব্যক্তির কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা যায়। শিল্প দপ্তরের জন্য ২৫.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

২০। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে হস্তচাঁত, হস্তশিল্প ও রেশম চাষের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তন্তুবায়দের ২৪টি ক্লাষ্টার গঠন করা হয়েছে যাতে করে তারা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত মানের বস্ত্র তৈরী করতে পারেন। এটা আনন্দের বিষয় যে ত্রিপুরায় উৎপাদিত কাঁচামাল দিয়ে উন্নত মানের সিল্ক শাড়ী এবছর তৈরী করা হয়েছে। ৬টি ব্লকে মহিলাদের জন্য বিশেষ রেশমচাষ প্রকল্প ২০০০ মহিলাকে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করেছে। হস্তশিল্প কর্মসূচীতে উন্নতমানের সামগ্রী তৈরী ও বিরাট সংখ্যক মহিলার আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শিল্প দপ্তর মহিলাদের সংগঠিত করার জন্য কয়েকটি ক্লাষ্টার চিহ্নিত করেছে। ১৯৯৭-৯৮ বছরের জন্য হস্তচাঁত, হস্তশিল্প ও রেশমশিল্প দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ হচ্ছে ৯.৭১ কোটি টাকা।

২১। ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া ও ভূমি পুনরুদ্ধারসহ ভূমি সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণের উপর সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার ও ভূমি রাজস্ব আইন এর ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংশোধনীর মাধ্যমে উপজাতিদের জমি হস্তান্তর বন্ধ করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রশাসনকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে এবং দুর্গম এলাকার সমস্যার দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে অনেকগুলি প্রশাসনিক শিবির সংগঠিত করা হয়েছে। আগামী বছরে ওয়াকফ বোর্ডের জন্য আর্থিক সংস্থান বাড়িয়ে ৪০.০০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ বছরের জন্য রাজস্ব দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ হচ্ছে ৩৭.৩৬ কোটি টাকা।

২২। পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত সমূহের মাধ্যমে নগরোন্নয়ন দপ্তর শহর এলাকায় উন্নত পরিষেবা দেবার চেষ্টা করছে। বিশেষতঃ পানীয় জল, রাস্তা, আবাসন, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা এবং কঠিন বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা ও শহর এলাকার গরীব মানুষদের কর্মসংস্থানের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নিবিড় শহরাঞ্চলীয় দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী উদয়পুর এবং ধর্মনগরে চালু করা হবে। ইউ. বি. এস. পি'র অধীনে ১৯৯৭-৯৮ বছরে আরও কয়েকটি শহরকে আনা হবে। বি. এম. এস-এর অধীনে বাসগৃহ দেয়া হবে শহরের গরীব-

দের। জাতীয় বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী চালু করা হবে এবং আগামী বছরের জন্য এই বাবদ ১.০০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ বছরে আই ডি এস এম টি'তে কুমারঘাট ও কমলপুরকে যুক্ত করা হবে। ১৯৯৭-৯৮ বছরের জন্য এই দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ হচ্ছে ১৩.৯১ কোটি টাকা।

২৩। মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে, শিশুদের বিজ্ঞান চর্চায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান, কলা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠান সুকান্ত একাডেমীর সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। অ-প্রথাগত শক্তি উৎস মন্ত্রক কর্তৃক চালু জাতীয় কর্মসূচীর অধীনে ৫০০ সৌর লণ্ঠন সংগ্রহ করার প্রস্তাব রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের। উত্তর ও ধলাই জেলার ১০টি পি. জি. পি ভিলেজকে সৌর শক্তি চালিত বিদ্যুৎব্যবস্থায় যুক্ত করার প্রস্তাবও রয়েছে এই দপ্তরের। আগামী বছরে ১০.০০০ উন্নত চুল্লি সরবরাহ করা হবে। ১৯৯৭-৯৮ বছরের জন্য এই দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ হচ্ছে ১ ২১ কোটি টাকা।

২৪। ১৯৯৬-৯৭ বছরে ৫টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং ৬টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে, ৩১টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে ও ১৭টি উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। ককবরক ও ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি ভাষার উন্নয়নে সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি ভাষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ বছরের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ হচ্ছে ২৪০ ৬৪ কোটি টাকা।

২৫। উচ্চশিক্ষা দপ্তর ডিগ্রি কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ, আঞ্চলিক শারীর শিক্ষা কলেজ ইত্যাদিতে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী চালু রেখেছে। ডাকযোগে বি, এড, পাঠক্রম সহ নতুন কিছু পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৫.৭৪ কোটি টাকা।

২৬। শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯৬-৯৭ বছরে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র এথ্‌লেটিক চ্যাম্পিয়নশীপে ত্রিপুরা সাতটি স্বর্ণ পদকসহ ২৩টি পদক, জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় (জিমন্যাস্টিক্স) ছয়টি স্বর্ণ পদকসহ ১৭টি পদক, সর্ব ভারতীয় যুব উৎসবে দুইটি স্বর্ণপদকসহ ৪টি পদক লাভ করেছে। ব্লক স্তর পর্যন্ত পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিচ্ছেন, বাধারঘাটে স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। শারীরশিক্ষার একটি নতুন পাঠক্রমসহ একটি নতুন ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক নীতি বিবেচনাধীন রয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ বছরের জন্য ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ হচ্ছে ৯.৮২ কোটি টাকা।

২৭। ঋণের প্রবাহ, বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে, বৃদ্ধির জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে এবং রাজ্যের সমবায় ব্যাংকগুলিকে সক্রিয় করতে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছেন। "সমিতিগুলির

গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ। আগামী বছরেও রাজ্য সরকারের চলতি প্রয়াস অক্ষুন্ন থাকবে যার জন্য ১০.৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৮। তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর জনগণের চেতনার মানোন্নয়নের জন্য তথ্য সরবরাহ করা ছাড়াও ত্রিপুরার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া 'এড্‌ভেঞ্চার স্পোর্টস্‌'-এর সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ হল ৪.৯৩ কোটি টাকা।

২৯। উচ্চ হারে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ের কারণে গুরুতর অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্বেও এক বিরাট সংখ্যক কর্মহীন যুবকের কর্মসংস্থান করে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ২,৮০২টি পদে চলতি আর্থিক বছরে লোক নিয়োগ করা হয়েছে এবং আরো নিয়োগ করা হবে। বাকী শূন্যপদগুলো পূরণে সরকার জরুরী ভিত্তিতে প্রয়াস চালাচ্ছেন। এ ছাড়াও, আরক্ষা দপ্তরে তিন হাজার পাঁচশ'রও বেশী পদ ১৯৯৭-৯৮ সালে পূরণ করা হবে।

৩০। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দাবী পূরণের জন্য রাজ্য সরকার ১৯৯৬ সালের ৫ই নভেম্বর চতুর্থ বেতন কমিশন গঠন করেছেন। ১.১১.৯৬ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন ভাতার একটি কিস্তি মঞ্জুর করা হয়েছে। কমিশন গঠনের এক বছরের মধ্যে তার রিপোর্ট পেশ করার জন্য কমিশনকে বলা হয়েছে।

৩১। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যগণ একথা জেনে খুশী হবেন যে, জনগণের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা এবং রাজ্যের নিদারুণ দারিদ্রের কথা চিন্তা করে বাজেটে অতিরিক্ত কোন কর প্রস্তাব করা হয়নি। পণ্য সামগ্রীর মূল্য এবং বেচা-কেনার স্বাভাবিক বার্ষিক বৃদ্ধির ফলে গত বছরের বাজেটে অনুমিত রাজ্য-রাজস্ব তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে কর-রাজস্ব খাতে ৭৩.১৫ কোটি টাকা আদায় হবে বলে ধরা হয়েছে; যেখানে ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট প্রস্তাবে এখাতে আদায় ধরা হয়েছিল ৫৯.৬২ কোটি টাকা। সরকার কর আদায়ের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ প্রয়াস চালাবেন। ১৯৯৭-৯৮ সালে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায় ধরা হয়েছে ৪২.২৪ কোটি টাকা, যেখানে ১৯৯৬-৯৭ সালে এই পরিমাণ ছিল ৩৭.১৯ কোটি টাকা। রাজ্যের নিজস্ব কর ও কর-বহির্ভূত খাতে মোট রাজস্ব আদায় ধরা হয়েছে ১১৫.৩৯ কোটি টাকা। এছাড়া ১৯৯৭-৯৮ সালে অগ্রিম ও ঋণ আদায় থেকে অতিরিক্ত ১.১৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

৩২। অন্যান্য প্রধান আয়ের মধ্যে রয়েছে দশম অর্থ কমিশন নির্ধারিত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্তব্য আয়কর এবং আবগারি শুল্কের অংশ। ১৯৯৭-৯৮ সালে আয়করের অংশ হিসাব করা হয়েছে ৫৯.৩১ কোটি টাকা যেখানে চলতি বছরে এই পরিমাণ ছিল ৫১.১৬ কোটি টাকা। একই ভাবে ১৯৯৭-৯৮ সালে কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রে আমাদের অংশ হিসাবে ধরা হয়েছে

৬৮৮.১১ কোটি টাকা যেখানে এ বছরে ছিল ২৬৭.৬২ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৯৭-৯৮ সালে পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে ফারাক পূরণে অনুদানের পরিমাণ হবে ৭১.৯৯ কোটি টাকা যেখানে চলতি বছরে এই পরিমাণ ছিল ১৭২.৯৮ কোটি টাকা। দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলে ভারত সরকার দেবেন ৩.৫৬ কোটি টাকা যেখানে চলতি বছরে এই পরিমাণ ছিল ৩.৩৭ কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে অন্যান্য আদায় এবং ব্যয়োত্তর মঞ্জুরী হিসাবে যা পাওয়া যাবে তা ধরা হয়েছে ৪০.৭১ কোটি টাকা।

৩৩। রাজ্য পরিকল্পনাখাতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সহায়তার পরিমাণ হবে ৪৩১.৯০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের প্রকল্প থেকে আয় ধরা হয়েছে ২৪২.৫৯ কোটি টাকা। বাজার ঋণ, স্বল্প সঞ্চয় এবং ভবিষ্যনিধি থেকে ঋণ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ, এসব মিলিয়ে মোট ঋণের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৩৫.৭৬ কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালে মোট আয় ধরা হয়েছে ১৪৯০.৪৭ কোটি টাকা।

৩৪। ১৯৯৭-৯৮ সালের প্রস্তাবিত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৪৯০.৪৭ কোটি টাকা, যা উপরোক্ত আয়ের ঠিক সম-পরিমাণ এবং এই পরিমাণ চলতি বছরের বরাদ্দ থেকে ১৮ শতাংশ বেশী। ১৪৯০.৪৭ কোটি টাকার মোট ব্যয়ের মধ্যে রাজ্য পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৩৭.০০ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় সহায়ক প্রকল্প এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের প্রকল্প সহ মোট পরিকল্পনা ব্যয় ৬৭৯.৫৯ কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালে পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৮১০.৮৮ কোটি টাকা, যা চলতি বছরের বাজেট বরাদ্দ ৬৯৬.০৩ কোটি টাকা থেকে ১৬.৫০ শতাংশের কিছু বেশী। পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে ঋণ পরিশোধের জন্য ১৩২.০৫ কোটি টাকা, অবসর ভাতা ও অবসরকালীন অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য ৪৫.৯৮ কোটি টাকা চাকমা শরণার্থীদের জন্য ১৬.০০ কোটি টাকা এবং বাকী অর্থ বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় কাজের জন্য।

৩৫। কেন্দ্রীয় বাজেটে অধিকতর বরাদ্দের সংস্থান রাখার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক কেন্দ্রীয় সহায়তা এবং ন্যূনতম প্রাথমিক সেবা কর্মসূচীতে আমাদের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য আমি যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেছি। এছাড়া, আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমি আশা করছি, পরিকাঠামোগত ফারাক এবং ন্যূনতম প্রাথমিক সেবার ক্ষেত্রে অপূরিত প্রয়োজন সম্পর্কে শুক্লা কমিশনের প্রতিবেদন রূপায়ণের জন্য ১৯৯৭-৯৮ সালে রাজ্যের বার্ষিক পরিকল্পনা বেড়ে যাবার আশা আছে।

৩৬। স্যার, আমি এখন ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেট প্রস্তাব এই মহতী সভার বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি নোটিশ অফিস থেকে ১৯৯৭-৯৮ইং আর্থিক বছরের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য এবং যে সকল সদস্য মহোদয়গণ ব্যয়-বরাদ্দের (ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্টস ফর দি ইয়ার ১৯৯৭-৯৮ইং) উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান)-এর নোটিশ দিতে চান, তাঁরা আগামী ২১শে মার্চ, শুক্রবার, ১৯৯৭ইং তারিখে বেলা ১১ ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারেন।

PRESENTATION ON THE DEMANDS FOR SECOND SUPPLEMENTARY GRANTS FOR THE YEAR 1996-97.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক সালের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উপস্থাপন। এখন আমি অর্থ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৯৬-৯৭ইং আর্থিক বছরের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বছরের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পেশ করা ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য। যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ দাবীর উপর (ডিমাণ্ড ফর সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ডস ফর দি ইয়ার ১৯৯৬-৯৭ ইং) ছাঁটাই প্রস্তাবের (কাট মোশানের) নোটিশ দিতে চান তাঁরা আগামী ১৪ই মার্চ, মংগলবার, ১৯৯৭ইং তারিখে বেলা ২ ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

এই সভা আগামী ১৮ই মার্চ, ১৯৯৭ ইং বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মূলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers) Annexure—'A'

Admitted Starred Question No :— 103
Name of Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hno'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন: ১) বিলোনীয়া মুহুরী নদীর মাফিজঘাটে এস. পি. টি. বা ঝুলন্ত পুল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

উত্তর ১) না। এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

প্রশ্নঃ ২) থাকিলে বর্ত্তমানে তা কি অবস্থায় আছে, এবং কবে নাগাদ উক্ত জায়গায় পুলের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর ২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No :— 128

Name of M. L. A. :— Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :—

(১) প্রশ্ন :— ধর্মনগর মহকুমার পি. ডব্লিও. ডি. থেকে চলতি আর্থিক বছরে কতটি পাকা ব্রিজের কাজ চলছে ?

(১) উত্তর :— ধর্মনগর মহকুমায় ছোটবড় মিলে মোট ৩১টি পাকা সেতুর কাজ চল্‌ছে।

(২) প্রশ্ন :— রেল স্টেশনের নিকটে কাকড়ী ব্রিজের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

(২) উত্তর :— হ্যাঁ। রেল স্টেশনের নিকট কাকড়ী নদীর উপর ধর্মনগর বাগবাসা রাস্তায় পাকা ব্রিজের পরিকল্পনা আছে।

(৩) প্রশ্ন :— যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কাজ শুরু হবে ?

(৩) উত্তর :— পাকা ব্রিজ তৈরী করার জন্য যাবতীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করার কাজ চলেছে। আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেলে, আগামী অর্থ বছরে এই কাজে হাত দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়,

Admitted Starred Question No :— 129

Name of M. L. A. :— Sri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন (১) :— চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যে পি. ডব্লিউ. ডি.-র নূতন সাব-ডিভিসন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি এবং থাকিলে কোথায় কোথায় ?

উত্তর (১) :— এখন পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

প্রশ্ন (২) :— কদমতলায় পি ডব্লিউ. ডি. সাব-ডিভিসন করা হবে কিনা ?

উত্তর (২) : উপরোক্ত ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

প্রশ্ন (৩) :— না করলে তার কারণ কি ?

উত্তর (৩) :— উপরোক্ত ১নং ও ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্নও আসেনা।

Admitted Starred Question No. 137.

Name of M. L. A. :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :

(১) প্রশ্ন :— খোয়াই মহকুমার তাঁত চৌমুহনী শেওড়াতলী রাস্তাটির উন্নয়নের জন্য কাজ বণ্টনের জন্য কোন টেণ্ডার ডাকা হয়েছে কিনা ;

(১) উত্তর :— হ্যাঁ।

(২) প্রশ্ন :— উপরোক্ত রাস্তাটি উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি কাজ হাতে নিয়েছেন ;

(২) উত্তর :— উপরোক্ত রাস্তাটির উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলির মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে।

(ক) মাটি ফেলার কাজ।

(খ) ইট সলিং-এর কাজ।

(গ) স্পান পাইপ কালভার্টের কাজ।

(ঘ) এস, পি, টি ব্রিজ মেরামতের কাজ।

(৩) প্রশ্ন :— কবে নাগাদ রাস্তাটির উন্নয়নের প্রস্তাবিত কাজগুলি শুরু হবে ?

(৩) উত্তর :— বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উক্ত রাস্তার কাজগুলি করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No :—155.

Name of M. L. A. :— Sri Prasanta Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of P. W. D. be pleased to state :—

(১) প্রশ্ন :— কমলপুর আমবাসা রাস্তা প্রশস্ত করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

(১) উত্তর :— অর্থের সংকুলান হলে কমলপুর আমবাসা রাস্তা প্রশস্ত করার বিষয় সরকার বিবেচনা করবেন।

(২) প্রশ্ন :— যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

(২) উত্তর :— প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হলে রাস্তাটি প্রশস্ত করার কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হবে।

(৩) প্রশ্ন :— যদি না থাকে তবে সরকার এ ব্যাপারে বিচার বিবেচনা করবেন কিনা ?

(৩) উত্তর :— উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 166.
Name of M. L. A. :—Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources & PHE Deptt. be pleased to state :—

(১) প্রশ্ন :— পেচারথল বাজার দেওনদী ভাঙ্গারোধে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কি না ;

(১) উত্তর :— হ্যাঁ।

(২) প্রশ্ন :— করে থাকলে কবে কার্য্যকরী হবে,

(২) উত্তর :— ১৯৯৭-১৯৯৮ আর্থিক বছরে এই কাজ শুরু করা হবে।

(৩) প্রশ্ন :— না থাকলে তার কারণ কি ?

(৩) উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 167
Name of M. L. A. :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) ধর্মনগর হইতে ভায়া জালবাসা ও লালজুড়ি কাঞ্চনপুরে টি. আর. টি. সি. বাস চালু করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

(২) থাকলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে ;

(৩) না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

(১) ধর্মনগর হইতে ভায়া জলেবাসা ও লালুজুরি কাঞ্চনপুরে টি. আর. টি. সি. বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নাই।

(২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

(৩) বাসের স্বল্পতার জন্য উক্ত রুটে বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 197

Name of Member :—Shri Prasanta Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য আসামের গৌহাটিতে ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের জন্য কোন ভূমি ক্রয় করা হয়েছিল ?

২) ক্রয় করা হয়ে থাকলে তবে ঐ জায়গায় ত্রিপুরা ভবন নির্মাণ হয়েছে কি ? যদি না হয়ে থাকে তবে ঐ জায়গা কি অবস্থায় আছে এবং কবে পর্যন্ত ত্রিপুরা ভবন নির্মাণ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ ইহা সত্য।

২) ঐ জায়গায় এখনও ত্রিপুরা ভবন নির্মাণ করা হয়নি। ভবিষ্যতে এই জায়গায় ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। বর্তমানে এই জায়গাটি জলাভূমি, তাই ইহার উন্নয়ন না করে ভবন নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে, রাজ্য পূর্ত দপ্তর কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরকে উক্ত জায়গাটি ভরাট করে ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেবার অনুরোধ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর সত্বর উক্ত কাজ হাতে নেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 236

Name of Member :—Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finanoe Department be pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা জাতীয়তাবাদী কর্মচারী ফেডারেশনের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার প্রতি ছয়মাস অন্তর মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছেন ?

২। মাসের প্রথম দিন থেকে মহার্ঘ ভাতার effect না দিয়ে মাসের অন্তিমদিনে সেটার effect দেওয়ার কারণ কি ?

৩। বর্তমান প্রদেয় অন্তবর্তীকালীন ভাতা ১০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০০ টাকা করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

৪। অবসর প্রাপ্ত রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা কবে নাগাদ বৃদ্ধি করা হবে ? এবং

৫। বৃদ্ধি না করা হলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ সত্য। মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের পর সরকার ২(দুই) কিস্তি মহার্ঘভাতা ৩১-৮-৯৬ এবং ২৮-২-৯৭ তারিখ হইতে মঞ্জুর করিয়াছেন।

২। মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী ১-৩-৯৬ ইং হইতে ৬(ছয়) মাসের মধ্যে মহার্ঘভাতা প্রদান করিবার আদেশের পরিপেক্ষিতে এবং আইন দপ্তরের উপদেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার ১-৯-৯৬ এবং ১-৩-৯৭ তারিখের পরিবর্তে ৩১-৮-৯৬ এবং ২৮-২-৯৭ তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩। আপাততঃ নাই।

৪ এবং ৫। অর্থ দপ্তরের মেমো নং F. 5 (8)-FIN(G)/93-IV dated 12-12-96 এই আদেশবলে অবসর প্রাপ্ত রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ১-১১-৯৬ তারিখ হইতে মাসিক ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা (Interim Relief) মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 256.

Name of M.L.A. :— Sri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে বিশালগড় নিউমার্কেট হইতে যে ইট-সলিং রাস্তাটি পূর্ব লক্ষ্মীবিল হাইস্কুল পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহাতে এখন পর্য্যন্ত মেটেলিং এবং কার্পেটিং করা হয় নাই।

১। উত্তর : হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন : যদি সত্য হয়ে থাকে তবে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে রাস্তাটির কাজ শুরু করা হবে কিনা ?

২। উত্তর : বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কাজটি শুরু করা সম্ভব নহে।

Admitted Starred Question No. 267.

Name of Member :— Shri Arun Bhowmik,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

1. Is it a fact that during last three years of third Left Front Government out of budgetary allocation a sum of about Rs. 400 crores could not be spent and lapsed ?

2. If so, why ?

ANSWER

1. There has been no lapse of funds to Government of India during the last three years.

2. The question does not arise.

Admitted Starred Question No. 274

Name of M L. A. :— Sri Sudhir Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the WR & PHE etc. Department be pleased to state :—

(১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে, কমলপুর বিভাগের অন্তর্গত আভাংগা ফিসারী ফার্মটিকে ধলাই নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার ব্যয় মঞ্জুরী থাকা সত্বেও কাজটি করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই ;

(১) উত্তর :— হ্যাঁ,

(২) প্রশ্ন :— যদি সত্য হয় তবে তাহার কারণ ?

(২) উত্তর :— সীমিত আর্থিক সংস্থান হেতু উপরোক্ত কাজটি হাতে নেওয়া যায় নাই ।

Admitted un-starred Question No. 62 ANNEXURE—'B'

Name of M. L. A. :— Sri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resource & PHE Deptt. be pleased to state :—

(১) প্রশ্ন :— সারা রাজ্যে মোট কতটি লিফট ইরিগেশন ও কতটি ডিপ টিউবওয়েল রয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

(১) উত্তর :— সারা রাজ্যে মোট ৪৯৭টি লিফট ইরিগেশন, ১৫৪টি ডিপ টিউবওয়েল রয়েছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমা	লিফট ইরিগেশন প্রকল্প	ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প
১। সোনামুড়া	২৮	১৪
২। খোয়াই	৪০	১৪
৩। বিশালগড়	৪৯	৩৮
৪। সদর	৩৬	৩৩
৫। উদয়পুর	৫৭	১৯
৬। বিলোনীয়া	৩৯	১৫
৭। সাব্রুম	১৯	৭
৮। অমরপুর	৪৩	×
৯। গণ্ডাছড়া	৫	×
১০। কমলপুর	৫৩	২
১১। ধর্মনগর	৪৮	৯
১২। কৈলাশহর	৪৭	২
১৩। কাঞ্চনপুর	১৯	×
১৪। লংতরাই ভ্যালি	১৪	১
	মোট— ৪৯৭	মোট— ১৫৪

(২) প্রশ্ন :— তার মধ্যে কয়টি অচল আর কয়টি সচল রয়েছে ?

(২) উত্তর :— উক্ত সংখ্যক প্রকল্পের মধ্যে [ফেব্রুয়ারী' ৯৭ পর্য্যন্ত] ৪২৯টি এল. ই. প্রকল্প সচল ও ৬৮টি এল. ই. প্রকল্প অচল এবং ১৪০টি ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প সচল ও ১৪টি ডিপ টিউবওয়েল অচল অবস্থায় রয়েছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Mondav, the 18th March, 1997 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair. The Deputy Chief Minister the Deputy Speaker, Twelve Ministers and Thirty Seven Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল প্রশ্ন শুরু করার আগে আমার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৩৬। সভার নিয়ম হলো যখন কোন স্টার্ড কোয়েশ্চান হাউসে উঠে পরবর্তী সময়ে মাননীয় সদস্যদের রিপ্লাই সরবরাহ করা হয়। গত-কালকে এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৩৬, শুধু আমার প্রশ্ন না এই রকম আরও ৫টি প্রশ্ন হাউসে এডমিটেড করার পরে, গতকালকে হাউস শেষ হয়ে গেছে এখন পর্য্যন্ত একটাও লে করা হয় নি। এই ব্যাপারে মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি নির্দিষ্ট ইনস্ট্রাকশান দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রীদের।

মিঃ স্পীকার :— গতকালকে বলা হয়েছে তা লে করার জন্য।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, পাই নি এটা, খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) **:—** স্যার, মন্ত্রীসভা অপদার্থ এবং মন্ত্রীরাও অপদার্থ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, তিনি পদার্থ তবে জড়।

মিঃ স্পীকার :— অমলবাবু বলুক।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এটা না পেলে পরবর্তী সময় বিভাবে—।

মিঃ স্পীকার :— দেবেন, যদি না পেয়ে থাকেন অবশ্যই পাবেন। আমি বলছি যে, এগুলিকে তাড়াতাড়ি কমুনিকেট করার জন্য।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— এটা কোন ধরণের স্যার, পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসি, তার নিয়ম তা মানতে হবে নাকি? এটাতো স্যার কেশববাবুর মত পরীক্ষার প্রশ্ন বিক্রি করার না, প্রাইভেট টিউশনি করে প্রশ্ন বিক্রি করেন ভাল শিক্ষক নাম হবে এটাতো তা না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— উনিতো সভাপতিত্ব বিক্রি করে এসেছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, যদি আমি কোয়েশ্চানটা গতকালকে প্রেস করতো তখন কি হত? এটা গতকালকে সরবরাহ করা উচিৎ ছিল? ইট ইজ দি প্রসিডিউর অব দি হাউস।

মিঃ স্পীকার :— গতকালকে কি এটা দেওয়া হয়নি? এটার রিপ্লাই কি দেওয়া হয়নি?

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহণ জমাতিয়া :— এটা তাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ———

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সাধারণতঃ আমরা দেখেছি আপনার অর্ডারের পরে এগুলি লে করা হয়। এটার রিপ্লাই আমাদের নোটিশ অফিসে গেছে কিনা এটা দেখবার বিষয়, অন্য কোন ব্যাপার না। আপনার অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে লে হয় এটা পদ্ধতি। এখন ওখানে গেছে কিনা মেম্বাররা পেয়েছেন কিনা সেটা দেখার বিষয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— না স্যার, পদ্ধতিটা হলো নোটিশ সেক্শান থেকে প্রতিটি কোয়েশ্চানের রিপ্লাই সরবরাহ করা হয়। এই পাঁচটি কোয়েশ্চানের রিপ্লাই আসে নি। আমার বক্তব্য হলো বেলা ১টা নাগাদ যাতে রিপ্লাই পেতে পারি এই ব্যবস্থা যা'তে করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ব্যাপারে ডিরেকশান দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের গৃহহীনদের নিকট গৃহের সুযোগ পৌছে দেওয়ার জন্য জে, আর, ওয়াই, বা ইন্দিরা আবাস যোজনার মত অন্য কোন প্রকল্প করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে কি প্রকল্প?

উত্তর

১। জে, আর, ওয়াই বা ইন্দিরা আবাস যোজনা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ প্রকল্প। এর বাইরে রাজ্য সরকারের এ ধরনের কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রাজ্যে বর্তমান গৃহহীনদের গৃহের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য দুইটি স্কীম আছে। দুইটি স্কীমই কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম। এই রাজ্যে গৃহহীনদের সংখ্যা অনেক। কেন্দ্রের যে দুটি স্কীম এই দুটি স্কীমে-এ আশানুরূপ যত পরিমাণ লোককে বছরে দেওয়া যায় কিন্তু এখানে অনেক কম সংখ্যক। এই তাই রাজ্যের গৃহহীনদের কথা চিন্তাভাবনা করে রাজ্য সরকার এই রাজ্যে নিজস্ব যে আর্থিক সংস্থান আছে, সেই আর্থিক সংস্থানের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই রাজ্যে গৃহহীনদের বড় যে গৃহহীন সমস্যা, ভূমিহীন সমস্যা সবচেয়ে বিরাট সমস্যা এই সমস্যার কথা চিন্তাভাবনা করে নূতুন কর্মসূচী এই পরিকল্পনায় জানাবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি বলছি জে, আই, ওয়াই, যে প্রকল্পটা এখন চালু আছে এটা যৌথ ফান্ডিং, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এইট্টি টুয়েন্টি অনুপাতে হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ১৯৯০-১৯৯১ এর যে সেন্সাস্ তাতে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৪০০ গৃহহীনের সংখ্যা। তার মধ্যে শহরের একটা অংশ বাদ দিলে প্রায় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার হচ্ছে গ্রামের যারা গৃহহীন। সেটার জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি প্রাইম-মিনিষ্টার যে পেকেজ ঘোষণা করেছেন তাতে আমরা একটা পরিকল্পনা নিয়েছি যাতে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে অন্তত একটা ভাল সংখ্যা কাভার করতে পারি। এই ১ লক্ষ ৯৩ হাজারের মধ্যে, এই বৎসর আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৬ হাজার। এখন যে বাড়ীটা তৈরী করে দেওয়া হচ্ছে আই, ওয়াই, প্রকল্পে সেটা হচ্ছে ২১ হাজার ৫০০ টাকার মত তাতে যে হিউজ ইনভল্মেন্ট আসে তার মধ্যে রাজ্য সরকারের যে অংশটা ২০ পারসেন্ট দিতে হয় সেটা যুক্ত রয়েছে। সুতরাং আলাদাভাবে রাজ্য সরকার অন্য কোন হাউজিং স্কীম হাতে নিচ্ছে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে আরো ১ লক্ষ ৯৩ হাজার গৃহহীন আছে উনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, এই পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করে আমি জানতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এটা একটা নূতন স্কীম নেওয়া হচ্ছে, সেই স্কীমটা কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) **:—** স্যার এই স্কীম আমরা ইতিমধ্যে নিয়েছি এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। গত বৎসর আমরা যেমন দেখেছি

রাজ্যে আমাদের মাত্র ১ হাজার টার্গেট ছিল। আমরা তার বেশী করতে পারেনি। সেই জায়গায় চলতি আর্থিক বছরে আমরা ৬ হাজার টার্গেট নিয়েছি। আমরা আশা করছি যে আগামী বৎসরগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার টাকার পরিমাণ আরো বাড়াবেন যাতে করে আমাদের রাজ্যের গৃহ-হীনদের সমস্যা দূর করতে পারি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে নূতন স্কীমের স্কীম ভ্যালু কত? তৎসঙ্গে রাজ্যে জে, আর, ওয়াই, এবং ইন্দিরা আবাস যোজনা এই সমস্ত স্কীমে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তা ব্লকগুলিতে সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে কিনা এইগুলি তদারকি করা হচ্ছে কিনা? কারণ আমার কাছে কিছু তথ্য আছে আমি দুই একটা তথ্য এখানে দিতে চাই। যেমন আমজাদনগর নামে একটা পঞ্চায়েতের মধ্যে তুমআলি, পিতা সুনু মিঞা উনার ঘরটা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আরেকজনের কাছে সন্তোষ শীল, পিতা-যোগেন্দ্র শীল পুরাতন ঘরকেই নূতন ঘর দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, সংসু মিঞা, পিতা—সুজা মিঞা এটাও পুরাতন ঘর দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রকম আরো অনেক আছে, এই সমস্ত ঘটনাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য, এইগুলি সঠিকভাবে বেনিফিসারীদের কাছে আছে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার মাননীয় সদস্য প্রথমে জানতে চেয়েছেন যে স্কীমটা কত। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে গাইড লাইন রয়েছে তাতে ২১ হাজার ৫০০ টাকা হচ্ছে স্কীমটা। তার মধ্যেই পুরো ঘর করতে হবে। এখন আমরা আমাদের দুর্গম অঞ্চলের কথা ভেবে কিছু কেরিং কষ্ট কিছু অতিরিক্ত যোগ হতে পারে মাত্র জন্য সর্বোচ্চ ২২ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সে ক্ষেত্রে খরচ করা যেতে পারে, নাম্বার ওয়ান। দ্বিতীয় হচ্ছে এখানে রি-কন্সট্রাকশনের জন্য বা রিমোভেশনের জন্য আই, ওয়াইতে কোন প্রভিশন নেই। গত বৎসর পর্য্যন্ত একটা স্কীম চালু ছিল যারা বি, পি, এল, এর মধ্যে যারা আছেন অর্থনৈতিক অনুন্নত যারা তাদের জন্য ১৮ হাজার টাকার একটা প্রকল্প ছিল কিন্তু সেটা আই ওয়াইতে যুক্ত হচ্ছে না। এখন আই ওয়াই সম্পূর্ণ একটা আলাদা স্কীম হয়ে গেছে এটা জে আর ওয়াই এর মধ্যেও কিন্তু আর থাকছে না, সম্পূর্ণ আই ওয়াই। এখন সেই ক্ষেত্রে যেহেতু একটা অভিযোগ করেছেন, আমাদের কাছে সঠিক তথ্য দিয়ে জানালে আমরা তা তদন্ত করে দেখতে পারি। এই রকম হবার কথা নয়, প্রত্যেকটি জায়গাতেই ইলেক্টেড বডি রয়েছে বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলি প্রত্যক্ষভাবে সুপারভাইজ করছেন, সুতরাং এখানে প্রতারিত হবার কোন সুযোগ নেই। তবু আমি বলছি এইরকম কোন সঠিক তথ্য আমাদের কাছে আনলে তা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— স্যার, আমরা যতটুকু জানি, গরীব অংশের মানুষের জন্য আর একটি স্কীম বা দুটি স্কীম চালু আছে এর মধ্যে আর, এল, পি যেটা ২ হাজার করে একটা

স্কীম এখানে চালু আছে। দ্বিতীয় আমরা দেখেছি, আমাদের ব্লকের মত সম্ভবত অন্যান্য ব্লকের মধ্যেও আছে যারা গরীব অংশের মানুষ তারা নিজেরা ঘর তৈরী করেছে যেমন আই, ও, ওয়াই, স্কীমের মাটির ওয়াল আছে অথবা চাম্পা-কাম্পা দিয়ে ঘর তোলেন সেই ঘরগুলি সবাইকে না হলেও একটি অংশকে শুধু মাত্র টিন দিয়ে সাহায্য করা হয়। এই স্কীমটা চালু আছে বলে আমরা জানি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব আই, ও, ওয়াই, স্কীমে ২২ হাজার টাকা বা ২১ হাজার টাকার অনেক কম টাকা, যেটা আছে সেটাকে বাড়ানোর কথা বিবেচনা করবে কি না?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী):— স্যার, আমাদের রাজ্যে যে বিরাট সংস্থা সেই জাগাতে এমন প্রস্তাব এর আগেও এসেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আই, ও, ওয়াই, স্কীমের যে পেটার্নটা তারা কিছুটা পরিবর্তন করছে। বড় বড় রাজ্যে ২১ হাজার ৫০০ বা ২২ হাজার টাকার মধ্যে তারা রাখছে না, সেটাকে দুই জন তিন জন বেনিফিস্যারীর মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছেন। এখানে যেসব রাজ্যগুলিতে ইন্‌কাম কিছুটা বেড়েছে, দারিদ্রসীমা রেখার উপরে কিছুটা উঠতে পেরেছেন তার সোর্স অব ইনকাম কিছুটা বেড়েছে। আমাদের মত রাজ্যে এটা পরীক্ষা করে দেখেছি সেটাকে ভাগ করে দু'জনকে দিয়েছে কিনা, এখানে একটি প্রশ্ন উঠেছে যেমন দুর্গম ও পাহাড়ী অঞ্চলে তাদের সেখানে নিজস্ব এপ্রোভ করবার কোন স্কুপ নেই। কাজেই যে স্কীমটা আগে চালু ছিল বা এখনো আছে আর, এম, এন, পি, সেটা ঘর তৈরী করে দেবার জন্য একটা সাহায্য হিসাবে সরকারের কাছ থেকে দেওয়া হয়। এবং এটা এখনো আছে। কিন্তু তাতে করে কোন ঘর সম্পূর্ণ হতে পারে না। আই, ও, ওয়াই, যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চতর একটা ক্লাষ্টার, আমরা এখানে ক্লাষ্টারটাও ভেঙ্গেছি। আসল কথা আমাদের রাজ্যের মধ্যে ক্লাষ্টার সম্ভব নয়। সেই জন্য আমরা মনে করছি না যে আই, ও, ওয়াই-এর মধ্যে অন্য কোন পেটার্ন যুক্ত করে দেওয়া উচিৎ। সে ঘরটা তৈরী করে দেওয়া হবে সেটি পুরোপুরি ঘরটাই সরকার তৈরী করে দিতে পারে। এই হচ্ছে আই, ও, ওয়াই স্কীম।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার:— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার—৬৮।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৮।

এক নং প্রশ্ন:— রিভিশনেল সার্ভে শুরু হওয়ার পর থেকে এখন অব্দি কতটি মৌজার রেভিনিউ সার্ভের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে;

দুই নং প্রশ্ন:— খোয়াই মহকুমার গণকী মৌজার সার্ভের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা; হয়ে থাকলে তার জমির পরিমাণ কত;

১নং প্রশ্নের উত্তর:— রিভিশন সার্ভের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৬ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ৮৭৩টি মৌজার মধ্যে ৬৮৫টি মৌজার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ— হ্যাঁ, খোয়াই মহকুমার গণকী মৌজার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এবং খাস জমির পরিমাণ ৮০১.১২ একর।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত মৌজার এখনো সার্ভের কাজ সম্পূর্ণ হয় নি, কবে নাগাদ সেই সব মৌজার রেভিনিউর কাজ সম্পূর্ণ হবে, এবং যে মৌজাগুলি ইতিমধ্যে সার্ভের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে সেই মৌজায় যারা জমির মালিক তাদেরকে কবে নাগাদ সরকার এলটমেন্ট আমন্ত্রণ করে দেওয়া সম্ভব হবে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, প্রথম যে সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন সেটা হল, স্যার, এখন পর্য্যন্ত উপজাতি এলাকা এবং তাতে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, গণ্ডাছড়া সেই রকম অনেক মৌজা আছে এগুলি এখনো পুরোপুরি সার্ভে করা হয় নি। কিঁছু সমস্যা ছিল এ, ডি, সি, এলাকা হিসাবে। কিন্তু সমস্যাটা বড় নয়। মূল প্রশ্ন হল যে সমস্ত এলাকাতে এই রিভিশন্যাল কাজ শুরু হয়েছিল ঠিক ঠিক মত সেখানে কার্য্যকরী হয় নি। গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। তার ফলেই এভাবে এটা অবহেলিত পড়ে রয়েছে। তাছাড়া কিছু কিছু এলাকায় নানারকম উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য সেখানে যাওয়া সমস্যা কিছুটা ছিল। তাহলেও সব জায়গায় এই রকম অবস্থা ছিল না। সার্ভের কাজটা চলতে পারত। এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি সার্ভের কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। সেই দিক থেকে এই উদ্যোগ খুবই শীঘ্র করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

খোয়াই মহকুমার গণকীতে কিছু খাস জমি বেড়িয়েছে। কাজ সম্পুর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সমস্ত রেকর্ড ডিএম, এস,ডি, ও-এর কাছে চলে গেছে। সার্ভের কাজ কমপ্লিট হলেও আগে সেটলমেণ্টের কাছে সমস্ত কি থাকে বলে, এলটমেন্ট দিতে অসুবিধা হয়। আর মাননীয় সদস্য এলটমেন্ট সম্পর্কে যা জানতে চেয়েছেন. তাতে বলতে পারি, মৌজা ভিত্তিক এলটমেন্ট দিতে বলা হয়েছে। এস,ডি,ও, অফিস এলাকা ভিত্তিক এলটমেন্ট দিচ্ছেন। স্যার, এই মৌজায় সার্ভের কাজের কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এখনই এই তথ্য আমি এখানে দিতে পারছি না, আমার কাছে তথ্য নেই বলে। আমি খোঁজ করে দেখব কতটুকু অগ্রসর হয়েছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু এলটমেন্ট নয়। আমরা শুনেছি ল্যাণ্ড পাশ বুক দেওয়া হবে যারা নিজস্ব জমিতে বাস করছে তাদেরও। কিন্তু এখনও ল্যাণ্ড পাশ বুক দেওয়া হয় নি। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি চিন্তা ভাবনা করছেন তা জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, ল্যাণ্ড পাশ বুকের প্রস্তাব আইনগত ভাবে ভুল ছিল। আর দ্বিতীয়তঃ, ল্যাণ্ড পাশ বুক দেওয়ার ব্যাপারে কিছু অসুবিধাও রয়েছে। বিশেষ করে উপজাতি

অধ্যুষিত এলাকার জমি, এ,ডি,সি, এলাকার জমির অধিকারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ল্যাণ্ড পাশ বুক কার্য্যকরী করা যায় নি। এটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কমেণ্টস আছে, সমস্ত দেখে শুনে দিতে হবে। আদর্শবাদের উপর নির্ভর করে দেওয়া যাবেনা। এ ব্যাপারে সর্বশেষ পরিস্থিতি হচ্ছে, বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। যাদের কাছে ল্যাণ্ড পাশ বুক থাকবে এটাত শুধু রেকর্ড হতে পারে না। এখানে জমির রেকর্ড থাকবে, পড়চা থাকবে, এলটমেণ্টের রেকর্ড থাকবে, আইনগত অধিকার থাকবে। তবে জমির উপর ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে রিভিশন সার্ভের যে তথ্য দিলেন তা আমরা শুনেছি। কিন্তু জোট আমলে আমরা লক্ষ্য করেছি, রিভিশন সার্ভের নামে যাদের নামে প্রকৃত মালিক হিসাবে রেকর্ড হয়েছিল সেই নাম পরিবর্তন করে কায়েমী স্বার্থে অন্য লোকের নামে রেকর্ড হয়েছিল। এখন তারা সেই নামে পরিবর্তন করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ছে। ডি, এম, এস, ডি, ও, অফিসে নূতন করে দরখাস্ত করতে হবে সংশোধনের জন্য। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, যাতে তারা সহজে এটা করতে পারে এ জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ১৯৮৮ সালে নূতন কংগ্রেস-যুব সমিতির জোট সরকার আসার পর তারা ৫টা বছর ক্ষমতায় ছিলেন। এটা সত্য যে, বহু জমি বে-আনীভাবে, অন্যের নামে রেকর্ড করে নিয়েছে। বামফ্রণ্টের আমলে যারা জমির এলটমেণ্ট পেয়েছিল, সেই রেকর্ড পর্য্যন্ত বাতিল করে কয়েক হাজার লোককে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। সেই উচ্ছেদের পরিণতি আরো ভয়ংকর হত। এমন কি ট্রাইবেলের জমি খাস জমি দেখিয়ে বিলোনীয়াতে কংগ্রেস অফিস হয়েছিল।

এই সমস্ত ঘটনাগুলি আছে। স্যার, এখন এগুলি সম্পর্কে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সুনির্দিষ্টভাবে যে সমস্ত এলাকা থেকে অভিযোগ আসে, সে অভিযোগকে ভিত্তি করে কয়েকটি জায়গায় তদন্ত করা হয়। সে তদন্ত কমপ্লিট করার পর আবার নূতন করে এই এলাকাগুলিতে সুনির্দিষ্টভাবে সংশোধন করার জন্য রিভিশান অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস করার জন্য হল্কা ক্যাম্প না হলেও একটা টিম স্টেশন করে এক মাস, দেড় মাস, দুই মাস পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। এমন কি জুমিয়া যাদের সেটেলমেন্ট ১৯৫০-৫২ইং সাল থেকে, সে জমি থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে গেছে, যে ল্যাণ্ডগুলি সার্ভের মধ্যে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, সেগুলিকে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের কাছে আমি জানাতে চাই কোন এলাকায় এরকম বিরাট সংখ্যক এই জাতীয় অন্যায় হয়েছে এ রকম রেকর্ড থাকলে আমাদের দৃষ্টিতে আনলে আমরা তদন্ত করে দেখব এবং রিভিশান অব ল্যাণ্ড রেকর্ডের যে নিয়ম আছে তাতে প্রকৃত জমির মালিকের হাতে জমি তোলে দিতে চেষ্টা করব।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিভিন্ন জায়গায় যারা খাস জমি দখল করে আছে তাদেরকে এলটমেন্ট দেবার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে এলটমেন্ট কমিটিতে কারা কারা আছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় যেমন বিলোনীয়া সাড়াসীমাতে যারা খাস জমি দখল করেছিল তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। এরকম আরও বিভিন্ন তহশীলে যাদের কোন জায়গা নেই খাস জমি দখল করে, আছেন তাদেরকে সেই সমস্ত জমিগুলি দেওয়ার জন্য সরকার কোন পদক্ষেপ নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমরা ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য সরকার কোন কৃষককেই উচ্ছেদ করছেন না, উচ্ছেদ হতে দিচ্ছেন না। যদিও বে আইনী দখলদার অনেকেই আছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, রাজ্য সরকার উচ্ছেদ হতে দিচ্ছেন না এটা ঠিক নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, উচ্ছেদ করা আমাদের নীতি নয়। আমরা উচ্ছেদ হতে দিচ্ছি না। কোন কোন জায়গায় আমাদের এলটমেন্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তা ফরেষ্ট ল্যাণ্ড বলে ১৯৮০ ইং সালের ফরেষ্ট কনজারভেশান এ্যাক্ট অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রচণ্ড চাপ আসছে। এই চাপের পরেও বামফ্রন্ট সরকার ৮৭ইং সাল পর্য্যন্ত যে ভাবে উদ্বৃত্ত জমি এলটমেন্ট দিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু সেটাকে বানচাল করে দিয়েছেন জোট সরকার। জোট সরকার ১৯৫০ইং সালে কংগ্রেসের আমলে যে সমস্ত জমিগুলিকে ফরেষ্ট ল্যাণ্ড হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল সে সমস্ত জমিগুলিকে আবার রিজার্ভ করার জন্য নোটি-ফিকেশন জারী করেছেন। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এ ব্যপারে ব্যবস্থা নিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে কমিটি, স্যার, কমিটি আমরা করেছি, প্রত্যেক ব্লক লেভেল একটা করে কমিটি আছে। ব্লকের চেয়ারম্যান হচ্ছেন কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং তার সঙ্গে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েই প্রধানতঃ আমরা করেছি। এমনকি নগর পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যেও এরকম এলটমেন্ট কমিটি আছে।

এলটমেন্ট কমিটির সুপারিশ নিয়ে সেই নগর পঞ্চায়েত এলাকা হোক, গ্রামীন এলাকা হোক সব জায়গাতেই তার রিকমানডেশ্যানকে ভিত্তি করে করতে হয়। তবে এ, ডি, সি, এলাকায় যে কোন সুপারিশকে কার্যাকরী করতে গেলে এ, ডি, সির সুপারিশ ছাড়া অন্য কোন এলটমেন্ট হয় না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীহাসমাই রিয়াং।

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৯।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২২৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে গড়ে কতদিনের কাজ লেবার কার্ডধারীদের দেওয়া সম্ভব হয়েছে?

২। গড়ে বৎসরে একশ দিনের কাজ দেবার লক্ষ্য অর্জনে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

উত্তর

১। ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে গড়ে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত লেবার কার্ডধারীদের কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

২। এ রাজ্যের প্রতিটি লেবার কার্ডধারীকে প্রতি বছর ১০০ (একশ) দিনের কাজ দিতে গেলে মোট টাকা লাগবে আনুমানিক ১৫০ কোটি টাকা। ভারত সরকারের সঙ্গে সময় সময় অধিক অর্থ বরাদ্দের জন্য রাজ্য সরকার তদ্বির চালাচ্ছেন। এছাড়া রুর‍্যাল ডিপার্টমেন্ট ছাড়া এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ফিসারী ডিপার্টমেন্ট তারা ম্যানডেইজ জেনারেশনের কাজকর্ম করছে তারা সেই হিসাবের সাথে যুক্ত নয়।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই আর্থিক বছরে ১০ দিনের কাজের ব্যবস্থার কথা বলেছেন। এটা গত যে আর্থিক বছর গেছে তা থেকে বেশী কিনা এটা হচ্ছে ১-নং এবং ২-নং হচ্ছে এই যে আর্থিক বছরে ১০ দিনের কাজের কথা বলেছেন তাতে কত দিনের শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই বছর আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল গত বছরের মতই ম্যানডেইজ জেনারেইট করব অর্থাৎ প্রায় ৮০ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি করব এই টারগেট ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেছে যে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলি যারা এই কাজগুলি করে থাকেন, তাদের স্তরে যে সেলফ্ অব্ প্রজেক্ট্ তৈরী করেন তাতে দেখা গেছে এই বছরের ম্যানডেইজ জেনারেশনের চেয়ে ম্যাটেরিয়েলস্ কম্পোনেন্ট বেশী ব্যবহার করেছেন তার ফলে অনেক বেশী স্থায়ী সম্পদ তৈরী হয়েছে কিন্তু ম্যানডেইজ কম জেনারেইট হয়েছে। ফলে দেখা গেছে গত বছর এই সময়ের মধ্যে যে ম্যানডেইজ জেনারেইট করতে

পেরেছিলাম তার তুলনায় কম হয়েছে। গত বছর ৮০ লক্ষ ১৬ হাজার ম্যানডেইজ ক্রিয়েট করতে পেরেছিলাম। কিন্তু সেই জায়গায় জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ৩৩ লক্ষ ৭ হাজার ম্যানডেইজ এই বছর ক্রিয়েট করতে পেরেছি। অবশ্য এখন ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে সম্পূর্ণ কাজ চলছে। তার মানে এই দুটি মাস কাজের উপযোগী। আমরা আশা করছি ৮০ লক্ষ শ্রম দিবস আমরা সৃষ্টি করতে পারব না। কারণ এই বছর ম্যাটেরিয়েলস, কমপোনেন্টের কাজ বেশী হয়েছে, কন্ট্রাকশনের কাজ বেশী হয়েছে। আমাদের ধারণা হচ্ছে আমরা ৫০ লক্ষের কাছাকাছি শ্রম দিবস তৈরী করতে পারব। এই ক্ষেত্রে স্যার, আমি আর একটা তথ্য বলতে চাই, গত বছর আমরা যখন ৮০ লক্ষ শ্রম দিবস তৈরী করেছিলাম তখন মিনিমাম ওয়েজ যেটা ধার্য্য ছিল সেটা হচ্ছে ২৬ টাকা ৫০ পয়সা। এই বৎসর আমরা অলরেডী ৩২ টাকা মিনিমাম ওয়েজ চালু করেছি, এই মেনডেইজ জেনারেশনের ক্ষেত্রেও যারা কাজ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে ৩২ টাকা চালু করে দিয়েছি। ফলে যে টাকার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে মেনডেজের নাম্বারটা এই বৎসর কমে গিয়েছে।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— স্যার, এই যে এখানে ১০ দিনের কথা বলেছেন শুধু আর, ডি, দপ্তর থেকে ১০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, অন্যান্য দপ্তরের খবর এর বাইরে। এই যে লেবার কার্ডধারীদের যারা কাজ পায়, তারা কত দিনের কাজ পেল বা কতদিন কাজ দেওয়া সম্ভব হল এই ধরণের একটা পাশ বুক দেওয়ার জন্য আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই প্রক্রিয়া এখন কি পর্যায়ে আছে, তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— এটা এখনও চালু হয়নি।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত লেবার কার্ড ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে, সেই লেবার কার্ডগুলি উগ্রবাদী সংগঠনের দ্বারা কোন জায়গায় নষ্ট হয়েছে কিনা এই রকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— এই রকম কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

শ্রীঅনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানি সিংলুম, কাঠালবাড়ী, কালাগাং এই সমস্ত এলাকাগুলিতে এন এল, এফ, টি, উগ্রবাদীরা লেবার কার্ডগুলি জমা করে জ্বালিয়ে দিয়েছে? এই তিনটি জায়গাতে এই রকম লেবার কার্ড জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে? এই লেবার কার্ড আবার নতুন করে দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা তদন্ত করে দেখব। যদি এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে নিশ্চই লেবার কার্ডধারীরা নতুন করে লেবার কার্ড পাবে।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে দেখতে পাচ্ছি লেবার কার্ড, অনেক

পঞ্চায়েত আছে, যেখানে লেবার কার্ড সবাইকে দেওয়া হয়। এই লোবার কাড দেওয়ার কাজটা কবে নাগাদ শেষ হবে বা কিভাবে এই প্রক্রিয়াটা শেষ হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে, এখনও লেবার কার্ড যারা পাননি, যত শীঘ্র সম্ভব তাদের সেই কাজ যেন সম্পন্ন করা হয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের একটা প্রতিশ্রুতি ছিল জনগণের কাছে যে, আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে বৎসরে ১০০ দিন কাজ দেব। এটা কমিটমেন্ট টু দি পিওপিল দোজ হো আর বিলো প্রোভারটি লাইন। দেখা গেল মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এই লেবার কার্ডধারীরা ছাড়াও বহু প্রোভারটি লাইনের নীচে আছে যেটা মাননীয় সদস্যরা জানেন। এখন লেবার কার্ডধারী যারা, তারাও বিলো প্রোভারটি লাইন। কাজেই দেখা গেল ১০ দিন মাত্র কাজ পেয়েছে। কিছুদিন আগে ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় বলেছেন যে আর, ডি, এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের যে কাজ হচ্ছে এটাতে তা ধরা হয়নি। এখন তা নিয়ে বলেছেন ২১ দিন বৎসরে। তাহলে এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক বিলো প্রোভারটি লাইন তাদের কাজ দেওয়ার জন্য বা শ্রম দেওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, যারা লেবার কার্ড হোল্ডার তাদেরকে বৎসরে ১০০ দিনের কাজ দেবার যে দাবী বা আন্দোলন সেটা এখনও জারী আছে। শুধু আমাদের রাজ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গাতে যেখানে সংঘঠিত কৃষক আন্দোলন, ক্ষেত মজুর বা দিন মজুরদের আন্দোলন আছে সেখানে সেটা রয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকার এই দাবী থেকে সরে আসিনি। আমরা সরকারে আসার পর চেষ্টা করেছি কত বেশী সম্ভব শ্রম দিবস সৃষ্টি করা যায়। সেই লক্ষ্যে কাজ চলেছে। যেটা আমরা করছি ওনারা সেটা ভাবতেও পারবেন না। এই বিধানসভাতে ৫ বৎসরের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে মাননীয় মন্ত্রী জবাব দিয়েছেন বৎসরে ১ শ্রম দিবসের কাজ দিয়েছি আমরা। সেই জায়গাতে গত বৎসর ২৪ শ্রম দিবস, এর আগের বৎসর আরও বেশী শ্রম দিবস এর কাজ হয়েছে মেনডেইজের হিসাব করলে পরে। এই বৎসর আমরা অ্যাটেমপ্ট নিয়েছি, কেন শ্রম দিবস কমল, মেটেরিয়েলস্ কমপোনেন্ট বেশী হয়েছে, স্থায়ী সম্পদ বেশী তৈরী হয়েছে। অসংখ্য স্কুল ঘর তৈরী করতে হয়েছে, পঞ্চায়েত অফিস তৈরী করতে হয়েছে, সোসিয়েল এডুকেশান সেন্টার আমাদের তৈরী করতে হয়েছে। রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্টের টাকা, মেটেরিয়েল্স কষ্ট বেড়েছে। আমরা মেনডেইজ ওয়েজ বাড়িয়ে দিয়েছি ৩২ টাকা।

এইগুলিকে কনসিডারেশনের মধ্যে না রেখে যদি বলা হয় যে, কেন ১০০ দিন দেওয়া হয় না ? এটা আপনারা না বুঝতে পারেন জনগণ বোঝে। আমরা বলেছি আমাদের এখানে এখন যে লেবার কার্ড হোল্ডার আছে ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ১০০ জন। তাদেরকে যদি বছরে

একশত দিন কাজ দিতে হয় মেনডেইজ জেনারেশনের জন্য ১৫০ কোটি টাকা লাগে এবং সেই টাকা আমরা চেয়েছি। এখন কেন্দ্রীয় সরকার কবে দেবেন, দিলে আমরা রাজ্য সরকার তা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারব। আমাদের রাজ্যের কি সোর্স আছে মাননীয় সদস্যরা জানেন এবং তার মধ্যে থেকেই কাজ চলছে এবং সেই জন্যই আমি বলেছি সরকার এবং পাশাপাশি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা মোভমেন্ট করছি যাতে আমরা একশত দিনের কাজ প্রভাইড করতে পারি তার জন্য, সেই এচিভমেন্টে আমরা পৌঁছাতে পারব যদি মাননীয় সদস্যরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কমিটমেন্ট, আন্দোলন, দাবী আদায়, আন্দোলন করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে বলা হয়েছে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে চেষ্টা করা হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমার প্রশ্ন শেষ হলে উনি যেন কথা বলেন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, কমিকমেন্ট, এখানে বড় বড় সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হচ্ছে, টাকা আছে। আমার বক্তব্য হল লেবার কার্ডধারীদের এবং বিরোধী প্রোভার্টি লাইনে যারা আছে তাদের জন্য কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, আন্দোলন নয়। প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময়তো (কেন্দ্রীয় সরকার) লেখা ছিল না। সুতরাং আমার কথা হল যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেটা পূরণ করার জন্য। স্যার, এখানে টাকা নয় ছয় করা হচ্ছে। সেই জন্য আমি বলছি, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাসে করা হবে। মার্চ মাসেরতো আর ১৫ দিন বাকী আছে। সাপ্লিমেন্টারী বাজেটতো গতকালও পেশ করা হয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে যথোপ-যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য, যদি একশত দিনের না পারেন তো ৮০ দিনের দিন, ফিফটি পারসেন্টও করা হচ্ছে না। এই যে বলেছেন ২১ দিনের বা ১৫ দিনের কাজ দেওয়া হচ্ছে এটাও হল অফিশিয়েলী রেকর্ড। গ্রামে গঞ্জে কাজ পাচ্ছে মাত্র ৫ দিন বছরে। এই হচ্ছে ফেক্ট।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, সারা রাজ্যে যে গতিতে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে বিশেষ করে এ, ডি, সি, ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলি যেভাবে কাজ করছে তাতে গ্রামাঞ্চলের চেহারার একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেই জায়গাতে আমরা বলছি যে চেষ্টা আমাদের আছে, আপনারা বলুন, আর নাই বলুন। আমরা জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেই চেষ্টা আমাদের জারী থাকবে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে উৎপাতটা একটু কম হলে কাজটা আরও ভাল হতে পারে। যে সমস্ত উৎপাত সৃষ্টি করা হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে উপদ্রপের

এজেন্টগুলিকে কাজে লাগিয়ে সেটাকে একটু বন্ধ করলে কাজ আরও ভাল হবে। এসেট আরও বেশী ক্রিয়েট করা সম্ভব হবে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :— স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এই যে মেনডেইজ-এ কাজ হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের এখানে একটু রাজনৈতিক প্রভাবিত সমস্ত রাজ্যেই, দেখা যায় আমি এমন লোককে পেয়েছি যে তিন বৎসরে একটা কাজও পায়নি, লেবার কার্ড থাকা সত্বেও আবার এমন লোকও আছে যে রেগুলার কাজ করছে। আমি কয়েকদিন আগে দুর্লভ নারায়ণে গিয়েছিলাম এবং সেখানে একটা জনতা দলের জনসভা করেছি, সেখান থেকে পরশু দিন আমাকে ফোন করেছে। যেহেতু জনতা দলে ওরা জয়েন করেছে তাই তারা লেভার কার্ড-এ কাজ পাবে না। এখানে আমার শুধু এটুকু জানার ব্যাপার মাননীয় মন্ত্রীর কাছে যারা লেবার কার্ড পেয়েছে এটা আমি কংগ্রেস, সি.পি.এম, বা জনতা বলে বলছি না। যারা লেবার লেবার কার্ড পেয়েছে তারা যাতে কাজ পায় এটাকে ইনসিউর করার জন্য। কোথাও পঞ্চায়েত মেম্বার থাকতে পারে, কেউ যাতে দলবাজী না করতে পারে সেজন্য কোন চিন্তা ভাবনা করা যায় কিনা? কারণ সাধারণ মানুষ কাজ পাক, এটাই আমি চাই। সাধারণ দিনমজুররা দলবাজীর শিকার হওয়া উচিৎ না। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি না যে লেবার কার্ড যাদের আছে তারা সকলই ইকুইটেব্‌লি কাজ পাবে?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েতে দারিদ্র্য সীমার নীচে লেবার কার্ড যাদের আছে আমরা তাদের চিনি এবং সেখানে দলবাজীর স্থান নেই। এটা আমাদের ক্লীয়ার ইনস্ট্রাকশন রয়েছে সর্বস্তরে। এবং সেখানে বর্তমানে নির্বাচিত সংস্থা যারা রয়েছে তারা সব কাজ করছেন। সে ক্ষেত্রে দলবাজী করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে লেবার কার্ড পেয়েছে অথচ কাজ পায়নি, এটা সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে সেটা নিশ্চই আমরা দেখব।

আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন ভিজিলেন্স কমিটি সম্পর্কে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার একটা ব্যবস্থা করেছেন যার মধ্যে পলিটিক্যাল পার্টির রিপ্রেজেনটেটিভরা রয়েছেন। গ্রাম লেভেলে ভিলেজে তদারকি কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তাব করেছেন এবং আমরাও রাজ্যস্তরে সে সম্পর্কে একমত। আমরা আশা করছি পঞ্চায়েত স্তরে কাজকর্ম করার জন্য এই ধরণের কমিটি গঠন করা সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪১

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৪১

প্রশ্ন	উত্তর
১। মোহনপুর ব্লক এলাকায় পানীয় জলের জন্য কয়টি টিউব-ওয়েল ও মার্ক-টু টিউব-ওয়েল আছে?	১। মোহনপুর ব্লক এলাকায় পানীয় জলের জন্য মোট টিউব-ওয়েল ১১৮৫টি এবং মার্ক-টু ৫৭২টি আছে।
২। ইহা কি সত্য, মোহনপুর ব্লক এলাকায় বেশীরভাগ টিউব-ওয়েল ও মার্ক-টু টিউব-ওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে?	২। না, সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিছু সংখ্যক টিউব-ওয়েল এবং মার্ক-টু টিউব-ওয়েল অকেজো রয়েছে।
৩। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে এর সংখ্যা কত, (পৃথক পৃথক)	৩। ১৪৯টি টিউব-ওয়েল এবং ১৩১টি মার্ক টু টিউব-ওয়েল অকেজো অবস্থায় বর্তমানে আছে।
৪। ইহাও কি সত্য, নষ্ট হয়ে যাওয়া টিউব-ওয়েলগুলি সারাই না হওয়ায় পানীয় জলের জন্য জনসাধারণের প্রচণ্ড দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে?	৪। নষ্ট হয়ে যাওয়া টিউব-ওয়েল এবং মার্ক টু টিউব-ওয়েলগুলি ব্লকের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত নয়। জনগণ একটু কষ্ট করে পার্শ্ববর্তী উৎসস্থল থেকে জল সংগ্রহ করতে পারছেন। তবে এটা সাময়িক। রাজ্য সরকার, ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতিগুলি যৌথভাবে কাজ করছেন। কিছু দিনের মধ্যে সারাইয়ের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।
৫। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে মার্ক টু টিউব-ওয়েল ও টিউব-ওয়েলগুলির সারাই করার জন্য দপ্তর কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং আদৌ গ্রহণ করেছেন কি না?	৫। উক্ত অকেজো টিউব-ওয়েল এবং মার্ক-টু টিউব-ওয়েলগুলি সচল করার জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং সংস্কারের কাজও চলছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে সরকারী যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা কত অসত্য যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খবরটাও ঠিক করে রাখেন না। একচুয়েলী টোট্যালী সরকারী টিউবওয়েল-এর সংখ্যা হচ্ছে ১২০১টি, ১১৮৫টি নয়। তারপর মার্ক-টু টিউব-ওয়েল রয়েছে ৫৮০টি -৫৭২টি নয়। এখানে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সেটা ভুল। এটা খোঁজ করে দেখবেন কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়!

স্যার, এই মোহনপুর ব্লক এলাকা ড্রাই এলাকা। সিমনা, মোহনপুর, বামুটিয়া, বড়জলা অত্যন্ত ড্রাই এলাকা। এখানে ১২০১ টি সরকারী টিউব-ওয়েলের মধ্যে ৭০০ এর বেশী নষ্ট আছে। এটা প্যাক্‌টিক্যালী থিংস্। আর ২০২ টির মত মার্ক-টু টিউব-ওয়েল বেশ কয়েক বছর ধরেই নষ্ট হয়ে আছে। এইগুলি জোট জমানায় কিছু করা হয়েছিল আর এই জমানায়ও কিছু করা হয়েছে। কিন্তু এই এলাকাটা, স্যার, অত্যন্ত ড্রাই এরিয়া, জলের জন্য এ এলাকার মানুষের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, জলের জন্য হাহাকার চলছে সেখানে।

এখানে ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন তারাও সেটা নিশ্চয়ই জানেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, ঠিক আছে। আমি নিজে ৭০টি মার্ক-টু টিউব-ওয়েল মেরামত করা প্রয়োজন বলে চিঠি দিয়েছিলাম। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলাম, কারণ এইগুলি নষ্ট এবং এরই ফলে জনগণের ভীষণ কষ্ট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ব্লক থেকে মাত্র পাঁচটি মার্ক-টু টিউব-ওয়েল ঠিক করার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। স্যার, মোহনপুর এলাকা একটি ড্রাই এড়িয়া এবং এর ফলে পানীয় জলের সঙ্কট আরোও বাড়বে। কাজেই, এইগুলি মেরামত করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এখানে স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আর একটি জিনিষ জানতে চাইছি সেটা হলো, মোহনপুর এলাকাধীন ভাটি ফটিকছড়াতে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বছর পাঁচেক আগে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য পাইপ বসানো হয়েছিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা আজও এ থেকে পানীয় জল পাচ্ছে না। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি সুনির্দিষ্টভাবে সাপ্লিমেণ্টারী কোয়েশ্চান করুণ। বিষয়টিকে দীর্ঘায়িত করবেন না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এসব কি হচ্ছে, এটা কি সাপ্লিমেন্টারী নাকি বক্তৃতা?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসুন, বসুন, মাননীয় সদস্যরা বসুন। মাননীয় সদস্য রতনবাবু আপনার সাপ্লিমেণ্টারীটা পরিস্কার করে বলুন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য, রতনবাবুকে অনুরোধ করছি আপনার পয়েণ্টটা কি সেটা বলুন। পাঁচ মিনিট ধরে বক্তৃতা দিচ্ছেন উনি। এটা সাপ্লিমেণ্টারী হয় নাকি?

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা উনি বলার কে? উনি কি এখানে শেখাতে এসেছেন?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলছি বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি এখানে দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে নষ্ট হওয়া ৭০টি মার্ক টু টিউব-ওয়েলের মধ্যে মাত্র পাঁচটির ক্ষেত্রে ওয়ার্ক-ওর্ডার ইস্যু হয়েছে। কাজেই মোহনপুর এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে একটি স্পেশাল টীম গঠন করে অতি দ্রুত নষ্ট মার্ক-টু টিউবওয়েলগুলি মেরামত করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবে কি?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমি আগেই বলেছি যে, যেগুলি অচল রয়েছে সেগুলি মেরামতের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য রতনবাবু এখানে যে তথ্য দিয়েছেন সেটা অফিসিয়াল কোন তথ্য নয় এবং এরই কারণে এটাকে আমরা বেইস করতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ মাত্র পাঁচটি মেরামতের জন্য বলা হয় নাই, সবকটির কথা বলা হয়েছে।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জিরানীয়া ব্লকের বি,ডি,ও'র কাছে আমি গত মাসের ২৩ তারিখে নষ্ট হওয়া মার্ক-টু টিউব-ওয়েলগুলি ঠিক করার জন্য লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম নাম-ধাম দিয়ে। সুনির্দিষ্ট পাঁচটি নাম ছিল এতে। কারণ এলাকাটি একটি ড্রাই এড়িয়া বলে চিহ্নিত এবং এরই ফলে এক্ষুনি যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বি,ডি,ও, আমাকে জানালেন বর্তমানে পুরাতন কোন কাজ হবে না। নতুন মার্ক-টু টিউব-ওয়েল নিয়ে ব্যস্ত নাকি উনারা। আমি লিখিত চিঠি দিয়েছি।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমরা যতটুকু জানি সাপ্লিমেন্টারী করার একটা নিজস্ব নিয়মকানুন বিধানসভায় আছে। মূল প্রশ্ন ছাড়িয়ে গিয়ে যদি সাপ্লিমেন্টারী হয় তাহলে বিধানসভা চলবে কিভাবে?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসুন, বসুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, বিধানসভায় স্পীকার কতজন?

মিঃ স্পীকার :— বলুন, বলুন।

শ্রীদীপক নাগ :— যাই হউক, সমীরদেববাবু উনার এলাকাতেও অনেক ড্রাই আছে আমি জানি। সেখানে ব্যবস্থা হচ্ছে না, সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য আমাকে এখানে বাধা দেওয়া হয় সেটা জানি। যাই হউক,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সাপ্লিমেন্টারী বলুন।

শ্রীদীপক নাগ ঃ— ঐ জিরানীয়া ব্লক এলাকায় যে সমস্ত মার্ক-টু টিউব-ওয়েল এবং টিউব-ওয়েল নষ্ট হয়ে আছে সেগুলি জরুরী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশেষ করে শচীন্দ্রনগর কলোনী, পূর্ব বড়জলা, জয়নগর. উত্তর জয়নগর, পশ্চিম বড়জলা এই সমস্ত এলাকা খুবই ড্রাই এলাকা। তাই এই ব্যপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নিয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা নেবেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, জলের ব্যাপারটা আমরা উনাদের মত উদ্বিগ্ন যে, ড্রাই সিজনে অনেক জায়গাতে জলের লেয়ার নিচে নেমে যায়। এবং টিউব-ওয়েল বা মার্ক টু আজকে বসালে ছয় মাস পরে সেখানে জল পাবে এমন কোন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না, কেউ দিতেও পারবে না। এবং এগুলি হচ্ছে ড্রাই এরিয়া, আপ ল্যাণ্ড এরিয়া, সেখানে জলের লেয়ার পাওয়া গেল, আজকে কিন্তু ছয় মাস পরে লেয়ার নিচে নেমে যায়, ফলে সেটা অকেজো হয়ে যাচ্ছে। এবং এটা একটা কনটিনিউয়াস্ প্রসেস্ এটা জানানোর প্রশ্নও না। প্রশ্ন হচ্ছে যে, ইন টাইম অথরিটিকে নোটিশ করা হয় সেখানে যদি কাজ না হয় আমরা দেখতে পারি। আমি বলছি যে, জিরানীয়ার শচীন্দ্রনগর ইত্যাদি এলাকায় যদি এই ধরনের সমস্যা থাকে, আমাদের নোটিশে যদি সুনির্দিষ্টভাবে আসে আমরাও ইন্টারফেয়ার করতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৫

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৫

প্রশ্ন

১। পূর্ব আগরতলা থানাধীন কুঞ্জবন মৌজায় খাস জমিতে বসবাসরত নাগরিকদের খাস জমি বন্দোবস্ত দেবার ব্যাপারে রাজ্য সরকার এ যাবত কি করেছে এবং কবে নাগাদ বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

উত্তর

১। রাজ্য সরকার কুঞ্জবন মৌজায় খাস জমিতে বসবাস করছেন পরিবার সমূহের তদন্ত করে আইনতঃ বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য ১২৮টি পরিবারকে বন্দোবস্ত দিয়ে বাস্তুভিটি বিতরণ করেছেন।

আরও এইরূপ বেআইনী দখল রয়েছে এবং তাদের বিষয়ে তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে। তদন্ত সম্পূর্ণ হলেই, বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

শ্রীঅরুন ভৌমিক ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী নিজে ব্যক্তিগতভাবেও জানেন, কারণ উনিও সেখানে ভূমিহীনদের নিয়ে বোধ হয় সভা সমিতি করে এসেছেন। কিন্তু, স্যার, এটাতে ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেটা দেওয়ার জন্য। এবং বিভিন্ন সময় সেখানে মাননীয় মন্ত্রীও গেছেন বা আমরাও মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে এটা হবে। কিন্তু দেখা

যায় এটা শেষ হচ্ছে না। কিছু দিয়েছেন, কিছু দেন নাই। তাই একটা সময়সীমা দিলে ভাল হয়। যে এই সময়ের ভিতরে একটা সময় সাপেক্ষ। আজকাল সব কিছু টাইম বাউণ্ড দিয়ে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারও টাইম বাউণ্ড করছেন। অনেক কাজ আমাদের রাজ্য সরকারও টাইম বাউণ্ড কাজ করেন আমরা এটা চাই। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে একটা টাইম বাউণ্ড পরিকল্পনায় যে সমস্ত পঞ্চায়েতগুলি শুধু কুঞ্জবন না যেখানে খাস জমি এলরেডি চিহ্নিত হয়ে গেয়ে এই বন্দোবস্তের কাজ পিটিশন আছে অ্যাকরডিং টুল দেওয়া হবে, অ্যাকরডিং টু এলটমেণ্ট রুলস্ সেই কাজগুলি একটা টাইম বাউণ্ড সারা রাজ্যে এবং কুঞ্জবন মৌজায় যে টাইম বাউণ্ড এই সময়ের মধ্যে এই এলটমেণ্ট প্রসেস্ শেষ করা হবে?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা রাজ্যের প্রশ্ন। আমরা আগামী জুন, জুলাই মাস পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ শুরু করেছি। কুঞ্জবন মৌজায় সমস্যা আছে। শুধু কুঞ্জবন নয় এই রকম আগরতলা শহরের পাশাপাশি এই সব জয়গায় কিছু সমস্যা রয়েছে। এটা শুধু মাত্র একজন গিয়ে জায়গা দখল করে বসলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তার নামে এলটমেণ্ট দেওয়া হল এটাতো হয় না। প্রোগ্রামটা টাইম বাউণ্ড, কিন্তু তারমধ্যে এই রমক পরিবারও পাওয়া যাচ্ছে যাদের সত্যি সত্যি অন্য কোন বাস্তুভিটি নেই। কিন্তু এমন জায়গায় এসে বসেছেন তারা দখল করে যাতে সরকার কোন প্রকল্প চালাতে পারে না। একটা মীমাংসায় আসতে হবে। সেই ব্যবস্থাগুলি করতে গেলে পরে নিশ্চই যারা ইলেজিবল ভূমিহীন, বাস্তুভিটি হীন তাদের জন্য জায়গা খোঁজে বের করে, নির্দিষ্ট কতগুলি দায়িত্ব রয়েছে। এই এলাকাটা রিভিশন্যাল সার্ভের মধ্যে ছিল, এবং রিভিশন্যাল সার্ভের কাজ চলছে। সেই অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ একটা মৌজার মধ্যে যতখানি জমি বের হচ্ছে তার উপরই ভিত্তি করে টেইকআপ করব। এখন যেহেতু ১২৮টা পরিবারকে দেওয়া হয়েছে আরো কোথায় কোথায় এই রকম দেওয়া যায় সেই গুলিকে তদন্ত করা হচ্ছে। আর ইলিজিবিলিটিও দেখা হচ্ছে এই সব দেখে যত তাড়াতাড়ি করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৫

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ২২৫

প্রশ্ন	উত্তর
১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজনগর ব্লকের অধীনে আই সি, নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুয়ারলুঙ্গা	১। জে, আর, ওয়াই, বা ই, এ, এস, স্কীমের মাধ্যমে উক্ত স্থানের কোন ফলের বাগান করা হয়নি।

এলাকায় বা অন্য কোন জায়গায় জে, আর, ওয়াই, বা ই, এ, এস, স্কীমের মাধ্যমে কোন ফলের বাগান করা হয়েছে কিনা ?

২। হয়ে থাকলে কত দূর এলাকা নিয়ে এবং এর জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ?

২। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্নটা ঠিকই বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে তা এড়িয়ে গেছেন। এড়িয়ে যাওয়াটা বড় প্রশ্ন নয়, এখানে প্রশ্ন হল স্যার, এখানে একটা কাজু বাদামের বাগান করা হয়েছে মানিক দেবনাথের বাড়ী থেকে মনিন্দ্র কমের বাড়ী পর্য্যন্ত। ঈশানচন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের বার্ষিক হিসাবের একটা বই স্যার, এই বইতে দেখা যায় এই গ্রামে তার প্রজেক্ট মূল্য আছে ৮১ হাজার ৭০০ টাকা। আমার প্রশ্নটা করার পর ২০ দিন আগে আর, ডি, দপ্তর থেকে সেখানে ইনকুয়ারীতে গেল, তারা গিয়ে দেখল যে সেখানে বাগানের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। সেখানে কতগুলি জংলা একত্রিত করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সময় যেহেতু নেই স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই স্যার, উনি ঐ ঈশানচন্দ্রনগরের সেই কাজু বাদাম ৮১ হাজার টাকার কাজু বাদামের আরেকটা বাগান কদমতলা সেখানে প্রজেক্ট মূল্য ২৪ হাজার ৪৩০ টাকা, নূতননগরে ফলের বাগান একটি ২১ হাজার ২৪০ টাকা, এই ঈশানচন্দ্রনগরের এই তিনটি বাগান এর সঠিকভাবে তদন্ত করার ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, ফলের বাগান এটা বোধহয় টাইপ মিস্টেক হবে অথবা আমরা কুয়ারীতে পাঠিয়ে ছিলাম রিপ্লাইটা এই ভাবেই এসেছে, না ফলের বাগান। যাই হোক যেটা মনে হচ্ছে যে ঐ খানে যে ফলের বাগানগুলি হয়েছে তা বোধহয় উনি জানতে চেয়েছেন। তার মধ্যে ২৫ হেক্টর জায়গায় কাজু বাদাম ফলের চাষ এবং ১০ হেক্টর জায়গায় লিচুর চারা লাগানো হয়েছে, আই, সি, নগর গাঁও পঞ্চায়েতে এবং ঐ গাঁও সভাতে ই, এ, এস, স্কীমের মাধ্যমে এই গুলি করা হয়েছে। এর মধ্যে লিচু বাগানটি কোয়ারলুঙ্গা এবং কাজু বাদামের চাষ হয়েছে অন্যান্য স্থানে। ফলের বাগানগুলির জন্য উনি যে টাকা বলেছেন, আমার কাছে যে তথ্য আছে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮২০ টাকা খরচ হয়েছে। তার মধ্যে কোয়ারলুঙ্গা লিচু বাগানটির জন্য ১২ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হয়েছে। আর ঈশানচন্দ্রনগরের যেটা বলেছেন সেটা আমি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা (*) চিহ্নিত প্রশ্নগুলির উত্তর মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই গুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নহীন প্রশ্নগুলির লিখিত উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি।

ANNEXHRE "A" AND "B"

MATTER RAISED BY MEMBERS

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, একটা বিষয় যে, গতকালকে জি, বি, হাসপাতালে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডাক্তার নিগৃহ থেকে আরম্ভ করে হঠাৎ করে অপারেশন পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকাতে দেখলাম স্যার, সেখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন সেখানে সেই মন্ত্রী মহোদয়কেও অ-প্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল এবং ডাক্তারবাবুরা হুমকি দিয়েছেন সেখানে যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তা হলে কাজ বন্ধ থাকবে। আজকেও সেখানে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। কাজেই আপনার মাধ্যমে আমি জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে সেটা আজ পর্য্যন্ত কি অবস্থায় আছে। যেহেতু রাজ্যের মধ্যে এটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটি জায়গা এবং আমাদের সবারই এটা উদ্বেগের ব্যাপার। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জানতে চাই।

শ্রীবিমল সিংহা (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য ঠিকিই বলেছেন। কালকে একটি গণ্ডগোল হয়েছিল। ক্যাজুয়েল ওয়ার্কারদের সার্থে জনৈক ডাক্তারবাবু নিগৃহীত হয়েছিল। এবং সেই মর্মে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ডাক্তারবাবু বলেছেন যে পুলিশ এরেষ্ট না করলে তারা কাজ করবে না। এখন অলরেডী পুলিশ এরেষ্টও করেছে, যথারীতি কাজও চলছে।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার :— একটি ঘোষণা। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে শর্ট ডিস্কাসন অন মেটার অব পাব্লিক ইম্পরটেন্ট-এর উপর একটি নোটিশ পেয়েছি এবং জনজীবনের গুরুত্ব পরিপ্রেক্ষিতে সেটি অনুমোদন দিয়েছি। উক্ত নোটিশের বিষয় বস্তুর উপর অদ্য ১৮-৩-৯৭ইং লিষ্ট অব বিজনেসের উল্লেখিত তিন নং আইটেমে এই সভায় আলোচনা হবে। বিষয়বস্তুটি হল আই, সি, ডি, এস, কর্মী ও হেল্পারদের ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— রেফারেন্স পিরিওড। আজকে আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যদের নিকট থেকে পেয়েছি। এই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গুরুত্ব অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি

উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং নোটিশটি যিনি দিয়েছেন তার নাম উল্লেখ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতিক্রমে আমি আমার নোটিশটি উল্লেখ করছি। নোটিশটি হল— "গত ৪ঠা মার্চ, ৯৭ইং কাকভোরে অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ থানাধীন পাহাড়পুর গাঁও পঞ্চায়েতের তকছাপাড়া ও তুইকামা কামীতে জওয়ানদের দ্বারা নিরীহ উপজাতি রমণীদের ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজকে না পারেন তাহলে সময় এবং তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ২৭শে মার্চ এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আর একটি নোটিশ নিম্নে উল্লিখিত মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "খোয়াই মহকুমায় অতি সম্প্রতি হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের সমস্যা সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই নোটিশের উপর আগামী ২১শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমিও একটি নোটিশ নিম্নে উল্লিখিত সদস্যের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়টি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটীর বিষয়বস্তু হচ্ছে "রাজ্যের কৃষকদের পাওয়ার টীলা ও পাম্প সেট সরবরাহের সাবসিডির হার বৃদ্ধি করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। আর তিনি যদি প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় ও তারিখ, চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ে ২৫শে মার্চ বিবৃতি দেব।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— স্যার, আমার একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ছিল। আমারটা কেন এই হাউসে উঠল না বুঝেতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আমাকে একটু সময় দিন, আমি অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে বিষয়টি দেখব।

GOVERNMENT BILL INTRODUCED

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো "The Tripura Professions, Trades, Calling and Employments Taxation Bill, 1997 (Tripura Bill No. 2 of 1997)". উত্থাপন। আমি এখন রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য, সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Bill, 1997 (Tripura Bill No. 2 of 1997)".

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

"The Tripura Professions, Trades, Callings and Employments Taxation Bill, 1997 (Tripura Bill No. 2 of 1997)".

এই সভায় উত্থাপন করাব অনুমতি দেওয়া হউক।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)

আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি, এই বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

MOTION FOR ELECTION OF ASSEMBLY COMMITTEES

Mr. Speaker :— Hon'ole Members,

As the term of office of existing 5 (five) Elected Committees namely (1) Committee on Public Accounts. (2) Committee on Estimates. (3) Committee on Public Undertakings. (4) Commttee on Welfare of Scheduled Castes. (5) Commttee on Welfare of Scheduled Tribes will expire

on 31-3-97. It is necessary to constitute new Committee for the next financial year 1997-98 during the current session of the Assembly as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

Now, I request the Hon'ble Deputy Chief Minister to move a Motion in this regard to obtain consent of the House.

Sri Baidyanath Mujumder (Deputy Chief Ministei) :— Mr. Speaker Sir, In pursuance of Rule 98 (IV) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. I beg to move that, "The House do proceed to elect eleven members in each of the Committee namely (1) Committee on Public Accounts. (2) Committee on Estimates. (3) Committee on Public Undertakings. (4) Committee on Welfare of Scheduled Castes. (5) Committee on Welfare of Scheduled Tribes, according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the next financial year 1997-98, as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly".

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Motion to vote.
The Motion before the House is that.

The House do proceed to elect eleven Members in each of the Committees namely (1) Committee on Public Accounts. (2) Committee on Estimates. (3) Committee on Public Undertakings (4) Committee on Welfare of Scheduled Castes (5) Committee on Welfare of Scheduled Tribes, according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the next financial year 1997-98, as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly".

The Motion was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now, I announce the Programmee for conducting the Election of 5 (five) Elected Committees.

1. Date & time for submission of nomination papers.	21-03-97 upto 4 PM. (Friday).
2. Date & Time of Scrutiny of nomination papers.	22-03-97 at 1 PM. (Saturday).
3. Date and time for withdrawal of nomination papers.	25-03-97 upto 4 PM. (Tuesday).
4. Date of Election, if necessary	Date and time for Election will be fixed later on if needed.

শ্রীরবিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, একটা ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, গত ১২ তারিখ প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশানের ব্যাপারে শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় আমরা ব্যালটে জিতেছিলাম এবং আমরা যৌথভাবে আপনার অফিসে আমাদের প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশানটি আমার প্যাডে লিখে জমা দিয়েছিলাম। যেহেতু একটা ডিমাণ্ডের উপরেই আমাদের দুই জনের দাবীই এক, সেই জন্য একটা প্যাডেই আমরা এটা লিখেছিলাম। এখন আপনার অফিস থেকেই এটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে একটু আগেই আপনি ঘোষণা করেছেন যে, আজকেই এটা পেয়েছেন এবং জরুরী ভিত্তিতে শর্ট ডিস্কাশন তোলার জন্য আপনি অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং কোন রুলস এ আপনি এটা তোলার অনুমতি দিলেন এবং কোন রুলস এ আমার এটা বাদ দিলেন জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন, আপনাকে জানাচ্ছি। আপনার এটা হচ্ছে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান আর এটা হচ্ছে শর্ট ডিসকাশন। শর্ট ডিউরেশনের যে নিয়ম আছে সেটাকে ফলো করেই এটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরবিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আপনিই এখানে বলেছেন যে, আজকেই এটা আপপি পেয়েছেন। কিন্তু শর্ট ডিউরেশনের জন্য তিনটি দিন নির্দ্দিষ্ট আছে।

মিঃ স্পীকার :— আমাকে বলতে দিন। যখন কোন রিজিলিউশান দেওয়া হয় তখন একটা বিষয়ের উল্লেখ থাকা চাই। কিন্তু আপনার রিজিলিউশান একটা বিষয় না, অনেকগুলি বিষয় সেখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। রুলস অব প্রসিডিউর এ্যাণ্ড কনডাক্ট অব বিজনেস এর রুলস ৭৮ (২) এবং (৩) এ আপনার রিজিলিউশানটি পারমিট করে না। এছাড়াও ইম্পিউটেশান এবং ডিফামেটরী স্টেটমেন্ট এটার মধ্যে ছিল। এগুলি ৭৮ রুলস-এ কাভার করে না। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এটা বিচার করে দেখেছি যে রিজিলিউশান যে পদ্ধতিতে আনা হয় সেটা কাভার করে না। সেই জন্য আমি এটাকে বাতিল করেছি।

রতিমোহন জমাতিয়া :— আপনি একটু আগেই বলেছেন যে, শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা মহোদয় থেকে একটা স্বল্পকালীন আলোচনার জন্য নোটিশ পেয়েছেন। সেটা কোন্ রুলস-এ আনা হলো?

মিঃ স্পীকার :— এটা শর্ট ডিসকাশান।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, এটাতো ৩ দিন আগে জমা দিতে হয়। আপনি স্বীকার করেছেন আজকে পেয়েছেন। সুতরাং আজকেই পারমিশান পাবে এটাতো হয় না। এটা কোন রুলস-এ আছে? আপনি যেটা বলেছেন সেটা না, ৪০ ধারায় এগুলি আছে। আমি আমার রিজিলিউশানটা পড়ছি— "The Tripura Legislative Assembly notes with grave anxiety the fast-detoriorating Law and Order situation in the State and total failure of the Third Left Front Government to deal with the extremists-terrorists-insurgents who have their hide-out in Bangladesh and also in the state, fimly.

মিঃ স্পীকার :— এটা বাতিল হয়ে গেছে।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ডিস এলাউড বিষয় এখানে রীড আউট হতে পারে না। দিস শুড বী এ্যাকসপাঙ্।

মিঃ স্পীকার :— এটা রুলস-এ কাভার করে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এখানে দুইটা অংশ হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— আমি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি। আমাদের বর্ষীয়ান নেতাকে বলছি—

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহণ জমাতিয়া :— এটা একটাই।

মিঃ স্পীকার :— রুলস্ এ্যাণ্ড প্রসিডিউর মেনেই করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া আপনিও এই চেয়ারে বহু দিন ছিলেন, তাই আপনিও জানেন। আমাকে রুলস্ মেনেই করতে হয়।

***শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আর এখানে থাকতে পারছি না। আপনি অত্যন্ত .*......করছেন। স্যার, আইনকে ভায়লেইট করা এটা আপনি করছেন সেটা ঠিক হয় নি। তাই এর প্রতিবাদে আমরা ওয়াক-আউট করছি।

(মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ওয়াক-আউট করেন)

***Expunged as ordered by the Chair.

মিঃ স্পীকার :— আপনারা শান্ত হয়ে বসুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, কালকেও আমরা দেখেছি এবং আজকেও দেখেছি স্পীকারের উপর নির্দিষ্টভাবে মন্তব্য করে কিছু বক্তব্য প্রকাশ করেছেন একটু আগে। স্যার, এইগুলি এক্সপাঞ্জ করা হোক। স্যার, আমি পয়েন্ট অব্ অর্ডার এই জন্য বলেছি যে প্রসিডিংস রিপোর্টে স্পীকার সম্পর্কে এই রকম বক্তব্য থাকা উচিত নয়।

শ্রীমাধব সাহা :— স্যার, একজন মেম্বার তার অধিকার সম্বন্ধে আবেদন করতে পারেন কিন্তু স্পীকার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার অধিকার কোন মেম্বারের নেই।

মিঃ স্পীকার :— আন-পার্লামেন্টারী শব্দগুলি এ্যাকস্পানজ্ঞ করা হবে।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— 'সর্ট ডিসকাশন অন্ দি মেটারস' অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স।'' আজকের কার্য্যসূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা মহোদয়।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "আই, সি, ডি, এস, কর্মী ও হেল্পারদের ভাতা বৃদ্ধি করা সম্পর্কে।'' এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে বিষয়বস্তুটি আপনার নজরে এনেছি, সেটা এই রাজ্যের একটা অংশের মানুষের জরুরী বিষয়বস্তু। স্যার, আপনি জানেন আমাদের রাজ্যের মধ্যে সোস্যাল এডুকেশান দপ্তর আছে, আই, সি, ডি, এস একটা দপ্তর আছে সোস্যাল এডুকেশানের কাজ করে। এই রাজ্যের মধ্যে মূলতঃ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে ৬ বছরের নীচে যে সমস্ত শিশুরা রয়েছে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব এই আই, সি. ডি. এস, কর্মীদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। শুধু প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা নয়, যারা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে জাতি উপজাতির মানুষেরা রয়েছেন তাদের নিউট্রিশানের দায়িত্ব এই আই, সি,ডি এস, কর্মীদের উপর রয়েছে। শুধু নিউট্রিশান নয়, রাজ্যের এই সমস্ত অংশের মানুষেরা যারা রয়েছেন, তাদের শিশুরা রয়েছেন তাদের শিশুদের স্বাস্থ্য দেখার দায়িত্ব এই আই, ডি,এস, কর্মীদের উপর রয়েছে। আমাদের রাজ্যের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। আমাদের রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে মায়েদের এবং তাদের শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মায়েদের ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে, তাদের সচেতনতা বাড়াবার দায়িত্ব এই আই,সি,ডি এস, কর্মীদের উপর আছে। আমাদের রাজ্যে যারা মায়েরা আছেন, গর্ভজাত শিশু সন্তান, আছে, তাদের পুষ্টির জন্য যে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া দরকার

তাদেরকে সেটা দেওয়ার দায়িত্ব আই, সি, ডি, এস, কর্মীদের উপর আছে। শুধু তাই নয়, আই, সি, ডি, এস, কর্মীরা গ্রামে গঞ্জে যারা বয়স্ক রয়েছেন অভাবের তাড়নায়, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থা অভাবের তাড়নায় নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে নি সে সমস্ত বয়স্কদের শিক্ষার দায়িত্ব এই আই, সি, ডি, এস, কর্মীদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এছাড়া আমাদের রাজ্যের মধ্যে দেখেছি ইলিটারেসী দূর করার জন্য যে কর্মসূচী তার মধ্যে এই আই, সি, ডি, এস, কর্মীরা একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। আমরা জানি এই আই, সি, ডি, এস, স্কীমটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা স্কীম। এই রুর‍্যাল এরিয়া রমধ্যে আরবান এরিয়ার মধ্যে এই ধরনের কাজগুলির মধ্যে তাদের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। এটা আমারা গর্বের সংগে বলতে পারি এটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম হলেও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সামান্য টাকা ভাতা হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে, তার সংগে আমাদের রাজ্য সরকার বিবেচনা করে কিছুটা যোগ করে ভাতা বৃদ্ধি করেছেন। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই আমাদের রাজ্যের মধ্যে এই ধরণের আই, সি, ডি, এসে,র সংখ্যা প্রায় ২ হাজার ৭০০। তার মধ্যে ওয়ার্কার রয়েছে ২ হাজার ৭০০।

এছাড়া ২ হাজার ৭০০ সেণ্টার রয়েছে। প্রতিটা সেণ্টারের মধ্যে নিউট্রিশান প্রোগ্রাম রয়েছে সরকারের। সেখানে যারা কুকের কাজ করে কুকের দায়িত্বেও ২হাজার৭০০ কর্মী রয়েছে। কিছু দিন আগে আই, সি, ডি, এস, কর্মীরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। তাদের উপর অনেক দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। গ্রামের গরীব মানুষের সংগে যোগাযোগ করা, শিক্ষা সম্পর্কে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্ব রয়েছে। সকাল থেকে বিকাল পর্য্যন্ত কাজ করে যে ভাতা তাদেরকে দেওয়া হয় সেই টাকা দিয়ে তাদের পরিবার চালানো তাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হয়না। আমি এখানে যেটা বলতে চাই, আমার কাছে যে তথ্য আছে সেই অনুযায়ী সেটা বাড়িয়ে দিয়ে আই, সি, ডি, এস, কর্মীরা এখন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের যারা আই, সি, ডি, এস, ওয়ার্কার আছেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাদেরকে ৪০০ টাকা এবং রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্লেপে বাড়িয়ে আরও ১৭৫ টাকা করে দেন। মোট ৫৭৫ টাকা করে আই, সি, ডি, এস, কর্মীরা পাচ্ছেন। এটার মধ্যেও আবার ভাগ করা আছে। মাধ্যমিক পাশ হলে ৫৭৫ টাকা করে পাবেন, আর মাধ্যমিক পাশ না হলে তার থেকে কম পাবেনা। যারা আই, সি, ডি, এস, হেলপার আছেন তাদেরও প্রতিদিন অফিস করতে হচ্ছে, স্কুল করতে হচ্ছে এডাল্ট এডুকেশানের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে, স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে প্রতি মাসে একটি করে হেলথ ক্যাম্প করেন। ডাক্তাররা যেখানে যান সেখানেও হেলপারদের যেতে হচ্ছে এবং ডাক্তারদের কাছ থেকে ঔষধ নিয়ে মানুষের যে সমস্ত ছোট ছোট রোগ হয় সেই রোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঔষধ তাদের কাছে দেওয়া হয়। বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদেরকে এই সব ঔষধ বিলি করতে হয়। স্যার, এই দায়িত্বে যারা ন্যস্ত আছেন তাদের সঙ্গে হেল-

পাররাও আছেন। এই এত কাজের জন্য এই সব হেল্পাররা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছেন ২০০ টাকা, আর রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছেন ১৩০ টাকা, দুটো মিলে হয় তাদের বেতন ৩৩০ টাকা। স্যার, আমি মনে করি এই সামান্য বেতনে তাদের পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব না। তাই আমি আপনার কাছে আবেদন করছি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের এই বক্তব্য, এই সভার বক্তব্য পৌঁছে দেবার জন্য যে, তাদের বেতন যেন আরও বৃদ্ধি করা হয়। স্যার,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী...

শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার, আই, সি, ডি, এস কর্মীদের কথা বিবে- কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম এবং এই স্কীম ১৯৭৫ সালে প্রথম আমাদের দেশে চালু হয়। স্যার, সারা দেশে ৩টা প্রজেক্ট নিয়ে পরীক্ষা-মূলকভাবে এটা চালু করা হয়। ১৯৭৫ সালে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা প্রজেক্ট অনুমোদন পায় এবং সেটা হল ছামনু আই, সি, ডি, এস, প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের কতগুলি কেটাগরী রয়েছে, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম, এতে রুরেল প্রজেক্ট, আরবান প্রজেক্ট এবং ট্রাইবেল প্রজেক্ট, এইভাবে তিনটা ক্যাটাগরীতে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে ট্রাইবেল প্রজেক্ট হিসাবে ৫০টি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র নিয়ে ট্রাইবেল প্রজেক্ট এবং একশতটি সেন্টার নিয়ে রুরেল প্রজেক্ট, আরও একশতটি সেন্টার নিয়ে আরবান প্রজেক্ট। এইভাবে তিনটি শ্রেণীর প্রজেক্ট রয়েছে এবং এই প্রতিটি প্রজেক্টের অঙ্গনওয়াদী লেবেলের কর্মী যারা আছেন তারা হচ্ছেন অঙ্গনওয়াদী ওয়ার্কার এবং হেল্পার, এই অঙ্গনওয়াদী ওয়ার্কার এবং হেল্পারদের তাদের যে ডিউটি নির্দিষ্ট করা আছে তাদেরকে তার চেয়ে আরও অনেক বেশী ডিউটি করতে হয়। যেমন এই স্কীমের মধ্যে ধরা হয়েছে ০ থেকে ৬ বৎসরের শিশু এটাকে দুই ভাগ করা হয়েছে। একটা হল ০ থেকে ৩ বৎসর, তাদের জন্য যে পরিষেবা এখানে রয়েছে সেটা হল স্বাস্থ্যের পরিচর্চা এবং নিউট্রেশন দেওয়া অর্থাৎ সহায়ক পুষ্টি দেওয়া। তারপরে তাদের স্বাস্থ্যের রক্ষনাবেক্ষন এবং বিভিন্ন রকমের প্রতিষেধক টিকা দান ইত্যাদি তাদের জন্য করা হবে। আর তিন থেকে ছয় বৎসরের যারা তাদের জন্য এই একই কর্মসূচী রয়েছে এবং তার ফাঁকে আরও রয়েছে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, অর্থাৎ পিসফুল এডুকেশান ৩ হইতে ৬ বৎসরের গ্রুপের জন্য এবং তাদের জন্য স্বাস্থ্যের পরিসেবাও রয়েছে।— এবং ০—৬ বছরের যে সব শিশু রয়েছে তাদের জন্য স্বাস্থ্যের পরিসেবা রয়েছে, যেমন সেখানে বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা রয়েছে, অসুস্থ শিশুদের ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যবস্থা থাকার কথা সেই ব্যবস্থা রয়েছে। তার সাথে গর্ভবতী মহিলা এবং প্রসূতি যারা যাদের শিশুদের বয়স ০—৬ বছর পর্য্যন্ত তাদেরকে প্রসূতি মহিলা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই প্রসূতি মহিলা এবং গর্ভবতী মা তাদেরকেও সাপ্লিমেণ্টারী নিউট্রিশান

দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্কীমের আওতায়। তারপর ০—৬ বছরের শিশু যারা তাদেরকেও সাপ্লিমেণ্টারী নিউট্রিশান দেওয়া হচ্ছে। তার সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ফ্রী স্কুলিং এডুকেশন ইত্যাদি কাজ করতে গিয়ে এই গ্রাসরুট লেভেলে এই অঙ্গনওয়াদি কর্মী এবং ওয়ার্কার্স তাদেরকেও আবার দুই আগে ভাগ করা হয়। একটা হলো, নন্-মেট্রিক এবং আরেকটা হল মেট্রিকুলেট্ ওয়ার্কারস্। তাদের যে ভাতা, যে সাম্মানিক ভাতা বা অনারিয়াম সেই অনারিয়ামের মধ্যে দুইটি স্কেল রয়েছে ৫০ টাকার ডিফারেন্স। মেট্রিক পাশ যারা তারা ৫০ টাকা বেশী পাচ্ছে, আর নন্ মেট্রিক যারা তারা ৫০ টাকা কম পাচ্ছে। এইভাবে বর্তমানে তারা পাচ্ছে। নন্-মেট্রিক যারা, তারা ৩৫০ টাকা করে কেন্দ্রীয় অনুদান পাচ্ছে, আর ৪০০ টাকা হারে মেট্রিকুলেট যারা তারা পাচ্ছে। এবং আমাদের ২য় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাদের আর্থিক দুরবস্থার কথা চিন্তা করে এইখানে ষ্টেট এর প্ল্যান থেকে একটু কারটেল করে তাদের একটা অনুদান দেওয়ার সংস্থান করা হয়েছে। এবং সেই সংস্থানে দুইটি কিস্তিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে। প্রথম কিস্তিতে ৩০ টাকা করে এবং পরবর্তী কিস্তিতে ১০০ টাকা করে। এই এডিশনাল ডি, এ, এবং ফিল্ড বেনিফিট ওয়ার্কাররা পাচ্ছে মোট ১৩০ টাকা এবং হেল্পার যারা আছে তারা পাচ্ছে ১০০ টাকা। এইভাবে বর্তমানে একজন অঙ্গনওয়াদি হেল্পার পাচ্ছে ৩০০ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ২০০ টাকা এবং রাজ্য সরকার থেকে ১০০ টাকা। আর নন্-মেট্রিক ওয়ার্কার্স যারা আছে তারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাচ্ছে ৩৫০ টাকা এবং রাজ্য সরকার থেকে ১৩০ টাকা এডিশনাল ডি, এ, এবং ফিল্ড বেনিফিট। এই দুইটি মিলিয়ে মোট পাচ্ছে ৪৮০ টাকা। এখন একজন ফ্রেশ অঙ্গনওয়াদি কর্মী যদি আজকে নিযুক্ত হয় তাহলে সে এই ৪৮০ টাকা পাচ্ছে। তারপর মেট্রিকুলেট যারা আছে তারা ৪০০ টাকা ভাতা পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এবং ১৩০ টাকা এডিশন্যাল ডি, এ, এবং ফিল্ড বেনিফিট রাজ্য সরকার থেকে পাচ্ছে। এই দুইটি মিলিয়ে তারা মোট পাচ্ছে ৫৩০ টাকা। তবে এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যে কোন কর্মী যদি পাঁচ বছর সার্ভিস কমপ্লিট করেন তাহলে তিনি ১৫ টাকা বেশী পাবেন, আর দশ বছর কমপ্লিট করলে পরে ৫০ টাকা বেশী পাবেন অন্যান্য কর্মীদের থেকে। এই ষ্টেজে তাদেরকে রাখা হয়েছে।

কাজেই আমাদের এই অঙ্গনওয়াদি কর্মী এবং ওয়ার্কার্স যারা আছেন তারা এই পয়সা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে কিছুতেই তাদের স্বাভাবিক জীবন ধারণের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারছেন না। তবে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যে সব অঙ্গনওয়াদি কর্মী আছেন তাদের থেকে আমাদের রাজ্যের অঙ্গনওয়াদি কর্মীরা এই এডিশন্যাল ডি, এ, এবং ফিল্ড বেনিফিট হিসেবে ১৩০ টাকা বেশী পাচ্ছেন। অন্য কোন রাজ্যেই অঙ্গনওয়াদি কর্মীরা সেটা পাচ্ছেন না। অন্যান্য রাজ্যে কেবলমাত্র এই ২০০ টাকা এবং ৩৫০ টাকা এই হারেই পাচ্ছে। অতএব, তারা এই অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে তাদের জীবন ধারণ

করতে হলে যা' প্রয়োজন তার তুলনায় তারা অনেক কম পাচ্ছেন। তাদের এই আর্থিক দুরবস্থার কথা চিন্তা করেই তাদের এই ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য আজকে এই হাউস থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হোক, এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা আই, সি, ডি, এস, কর্মী এবং হেল্পারদের ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে যে শর্ট ডিস্‌কাশন এনেছেন এবং উনি যে প্রস্তাব করেছেন, আলোচনা করেছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমিও কিছু আলোচনা করছি।

স্যার, প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই আই, সি, ডি, এস, আমাদের রাজ্যে কিভাবে তার প্রতিফলন ঘটছে এবং কতটুকু দায়িত্ব নিয়ে এই আই, সি, ডি, এস, কর্মীরা এবং হেল্পাররা কাজ করছেন, এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা, স্যার। হয়ত এর আগেও রাজ্যে এই স্কীমটা ছিল। তবে থাকলেও এই স্কীমের কার্য্যকারীতা আমাদের নজরে আসে নাই। রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখলাম কেন্দ্রের এই স্কীমটাকে কার্য্যকরী একটা রূপ দেওয়া শুরু হলো। আমি দেখেছি, আমাদের তেলিয়ামুড়া ব্লকেও এটা চালু হয়েছিল তখন। রাজ্যে প্রতিটি প্রান্তে তখন অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার খোলা হয়েছিল। তখন সেই সব সেন্টারগুলিতে কিছু কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। তখন আমাদের জানা ছিল যে, পরবর্তী সময়ে তাদেরকে নিয়মিতকরণ-এর বিষয়টি বিবেচিত হবে। কারণ সেখানে, বিশেষতঃ গ্রামের দুঃস্থ মহিলারাই এসে প্রচণ্ড দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতেন। বিগত কংগ্রেস জমানায় শিশু কোলে নিয়ে যে সমস্ত মা-বোনদের রাস্তায় ভিক্ষা করতে হত, তাদেরকেই অর্থাৎ তাদের শিশু সন্তানদের এই সমস্ত সেন্টারে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হত, এবং শিশুর মাও সেখানে খেতে পারতেন। তাদের তখন আর ভিক্ষার জন্য যেতে হত না। প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্কীমটার সার্থক রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের ভূয়শ্রী প্রশংসা করেছিলেন। এখনও একইভাবে এই স্কীমের কাজ চলছে। অঙ্গনাওয়াড়ী কর্মীদের তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। সেখানে শিশুদের তারা যথেষ্ট যত্ন সহকারে দেখ ভাল করে থাকেন। কর্মস্থলে তাদের কাজের একাগ্রতা সরকারী কর্মচারীদের থেকে মোটেই কম নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশীই বলা যেতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের একাংশ সঠিক সময়ে অফিসে যাতায়াত করে না বলে অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু অঙ্গনাওয়াড়ী কর্মীদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। রাজ্যের অনেক প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে অঙ্গনাওয়াড়ী কর্মীরা পায়ে হেঁটে গিয়ে কর্মস্থলে দায়িত্ব নিয়েই কাজ করেন। তারপরও তাদের নিয়মিত করা হলনা এবং তাদের পারিশ্রমিকও অত্যন্ত কম বলে তাদের অভিযোগ রয়েছে। তবে বিষয়টি ক্ষমতাসীন তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার গভীরভাবে চিন্তা

করছেন এবং সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্য থেকেই তাদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি দেখছেন। স্যার, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শিশুদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাদের খাদ্য তথা শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের স্কীম হাতে নিচ্ছেন। তাতে আমরা দেখছি সমগ্র দেশে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে।

যে সমস্ত স্কীমগুলি নিয়েছেন তাতে আমরা দেখছি যে, সেটাতে সারা ভারতবর্ষে তার একটা আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের দাবী ন্যায্য দাবী। কেন্দ্রীয় সরকারও চিন্তাভাবনা করছেন এবং বামফ্রন্ট সরকারও সেই চিন্তাভাবনা করে অগ্রসর হচ্ছেন। কাজেই যে প্রস্তাবটা স্যার, শর্ট নোটিশ এটা খুবই সময়োপযোগী এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তার জন্য কোন দাবী করছে না। এখানে স্থায়ী, আমি মনে করি, জানি না কেন্দ্রীয় সরকার কি করবে কিন্তু এটা হলো মেইন। আগামী দিনে ভবিষ্যতে যে শিশু, জন্ম থেকে তার লালন পালন-এর দায়িত্ব যে মা করেন বা যে নেন তাকে আমি মনে করি যে, সেই হলো মূল ভিত্তি। এই ভারতবর্ষের আগামী দিনের ভবিষ্যত এবং এই যে স্যার, স্থায়ী হওয়া উচিৎ ছিল এবং যেটা নাকি শিশুর ভবিষ্যত তাকে রক্ষণাবেক্ষণের যে দায়িত্ব সেটাকে যাতে স্থায়ীভাবে করতে পারেন সেটা উচিৎ ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পলিসি কি হবে জানি না। আমরা এই কথা বলব, এই সময় এই ত্রিপুরা রাজ্যে তার যে প্রতিফলন ঘটছে এবং আমরা যেভাবে নাকি শিশু মৃত্যু বা শিশুদের আগামী দিনের ভবিষ্যত তার জন্য তার মা, এখানে স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে মা গর্ভবতী মা, গর্ভবতী মাকে পর্য্যন্ত সেখানে—

মিঃ স্পীকার :— কনক্লোড করুন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— কাজেই এই গুরু দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত আছে এই হেল্পার এবং কর্মী তাদের ভাতা বৃদ্ধির জন্য এখানে শর্ট ডিসকাশান নোটিশ এনেছেন, একে আমি সমর্থন করে আমি আমার আলোচনা শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা।

শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সদস্য মাননীয় শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা কর্তৃক আনীত আই, সি, ডি, এস, কর্মী ও হেল্পারদের ভাতা বৃদ্ধি করা সম্পর্কে। এটাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। আমি কক্-বরক্ ভাষায় আলোচনা করব।

ককৃ-বরক

শ্রীমতি কার্তিককন্যা দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা কর্তৃক আনীত আই, সি, এস, কর্মী ও হেলপারদের ভাতা বৃদ্ধি করা সম্পর্কে এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। স্যার, আমি কক্-বরক্ ভাষায় বক্তব্য রাখব।

মাননীয় স্পীকার স্যার, স্যার, আনি সাকাংতা তাই তিনজন বক্তারগ মোটামুটি এই আই-সি- ডি- এস স্কীম এবং কর্মীরগনি সম্বন্ধে কাহাম আলোচনা খীলাইখা। আও আসাক কীবও আলোচনা খীলাইনা নাইয়া। এই বিষয় সম্বন্ধে আং আসাগন সানানি নাইজ যে তিনি সমাজ-কল্যাণ দপ্তরনি বিসিংতাই যে সমাজশিক্ষা এবং এই যে আই- সি- ডি- এস কাইসা স্কীম তংমানি- আং বিগত কিছুদিন অ দপ্তরনিব মন্ত্রী তংমানি। আফুরু আং সাইমানঅ অ দপ্তরনি কর্মীরগ, হেলপাররগ সামুংনি তুলনায় বরগনি বেতন ভাতা যে রকম তংনানি উচিত তংমানি আবনি তুলনায় কিত্বুয়া। সেদিকে চিন্তাভাবনা খীলাইন বরগনি তেইব বেতন ভাতা বারিরীনানি দরকার। এছাড়া আং পত্রপত্রিকাঅ মুক্কা খা যে, সারা ভারতবর্ষনি অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরগ হেলপারর-বরগ আন্দোলন অ অংখরখা বরগনি বেতন ভাতা বৃদ্ধি খীলাইনানি বাগীহী। আং মনে খীলইঅ এই ত্রিপুরা রাজ্যনি ২৭শ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী হেলপার বরকন আগামী দিনতা সাধারণ মজুরীরগবাই বাগসাখীলাই যাতে বরগনি বেতন ভাতা বৃদ্ধি খীলইনা আথোং। সেইদিকে চিন্তা ভাবনা খীলাই আং এই হাউজঅ তংনাই সেই দপ্তরনি মাননীয় মন্ত্রী এই হাউজঅ আবেদন খীলাইঅ যাতে এই হাবজঅ এমন একটা প্রপোজ্যাল কেন্দ্রীয় সরকারনি থানি রহযাগথাং। আসাজ সাঅইন আং তেই ওয়াইসা ধন্যবাদ যানগীই আনি কক্ তরন মীথাকখা।

—বঙ্গানুবাদ—

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার পূর্ব বক্তা তিনজন মাননীয় সদস্যগণ আই,সি, ডি, এস, কর্মী এবং হেলপারদের ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। তাই আমি এই সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করব না। আমি এই সম্বন্ধে এটুকু বলতে চাই যে, আজকে সমাজ

কল্যাণ দপ্তরের অধীনে সমাজশিক্ষাতে আই, সি. ডি, এস, একটা স্কীম আছে। আমি এই দপ্তরে কিছুদিন মন্ত্রী ছিলাম। আমি সেই সময় জানতে পেরেছি যে, এই দপ্তরের কর্মীরা বিশেষ করে হেলপাররা কাজের তুলনায় তাদের যে বেতন ভাতা হওয়া উচিত তার তুলনায় অনেক কম। সেই দিক দিয়ে চিন্তাভাবনা করে তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা দরকার। তাছাড়াও পত্রপত্রিকায় দেখেছি যারা ভারতবর্ষের অঙ্গনওয়ারী ও হেলপার কর্মীরা তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলনে নেমেছেন। আমি মনে করি এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৭শ অঙ্গনওয়ারী ও হেলপার কর্মী যারা আছেন তাদেরকে বেতন বৃদ্ধি করে আগামীদিনে যাতে অন্যান্য কর্মীদের মত সমভাবে বেতন পায় সে দিকে চিন্তাভাবনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রপোজ্যাল পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আবেদন রেখে আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আই, সি, ডি, এস, কর্মী ও হেল্পারদের ভাতা বৃদ্ধি করা সম্পর্কে যে আলোচনা এখানে উত্থাপন করা হয়েছে, এটা সত্যি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রাজ্যে সেই ১৯৭৫ইং সন থেকে এই আই, সি, ডি, এস, প্রকল্প শুরু হয়েছে এবং এখন পর্য্যন্ত ১৮টি রুর‍্যাল প্রজেক্ট অর্থাৎ পূর্বেকার যে সমস্ত ব্লক ছিল সেই ব্লক অনুযায়ী নতুন ৯টি ব্লক হওয়ার আগে আর আগরতলা আরবাণ এলাকাতে একটি সহ মোট ১৯টি প্রজেক্ট এখানে চলছে। এবং এই ১৯টি প্রজেক্টের মধ্যে গত বছর পর্য্যন্ত ২০৫৫টি সেণ্টার ছিল। আমরা এই অর্থ বছরে আরও ৬৭৪টি সেণ্টার খোলার উদ্যোগ নিয়েছি। এই পর্য্যন্ত মোট ২ হাজার ৭০০টি সেণ্টার হয়েছে। বাকী আরো ২৯টির মত সর্ব্বমোট ২ হাজার ৭২৯টি সেণ্টার খোলা হবে। যখন ৬৭৪টি সেণ্টার খোলা হবে সেইগুলি নিয়ে এবং আমাদের এই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছি। আগামী অর্থ বৎসরে আরো ৮০৮টি সেণ্টার খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ সুবিধার্থে আমাদের রাজ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিষেবা পৌঁছানোর জন্য উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ক্ষেত্রেতে নূতন করে ৯টি ব্লক খোলা হয়েছে, সেই ৯টি ব্লক এলাকাতে আই, সি, ডি, এস-এর ক্ষেত্রেও যাতে সমন্বয় ও মনিটরিংকে আরো বেশী ভাল করা যায় তাই ৯টি প্রজেক্ট খোলার জন্য আমরা প্রজেক্ট সাবমিট করেছিলাম, দাবী জানিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ইতিমধ্যেই অনুমোদন দিয়েছে। আগামী অর্থ বছরগুলিতে এই নূতন ব্লক-গুলিতেও নূতন প্রজেক্ট তৈরী হবে। উপরন্তু আরবান এলাকাতে সেই রকম বড় শহর না হলেও যেমন বিশালগড়ের মত এলাকাতে যেখানে ভাল লোকসংখ্যা আছে এই রকম কয়েকটি, যেমন তেলিয়ামুড়ার মত এলাকাতে, সেই সমস্ত স্থানে কিছু ছোট প্রজেক্ট করার

জন্য আরো ৪টি অর্থাৎ ৯ যোগ ৪ মোট ১৩টি প্রজেক্ট অফিস খোলার জন্য আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছেন। আমরা চেষ্টা করছি আগামী বছরের মধ্যে এইগুলি খোলা যায় কিনা। এখন এই যে প্রজেক্টগুলি চলছে মাননীয় সদস্য ইতিমধ্যে আলোচনা করেছেন এত কম ভাতা থাকায় তারা যে সাম্মানিক ভাতা পান আই, সি, ডি, এস, কর্মী এবং হেল্পাররা, তারা তার মধ্যেও যে পরিমাণ পরিষেবা পৌঁছাচ্ছেন যে রকম সেবা তারা কাজ করেছেন এটা অতুলনীয়। এবং এই পরিষেবা সমাজের সব থেকে লাজুক অংশে গর্ভবতী মা থেকে শুরু করে শূন্য থেকে ৬ বৎসরের শিশুদের সব দিক থেকে শুরু করে শুধু মাত্র তার স্বাস্থ্য পরিষেবা দেখা নয়। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং তারও বাইরে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা তথা নারীদের সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী তারা নিয়ে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্প চালু করলেও ভারতবর্ষের প্রায় সব কয়টি ব্লকেই ধীরে ধীরে এই প্রকল্প চালু হচ্ছে আমরা দেখছি। আমরা ইতিমধ্যে ৯টি প্রজেক্ট পেলাম, সেইগুলির অনুমোদনপত্র আমাদের কাছে এসেছে, সেই রকম ভারতবর্ষের সব কয়টি ব্লকে সেই রকম অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। কিন্তু এটা দিলেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই যে রকমভাবে তাদের ভাতা কম করে রেখেছিল মাঝখানে ছয় সাত বৎসর আগে একটা রিভিশান হয়েছিল, কিছু টাকা বাড়িয়েছিল, তার পরবর্তী সময়ে আর কিছুই বাড়ায়নি। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, সেখানে পরিবারের সমস্যা বেড়েছে সেই তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকার এখনো কিছু করেনি। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার সারা দেশের মধ্যে এই রাজ্যেই প্রথম এবং একমাত্র, যে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাতা প্রদান করেন তার উপরন্তু রাজ্যের পরিকল্পনা খাত থেকে হেল্পার এবং ওয়ার্কার উভয় অংশকেই কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যার জন্য অন্য রাজ্য থেকে এই ভাতার পরিমাণ আমাদের রাজ্যে একটু বেড়েছে। কিন্তু তা হলেও এটা পর্যাপ্ত নয়। কেননা দ্রব্য মূল্য অনেক বেশী এবং দিন দিন তা বাড়ছে। সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার বারবারই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং এই আই, সি, ডি, এস, এবং হেল্পারদের যে বক্তব্য, তাদের যে দাবী তা স্ব-সম্মানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং বিগত কয়েক মাস আগে এখানে সারা দেশের সাথে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র তাদের নেতৃত্বে আই, সি, ডি, এস, কর্মীরা সারা দেশব্যাপী হরতাল করেছিল তাদের ভাতা বাড়ানোর জন্য এবং আরো বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য। আমাদের রাজ্যেও প্রায় প্রতিটি সেন্টার বন্ধ হয়েছে। প্রায় প্রতিটি সেন্টারে প্রতিটি কর্মী স্বতস্ফুর্তভাবে এই বন্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং রাজ্যের সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক মানুষ আই, সি, ডি, এস, এর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং বলেছেন যে, তাদের ভাতা বাড়ানো উচিৎ, তাদের ব্যাপারটা দেখা উচিৎ। এবং এই আই, সি, ডি, এস, কর্মীরা গণস্বাক্ষর করে আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে তাদের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মানব সম্পদ

মন্ত্রকের কাছে পৌঁছোনোর জন্য দিয়েছেন। এবং যথারীতি তাদের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোও হয়েছে। এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিগত কংগ্রেস সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এই আই,সি,ডি,এস, সংক্রান্ত বিষয়ে সমাজ কল্যাণ দপ্তর যারা দেখেন, যে মন্ত্রী দেখেন সেই মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে এই রাজ্যের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবেই যে মিনিমাম ওয়েজ আজকে সারা দেশের সাথে করা হচ্ছে অন্ততঃ সেই রেটে আই, সি, ডি, এস, কর্মীদের ভাতা বাড়ানো হোক এবং অন্যান্য সুযোগ দেওয়া হোক বলা হয়েছে। তখনকার কেন্দ্রীয় সরকার এটা নীতিগত ভাবে মেনেছেন হাঁ এটা করা দরকার। এবং সহসাই এটা হবে বলেছেন। কিন্তু সেই সরকার চলে যাবার পর এটাকে একটা কিছু করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তারপর কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হওয়ার পর এবং এখানে আমাদের রাজ্য সহ সারা দেশে এই বন্ধ পালন হওয়ার পর যখন আমরা দাবী সম্মলিত বা স্বাক্ষর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি, রাজ্যের সরকার থেকে আবার লেখা হয়েছে কেন্দ্র সরকারের কাছে এটাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য। এবং গত জানুয়ারী মাসের ১১ তারিখে আমি ব্যক্তিগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী এস, আর, বোম্বাই-এর সাথে দেখা করেছি। উনাকে বলা হয়েছে আগেও এই রকম সম্মেলনে দাবী উঠেছে রাজ্যের মন্ত্রীরা এটা সমর্থন করেছেন। এবং তার পরবর্ত্তী সময়ে আজকে এই বন্ধ হয়েছে সারা দেশের মধ্যে। এটা মানা উচিৎ। এবং এটা নূতন করে বিবেচনা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মানব সমাজ কল্যাণ মন্ত্রক বলেছেন এগুলি আমাদের বিবেচনার মধ্যে আছে। এবং আমরা দাবী করেছি যে আবার নূতন করে মিটিং ডাকা হোক আই, সি, ডি, এস-দের ব্যাপারে। এই কথার কোন ফল আসবে কিনা জানি না।

আমি গতকাল একটি চিঠি দিয়েছি শুধু আই, সি, ডি, এস-এর তার বিভিন্ন পরিষেবা আই, সি, ডি এস, কর্মীদের এই অর্থ-নৈতিক অবস্থা বিবেচনা করার জন্য ২২ এবং ২৩ তারিখে দিল্লীতে সমাজ কল্যাণ দপ্তর মিটিং ডেকেছেন। আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আবার এই দাবী জোরালোভাবে পেশ করব। যাতে তাদের বিষয়টা দেখা হয়। স্যার, আমি এর সঙ্গে শুধু মান ভাতা দিক থেকে রাজ্য সরকার ওয়ারকারদের ১৩০ টাকা এবং হেলপারদে ১০০ টাকা করে দিচ্ছি, বেশী দিচ্ছি। শুধু তা নয়, অন্য রাজ্যে যেটা হয় নি তার থেকেও আর কিছু সুযোগ সুবিধা আমরা এখানে দিচ্ছি। এটাও আমি এখানে জানিয়ে রাখতে চাই। আমাদের রাজ্যের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যে আর একটা সার্ভিস আছে সোসেল এ্যাডুকেশন সেক্টার তার যে কর্মী জুনিয়র এস, ও সেখানেও নিয়োগের ক্ষেত্রেতে আই, সি, ডি, এস কর্মীর তরফ থেকে একটা ব্যবস্থা রাখা আছে। আমরা ইতিমধ্যে যাহাতে আই, সি, ডি, এস কর্মীদের আরও বেশী করে নিয়োগ করা যায়। যারা যোগ্য এবং সিনিয়রিটি আছে তাদের মধ্য থেকে সরকারের সমস্ত আইন-কানুন মেনে রিক্রুটমেন্ট রোলস্ মেনে যেখানে সরাসরি ১০০ জনকে নিয়োগ করা

হবে সেখানে জি, এস, ও, তে অঙ্গনায়াড়ী ওয়ার্কার যারা, লেখা পড়ার সুযোগ্যে আছেন, বয়স আছে তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এবং স্কুল মাদার এবং ভিলেজ মাদার নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই রকম হেলপারদের তরফ থেকে কিছুটা যাতে নিয়োগ করা যায় সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আমাদের রাজ্য সরকার এই ক্ষেত্রেও ১২০ দিন চালু করেছেন। যা অন্য রাজ্যের কোথাও হয়নি। তবু আমরা মনে করি, যে ব্যবস্থা আমরা করেছি তা পর্য্যাপ্ত নয়। আরো দেওয়া দরকার। তবে আমাদের ৫,৪০০ টোট্যালের মধ্যে প্রায় ১৭০০টি সেণ্টার আছে। কাজেই এত সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য চাই, সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও অঙ্গনওয়াড়ীদের বেতন ভাতা সহ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হয় সেটা দেখা। এই হাউস বা ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষদের জানার জন্য আরো একটা বিষয়ের এখানে উল্লেখ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কনক্লুড করুন।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— বিষয়টি একটু ক্লীয়ার করে বলা দরকার।

মিঃ স্পীকার ঃ— টাইমের মধ্যেই করতে হবে।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— আচ্ছা। ত্রিপুরা কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার এবং ত্রিপুরা সোস্যাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড পরিচালিত কিছু নিউট্রেশন সেণ্টার আছে। সেখানেও ১৮/১৯ বছর ধরে প্রায় ৪০০ জন কর্মী কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ভাতা পান। বিগত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে বলেছে, এগুলিকে আমরা ফেস আউট করে দেব। আজকে সকালবেলা তারা আমার কাছে এসে বলেছে, "আমাদের আগামী মাস থেকে কাজ চলে যাবে।" কেন্দ্রীয় সরকার এপ্রিল মাস থেকে আর টাকা পাঠাবে না। স্যার, আমাদের রাজ্য সরকার থেকে বিগত কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছে, ত্রিপুরায় নিউট্রেশান সেণ্টার বন্ধ করা যাবে না। ৪০০ জন খুব দুঃস্থ মহিলার জীবন- জিবীকা এর সাথে জড়িত। তাই আমি এই ক্ষেত্রেও এই হাউস থেকে আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলতে চাই, আই, সি, ডি, এস-এর সাথে সাথে ত্রিপুরা কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার এবং ত্রিপুরা সোস্যাল অ্যাডভাইসারী বোর্ড পরিচালিত বালোয়াড়ী কেন্দ্র আছে, সেগুলি যেন ফেস আউট না করা হয়। এটা করা হলে তাদের পরিবারে মারাত্মক অবস্থা চলে আসবে। এটা মোটেই শুভ হবে না। আমি আবার এটা বলতে চাই যে, রাজ্য সরকার সব সময় সচেতন। আই, সি, ডি, এস-দের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে বার বার নিয়ে এসেছে এবং আগামীদিনেও এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের চাপ থাকবে। এই মাসের ২২ তারিখে যে আই, সি, ডি, এস, দের নিয়ে সভা হবে সেখানেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জোরালোভাবে বলা হবে। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, স্বল্পকালীন পরিসরের আলোচ্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এই হাউসে যারা এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন তা তাদের পক্ষেই বলেছেন। তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হউক বলেই এই হাউস মত পোষণ করেছে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার থেকে হাউসের এই মতামত কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন এই আশা আমি করছি এবং অনুরোধও রাখছি।

শ্রীজিতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, একই সাথে যাতে নিউট্রেশন সেণ্টারের কর্মীদের ফেসআউট না করা হয় সেটাও যেন উল্লেখ থাকে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। এটাও থাকবে। মাননীয় সদস্যগণ এই হাউস বেলা ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিলিউশান। এটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়। উনার রিজিলিউশানটি হলো—'বীমা শিল্প বে-সরকারীকরণ করে বিদেশী বীমা কোম্পানীকে ভারতবর্ষে অবাধভাবে ব্যবসা করতে দেওয়ার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এই সভা প্রস্তাব করছে যে, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এই বে-সরকারীকরণের প্রস্তাব প্রত্যাহার করুণ।' আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়কে উনার প্রস্তাবের উপর আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীপবিত্র কর :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি এখন যে প্রস্তাবটি পড়লেন সেটা আমি এনেছি। আমি মনে করি আমাদের দেশের জন্য একটা ক্ষতিকারক উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার আজকে গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। এই বীমা শিল্প স্বাধীনতার আগে থেকেই চলছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্যাঙ্ক এবং বীমা কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রের মালিকানায় নিয়ে এসে তার সম্পদকে যাতে সঠিকভাবে রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় তার জন্য জাতীয়করণ করার দাবী উত্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭১ইং সালে এই বীমা কোম্পানীগুলিকে বিশেষ করে এল, আই, সি এবং জে, আই, সি-কে জাতীয়করণ করেন। এই জাতীয়করণের মূল লক্ষ্য ছিল আমাদের দেশের সম্পদের অভাবে মানুষের জীবনহানি ঘটছে, তাকে আরও বেশী করে নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিশ্চিত করা এবং যে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে তার বীমা যদি করা হয়, তাহলে সে সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় এবং সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য এই জাতীয়করণ করা হয়েছে। এটার একটা লক্ষ্যও ছিল পলিসি হোল্ডার যারা, বে-সরকারী হলেও

তাদের স্বার্থ যাতে সঠিকভাবে সুরক্ষিত হয় সেটাও সেখানে দেখা। এই ছিল জাতীয়করণের মূল উদ্দেশ্য। এই শিল্প জাতীয়করণ হওয়ার ফলে আমরা লক্ষ্য করেছি, একটা বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে। আগে শুধুমাত্র আরবান এরিয়াতেই এটা সীমাবদ্ধ ছিল, এখন এটা গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। কোটি কোটি মানুষকে এই পলিসির আওতায় আনা হয়েছে। প্রচুর এমপ্লয়ী এতে কাজ করছেন, সেই সঙ্গে প্রাইভেটলী একটা বিরাট সংখ্যক এজেন্ট-এর মাধ্যমে রোজগার করছেন। কাজেই এটার যে লক্ষ্য ছিল সেটা সম্প্রসারিত হয়েছে। তার পাশাপাশি আমরা দেখেছি এই বীমা কোম্পানীগুলি আমাদের দেশের জনস্বার্থের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি যেমন, হাউসিং, ট্রান্সপোর্ট, পানীয় জল প্রকল্প, এই প্রকল্পগুলিতে তারা যে টাকা সে টাকাগুলি সরকারের মারফতে বিনিয়োগ হচ্ছে এবং যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয়েছে সর্বশেষ আমি বলতে পারি প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকা সেখানে বিনিয়োগ করা হয়েছে জনস্বার্থে। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্নমূলক প্রকল্পে। আমাদের রাজ্যেও এল, আই, সি এই ধরণের কাজে বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করেছে। এই বিরাট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এল, আই, সি এবং জে, আই সিকে জাতীয়করণ করা হয়েছে এবং তার ফলে আমরা দেখেছি আজকে পলিসি হোল্ডার যারা আছে তাদের যে প্রিমিয়াম সেখানে নূতন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। নূতন স্কীম তাঁরা খুলতে পেরেছে। আজকে বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে আরও যাতে বিভিন্ন জায়গায় বাড়িয়ে দিতে পারে, তারজন্য বিরাট ভূমিকা এল আই, সি, ও জি, আই সি, যেটা প্রায় আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন বীমা কোম্পানী কাজ করছে। তার ফলে সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৫০ পারসেন্ট, যেটা অন্য কোন জাতীয় শিল্পে নেই। তাকে ভিত্তি করে দেখা যাচ্ছে এল, আই, সি, এবং জি, আই, সি, দুই দিক থেকে আমাদের জীবন সম্পত্তি সেটার গ্যারান্টি সৃষ্টি করা। আমাদের বিভিন্ন প্রডাক্টশনের উপর এল, আই, সি, এবং জি, আই সি-র কমিশন সেখানে বিরাট কাজ করে চলেছেন। এই যে একটা বিরাট শিল্প যার উপর আজকে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ জড়িত। একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবসার, যে ব্যবসার ঘাটতি নেই এবং যে ব্যবসা ক্রমে ক্রমে বাড়ছে সেই জায়গায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও এই বীমা শিল্পকে আরও কি ভাবে শক্তিশালী করা যায় এবং বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য একটা কমিটি গঠন করেছিলেন, সেই কমিটির নাম হচ্ছে মালহোত্রা কমিটি। ১৯৯৩ সালে তার রিপোর্টে বলা হয় এটাকে আরও শক্তিশালী করতে হলে তার প্রডাকশান বাড়াতে হবে এবং প্রডাকশান বাড়ানোর জন্য কমিটি প্রস্তাব করেছে ইন্টারন্যাশনাল বীমা কোম্পানী করার সুযোগ দেওয়া হোক এবং এল, আই, সি, ও জি, আই, সি, তারা ব্যবসা করতে পারবে। এই কংগ্রেস জমানা শেষ হয়ে গেছে, মানুষ কংগ্রেসকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ২০শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে মালহোত্রা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একটা বিল পার্লামেন্টে উঠেছিল কিন্তু সেই বিলটা এখনও পাশ হয় নি। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি একটা মার্কিন কোম্পানি দিল্লীতে তার অফিস গড়ে তুলেছে।

এই কোম্পানী আমাদের সমস্ত সম্পদ নিংড়ে নিয়ে যাবে। যদিও পার্লামেন্টে ইতিমধ্যে প্রায় সবাই ভাল অংশের সাংসদরা তার বিরোধিতা করছেন এবং এটা এখনও পাশ হয় নি। আমরা উদ্বিগ্ন যে এই বিল যদি পার্লামেন্টে আইনে পরিনত হয়, আইন হওয়ার আগেই তারা উৎ পেতে এসে আমার এখানে অলরেডী অফিস করে বসেছেন। এইয় একটা বিরাট ক্ষেত্র, তাহলে আমার দেশের এই সমস্ত যে সম্পদ আজকে তৈরী হয়েছে এবং এল, আই, সি, এবং জি, আই, সির থেকে আমরা যে প্রকল্পগুলি রূপায়ন করছি তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। অতএব আমাদের শেয়ার হোল্ডাররা, পলিসি হোল্ডাররা তাদের যে স্বার্থ আমরা নিশ্চিতকরতে পারছি যে, এটা জাতীয়কৃত একাটা সংস্থা। যদি কোন গলতি দেখা যায় তাহলে সেখানে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এল, আই, সির সংগে যুক্ত কর্মচারী যারা আছে শ্রমিক বিরাট সংখ্যক, তার উপর দাঁড়িয়ে তাদের জীবন জীবিকা বেঁচে আছে তার স্বার্থে সেখানে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানবে। এই ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়নগুলি, ভারতবর্ষের বামপন্থী দলগুলি পরিস্কার করে এই কথা বলেছেন। এই কথাও পরিস্কার এখানে ঘোষণা দিয়েছেন, প্রয়োজন যদি হয় আমরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব। তাহলে কোন্ জায়গার এই কথা বলতে পারে। সুতরাং সেইদিক থেকে আমি এই সভায় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এনেছি, যে এই ধরনের সুন্দর ক্ষেত্র দুটি আমাদের আছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে কোন অবস্থাতেই যাতে দেশী এবং বিদেশী বেসরকারী মালিকানার হাতে; কোম্পানীগুলি তুলে না দেওয়া হয়। এই যে প্রবনতা এটা নরসীমার আমল থেকে শুরু হয়েছে এবং মূলতঃ ভারত-বর্ষের অর্থনীতি যখন মনমোহন সিং তখন বিশ্ব ব্যাংক, আই, এম, এফ, এবং গ্যাট চুক্তির ফলে এই সাম্রাজ্যবাদীরা যাদেরকে আমরা দেশ থেকে তাড়িয়ে ছিলাম, সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আমার দেশের অর্থনীতির উপর থাবা বসাবার জন্য এগিয়ে আসতে পারবে আমাদের এই মাধ্যমগুলির মধ্য দিয়ে। কারন চীনের পরেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জন সম্পদ হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ। আজকে চীন তার অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রবেশ না ঘটিয়ে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। তাদের সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতি এবং সমাজতান্ত্রিক বাজার যে অর্থনীতি দুটির সংমিশ্রনে দাঁড়িয়ে যে অর্থনীতি তারা তৈরী করেছেন এবং বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন সমস্ত ক্ষেত্রে। আমাদের দুর্ভাগ্য, ২০০ বৎসর লড়াই করে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমরা হটিয়ে ছিলাম, আজকে দেশের স্বাধীনতার ৫০ বৎসর আমরা পালন করতে যাচ্ছি সেইসময়েতে এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে আমার দেশের পার্লামেন্টে আইন করে আবার নিয়ে আসছে। আমার দেশের মানব সম্পদ, আমার দেশের ব্যবসাকে নিংরে নেওয়ার জন্য। এটা আমরা কোন অবস্থাতে সমর্থন করতে পারিনা এবং আমরা আরো কালো ছায়া সেখানে দেখছি। বিদ্যুতের মত ক্ষেত্র যেটা সবচেয়ে বেশী অ্যাসেনশিয়েল আমাদের। সেই ক্ষেত্রেও যে সরকারী মালিকদের, বিদেশী পুজিপতিদের অনুপ্রবেশ ঘটাবার জন্য সুযোগ করে দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। টেলিফোন যার সঙ্গে আমার দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সিক্রেসির প্রয়োজন আছে, তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য, বেসরকারী মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয়

সরকার আজকে উদ্যোগ গ্রহণ করার চিন্তা করছেন। আমি আমার প্রস্তাবের সঙ্গে এই আশংকাগুলির কথা না বলে পারছি না। আমি এখানে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, সরকারে যারাই থাকুক না কেন, দেশের স্বাধীনতাকে যদি সম্মান জানাই আমরা, যে বীর শহীদেরা এত রক্তের বিনিময়ের মধ্য দিয়ে, এত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতাকে আমাদের হাতে এনে দিয়েছিলেন, আমাদের স্বয়ম্ভর করার জন্য, আমরা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি তারজন্য। আজকে স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে আমরা সেই সমস্ত শহীদদের, সেই সমস্ত সংগ্রামী যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী আজকেও বেঁচে আছেন, আমরা তাদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আমরা ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব পালন করছি। এটা কলংক হবে আমার দেশের পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে, সেদিক থেকে আমি আশা করি যদিও বিরোধী দলের তারা নেই তারা একটা বাহানা করে চলে গেছেন, কারণ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে তারা কোন প্রস্তাব আনেন না। আমার অনুরোধ এখানে মাননীয় সদস্য যারা আছেন তারা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন এবং আলোচনায় আমরা একমত হয়ে এবং বিধানসভার স্পীকার সাহেবের মাধ্যমে এই প্রস্তাব পাঠাতে চাই, এই যে আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত এটাকে না এনে যাতে আমরা দেশের বীমা শিল্প আজকে যে অবস্থায় আছে তাকে আরও কিভাবে শক্তিশালী করা যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের কাছে আমার এই শিল্পকে আরও কিভাবে পৌঁছে দিতে পারি। জেনারেল ইনস্যুরেন্সকে যাতে শুধু শিল্প ক্ষেত্রে, আগে বীমা আবদ্ধ ছিল আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটাকে কৃষি ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করানোর জন্য চিন্তা করেছেন তাকে আরও বেশী সম্প্রসারিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য কমিটি গঠন করে, আরও বেশী উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করা যায় এবং এই বীমা কোম্পানীগুলির লাভের যে টাকা তাকে জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করা, এই কাজ তারা ইতিমধ্যেই হাতে নিয়েছেন যেমন, জল, পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, হাউজিং এই সব ক্ষেত্রে আরও বেশী যাতে বিনিযোগ করা যায় তার উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার নেবেন এবং সেই দিক থেকে আমি আমার এই প্রস্তাবকে উপস্থিত রেখে এবং এই প্রস্তাব সভার সবাই সমর্থন করবেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবান।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় বিধায়ক শ্রীপবিত্র কর মহোদয় "বীমা শিল্প বে-সরকারীকরণ করে বিদেশী বীমা কোম্পানীকে ভারতবর্ষে অবাধ ভাবে ব্যবসা করতে দেওয়ার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এই সভা প্রস্তাব করছে যে, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এই বে-সরকারীকরণের প্রস্তাব প্রত্যাহার করুণ।" এই যে প্রস্তাব, এই প্রস্তাবকে

আমি সমর্থন করছি, কারণ এই প্রস্তাব জাতীয় স্বার্থের স্বপক্ষে, দেশীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে এবং সংহতিকে সুদৃঢ় করার প্রশ্নে এই প্রস্তাবকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। এখানে যদিও উল্লেখ করা হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্ব থেকে বীমা কোম্পানীগুলি বে-সরকারী পর্য্যায়ে ছিল, তখন প্রায় ২০০টি বীমা কোম্পানী বে-সরকারী ছিল এবং প্রথমে ভারতবর্ষের বিশেষ করে বামপন্থী কর্মচারীরা যারা রয়েছেন তাদের নজরে আসে যে এই বে-সরকারী বীমা কোম্পানীগুলি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কেলেংকারীর সঙ্গে যুক্ত এবং বিভিন্ন প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত। সেখানে কর্মের নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না ব্যাপক হারে, এই প্রশ্নটা যখন বামপন্থী কর্মচারীরা বিভিন্ন পর্য্যায়ে নিয়ে আসেন, তখন আমরা দেখলাম ১৯৫২-৫৩ সালে পার্লামেন্টের বামপন্থী সাংসদরা এই ব্যাপারটা সরকারের নজরে নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪ সালে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং সে সময় অর্থ মন্ত্রী ছিলেন শ্রীদেশমুখ। সে সময় পার্লামেন্টে এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি ১৯৫৫ইং সনে তার রিপোর্ট পেশ করেন এবং এর ফলে এই বে-সরকারী বীমা কোম্পানীগুলির দুর্নীতির প্রমাণ এবং তথ্যাদি সহ সমস্ত কিছু পার্লামেন্টের রের্কডে আছে। এবং ১৯৫৬ সনের ১লা জানুয়ারী দেশীয় বীমা শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণের জন্য বিল আনা হয় এবং সে বিল পরবর্তী সময়ে অনুমোদিত হয়।

এখন আমরা দেখছি যে বীমাশিল্পকে রাষ্ট্রীয়করণের ফলে আমরা যারা সাধারণ মানুষ কি উপকার পেলাম বা এই বীমাশিল্প রাষ্ট্রীয়করণের ফল কি কি সুফল হলো। প্রথমতঃ দেখলাম কেন্দ্রীয় সরকার নেশন্যালাইজড এই বীমা শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার প্রশ্নে সেখানে ৫ কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করলেন ৫ পারসেন্ট লভাংশ হারে এবং সেই ৫ পারসেন্ট লভ্যাংশ হারে এই পর্য্যন্ত ১৫০০ কোটি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কোম্পানীগুলি থেকে সরকার লভ্যাংশ হিসেবে এ পর্য্যন্ত পেয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা লক্ষ্য করলাম বে-সরকারী পর্য্যায়ে এখন যেমন আমরা ১০০ পারসেন্ট রোষ্টার নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণ করে থাকি, সংবিধানের মধ্যে যে সমস্ত নিয়ম রয়েছে সেটা রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বীমার ক্ষেত্রে, নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সংরক্ষণের নিয়ম রয়েছে সেটা আমরা গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু বে-সরকারীকরণের ফলে এই সমস্ত সুযোগ আগে যেমন ছিলনা যে এস, টি, এস, সি, এবং ও, বি, সি, এবং অধিক মুনাফা লাভের জন্য শ্রমিক নিয়োগের সময় মহিলা শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। কাজেই এই ক্ষেত্রে বীমা শিল্পকে বে-সরকারীকরণের ফলে এই যে হাণ্ড্রেড পারসেন্ট রোষ্টার মানা হবে না, কেন না বেসরকারী ক্ষেত্রে সরকারী প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে না বা তাদের উপর লিগ্যাল এলিগেশন চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। ফলে বে-সরকারীকরণের ফলে এই সংরক্ষণের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা এবং সাংবিধানিক অধিকার থেকে সাধারণ শ্রমিকরা, বেকাররা বঞ্চিত হবেন। রাষ্ট্রীয়করণের ফলে এই ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন এবং লাইফ কর্পোরেশন এ যাবৎ প্রায় তিন লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ করার সুযোগ

পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে এই বীমা শিল্পকে রাষ্ট্রীয়করণের পূর্বে সেখানে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২ হাজার। আজকে সারা ভারতবর্ষে যেখানে বেকারের সংখ্যা শিক্ষিত এবং অর্ধ-শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১২ কোটিরও উপরে, সেখানে এই বেকাররা বীমা শিল্প বেসরকারী-করণের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কি লক্ষ্য করেছি এল, আই, সি, ধর্মনগর, উদয়পুর, কৈলাশহর, সোনামুড়া সহ চারটি শহরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য আর্থিক সাহায্য করেছে এবং বিভিন্নভাবে সোস্যাল ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানীয় জল সরবরাহ, যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বীমা শিল্প দারুণভাবে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই জাতীয়কৃত বীমা শিল্পগুলি আর্থিক সাহায্য করে থাকেন। এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকা এই রাষ্ট্রায়ত্ব বীমা শিল্প বিভিন্ন প্রকল্প খাতে সাহায্য করেছে।

এই অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রায় ৩০ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনামূলক কাজ রূপায়নের জন্য এই রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পগুলি সাহায্য করেছে। যদিও তারা কমিটমেন্ট দিয়েছেন ৪০ হাজার কোটি টাকা, তারা সরকারী পরিকল্পনা রূপায়নে সাহায্য করবেন। আগামী নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা রূপায়নে ৬০ হাজার কোটি টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আজ পর্য্যন্ত এই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পগুলির বিরুদ্ধে কোন করাপশানের অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু, এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আই, টি, সি, ৩৫০ কোটি টাকা 'ফেরা' আইন লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। তাদের উর্ধতন কর্মকর্তারা এরেষ্ট হচ্ছে। বে-সরকারী ক্ষেত্রেই এই অর্থ কেলেং-কারীগুলি হচ্ছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন আজকে সিনেটে দাঁড়িয়ে বলছেন তাদের দেশের ১০ শতাংশ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতারণা ও বিভিন্ন ধরনের কেলেং-কারীতে অভিযুক্ত হয়ে বন্ধ হয়ে রয়েছে। আমাদের দেশেও যদি রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলিকে বে-সরকারী করা হয় তাহলে দেশে দূর্নীতির পাহাড় আরও উঁচুতে পৌঁছুবে। কারন আমরা জানি যে ভারতবর্ষের অর্থনীতিটা হচ্ছে মিশ্র অর্থ-নীতি। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে আমাদের দেশের অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ে উঠেছে। আশির দশকে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সময় থেকেই আই, এম, এফ, ও বিশ্ব ব্যাংক থেকে দেশের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল তারই শর্ত হচ্ছে উদার অর্থনীতিতে আমদানির প্রচেষ্টা গ্রহণ। সফল রূপ নেয় ১৯৯২ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের সময়ে। এই উদার অর্থনীনীতি আমদানির ফলে আমাদের দেশে ব্যাপক দুর্নীতি ঢুকে যায়। প্রাক্তন মন্ত্রী কল্পনাথ রাই এর যলে এবং দূর্নীতির দয়ে অভিযুক্ত হয়ে ১০ বছরের কারাবাস এবং সম্ভবতঃ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা

দেওয়ার নির্দেশ পেয়েছেন। এই উদার অর্থনীতির কুফলেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ১৮জন মন্ত্রী অভিযুক্ত হয়েছেন। তাদেরকে মন্ত্রীসভা থেকেও পদত্যাগ করতে হয়েছে। এই সমস্ত জাতীয় নেতারা দেশের কারাগারগুলি ভরে ফেলছেন। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র কেলেংকারী, শেয়ার কেলেংকারী, চিনি কেলেংকারী, টেলিকম কেলেংকারী ও সার কেলেংকারী সমেত বহুবিধ কেলেংকারীর অভিযোগ ধীরে ধীরে উত্থাপিন হচ্ছে। এরাই হচ্ছেন উদার অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষক। কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতিটাকে পঙ্গু করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, বে-সরকারীকরণের জন্য সেই উদ্যোগটাই এখনও অব্যাহত রয়েছে।

আমরা মনে করি এর ফলে আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজ্যের বেকারদের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ আরও সংকোচিত হবে। সেই দিক থেকে এখানে যে বে-সরকারী প্রস্তাবটি আনা হয়েছে সেটা খুবই যুক্তি সঙ্গত। জাতীয় অর্থনীতিকে আরও বেশী সুদৃঢ় করার জন্য বে-সরকারীকরণের যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেটা থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বিরত থাকার উদ্যোগ নেবেন এই আশা পোষণ করে আলোচনা শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহোদয়।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র করের আনা এই বে-সরকারী প্রস্তাবটি আমি সমর্থন করে কিছু আলোচনা করছি। এই প্রস্তাবটি স্বপক্ষে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় বীমা শিল্পকে বে সরকারীকরণের মাধ্যমে যে একটা অদ্ভুৎ চেষ্টা করা হচ্ছে বা এই সম্পর্কিত যে বিল সংসদে উত্থাপিত হয়েছে এবং এই বিলকে কেন্দ্র করে বিদেশী পুঁজিপতিরা যে পথ তৈরী করতে চায় এবং তারা সেই পথে এগিয়ে অফিস ঘর তৈরী করে যেভাবে এগুচ্ছে তারই ফলে দেশে একটা বীভৎস চিত্র ফুটে উঠবে। যে সব মালটিন্যাশনেলরা এখানে পথ করতে চায় তাদের বাজার উন্মুক্ত হবে এই আশায় এখনই অফিস ঘর তৈরী হচ্ছে। এবং তার ফলে যে বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি হবে এই ধরনের একটা ইনস্যুরেন্স সেকটর, এটাও একটা সার্ভিস সেকটর। যার ভিতর দিয়ে অনেক লোক এখানে কাজ করছে, একে কেন্দ্র করে আরও অনেক লোক যারা আজকে এই সমস্ত বিজনেস করছে, পলিসি করছে, পলিসি করবার জন্য যাদের টেনে নিয়ে আসছে এই সমস্ত। যে সমস্ত লোকরা সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সেকটর থেকে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করা হচ্ছে উন্নতির জন্য, এই উন্নতির ফলে আমাদের সার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে টাকা লগ্নি করছে। আমরা সেই উন্নয়নের ছোঁয়া পাচ্ছি এদেরকে দিয়ে। এখন প্রশ্ন হলো আমরা রি-ফ্রম বা কোন শর্তে যে, সংস্কার অর্থে আমরা সেই ভালোর জন্য সংস্কার, সেখানে সংস্কার সব সময় ভাল। এখন প্রশ্ন হলো আমাদের ভারতবর্ষের মাটিতে এটা কি কারণে কিভাবে আমাদের সাহায্য করছে। একটা ভাল সেক্টর, প্রফিটেবল সেক্টর, এখানে পরিকাঠামো. উন্নত প্রযুক্তি

বলতে এখানে যন্ত্রপাতি বা এখানকার প্রোডাক্ট বা এই যে বিক্রি করা ইনস্যুরেন্স শুধু সেই সব কাজ জড়িত নয়। এখানে বলা হচ্ছে যে এটা ইনস্যুরেন্স বিক্রি করার মত যে আমাদের আজকে যাদের জন্য এইসব কাজ করছে এই কাজটা সত্যি সত্যি তাদের জন্য করা। পাশা পাশি তাদের বেইস কাভার করা আর তাদের থেকে যে টাকা আমরা প্রিমিয়াম মানি হিসাবে পাচ্ছি সেগুলি আমরা সরকারের ঘরে গচ্ছিত রাখছি বা উন্নয়নে আমরা বিনিয়োগ করছি। এই ভাবে দেশের উন্নতিতে আমরা একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছি। মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র বর বক্তৃতা শুরু করতে গিয়ে বলেছেন মাত্র ৫ কোটি টাকা ইকুয়িটি শেয়ার নিয়ে যাত্রা শুরু এই এল, আই, সি'র। এর পরে আর কখনও সরকারের কাছে হাত পাততে হয়নি। এবং তারা বরাবর সরকারকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে। তা হলে এখানে এই যে লিবারাইজেশান এই স্তরটা যে আমাদের যা যন্ত্রপাতি আছে সেগুলি যথেষ্ট নয় বা সেগুলি ততো উন্নত নয়। উন্নত প্রযুক্তি আনবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। যেসব জায়গায় উন্নত প্রযুক্তি দরকার নেই, এখানে উন্নতি দরকার। এর সঙ্গে আজকে এমপ্লয়মেন্ট জড়িত। আজকে বাইরে থেকে যাদেরকে আনছে, বাইরে থেকে যে সমস্ত মালটিন্যাশনালগুলি এখানে আসছে তারা কাদের পথ ধরে এখানে আছে?

আজকে এখানে বীমা শিল্পকে উদারীকরণ বা পথ খুলে দাও সেটাই শেষ নয়। তার একটা অতীত আছে। আমরা প্রথম দেখলাম আই, এম, এফ, তারপরে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, তারপরে ডব্লিউ, টি, ও, ইত্যাদি নানাভাবে আমাদেরকে আস্তে আস্তে এগুলির সাথে পরিচিতি করে দেওয়া হয়েছে। আজকে মাননীয় সদস্যরা উপস্থাপিত করেছেন যে, আজকে আই, এম, এফ, আস্তে আস্তে বাজারজাত করল, সেই ঋণ দেওয়ার নাম করে আমাদেরকে আস্তে আস্তে আমাদের বিভিন্ন স্তরকে, আজকে কোনঠাসা করে ফেলল। আজকে সেই আই, এম, এফ, কিভাবে আমাদের এখানে আসল এবং তা কি করে বিদেশের যে সমস্ত মূলধন আছে মালটিন্যাশন আছে তাদের মৃগয়া ক্ষেত্র পরিণত করার জন্য, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের যে সমস্ত দেশগুলি আছে ভারতবর্ষও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সেখানে আমরা দেখলাম যে, আজকে সেই জায়গায় তাদের সঙ্গে কি শর্ত, কি কণ্টকিত শর্ত আমাদের দেশের উপযুক্ততা আছে কিনা? আমাদের দেশে এই যে শ্রমজীবি মানুষ আছে, গরীব মানুষ আছেন তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে বা তাদেরকে কাজে লাগাতে পারে সেই সমস্ত দিক চিন্তা করে আমরা সেই প্রযুক্তি এক্ষনই আনব কিনা? আমাদের এখানে এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট বেশী হয় সেগুলি কাজে লাগাবে কিনা এই ধরণের কোন কিছুর দিকে না দিয়ে তাদের বাজারজাত তাদের যে প্রোডাক্ট সেগুলিকে আমাদের এই দেশের মধ্যে বাজারজাত করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি সরকার জন্য চাপাচাপি সৃষ্টি করল। নিশ্চয় ঋণ যখন নিয়েছে সুতরাং ঋণের শর্ত অনুযায়ী আমাদের সাবসিডি তুলে দেওয়া ইত্যাদি, নানা জিনিষ করে, আমাদের আস্তে আস্তে এই ব্যবস্থার সঙ্গে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার সঙ্গে ধাপে ধাপে নিয়ে আসল।

আমরা দেখলাম সেখানে আই, এম, এফ, থেকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, তারপরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নামে আজকে সেখানে চেষ্টা হলো এই প্রোভাকশনগুলিকে এখানে নিয়ে আসার জন্য। এমনকি আমাদের এখানে যেগুলি অনুন্নত সেক্টর রয়েছে সেখানে এরা কেউ আসে না। এবং সেই জায়গায় আমাদের লগ্নি করলে নিশ্চয় সেখানে এটা রাষ্ট্র চিন্তা করবে তার রাষ্ট্রে উন্নতির জন্য। এখানে এই বিধানসভাতে একবার প্রশ্ন উঠেছিল, উত্তর এসেছিল যে আজকে যেখানে রাস্তাঘাট খারাপ সেখানে গাড়ীঘোড়া যাওয়ার ব্যবস্থা হবে না।

আমাদের এই বিধানসভাতে প্রশ্ন উঠেছিল এবং আজকে যেখানে রাস্তাঘাট খারাপ, সেখানে গাড়ী-ঘোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হবেনা, আজকে সেই জায়গাতে রোড তৈরী হবেনা, সেখানে ভাল রাস্তা আছে যেখানে গাড়ী চালালে ভাল হয় সেখানে গিয়ে তারা গাড়ী চালাবার ব্যবস্থা করছে। ঠিক আমাদের এখানেও সেই অবস্থা। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে সত্যি সত্যি উন্নত যন্ত্রপাতি নেই; উন্নতির ব্যবস্থা নেই, সেই সব জায়গায় লগ্নি আসছে না, পুঁজি আসছেনা, আসছে যেখানে আমাদের লাভ হচ্ছে, সেই জায়গাগুলির মধ্যে এই অর্থনীতিটা ছন্নছ, এরা এখান থেকে যে মুনাফা হবে সেই মুনাফাকে নিয়ে যেতে পারবে। আজকে আমাদের ভাবতে হবে আমাদের এখানে বেকার সংখ্যা বাড়ছে, গ্রামীন গরীব আছে বিভিন্ন ভাবে, আজকে তাদের সঙ্কয়ের নাম করে, "এটাকে বলে আণ্ডার কাটিং" যে ভাবে প্রিমিয়ামে রেইট কমিয়ে মালহোত্রা কমিটি বলেছ, প্রতিযোগিতা না থাকলে এটা হবেনা, তবে ঘটনা হচ্ছে প্রতিযোগিতার নাম করে যেটা চলছে সেটাকে আজকে ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দিয়ে তার পরে তাদেরকে আস্তে আস্তে তার সমস্ত মুনাফাটা তাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই যে ব্যবস্থাটা। এটা শুধু এখানে তার প্রভাব তৈরী হয়েছিল, সুতরাং চেষ্টা হচ্ছে আজকে একটা রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রের যে চিন্তাভাবনা তাদের যে নিয়ম কানুন আছে, তাদের যে শৃঙ্খলা আছে, এটা এখন আর ওয়ার্ল্ড ট্রেইড অরগানাইজেশান মাল্টি ন্যাশেনাল কর্পোরেশনগুলি আজকে সেইগুলি মানবার চেষ্টা করছেনা তারাই আজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। রাষ্ট্র আসলে একটা সময়ে গাড়ীর ড্রাইভার ছিল, এখন ওয়ার্ল্ড ট্রেইড অরগানাইজেশান করছে, সেখানে রাষ্ট্র চলে গেছে যাত্রীর জায়গায়। আজকে যাত্রীর আসনে যে বসে আছে তার ল এণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন এই সব জিনিস তার বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে সে করছে। এখানে প্রতিযোগিতার নাম করে, এদের যদি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং আজকে যে বিলের মধ্য দিয়ে এই রাস্তা প্রকট হচ্ছে। আসলে তার ভেতর দিয়ে কি হবে, প্রিমিয়াম কিছু কম হবে। আজকে যে এন্সুরেন্স দেওয়া হচ্ছে সেই এন্সুরেন্স কতটুকু কার্যকরী হবে, আমাদের উন্নতিতে কতটা কার্যকরী হবে এবং আমাদের এখানে একটা সর্বভৌম রাষ্ট্রের এখানে প্রতি মুহূর্তে তার কে ইন্টার ফেয়ারেন্স, তার যে কষ্ট সেটা আমরা দেখছি। বিভিন্ন সময়ে আজকে প্রায়ই আলোচনা হয় মেক্সিকোতে কি হয়েছে, সেখানে তাদে আজকে আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার, ওয়াল ব্যাংক, ওয়াল্ডট্রেড

সংগঠন করে, সেখানে কি ভাবে অর্থনীতিটাকে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। আজকে পাল্টা প্রশ্ন আসে, তাদের যদি আমেরিকাতে যে আমেরিকা আজকে এখানে বিভিন্ন মালটিন্যাশেনালগুলি আমেরিকা বা বিভিন্ন উন্নত দেশগুলি থেকে আজকে যারা আসতে চাইছে, পাল্টা যদি এটাই হয় যে প্রতিযোগিতা হবে তা হলে প্রতিযোগিতা থেকে পাল্টা আমাদের এখান থেকে যারা আছে এখানে ততটা পুঁজি নির্ভর প্রাইভেট ক্যাপিটাল নেই, কিন্তু আজকে সেখানে পাল্টা যাওয়ার সম্ভবনা আছে কি? আমরা দেখলাম অনেক ক্ষেত্রে যে কন্ট্রোল আজকে দেওয়ার কথা কিন্তু আমরা দেখি কি নিজেরা নিজেরা যখন লাগছে, তখন আমেরিকা, জাপান যখন ট্রেড ওয়ার করছে, আজকে আমেরিকা কি সুযোগ দিচ্ছে জাপানকে সবটা। না সেখানে সাবসিডি বজায় রাখছে, সেখানে কন্ট্রোল দিচ্ছে, নিজের দেশে তো সেই জায়গাটা দিচ্ছেনা। আমাদের এখানে আজকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আসলে আমাদের এখানে যেটা ভুল এখানে যে একটা রিভিও পলিটিক্যাল ইকনমি এই রকম একটা জার্নালের মধ্যে এই যে আই. এম. এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ওয়ার্ল্ড অরগাইজেশান তাদের যে কাজ তাদের মূল যে স্বরুপ, তাদের মুখোশটা বাদ দিলে তাদের আসল যে-জিনিসট সেটা সম্পর্কে একটা উল্লেখযোগ্য দিক এখানে বলা হয়েছে, আমি এটা পড়ছি— দি মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশান স্কার এখানে আসার চেষ্টা করছে—দেয়ার ইনক্রিজিলিং এডপটিং স্টেটাস্ অব ইন্টারন্যাশনাল স্টেইট ইমপ্লিমেটিং পলিসিস বেটার ইনটেণ্ডেন্ট টু এচিব গ্লুবেল ক্যাপিটলস্ট একুমুলেশান এণ্ড স্টেবিলিটি। আসলে আমাদের রাষ্ট্র ভারতবর্ষ এটা নয়। একটাই ইন্টারন্যাশানেল রাষ্ট্র মানে একটাই রাষ্ট্র তারাই কন্ট্রোল করছে আমাদের সরকার আছে সবই আছে, এই রকম একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি দেখি আমাদের ইন্সুরেন্স সেক্টর, এটা শুধু ইন্সুরেন্স সেক্টরেই নয়, আমাদের এখানে অনেকগুলি ক্ষেত্রে ইন্টারফেয়ারেন্স এইভাবে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ব্যাংক যাচ্ছে, আজকে এয়ারলাইন্সও যাচ্ছে, ইলেকট্রিসিটিও যাচ্ছে, কোল যাচ্ছে, গভারমেণ্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে রেল যাওয়ার চেষ্টা করছে, এইগুলি ঢুকবার জন্য তারা চেষ্টা করছে। মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন বিভিন্ন জায়গায় কি ভাবে হচ্ছে। এখানে এণ্ডন বলে— এই যে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে তারা বে-সরকারী কোম্পানী চেষ্টা করছে। তারা কি করল—আজকে তাঁরা ১৫০ কোটি টাকার উপরে এওয়ারনেন্স কোর্স বলে তা কাকে দিল ?

সুতরাং সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য আজকে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করছে। তারই ফলশ্রুতি হিসারে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন স্ক্যাণ্ডল, বিভিন্ন স্কীম বিভিন্ন দুর্নীতির ভিতর দিয়ে কায়েম করার চেষ্টা করছে। মালটিন্যাশনেলগুলি এখানে আসবে, এখানে এসে সুযোগ নিচ্ছে, পাশাপাশি আজকে সারা অংশের রাজনীতিকদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তাদের মূল ফসল, তাকে ফলাবার জন্য তাদের যে মূল লক্ষ্য, তাকে বাস্তবায়িত

করার জন্য তারা যে পথে সেখানে গিয়ে আমাদের বিস্মিত করার চেষ্টা করছে। আমাদের যে সার্ভিস সেক্টর তাকে লণ্ডভণ্ড করার চেষ্টা করছে। সুতরাং, আমাদের সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন যে, উদ্বেগ এখানে প্রকাশ করেছেন, যার সঙ্গে জড়িত এবং যারা পলিসি হোল্ডার তাদের আপাততঃ লাভ দেখিয়ে যেভাবে আমাদের এল, আই, সি, এবং জি, আই, সি, চেষ্টা করছে যে. আজকে তারা সরকারকে টাকা দিচ্ছে, আমি এখানে একটি তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি যে, আজকে তারা টাকা বিনিয়োগ করছে এই রাষ্ট্রের কাছে, কাজেই এখানে এল, আই, সি, সরকারের কাছে তার শতকরা ৮৫ ভাগ গচ্ছিত রাখছে। সরকারের একটি নির্দেশ আছে মাত্র শতকরা ৭৫ ভাগ রাখার জন্য। এখানে শতকরা ১০ ভাগ বেশী রাখছে। এবং আজকে সেখানে বিনিয়োগ করছে এল, আই, সি ৭২ কোটি টাকা। আজকে ১০ হাজার ৪৫ কোটি টাকা জি, আই, সি, দিচ্ছে সরকারকে। আজকে আমাদের এখানে মাল্টিন্যাশনেল এসে কি করবে, তারা এই বিনিয়োগের জায়গায় আসবে বিনিয়োগ করবে এবং লাভটা নিয়ে যাবে। এবং বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা পুরোপুরি এখানে থাকবে না। এবং এই না থাকার কারণে যারা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করার ক্ষেত্রে সহীদ হয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন, বিদেশীর হাত থেকে মুক্ত করব এখানকার মানুষকে, সুখী সমৃদ্ধি করবে আমাদের। এখানে যে অর্থ আছে তাকে মানুষের কাছে ব্যবহার করব, তাদেরকে নিয়ে আজকে আমরা চিন্তাভাবনা করব, আর আজকে সেই সমস্ত কি হচ্ছে, আজকে সমস্ত কিছু ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের কাছে কম্পিটিশনের নামে। কিসের কম্পিটিশন? সেই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতিযোগিতার নাম করে, আমাদের দরজা খুলে দেওয়ার যে চেষ্টা, এই সমস্ত প্রেসারের কাছে প্রেসারগুলি। দিচ্ছে আজকে বিভিন্ন আই. এম, এফ, এর নামে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এবং এর ফলে বিভিন্নভাবে আমাদের ক্ষমতা হ্রাস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং এই জায়গায় যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, এই ধরণের সেক্টরকে আজকে যদি ওপেন করে দেওয়া হয়, আজকে এই ওপেনসের ভিতর দিয়ে তাদের কোন ভাল ব্যবস্থা নেই যে আমাদের ওপেন্সে এসে তারা থাকবে। এই উদ্বেগের সঙ্গে আমিও এক মত। এবং এই মত হয়েই আমি আশা করছি সবাই এটাকে সমর্থন করবে। এই কথা আজকে আমাদের কন্সার্ন-এর কথা। আগে যারা কেন্দ্রীয় সরকারে ছিল তারা কেবল রি-ফর্মের নাম করে খুব কথা আমাদেরকেও আমাদের দেশের মানুষকে বলেছেন। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের ভিতর দিয়ে মানুষ এই কথা বুঝতে পেরেছে। উদারীকরণের ভিতর দিয়ে মানুষকে যেভাবে এলিউর করা হয়েছিল তারা সেই সুফল পায়নি। সুফল পায়নি বলে যত ভালভাবে এটাকে প্রচার করা হোক না কেন মানুষের কাছে তার কোন দাম নেই। তাই পাল্টা আঘাত হেনেছে ভোটের ভিতর দিয়ে। এটা কিছু কিছু তোমাদের বুদ্ধিওয়ালা মাথায় বেশী বুদ্ধি ঢুকে, সাধারণ মানুষ যেটা সহজ সরলভাবে, যেটা বুঝতেছে সেটার কোন দাম নেই। সুতরাং সেই জায়গায়

ফিরিয়ে আজকে চিন্তা করতে হবে, সেটি ভাবতে হবে। এর মধ্য দিয়ে যে এন্সুরেন্স দেওয়ার কথা, যে রাষ্ট্রায় স্রোত থেকে রক্ষা পাবার কথা, উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ রক্ষা করার চেষ্টা সেটাকে ভেঙে দিয়ে আস্তে আস্তে আরো রুগ্ন করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। আজকে আমেরিকার মত জায়গায়ও সেটা হচ্ছে। প্রথমে কম করে দিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে পরবর্তীকালীন মানুষকে টাকা দিতে পারছে না। আমরা দেখেছি, কিছু বে-সরকারী সংস্থা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রিমিয়াম কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন তারা লগ্নী করেও মেচিউড হবার পরও টাকা পাচ্ছে না। এটা আমরা দেখেছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এটা রিপোর্টে দেখেছি, এল, আই, সি, সংস্থা প্রায় ৯৭ পারসেন্ট লোককে টাকা মেচিউড হবার পর দিতে পারছে। সে জায়গায়, ইন্টারন্যাশনেল ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলি ৪৭ পারসেন্ট দিচ্ছে। সব দিক থেকে এগিয়ে থেকেও এই সংস্থাকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় সদস্য এখানে যে বীমা শিল্পকে বে-সরকারীকরণ না করার জন্য প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর দাস।

শ্রীসুধীর দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় বীমা শিল্প বে-সরকারীকরণ করে বিদেশী বীমা কোম্পানীকে ভারতবর্ষে অবাধভাবে ব্যবসা করতে দেওয়ার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এই সভা প্রস্তাব করছে যে, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এই বে-সরকারীকরণের প্রস্তাব প্রত্যাহার করুণ, মাননীয় সদস্যের এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমিও সহমত পোষণ করছি। এর মধ্যে আরো দু'জন মাননীয় সদস্য বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচনা করেছেন। বীমা শিল্প বে-সরকারীকরণ করে বিদেশী কোম্পানীকে ভারতে অবাধ ব্যবসা করার যে উদ্যোগ এটা আমি মনে করি, আমাদের দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এবং আমাদের দেশের যে সার্বভৌমত্ব তাকে আঘাত করার সামিল। কাজেই এই বিষয়ের উপর এইখানে যে সমস্ত আলোচনা করা হয়েছে, আমি তার পুণরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে এটা খুব দুঃখজনক যে, আমাদের দেশের বীমা পরিষেবার মত বিষয়কে বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা এটা খুবই ক্ষতিকারক। কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই বিধানসভা থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বলব, লোকসভার যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, এই প্রস্তাব যেন বাতিল করা হয় এবং এই বীমা শিল্প রাষ্ট্রের অধীনে যেভাবে কাজ করছে সে ভাবেই যেন কাজ করতে দেওয়া হয়। কারণ, আমাদের দেশ, এমন এক আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে চলছে যা খুবিই কঠিন পরিস্থিতি। কৃষি সহ বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের উন্নয়নের বিরাট ক্ষতি হবে। পরিকাঠামোগুলি ভেঙ্গে পড়ার মুখে। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে চলছে মন্দা। উদারীকরণের ফলে রপ্তানী দ্রুত বেড়ে যাবার পরিবর্তে কমে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের আর্থিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ। বিশেষ করে দরিদ্র জনগণ-এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম দিনের পর দিন বাড়ছে এবং আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদরা আশংকা প্রকাশ করছেন যে জিনিষপত্রের দাম দিনের পর দিন আরও বাড়ছে। এরকম একটা জটিল অবস্থার মধ্যে দেশের বীমা শিল্পকে বিদেশী কোম্পানী হাতে তুলে দিয়ে আমাদের দেশের স্বাধীন শিল্প করার যে প্রচেষ্টা, আমাদের দেশের শিল্প সংস্থাকে রাষ্ট্রের অধীনে পরিচালনা করার যে ব্যবস্থা তাকে দুর্বল করা হবে। তাই মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় আজকে এই হাউসে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। স্যার, ১৯৯১ইং সনের জুলাই মাসে নরসীমা রাও ক্ষমতায় আসার পর তাঁরা শিল্প নীতি ঘোষণা করেছিলেন। অথচ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ভারতবর্ষের অর্থনীতির উপর। ১৯৫৬ইং সালে ঘোষিত শিল্প নীতি একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। এর পরে ভারতবর্ষের একটা শক্তিশালী পরিকাঠামো সেদিন গঠিত হয় যা দেশের উন্নয়নের উপর একটা বিরাট অবদান রাখে। কিন্তু ১৯৯১ইং সনে নরসীমা রাও ক্ষমতায় আসর পর এই রাষ্ট্রিয় ক্ষেত্রগুলিকে ক্রমশঃ দুর্বল করে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। এবং এই সব রাষ্ট্রীয় সম্পাদকে বে-সরকার হাতে তুলে দেবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ বীমা শিল্পকে বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দেবার প্রচেষ্টা চলছে। ১৯৯৬ইং সালে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নূতন পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার গঠিত হয়। সে মোর্চা সরকার গঠিত হওয়ার পর দেশের মানুষেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে নরসীমা রাওয়ের আমলে শিল্প নীতির ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেছেন সে নীতি থেকে তাঁরা সরে আসবেন এবং আমাদের দেশের শিল্প নীতিতে আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্রের অধীনে পরিচালনা করবেন এবং পূর্বতন কংগ্রেসী সরকার নীতিকে বর্জন করে আমাদের দেশের স্বার্থকে রক্ষা করা যায় এমন নীতি তারা গ্রহণ করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো যে প্রতিশ্রুতি দেবার পরেও আজকে ৭।৮ মাস অতিক্রম হওয়ার পরেও তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। যার ফলে আজকে এই রাষ্ট্রায়ত্ব বীমা শিল্পকে তাঁরা বে-সরকারীকরণ করে বিদেশী কোম্পানীগুলির হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করছেন। এবং বিভিন্ন কায়দা করে এটাই বলার চেষ্টা করেছেন যে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলি অলাভজনক। কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলিকে বে সরকারীর হাতে তুলে দিয়ে, বিদেশী কোম্পানীগুলির হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিসহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ভূমিকা নেবার জন্য একটা কমিশন গঠন করেছিলেন। সে কমিশন একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সে রিপোর্টের মধ্যে শুধু বীমা শিল্প না

অন্যান্য 'শিল্পের' কথাও সেখানে উল্লেখ রয়েছে। তাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের যে বক্তব্য সমস্ত বে-সরকারী ক্ষেত্রগুলি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। অথচ কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে দেখা যায় যে, আমাদের এই রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলির বিরাট অবদান রয়েছে। যেমন এই রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলি ২৪৫টি, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্র মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বিনিয়োগ করতে পুঁজি ১৯৯৫ সালে মে মাসে এটা ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৪ হাজার ৩৮ টাকা। ১৩০টি লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ব ইউনিট সবচেয় বেশী লাভ করেছে। ভারত সরকার শেয়ার বাবৎ ১৪ শত কোটি টাকা পাওয়ার পর এই কোম্পানীগুলির লাভ হয়েছে ১২ কোটি টাকার বেশী। এই সমস্ত দিক থেকে এটা বুঝা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার যতই বলার চেষ্টা করুন না কেন রাষ্ট্রীয়ত্ব সংস্থাগুলি অলাভজনক অবস্থায় এসে পৌচেছে এই সমস্ত হচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক কথা। কাজেই আজকে আমাদের দেশের বীমা শিল্প একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিসেবা তাকে বে-সরকারীকরণ করে বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দেবার যে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন এটার জন্য বিশেষ করে বামপন্থীরা প্রতিবাদ করছেন। আমিরা তাঁদের সঙ্গে এখান থেকে বলতে চাই এই যে বীমা শিল্প-এর পরিষেবা বিদেশী, কোম্পানীর হাতে তুলে দেবার চেষ্টা এটা বন্ধ করুন এবং এটা রাষ্ট্রের অধীনে চালনা করার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর যে বে-সরকারী প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে দু'চারটি কথা বলতে চাই। মাননীয় অনেক সদস্যরা এখানে আলোচনা করেছেন এইগুলি এখানে আর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আমি যেটা বলতে চাইছি আসলে এটা ভেবে দেখা দরকার। স্যার, বীমা শিল্প বে-সরকারী পরিচালনাধীনে ছিল এবং এটা জাতীয়করণ করার প্রেক্ষাপট কি ছিল ? যারা স্বাধীনতার যুগে বা স্বাধীনতার ৫০ বছরের মাথায় এসে বে-সরকারীর হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করছেন নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই সুপারিশ অনুযায়ী যাতে বীমা শিল্পকে বে-সরকারীকরণ করা যায় তার জন্য পার্লামেণ্টে একটা বিল এনেছেন। এই ব্যবস্থাটি একটু দেখা দরকার। আমি শুধু সেই সময়েতে স্বাধীনতার প্রথম যুগে যে ব্যক্তিবৃন্দ দেশের অর্থনীতিকে গড়বার জন্য একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থাপন করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, তাদের দুইটি উদ্ধৃতি দিয়েই পার্লামেন্টের যে বক্তব্য করছেন তা থেকে ২টি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি বলতে চাইছি দু'চারটি কথা। এর আগে আলোচনা হয়েছে ১৯৫৬ সনে পার্লামেণ্টে বীমা শিল্পকে জাতীয়কৃত করা হয়। যদিও ২৪০টির উপর বীমা কোম্পানী আমাদের দেশে কাজকর্ম করতেন, ব্যবসা করতেন, তার মধ্য থেকে কিছু বিদেশী কোম্পানীগুলি চলে গেছে। ১৩৬টি বীমা কোম্পানীকে জাতীয়করণের আওতায় নিয়ে আসা হয়।

তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী সি, ডি, দেশমুখ জাতীয়করণের লক্ষ্যে নির্ধারিত করতে গিয়ে পার্লামেন্টে যে বক্তব্য রাখলেন তার মূল কথা হচ্ছে, ভারতীয় অর্থনীতি, আমাদের দেশটা তখন একটা গড়ে উঠার দেশ। একে গড়বার জন্য তখন চেষ্টা চরিত্র ইত্যাদি চলছে। আপনারা জানেন আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবেন ১৯৫৬ সন একমাত্র বৎসর, যে বৎসর পার্লামেন্টে যে বাজেট প্রেজেন্টেশান করা হয় শেষ উদ্বৃত্ত বাজেট। ১৯৫৭ সনে যে বাজেট পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করা হয় এটা না উদ্বৃত্ত না ঘাটতি, এই রকম একটা বাজেট। ১৯৫৭ সনের পর থেকে ভারতবর্ষে যে ঘাটতি বাজেট চলে আসছে আজকে সেটা ধাপে ধাপে হাজার হাজার কোটি টাকা ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে। যেটা ফিসক্যাল যে ডেফিসিট থেকে যাচ্ছে টাকার অংকে মনেটরী ডেফিসিট যদি ১০ হাজার কোটি থাকে তাহলে ফিসক্যাল বাজেট আমাদের হয়ে যাচ্ছে ৬০ হাজার থেকে ৬৫ হাজার টাকা। এই রকম একটা ভীতিজনক পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের দেশটা চলছে, দেশের অর্থনীতি চলছে। সেই জায়গায় সি, ডি, দেশমুখ বলেছিলেন এই অবস্থাটাকে সামনে রেখেই তিনি বলেছিলেন দেশের অর্থনীতিকে যদি গড়তে হয় তাহলে শুধু কয়েকটা কোম্পানীর উপর করে বা কিছু অল্প সংখ্যক লোকের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশের অর্থনীতি গড়া যাবেনা। তার জন্য চাই গোটা ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের তখন আমাদের প্রায় ৮০ কোটি মানুষের কাছাকাছি জনসংখ্যা, এই সব মানুষের মিলিত উদ্যোগ আমরা সেখানে চাই। যেখানে যেখানে এই ধরণের সঞ্চয় গড়ে উঠেছে, কোম্পানীগুলির বা বীমা শিল্পের মধ্য দিয়ে মানুষ ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অ্যাস্যুরেন্স ইত্যাদি করেন টাকা জমা করেন, সেই টাকাতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেতে তার ডেভেলাপমেন্টের জন্য প্রয়োগ করা দরকার। অন্য একজন আমাদের সাংসদ ফিরোজগান্ধী, যিনি ভারতবর্ষের প্রয়াত একজন প্রধানমন্ত্রীর পিতাও ছিলেন, সেই ফিরোজ গান্ধী একটি বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেছেন, আসলে দেশের অর্থনীতি গড়ে তুলবার জন্য যেমন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বীমা শিল্প সাধারণত দুঃস্থ অর্থনীতিগ্রস্থ মানুষ যারা আছেন, তাদের জীবনের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য, আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেন এবং উনি যা লক্ষ্য করেছেন তা হচ্ছে বীমা শিল্পগুলিই ইন-সিকিউরড্ হয়ে গেছে। এরাই রুগ্ন হয়ে গেছে। রুগ্ন বীমা শিল্পগুলিকে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যই জাতীয়করণের দরকার। দুজনের দুটো বক্তৃতা। এই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে মূল বিষয় যেটা বেড়িয়ে এসেছে স্যার, একটা হচ্ছে ফিরোজ গান্ধীর বক্তৃতায় প্রাইভেটাইজেশানের ক্ষেত্রেতে প্রাইভেট মালিকদের উদ্যোগ শিল্পের পরিস্থিতি কোথায় যায় এটা হচ্ছে তার বক্তৃতার নিদর্শন। আর শিল্প বিকাশে, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রেতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ভূমিকা এই সম্পর্কে সি, ডি, দেশমুখের বক্তৃতার দিকটি আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এই যে মিলিত প্রয়াস, তাদের অর্থনীতি গড়বার জন্য কি এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন হল, যে ধারা ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে, সেই ধারাকে পরিবর্তন করার জন্য কোন জাতীয় স্বার্থ। আসলে সেই সময় যারা দেশকে

পরিচালনা করতেন তা যে আমরা পুরোপুরি সমর্থন করি তা নয়, আমরা আগেও বলেছি এই অর্থনীতি দেশকে গড়তে পারে না, সংকট বাড়াবে, তা সত্ত্বেও যেহেতু শুরু প্রাইভেটেশানের উপর ব্যাপারটা না যে হেতু কিছু রাষ্ট্রিয় উদ্যোগে কিছু মিশ্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, যেহেতু তখন বাইরে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে একদিকে ছিল সমাজতান্ত্রিক শিবির, আর অন্য দিকে ছিল সাম্রাজ্যবাদী শিবির, দু, ধরনের টানা পোড়নের মধ্যে এটা অনুন্নত দেশকে উন্নতি বিধানের উভয় ক্যাম্পের যে সহায়তার মধ্যবর্তী রাস্তা ভারতবর্ষে গ্রহণ করা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে এসে সেই রাস্তাটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আসলে এখানে নরসীমা রাও যে ব্যবস্থাটা করলেন এটার ব্যাপারে আমাদের গ্রামের একটা গল্প মনে পরে গেল। আপনারাতো জানেন গ্রামেগঞ্জে গোঁসাইরা কীর্ত্তন করে বেড়ান, কীর্ত্তনের সময় দোয়ারী যারা থাকেন, তারা সব সময় সবটা বুঝতে পারে না। কথাটা না বুঝেও সুরে সুর মিলিয়ে বলেন। এই রকম একটা আসরের কথা আমি বলছি। গোঁসাই কীর্ত্তন ধরেছেন পার্বতী সুত লম্বোধর, মানে পার্বতীর ছেলে লম্বোধর। আর তার যে দোয়ারীরা আছেন তারা বার বারই বলছেন পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর, সুরটা একই রকম থেকে গেল শুধু কথাটা অন্য রকম হয়ে গেল। তখন দেশের অর্থনীতি গড়বার জন্য একই দলের লোকেরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন আজকে তারাই বলছেন যে, এই ব্যবস্থাটা সঠিক না, উল্টো, এমন কি তার ভুল ধরনের ব্যাখ্যাও করছেন। সুতরাং সেই জন্য এটা বোঝা দরকার যে, এই ব্যাংক জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে, যে বিষয়টা হয়েছে, তারা যেটা উল্লেখ করেছেন বা বলেছেন, আমি সেগুলি বলতে চাই না। কথা হচ্ছে কোথা দিয়ে যাত্রা শুরু ৫ কোটি টাকা থেকে যাত্রা শুরু, আর সেটা ১৯৯৫-৯৬ সালের তার যে সঞ্চয়কৃত অর্থ লগ্নির ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম। শুধু গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন সার্ভিসেস্ সেক্টরে সেগুলি দেওয়া হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইনসুরেন্স কোম্পানীগুলি ১২ কোটি টাকা দিয়েছেন। একমাত্র ৯৫-৯৬ সালেইতারা ৫০০ কোটি টাকা দিয়েছেন। ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই লক্ষ্য ধার্য্য হয়েছিল দেড় হাজার কোটি টাকা এটাতো এখনও শুরু হয় নি। এর মধ্যে উদ্যোগটা চলে গেল জাতীয়করণ করবার জন্য। এই যে ১২ কোটি টাকা তারা দিলেন লভ্যাংশের অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে, কেন্দ্রীয় সরকার সেটার কি করেন, এটা আমাদের দেশের যে সব সি এস, এস, আছে, আর একটা বিরাট অংশ এই সি, এস, এস, এই এল, আই, সি, এবং জি, আই, সি, এই ইনসুরেন্সগুলির তরফ থেকে এই টাকাগুলি আসে সাধারণ মানুষের উপকারার্থে এগুলি ব্যয় হয়। শ্রীমতি গান্ধী চিৎকার করে বলেছিলেন যে, আমরা গরীবি হটাব, কিসের উপর নির্ভর করে। টুয়েন্টি পয়েন্ট সীমা নির্ধারণ করেছিলেন কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে, এই লভ্যাংশের একটা বিরাট অংশের টাকা, এই স্কীম গুলির মধ্যে যাবে, তার উপর নির্ভর করে চিৎকার করে বলেছিলেন যে, আমরা গরীবি দূর করব, সাধারণ মানুষের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বাড়িয়ে দেব। এই ক্ষেত্রগুলির এখনতো আর সেই রাস্তাটা থাকল না।

যতগুলি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ আছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে লাভজনক। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির ক্ষেত্রে বেশীর ভাগই যেগুলি অলাভজনক অবস্থায় চলছে। এখন এই লাভজনক উদ্যোগটার উপরে সেখানে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে কেন ?— — — —

এখন এই লাভজনক উদ্যোগটির উপরে আসছে হস্তক্ষেপ। কারন একটাই, একটাই উদ্দেশ্য বিশ্ব ব্যাংক এবং আই, এম, এফ, তাদের যে লক্ষ্যটা ছিল—এই লক্ষ্যে তারা কাজ করে থাকে। টাকা না আনলে যেমন আমাদের দেশটা চলবে না, তেমনি এই টাকা আনতে গিয়ে তারা যে শর্তাদি চাপিয়ে দিচ্ছে, গ্যাট চুক্তি হলো একটা জিনিস। এই গ্যাটের মারফতে জিনিষ পত্র আসছে। সেটা হচ্ছে এক জিনিস। কিন্তু টাকা পয়সা পেতে গেলে আমাদের উপর যে শর্তাদি আরোপ করে এরা, ইন্টারন্যাশন্যাল মনিটারী ফাণ্ড এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, সে শর্তগুলির মধ্যে প্রধান শর্ত হলো—সার্ভিস সেক্টরে কোন অবস্থায়ই এইগুলি ব্যবহৃত করা যাবে না। অর্থাৎ এইগুলি যাতে ভর্তুকি ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষেত্রেতে ব্যবহৃত না হয়। সেগুলি যাতে দারিদ্র মানুষের উন্নতির জন্য কোন কাজকর্মে যাতে এই টাকা ব্যবহৃত না হয়। সুতরাং সেজন্য এই সময়েতে কেন্দ্রীয় সরকারের নরসীমা রাও সরকারে যে রাস্তা গ্রহণ করেছিলেন, এবং যে রাস্তা একটা পর্য্যায়ে এসে পৌঁচ্ছে সেখান থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার ব্যাক্ করতে পারছেন না। এবং যদি ব্যাংক করতে না পারেন তাহলে এই আশংকা আমি এইখানেও প্রকাশ করছি—ভারতবর্ষের মানুষতো কংগ্রেসকে পরাজিত করেছেন তাদের ভুল অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ইত্যাদির জন্য, সরকারী উদ্যোগগুলিকে বে-সরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া, মানুষের জীবন যন্ত্রনা বাড়িয়ে দেওয়া, এই সব ক্ষেত্র তৈরী করেছে তার জন্যে। এখন হয়তো প্রশ্ন উঠবে যে আপনারা কেন এত উদ্বিগ্ন? উদ্বিগ্ন আমরা এই জন্য যে, এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে সব আগে যে এম, আর, টি, পি, অ্যাক্ট ইত্যাদি ছিল সেই অ্যাক্টগুলি পরিবর্তনের জন্য আমরা উদ্বিগ্ন। এটা আপনাদের জানা আছে স্যার, আপনার মারফৎ আমি এই রাজ্যের মানুষকে জানাতে চাই আগে যে নিয়মটা ছিল সেটা হচ্ছে বিদেশী উদ্যোগে বা বিদেশী মূলধন আমাদের এখানে খাটিয়ে বা বিদেশী কোম্পানীগুলি আমাদের এখানে যে ব্যবসাবাণিজ্য করবে, তারা যে লগ্নি করবে, সেই লগ্নি করে যে টাকা তারা মুনাফা করবে তার ২৫ পারসেন্ট তারা নিয়ে যেতে পারবে নিজেদের দেশে। নেহেরুর আমলে যে নীতি ইত্যাদি আমাদের ছিল সে অনুযায়ী ৭৫ পারসেন্ট তারা ব্যবহার করবেন আমাদের দেশের অর্থনীতি ইত্যাদির গড়ে তোলার জন্য। এটা আস্তে আস্তে রাজীব গান্ধী পর্যন্ত ফিফটি-ফিফটি হয়ে গেলো। এরপরে যেটা নতুন শিল্পনীতির নামে রাজীব গান্ধী শেষ পর্য্যায়ে যেটা গ্রহণ করলেন এবং নরসীমাও এসে যেটাকে চালু করলেন তা হচ্ছে বিদেশী কোম্পানীগুলির যে মূলধন আমাদের এখানে খাটাবে বা যা এরা ব্যবসাবাণিজ্য করবে তা থেকে যা মুনাফা হবে তার সেন্ট পারসেন্ট মুনাফাই

এরা নিয়ে যেতে পারবে। এবং এই যদি নীতি হয় এবং এই নীতির হাত ধরে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে যেটা গড়ে উঠেছে তার জন্য এই লাভজনক জাতীয়কৃত যে সংস্থাটি আছে এটাকে বে সরকারীর হাতে চলে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে বিদেশী কোম্পানীগুলি এইখানে এসে লগ্নি করবে এই লগ্নি থেকে যা' মুনাফা হবে এই মুনাফা এরা আমাদের দেশের উন্নতিতে ব্যবহার করবেনা এক পয়সাও এর সব টাকা মুনাফা নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারবেন, কারন এটা তো আমাদের দেশের আইন, এখন এটা আইনই হয়ে গেছে। সুতরাং সেজন্য এখন রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব সি, এস, এস, স্কীম রয়েছে এই স্কীমের মারফৎ আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা বেশী বেশী টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছি। এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার আমাদের কিছু কিছু টাকা ইত্যাদি দিচ্ছেন। কিন্তু এই লাভজনক ব্যবসা এটা থাকা উচিত। আর এরা তো অর্থনীতিতে পরিকল্পনা খাতে যে ব্যয়বরাদ্দ হয় তা' ব্যাপার না, আমাদের এখানে যেমন এইগুলি প্রাইভেটাইজেশন হয়ে গেলে এই টাকাটা বন্ধ হয়ে যাবে। এই টাকা বন্ধ হওয়ার অর্থ হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষের গরীব মানুষ যা চাইছিলেন ও তারা পাবেন না। যুক্তফ্রন্ট সরকার এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন যে তারা কম দামে চাল ইত্যাদি খাওয়াবেন। কিন্তু কোথা থেকে আসবে? কারন আমরাতো লক্ষ্য করে দেখেছি আমাদের অর্থমন্ত্রী যিনি তিনি জানেন সমস্ত নতুন অর্থনীতি যা যা গ্রহণ করা হয়েছে, শিল্পনীতিতে, বাণিজ্যনীতিতে যা গ্রহণ করা হয়েছে তার ঠেলায় আমরাতো প্রতি বছরেই কিছু কিছু টাকা কম পাচ্ছিলাম। তবে একবার গেলো বছরেতো আমাদের যা ধার্য্য ছিল তা থেকে কিছু টাকা আমরা বেশী পেয়েছিলাম। বেশী টাকা পেলাম কারন আমাদের এক্সাইজ ডিউটিজ বেশী কালেকশান হয়েছে। আর এর আগের বছরগুলিতে প্রত্যেক বছরেই এই ডিউটি আমাদের কম হয়েছে। এক্সাইজ ডিউটি কম হওয়ার ফলে আমরা কম পেয়েছি। যার জন্য আমাদের শেয়ার কমে গেছে।

এর ফলে আমরা ১২ থেকে ১৪ কোটি টাকা কম পেতাম। এক মাত্র গত বছর যা আমরা ধরেছিলাম তা থেকে সামান্য কিছু বেশী টাকা শেয়ার অব টেকসেস হিসাবে পেয়েছি। এই হচ্ছে অবস্থা। অন্য দিকে যে সমস্ত লাভজনক ব্যবসা রয়েছে এবং সেই ব্যবসার মুনাফা যখন মানুষের কল্যাণে খরচা হয় সেটা ই এখন উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তাহলে ভারতবর্ষে থাকবেটা কি? তা হলেতো আমাদের দেশ ভারতবর্ষও একদিন দ্বিতীয় মেক্সিকো বা ব্রাজিল হয়ে যাবে। সেই জন্য এটা হোক আমরা চাই না এবং এর বিরোধীতা করছি। বর্তমানে কেন্দ্রে যে সরকারটি রয়েছে সেই সরকারের জন্ম হয়েছে মানুষের ক্রোধ থেকে। জনবিরোধী তৎকালীন কংগ্রেস (ই) সরকার জনবিরোধী কিছু নীতি গ্রহণ করেছিল। তার বিরুদ্ধে মানুষ যখন বিতশ্রদ্ধ হয়েছে তখন তার নীতির পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রে দেবেগৌড়ার নেতৃত্বে নুতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নুতন সরকারের কাছে মানুষের কিন্তু

অনেক বেশী প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এই সরকারও যদি একই রাস্তায় চলতে থাকেন তাহলে দেশের মানুষ এ থেকে কোন সুফল আশা করতে পারেন না। কংগ্রেস (ই)র মত তখন এই সরকারের অবস্থাটা হবে। কাজেই এ নিয়ে এখানে যে বে-সরকারী প্রস্তাবটা আনা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি এই সভার মাধ্যমে রাজ্যবাসীর অভিমত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছানো হবে। এই অবস্থা আর চলতে পারে না এবং এটা আমাদের কাম্যও নয়। কারণ এর ফলে মানুষের সর্বনাশ হবে এবং রাজ্যের উন্নয়নও প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হবে। রাজ্যের মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে এই সরকার যে সমস্ত কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন সেটা তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে। এটা শুধু মাত্র আমাদের রাজ্যেরই ক্ষতিকারক নয়, সমগ্র দেশের কলাণের পক্ষে অন্তরায় ও ক্ষতিকারক। কেন্দ্রের এই সরকারের সঙ্গে যারা রয়েছেন বা সরকারের হয়ে ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছেন তাদের ভূমিকাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সেই জন্য আমি আশা করব এখানে যে প্রস্তাবটা আনা হয়েছে সেটা এই সভায় সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন পাবে। আমি এবং আমরা সবাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করব এই বিলটি প্রত্যাহার করে নিয়ে বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ব বীমা শিল্পকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। এই টুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রস্তাবটা মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর উথাপন করেছেন সেটাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবটি নিয়ে ইতিপূর্বে অন্যান্য বক্তারা তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন। কাজেই আমি এই নিয়ে বেশী সময় নিচ্ছি না। আমি মনে করি দেশের স্বার্থে তথা দেশের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বিলটির মাধ্যমে। যেখানে বলা হয় আমাদের সম্পদের অভাব নেই, সেখানে এই যে কেন্দ্রীয় বাজেট ছিল, যেটা ৩১শে মার্চ শেষ হবে এই বাজেটেই ধরা হয়েছে বিদেশী ঋণের সুদ দিতে গিয়েই আমাদের একশ টাকায় ২৩ থেকে ২৪ টাকা চলে যাচ্ছে। শুধু মাত্র সুদ এটা। নুতন করে ঋণ করে এর সুদ দিতে হচ্ছে। অন্য দিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক বিপর্যয়ের পরে বলেছিল—নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার শুরু হবে। এর অর্থ হচ্ছে বিশ্বের সমস্ত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিকে কি করে শোষন করা যায়। কোথাও কোথাও তারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করেছে। অবশ্য এটাই করে আসছে। 'গ্যাট' বা বর্তমানে যেটাকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডব্লিউ, টি, ও) এখন আমাদের দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করছে। যাতে ওদের আমরা বেশী করে নির্ভরশীল হয়ে আরও ঋণগ্রস্ত

হই। সেই ক্ষেত্রে সম্পদ আহরণের যে সমস্ত কিছু কিছু সূত্র আমাদের রয়েছে, আমাদের দেশের বিরাট পরিমাণ ব্লেক মানি রয়েছে সেখানে হাতই দেওয়া হচ্ছে না।

সম্পদ আহরণের কিছু সূত্র আমাদের রয়েছে। আমাদের বিরাট পরিমাণ ব্লেক-মানি রয়েছে আমাদের দেশে। সেখানে হাত দেওয়া হচ্ছে না। বীমা শিল্পের ভিতর দিয়ে যেমন পলিসি হোল্ডারদের নিরাপত্তার প্রশ্নতো আছেই। সম্পদ আহরণের যে যন্ত্র আমাদের রয়েছে, যে অরগানাইজেশন রয়েছে সেটা ওদের হাতে তুলে, প্রাইভেট সেক্টরের হাতে তুলে দেওয়া, বিদেশী কোম্পানীকে ডেকে এনে লভ্যাংশ সমস্ত নিয়ে যাওয়া, আরও ডিপেনডেন্ড করে দেওয়া, এই পলিসি। এই পলিসি হচ্ছে নিউ ইকনোমিক পলিসি যেটা কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করেছে। তারই ফলশ্রুতিতে সেটা তারই কনটিনিউশান, এটা খুবই ক্ষতিকারক। মাননীয় সদস্যরা বলছেন কেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে দেশকে পুনর্গঠনের জন্য। সেই সময় কেন ব্যাঙ্ক বীমা শিল্প জাতীয়করণ করা হয়েছিল? আজকে ঠিক তারই এটা পূর্বাভাষ উল্টো দিকে চলছে। এটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এবং এর বিরুদ্ধে শুধু বিভিন্ন বিধানসভায় নয়, পার্লামেন্টে নয় দেশের বাইরেও অর্থাৎ চৌহদ্দির বাইরেও যারা শ্রমজীবি মানুষ তারা সোচ্চার হচ্ছেন। এবং নতুন যে সরকার এসেছেন তাঁরা কিছু কিছু ভালো কাজ হাতে নিয়েছেন আমরাও সমর্থন করছি। কিন্তু নিঃশর্ত নয়। জনসাধারণের বিরুদ্ধে, দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কাজে তাঁরা যাবেন সেই কাজের বিরোধীতা আমরা করব। এটা আমাদের ষ্টেণ্ড। সেইদিক থেকে এই যে উদারীকরণ নীতি এবং যে সমস্ত ঘটনা হচ্ছে পেটেন্ট আইন থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত গ্যাট চুক্তি এবং যে সমস্ত অসম শর্তে আমাদের সমস্ত অর্থনীতিকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে, বার বার আই, এম, এফ, বিশ্ব ব্যাংকে যেতে হচ্ছে এটা ভয়ংকর একটা খারাপ ইঙ্গিত দেশের জন্য। কাজেই এই প্রস্তাব যাতে সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাব যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয় এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় প্রস্তাবক শ্রীপবিত্র কর কিছু বলবেন?

শ্রীপবিত্র কর :— না স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিশনটি ভোটে দিচ্ছি।

রিজিউলিউশানটি হলো — বীমা শিল্প বে-সরকারীকরণ করে বিদেশী বীমা কোম্পানীকে ভারতবর্ষে অবাধভাবে ব্যবসা করতে দেওয়ার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এই সভা

প্রস্তাব করছে যে, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এই বে-সরকারীকরণের প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন। যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন, তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন।

আমি মনে করি যারা 'হ্যাঁ বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এতএব, রিজিউলিশনটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা আগামী ১৯শে মার্চ বুধবার ১৯৯৭ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

ANNEXURE—'A'

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitcd Started Question No. 102

Name of M.L.A. :— Shri Amal Mallik

The Minister-in-chargc of the Urban Development Deptt.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিলোনীয়ার বনকর বাজারে ফরেষ্ট অফিসের সামনে গত ১৩-১০-৯৬ইং বিলোনীয়া নগর পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কতগুলি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে?

২। সত্য হয়ে থাকলে কয়টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে এবং কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিলোনীয়া নগর পঞ্চায়েত বনকর বাজারের ফরেষ্ট অফিসের সামনে ১৫টি দোকান ঘর নির্মাণ করিয়াছে। এবং দোকান ঘরগুলি নির্মাণের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ মোট ১,৪৬,০৮৩ টাকা মাত্র।

Admitted Starred Question No. 120

Name of M. L. A :— Shri Samir Deb Sarkar

The Minister-in-charge of Urban Development Department.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের পুরাতন ও নবগঠিত নগর

উত্তর

১। নীতিগতভাবে এ ধরণের টাউন-

পঞ্চায়েতগুলির যে গুলিতে টাউনহল নেই সেখানে টাউন হল নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দের কথা সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

২। তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েতে টাউন হলের জন্য প্রস্তাবিত স্থানে টাউনহল নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

হল সব নগর পঞ্চায়েতেই গড়ে উঠুক এটা বর্তমান সরকার চায়। কিন্তু আলাদা আর্থিক সংস্থান না হলে এগুলি রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা খাত থেকে নির্মাণ করা সম্ভব নয় ।

২। আলাদাভাবে অর্থের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে, অদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। তবে হাড্‌কোর সঙ্গে এই বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থার জন্য আলোচনা হচ্ছে।

Admitted Started Question No. 2?8

Name of M.L.A. :— Shri Hasmai Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be please to state :—

প্রশ্ন

১) ধলাই জেলা অন্তর্গত আমবাসাতে মহকুমার নতুন ব্লক অফিস, এস, ডি, ও, অফিস নির্মাণে বর্তমান আর্থিক বৎসরে কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) পরিকল্পনা থাকিলে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ও ২) ধলাই জেলার অন্তর্গত আমবাসাতে মহকুমার নতুন ব্লক অফিস ও এস, ডি, ও, অফিস নির্মাণের কাজ আগামী আর্থিক বৎসরে আরম্ভ করার পরিকল্পনা আছে, তবে কাজ শুরু করা আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভর করবে।

Admittee Started Question No. 247

Name of Member :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Penchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে নবনির্বাচিত জিলা পরিষদ

উত্তর

১) রাজ্যে নবনির্বাচিত জিলা

ও পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব অফিস গৃহ নির্মাণের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

২) রাজ্যে মোট কয়টি পঞ্চায়েতের নিজস্ব পাকা গৃহ ও কতটিতে মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘর বা কাঁচা ঘর আছে ? (ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতিভিত্তিক হিসাব)

৩) রাজ্যে মোট কয়টি পঞ্চায়েতের নিজস্ব কোন ঘর নেই ? (ব্লক ভিত্তিক, পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক হিসাব)

পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির নিজস্ব অফিস গৃহ নির্মাণকল্পে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে বিভিন্ন অর্থ বর্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে।

২) ব্লক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের পঞ্চায়েতে গৃহের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ —

১। মোট পঞ্চায়েতের নিজস্ব পাকা গৃহের সংখ্যা ৪২৩টি।

২। মোট পঞ্চায়েতের নিজস্ব মাটির দেওয়ালের ঘরের সংখ্যা ২৫৭টি।

৩। পঞ্চায়েতে মোট কাঁচা ঘরের সংখ্যা ৫২টি।

৩) ব্লক থেকে সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী রাজ্যে মোট ১৬৯টি পঞ্চায়েতের নিজস্ব কোন ঘর নেই।

পরিপূরক

প্রকাশ থাকে যে বিভিন্ন অর্থ বর্ষে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলিকে গৃহ নির্মাণের জন্য যে অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
১। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ	১০,০০,০০০ টাকা	১০,০০, টাকা
২। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদ	১০,০০,০০০ টাকা	৩০,৭০,০০০ টাকা
৩। উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ	১০,০০,০০০ টাকা	১০,০০,০০০ টাকা
মোট—	৩০,০০,০০০টাকা	৫০,৭০,০০০টাকা

১।	কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০, টাকা	৮,০০,,০০০ টাকা
২।	পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০ টাকা	৮,০০,০০০ টাকা
৩।	কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	সালেমা পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা
৫।	খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা
৬।	তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা
৭।	মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতি	—	৫,০০,০০০ টাকা
৮।	জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা
৯।	ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা
১০।	বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতি	—	৫,০০,০০০ টাকা
১১।	মেলাঘড় পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০০ টাকা	১০,০০,০০০ টাকা
১২।	মাতাবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা
১৩।	অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতি	—	৫,০০,০০০ টাকা
১৪।	বগাফা পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০০ টাকা	৮.৫০,০০০ টাকা
১৫।	রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা
১৬।	সাতচাঁন পঞ্চায়েত সমিতি	৫,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা
	মোট—	৬৫,০০,০০০ টাকা	৯৪.০০,০০০ টাকা

ব্লক থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে ৩৮টি ক্ষেত্রে পাকা পঞ্চায়েত গৃহ নির্মাণের কাজ বিভিন্ন ব্লকে চলিতেছে। তাছাড়া ১০টি সেমিঃ পাকা পঞ্চায়েত গৃহ অমরপুর ও রুপাইছড়ি ব্লকে করা হয়েছে এবং সাতচাঁন্দ ব্লকে ৯টি পঞ্চায়েত গৃহ হাফ-ওয়াল দ্বারা করা হয়।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Started Question No. 58

Name of M.L.A. :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় জমি বন্দোবস্তের	১। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বন্দোবস্তের জন্য মোট

জন্য কত সংখ্যক আবেদনপত্র বিভিন্ন মহকুমা শাসকের নিকট বর্তমানে মঞ্জুরের অপেক্ষায় আছে,

৭,০৮০টি আবেদনপত্র বিভিন্ন মহকুমা শাসকের নিকট মঞ্জুরের অপেক্ষায় আছে।

২। কত আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে ?

৩। ঐ সমস্ত আবেদনের মধ্যে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) কত জন তপশিলী উপজাতি আর কতজন তফ্‌শিলী জাতি ?

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

জেলা	মহকুমা	সংখ্যা
পশ্চিম জেলা	সদর	১২৩৫টি
	খোয়াই	১০৯টি
	বিশালগড়	—
	সোনামুড়া	৭০টি
উত্তর জেলা	কৈলাসহর	১৩টি
	ধর্মনগর	২৯টি
	কাঞ্চনপুর	১০৩১টি
দক্ষিণ জেলা	উদয়পুর	৩১৯টি
	অমরপুর	১৪৪২টি
	বিলোনীয়া	৫৫৭টি
	সাব্রুম	২৪৭৫টি
ধলাই জেলা	কমলপুর	—
	লংতরাইভ্যালী	—
	গণ্ডাছড়া	—
	মোট—	৭০৮০টি

২) মঞ্জুরীকৃত এলটমেন্টের সংখ্যা মোট ১৭,৬৭৪টি। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

জেলা	মহকুমা	সংখ্যা
পশ্চিম জেলা	সদর	৫,৩৫৮টি
	খোয়াই	১৫৪টি
	বিশালগড়	২২৯টি
	সোনামুড়া	৫০৫টি
উত্তর জেলা	কৈলাশহর	৬০টি
	ধর্মনগর	—
	কাঞ্চনপুর	৯টি
দক্ষিণ জেলা	উদয়পুর	৪০৫টি
	অমরপুর	৫,৩০৬টি
	বিলোনীয়া	—
	সাব্রুম	৫,২৬০টি
ধলাই জেলা	কমলপুর	৮৪টি
	লংতরাইভ্যালী	৯৪টি
	গণ্ডাছড়া	২১০টি
	মোট—	১৭,৬৭৪টি

৩) মঞ্জুরীকৃত এলটমেন্ট প্রাপকদের মধ্যে তফশিলী জাতি ৫১৬টি। তপশিলী উপজাতি ১১,৬২৯টি।

Admitted Un-Started Question No. 60

Name of M.L.A. :— Shri Sahid Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। সারা রাজ্যে মোট কয়টি ওয়াকফ সম্পত্তি এখন পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)	১। সারা রাজ্যে মোট ৯৩২টি ওয়াকফ সম্পত্তি রেকর্ড করা হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্ন রূপ—

২। যে সমস্ত ওয়াকফ সম্পাত্তি রেকর্ড হয়নি, সে সমস্ত সম্পত্তি রেকর্ড করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

১।	সদর	৪৪টি	২।	খোয়াই	১টি
৩।	সোনামুড়া	২৪২টি	৪।	ধর্মনগর	৩৩৮টি
৫।	কৈলাশহর	১৭৬টি	৬।	কমলপুর	৫৮টি
৭।	উদয়পুব	২২টি	৮।	অমরপুর	১২টি
৯।	বিলোনীয়া	৪৩টি	১০।	সাব্রুম	৬টি

২। বাদ বাকী ওয়াকফ সম্পত্তি রেকর্ড করার জন্য সমস্ত মহকুমা শাসকগণকে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

PROCEEDINS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Wednesday the 19th March, 1997 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, The Dy. Chief Minister, the Deputy Speaker, 12 Ministers and 40 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিধানসভার অধিবেশন শেষ হয়েছিল গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী। তারপরে আমরা ১ তারিখ এবং ২ তারিখ আমি কিছু প্রশ্ন জমা দিয়েছেলাম আজকে তৃতীয় দিন চলছে আমার একটা প্রশ্নও আসেনি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এগুলি দেখব।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— স্যার, আমি আজকের বিজনেস বলছি। আজকে মাত্র সাতটা প্রশ্ন এসেছে, সাতজন সদস্যের প্রশ্ন এসছে আজকে। কিন্তু আমরা জানি, এডমিটেড কোয়েশ্চান যেগুলি আছে অনেক সদস্য জমা দিয়েছেন এবং আজকে কমও ছিল তারপরেও কেন আসল না ?

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে আমি দেখব।

শ্রীমতিলাল সাহা :— কেন আসল না এবং রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা প্রশ্ন জমা দিয়েছি। আমাদের এইভাবে কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে এটা আমরা জানতে চাই। এটার কারণটা কি ? আপনি দেখবেন বলেছেন, কিন্তু আমরা কখন পাব, তিন দিন কেটে গেছে। এটা কি করে হয়, স্যার ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা :— স্যার, কেন আমাদের এইভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে, এটা আমরা জানতে চাই, কেন আমাদের এই প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :— কোন দপ্তরে প্রশ্ন দিয়েছে, এগুলি আমি দেখব বললাম তো।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শুনুন রিসেস পিরিয়ডে আমার এখানে যাবেন, আমি বিষয়গুলি দেখব কি হয়েছে না হয়েছে, সবটা বিষয় আমি দেখব।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর) **:—** স্যার, আমি ২৫টা প্রশ্ন দিয়েছিলাম এর আগেরবার। কিন্তু একটিও আসল না। এইভাবে এরিয়ে গিয়ে কি লাভ ?

মিঃ স্পীকার :— বললাম তো দেখব, রিসেস পিরিয়ডে যাবেন দেখব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাই, অধিবেশন চলার আগে, কয়দিন আগে জমা দিতে হয় এটা আমাদের প্রশ্ন। আগে রুলিং দিন কত দিন আগে আমাদের জমা দিতে হবে ?

মিঃ স্পীকার :— শুনুন, আপনাদের এগুলি দেখা হবে।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— বিশ দিন আগে, এক মাস আগে জমা দেবার পরও এই প্রশ্ন গুলি কেন তোলা হলো না ? কয়দিন আগে জমা দিতে হবে রুলস করে দিন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি দাবী করছি।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা বসুন। সভার কাজ আমাকে চালাতে দিন।

(গন্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :—না, আমরা আগে এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবী করছি।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর দাস।

শ্রীসুধীর দাস (সুরমা) :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৭৫।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৭৫

(এ সময়ে সকল মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ ওয়াক্-আউট করেন)

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৭৫

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বেকার যুবকদের জন্য টি, প্ল্যান্টেশান প্রকল্প চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি না থাকে তবে তাহা চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা,

৩। গণ্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত ডম্বুর জলাশয়ের পার্শ্ববর্ত্তী টিলাভূমিতে টি, প্ল্যান্টেশন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৪। যদি না থাকে তবে উক্ত স্থানে টি, প্ল্যান্টেশান করার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। বেকার যুবকদের জন্য আলাদাভাবে টি, প্ল্যান্টেশান করার কোন পরিকল্পনা নেই।

২। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩। গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুর জলাশয়ের পাশ্বর্বর্ত্তী টিলাভূমিতে টি, প্ল্যান্টেশান করার কোন পরি পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নেই।

৪। ত্রিপুরা সরকার গন্ডাছড়া মহকুমার ডম্বুর জলাশয়ের পাশ্বর্বর্ত্তী টিলাভূমিতে টি, প্ল্যান্টেশান করার জন্য সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারে যদি মাটি পরীক্ষা করে দেখা যায় তাহা চা চাষের উপযোগী।

শ্রীসুধীর দাস ঃ— বেকার যুবকদের নিজেদের টিলাভূমিতে যদি চা বাগান করতে চায় তাহলে বেকার যুবকদের ই, এস. প্রকল্পের মাধ্যমে মেনডেইস জেনারেশন দিয়ে সাহায্য করার কোন উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, রাজ্যে বর্তমানে যে স্মল গ্রোয়ার্স' টি, কনসেইন্টস চালু হয়েছে, তাতে টি, ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন এস, টি, এস সি, কর্পোরেশন এবং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি বা বি, এ, সি, গুলি গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কর্মসূচীর মাধ্যমে যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে সেগুলির মধ্যে ই, এস, এর মধ্যে দিয়েও সহায়তা করছে।

শ্রীসুধীর দাস :— ডম্বুর জলাশয়কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত টিলাভূমি আছে কিংবা ব্যক্তিগত জমি কিংবা সরকারী জমি সেই জমিগুলিতে আবাদ করে প্ল্যান্টেশন করার জন্য বি, এ, সি, বা পঞ্চায়েত সমিতিগুলির থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— এটাত তাদেরই করতে হবে। ডম্বুর নগর ব্লক রয়েছে বা সেখানে যে বি, এ, সি, আছে এটা তাদেরই প্রথম উদ্যোগ নিতে হবে। বেনিফিসারীস তাদের সিলেকট করতে হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ— আমরা মাটি পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করেছি। যদি মাটি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, সে জমি চা চাষের উপযুক্ত তাহলে সেখানে অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠান গুলি আছে, যারা সহায়তা করেন চা চাষের জন্য, তাদের সাথে লিংকেজ তৈরী করে দেব।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী (কল্যানপুর) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে এখন পর্যন্ত এরকম কোন প্ল্যান্টেশান গড়ে উঠেছে কিনা যাতে বেকার যুবকরা লাভবান হবেন ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, শুধুমাত্র বেকার যুবকই না, অন্যান্য অংশের যারা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, তফশীলি উপজাতি ও জাতি এবং সাধারণ অংশের মানুষ যারা আছেন, তারা প্রত্যেকেই এগিয়ে এসেছেন খুব উৎসাহ নিয়ে। এখন পর্যন্ত সারা রাজ্যে কুমারঘাট, সালেমা, খোয়াই, মোহনপুর, জিরানীয়া, বিশালগড় ও করবুক ব্লক গুলিতে ৩০১ জন সমল গ্রোয়ার্স এগিয়ে এসেছেন। তারা অলরেডি সেখানে বাগান তৈরী করেছেন এবং আমরা টি, টি, ডি, সি থেকে তাদেরকে সাহায্য করেছি। এবং টি, বোর্ড থেকে ও তাদেরকে আলাদা ভাবে বাগান করার জন্য প্রকল্প রয়েছে সেগুলি যাতে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা আমরা করছি। এবং আরও কতগুলি ব্লকের মধ্যে মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে। যেমন - মেলাঘর ব্লকে একটা স্থান নির্বাচন করা রয়েছে এবং সেখানে মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে। করবুক ব্লক এবং অমরপুর ব্লকের কিছু জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেখানে মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে। শুধু বেকার যুবকই না, অন্যান্য অংশের মারজিনাল ফারমার যারা আছেন তারাও চাষের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টি, ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন থেকে ই, এস প্রকল্পের মাধ্যমে ছোট ছোট চা বাগান যারা করবেন তাদেরকে আলাদা করে ব্লকের মাধ্যমে ই, এস প্রকল্প থেকে টাকা দেওয়ার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা অলরেডি দেওয়া হচ্ছে। যে এলাকায় জমি চিহ্নিত হয়, সেটা টিলা জমিও হতে পারে বা অন্যান্য ধরনের জমিও হতে পারে, সে জমিকে প্রথমে তৈরী করে চা প্ল্যাণ্টেশানের কাজে ব্যবহার করার জন্য ল্যান্ড প্রিপারেশন করতে হয়। জঙ্গল থাকলে সে জঙ্গল পরিস্কার করে, রাস্তা না থাকলে রাস্তা তৈরী করে, জলের সোর্স তৈরী করা, এই কাজগুলি ই, এস স্কীমে ব্লক গুলি করে থাকে। তার পরবর্ত্তী স্তরে নার্সারী প্ল্যাণ্টেশানের জন্য ব্লক গুলি থেকে সেখানে প্রায় প্রতিটি জায়গাতেই আমরা ই, এস এর মাধ্যমে সাহায্য করছি।

শ্রীমতিকার্ত্তিককন্যা দেববর্মা (টাকারজলা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ই, এস প্রকল্পে এই চা বাগান করার জন্য নূন্যতম কতকানি জমি লাগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, স্মল গ্রোয়ার্স কনসেপ্টের মধ্যে জমির পরিমান খুব বড় একটা বাধা নয়। আমরা দেখেছি ২ একর পর্য্যন্ত যাদের জমি রয়েছে এরকম প্রান্তিক চাষী, বা যে জমিতে কোন ফসল হয় না মাটি পরীক্ষার পর যদি দেখা যায় যে জমি চা চাষের উপযুক্ত, তারাও এগিয়ে আসতে পারেন।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব কল্যানপুর গাঁওসভার খগেন নগরে একটা খাস জমি আছে যেটা জুমিয়া ভূমিহীন কৃষকদেরকে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। সেটা এখন পতিত আছে। গত বছর চা চাষের জন্য মহকুমার শাসক একটা সার্ভে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন সেটা এখন পর্যন্ত কোন কার্য্যকারীতা পাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :-- স্যার, আমি এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীভুদেব ভট্টাচার্য্য (ফটিকরায়) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গরীব যারা বেকার যুবক আছে, যারা এখন কো-অপারেটিভের মাধ্যমে চা বাগান করতে চান বা কোন কোন বেকার যুবক চা বাগান করার জন্য মাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। তাদের জন্য উদ্যোগ নিয়ে জায়গা দিয়ে সরকার থেকে সাহার্য্য করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে আলাদা জমির কোন দরকার নেই। যদি জমি থাকে তাহলে বেকার কেন সবাইকে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য।

শ্রীভুদেব ভট্টাচার্য্য :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৭

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :-- মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৭

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট খাদ্য গুদাম থেকে কি পরিমান চাউল, লবণ, কেরোসিন, চিনি প্রতি মাসে রেশনসপের মাধ্যমে বিলি করা হয়।

২। রেশনসপ ডিলাররা মাসে কতবার ডি, ও, কাটার অনুমতি পান, এবং প্রতি বছর অতিরিক্ত কয়টি ডি, ও কাটার অনুমতি দেওয়া হয়, এবং

৩। রেশনের কেরিং রেইট কুইন্টাল প্রতি, না কিলোমিটার প্রতি কিভাবে ধার্য্য করা হয় ?

উত্তর

১ কুমারঘাট খাদ্য গুদাম থেকে প্রতি মাসে সমপরিমান চাউল, লবন ও চিনি বিলি করা হয় না। গত তিন মাসের চিনির হিসাব নিম্নরূপ :

	চাউল	লবণ	চিনি
ক) ডিসেম্বর (১৯৯৬) ঃ--	২৫৪ মেট্রিক টন	৪২ মেঃ টন	২৩ মেঃ টন
খ) জানুয়ারী (১৯৯৭)	২৮৩ " "	৪৪ " "	২৩ " "
গ) ফেব্রুয়ারী (১৯৯৭)	২৯২ " "	৪৩ " "	২৩ " "

কুমারঘাট খাদ্য গুদাম থেকে কেরোসিন তৈল বিলি করা হয় না। আই, ও, সি কর্তৃক নিযুক্ত ডিলার কেরোসিন তৈল বিলি করে থাকেন। প্রতি তিন মাসের কেরোসিন তৈল বিলির হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

	কেরোসিন তৈল
ঘ) ডিসেম্বর মাস (১৯৯৬)	৭০ কিলোলিটার
ঙ) জানুয়ারী (১৯৯৭)	৬৫ কিলোলিটার
চ) ফেব্রুয়ারী (১৯৯৭)	৬০ কিলোলিটার

২। নায্য মূল্যের দোকানের ডিলাররা সপ্তাহে একবার করে প্রতিমাসে ৪ (চার) বার ডি, ও, নিতে পারেন। এবং অতিরিক্ত আর কোন ডি, ও, দেওয়ার বিধান নেই।

৩। রেশনের দোকানের ডিলাররা প্রতি কুইন্টাল হিসাবে ট্রান্সপোর্ট কমিশন পেয়ে থাকেন। ট্রান্সপোর্ট কমিশনের হার নিম্নরূপ ঃ --
প্রতি কুইন্টাল প্রথম ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত—৭'১০ টাকা অতিরিক্ত প্রতি কিলোমিটার ০'৪০ পয়সা।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য ঃ - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন আমরা দেখি যে, গত ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসে চালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় যে চাল দেওয়া হয়েছে, সেই চাল পরিমানে কম ছিল এবং কোন কোন জায়গায় সেই চালের দাম অতিরিক্ত নেওয়া হইতেছে। কারণ, ক্যারিং বাড়ানো হয়নি এই অজুহাতে বিভিন্ন জায়গাতে কেজিতে ১০ পয়সা ১৫ পয়সা এইভাবে ক্যারিং এর নামে ডিলাররা যে পয়সা নিয়েছে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা এবং ২ নাম্বার হচ্ছে, আমরা দেখি যে এখানে চিনি ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী যে হিসাব দেওয়া হয়েছে একই হিসাব জানা গেছে এবং প্রতি মানে আমরা দেখি যে এক মাসে ৪ সপ্তাহের মধ্যে ১ সপ্তাহ চিনি পাওয়া গেলে আর ৩ সপ্তাহ পাওয়া যায়না অধিকাংশ রেশনসপে। ফলে এই হিসাবটা ঠিক আছে কিনা ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, যে তথ্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে, তথ্য ঠিকই আছে, তবে মাননীয় সদস্য যেটা উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন রেশনসপে চালের দাম অতিরিক্ত রাখা হয়েছে ইত্যাদি। এইগুলি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ আমাদের কাছে নেই। যদি থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি, গন্ডাছড়া রতননগরে, হেডলোডে যে জায়গায় ৫০ টাকা লাগে সেই জায়গায় মাত্র ২৬ টাকা, তাই রতননগরে যেতে পারছেনা, পণ্ডনগরে, গন্ডছড়া দেওয়া হচ্ছে। ২৯ কিলোমিটার রাস্তা, সেখানে মানুষ আজকে ৩-৪ বৎসর যাবৎ সাফার করছে। রামনগর থেকে মাত্র ১৬ টাকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে যেতে ৩০ টাকা লাগে। এই অবস্থায় আমাদের এইখানে বিভিন্ন ডেভ্লাপমেন্টের কাজ করার জন্য চাল শর্ট আছে। যা চাল আছে তা খাওয়ারও যোগ্য না, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী সুরাহা করবেন কিনা ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় :— স্যার, ক্যারিং এর প্রশ্নটা আলাদা। কাজেই এখানে কি কি অসুবিধা আছে, আমাদের যেখানে যেখানে রেশন সামগ্রী পাঠাতে হয়, সেখানে যদি অসুবিধা হয় তাহলে এস, ডি, ও আমাদের কাছে রিপোর্ট করেন এবং সেই রিপোর্ট অনুসারে আমরা ব্যবস্থা নেই। এইখান থেকে মাননীয় সদস্য যেকথা বলেছেন এই ধরনের রিপোর্ট যদি থাকে তাহলে বিকল্প কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় আমরা নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ (কদমতলা) : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি এখানে জানতে চাইছি মাসের মধ্যে রেশনে চিনি ৩ সপ্তাহ দেওয়া হয় নাকি ৪ সপ্তাহ দেওয়া হয় ? কোনটা ঠিক ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার এটা নিয়ে বিধানসভায় আরও একদিন কথা হয়েছিল। আমাদের চিনির যে বরাদ্দ তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কাজেই যেটুকু পাই সব জায়গায় আমাদের বিলি করতে হয়। এই অবস্থায় যখন যেরকম আমাদের হাতে আসে তখন সেইরকম আমরা বিলি করি।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই :— স্যাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন, ক্যারিং কমিশন যেটা দেওয়া হয় কিলোমিটার প্রতি দেওয়া হয়। আমাদের এখানে দুর্গম এলাকার মধ্যে যেখানে সাধারনতঃ মালগাড়ী যায়না, হেডলোডে, নৌকা করে ঘোড়া করে এইভাবে নিয়ে

যেতে হয়। এই যে কমিশন দেওয়া হয় পুরানো রেট। নতুন রেট করে এটা বাড়ানো হবে কিনা এই ধরণের চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা জানতে চাই।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী):— স্যার, আমরা এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত বিষয়টা দেখি। আপনারা জানেন, অতীতে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে, যখন নাকি দুর্গম এলাকায় ব্রিজ নষ্ট ছিল আমরা সেটা হেডলোডে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এই ধরণের ব্যবস্থাগুলি আমরা করেছি। তারজন্য অতিরিক্ত টাকাটা আমরা বহন করেছি। এই ক্ষেত্রেও যদি এই ধরণের কোন অসুবিধা হয়, কারণ রেশন আমরা দিচ্ছি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য, রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য, তাদের কাছে যদি রেশন না যায় তাহলেতো চলবে না। কাজেই যদি এই ধরণের কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেই বিষয়ে বিবেচনা করব প্রয়োজনে কমিশনও আমরা দিয়ে থাকি।

শ্রীভুদেব ভট্টাচার্য্য:— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ব্যাপারটা রিভিউ করা হবে। আমি এখানে এটা জানতে চাই যে ৭ টাকা ১০ পয়সা প্রতি ৮ কিঃ মিঃ এবং তার পরবর্তী সময়ে যে ৪০ পয়সা করে পার কিলোমিটারে দেওয়া হচ্ছে, এটা কুমারঘাট থেকে বিশেষ করে রাজকান্ধী, কুমারঘাট থেকে আমরা যাই ডেমডুম, ফটিকছড়া শান্তির বাজার। স্যার, এইসব জায়গায় যে সব রেশনসপ আছে সেই রেশনসপগুলি খুব দূরে, কাজেই এই সব রেইটে কোন অবস্থায় কাজ করা যায় না। কাজেই বিভিন্ন জায়গায় এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে এইটা বাড়ানোর জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং বাড়ালে সেটা কবে পর্যন্ত বাড়ানো হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, ডিলারসদের কমিশন নিয়ে আমাদের কাছে তাদের বক্তব্য উপস্থিত করেছে, আমরা এই বিষয়টা বিবেচনা করার জন্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছি, কাজেই এটা বিবেচনাধীন আছে। আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই এই সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত আসবে।

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা):- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৩

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৩

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের বর্তমান নিয়োগনীতি পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা আছে কি ?

২) বয়স উত্তীর্ণ বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১) রাজ্য সরকারের বর্তমান নিয়োগনীতি পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনা নেই ।

২) বয়স উত্তীর্ণ বেকারের টি, আই, ডি, সি এবং খাদি বোর্ড থেকে ঋণ নিয়ে স্বনির্ভর কর্ম-সংস্থান করতে পারেন। রাজ্য সরকারের এস, ই, পি একটা স্কীম আছে. অর্থের অপ্রতুলতা হেতু এ বৎসরে বেকারদের সাহায্য করা যায় নাই। আগামী বৎসরে স্কীমটি চালু করার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, বর্তমানে যে নিয়োগ নীতি আছে, ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা সম্ভবত প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সময় হয়েছিল ৭০ পারসেন্ট আর ৩০ পারসেন্ট। ৭০ পারসেন্ট হচ্ছে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে আর ৩০ পারসেন্ট হচ্ছে নিডি বেসিসে, কারা নিডি তারও একটা সংগা দেওয়া আছে। যেমন যাদের আয় এত, তারপর যার ঘরে কেউ সরকারী চাকুরী করে না এই রকম। এখন এই যে নিয়োগ নীতি এইটা ৭০ পারসেন্ট সিনিয়রিটি বেসিসে আর ৩০ পারসেন্ট নিডির বেসিসে এইটা আমাদের ভারতবর্ষের যে সংবিধান আছে তার পরিপন্থী। স্যার, সংবিধানের আরটিক্যাল ১৬-এ আছে সেখানে রিজাভেশান চলে একমাত্র ব্যকওয়ার্ড ক্লাসের জন্য, এস টি, এস সি, ও বি সি তাদের জন্য এবং সেটা গভর্ণমেন্ট রিজারভেশান করতে পারে। তাদের জন্য চাকুরী সংরক্ষিত থাকবে এবং এইটা করা হয়েছে এবং এটা চলছেও। কিন্তু এইভাবে এই যে যারা নিডি তাদের জন্য ৩০ পারসেন্ট সীট রিজার্ভেশান বা সিনিয়রিটির জন্য রিজার্ভেশান, এই রকম নিডি বেসিসে বা সিনিয়রিটির বেসিসে রিজার্ভেশান পাবে এটা হতে পারে না এবং এটা সংবিধান বিরোধী এবং এই নিয়ে অনেক মামলা হয়েছে, মামলা পেনডিংও আছে। কাজেই এই কথাটা বিবেচনা করে এই যে বর্তমানে নিয়োগনীতি রয়েছে সংবিধান বিরোধী সেটা পুনর্বিবেচনা করার জন্য চিন্তা ভাবনা করবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলেছি যে এক্ষনি আমাদের নিয়োগনীতি পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নাই। প্রথম লেফ্‌ট্‌ ফ্রন্ট গভার্ণ-মেন্ট-এর সময়ে আমরা যা করেছিলাম এইবারেও আমরা তৃতীয় লেফ্‌ট্‌ ফ্রন্টের সময়ে এটাকে আমরা রিভিউ করেছি এইটা গাইড্‌লাইনের মত। রিজারভেশন এস, টি, এস, সি, এবং একস্‌-সার্ভিসম্যান যারা আছেন তাদের জন্য রয়েছে এবং সেটাও আমাদের পলিসিতে রয়েছে। স্যার, এই যে আনএমপ্লয়মেন্ট এত বেশী আমাদের রাজ্যে বর্তমানে ৯০ ০০০ এর উপর ক্যান্ডিডেট যারা পাশ করেছে এবং এইবারে জফ ফর্ম ফিল আপ্‌ করেছে। এখন যারা খুব নীড তারা কোন চান্সই পাবে না। চান্স পাওয়ার কোন সম্ভাবনা তাদের নেই। তারপর সিনিয়রিটি কাম্‌ মেরিট এইটা ছিল কিন্তু আমাদের এম্‌প্লয়মেন্টের লিমিটেশন রয়েছে। কাজেই এই প্রভিশন রাখা হয়েছে। আর এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, অনেক মামলা কোর্টে চলছে। কোর্টের রায় দিলে পরে সেটা দেখা যাবে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ১৭ পারসেন্ট সিনিয়রিটি এবং ৩০ পারসেন্ট মেরিট বিগত বামফ্রন্ট সরকারের কথা বলে লাভ নেই, । আমরা দেখেছি এবং এইটা ঘটনা যে ১৯৮৬ ইং সনে মাষ্টার ডিগ্রি পাশ করেছে বা অনার্স নিয়ে পাশ করেছে সে নীডি, তার পরিবারের চাকুরী দরকার । আর ১৯৯৪ ইং সনে পাশ করেছে কিন্তু সে নীডি নয়, বাবা চাকুরী করেন, ১৯৯৫ ইং সনে পাশ করেছে তারও চাকুরী দরকার নেই, নীডি নয় অথচ তার চাকুরী হয়ে গেল । আর ৮৬ সনে যে পাশ করেছে, নীডি, তার চাকুরী দরকার আছে তার চাকুরী হলো না । কাজেই এই যে নীতি এই যে নিয়মনীতি সেটা তো সংবিধান সম্মত না হোক্ আইনের আওতায় রয়েছে । ভাল কথা, কিন্তু এইখানে কোন নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না, যে চাকুরী পাচ্ছে এই কোন নীতির আওতায় পড়ে না, সমস্ত আর্বিটারিলি হচ্ছে । এই বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ? ব্যাপারে অনেক উদাহরণ দিতে পারি । যে নিয়মনীতি সরকার মেনে চলছে এইটা রিয়েলী এফেক্ট করা হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে উত্তর চাই ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ৯০ হাজার প্রার্থীর ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য ২৩টি ইন্টারভিউ বোর্ড বসানো হয়েছিল । তারমধ্যে গ্রেজুয়েট সাবজেক্ট টিচার পেয়েছে ১০০০ এর কিছু বেশী । তারপর সামনে আমরা গ্রেজুয়েট ১৮,০০০ এর উপরে ক্যান্ডিডেট রয়েছে আর ৪৮-৪৯ হাজার হবে আন্ডার গ্রেজুয়েট ক্যান্ডিডেট । আমরা ইন্টারভিউ নিয়েছি এবং ইন্টারভিউ বোর্ডগুলি খুব স্ট্রীক্টলিই নিয়েছে । কিন্তু এতে করে সিনিয়রিটি নীডি লোক বাদ পড়ে যাবে । কিন্তু আমরা পিওর সায়েন্সে পোষ্ট বেশী ছিল । তাই তাদের প্রায় সবাইকে আমরা দিয়েছি । তারপরে ইংলিশে অনার্স নিয়ে যারা পাশ করেছে তাদের সবাইকে আমরা দিয়ে দিয়েছি, আরো কিছু পোষ্ট আছে কিন্তু ক্যান্ডিডেট নেই । কাজেই এখানে আর্বিটারিলি করা হচ্ছে এইটা একেবারেই স্বীকার করছিনা । আর এই ব্যাপারে হাইকোর্টে গোটা পঞ্চাশেক মামলা রয়েছে, সে ব্যাপারে কোর্ট দেখবেন ।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বি, এস, সি, পাশ এবং পিওর সায়েন্স যারা পাশ করেছে, তাদের প্রায় সকলেরই চাকুরী হয়ে গেছে বেশী বাকি নেই । কিন্তু এম, এস, সি, পিওর সায়েন্সে পাশ করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই বেকার রয়েছে, তারা চাকুরী পাচ্ছে না বা হয়নি, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আন এমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম একটা ন্যাশনেল প্রবলেম । দেশের এমন কোন রাজ্য নেই যেখানে লক্ষ লক্ষ বেকার নেই । প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকে মিলিটারী এবং প্যারা মিলিটারী ছাড়া অন্য সব সরকারী দপ্তরে নিয়োগ বন্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলিতে রাজীব গান্ধীর আমলেও একই অবস্থা ছিল রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে, পঞ্চম বেতন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে পরিস্কার বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সাড়ে তিন লক্ষ যে সমস্ত পোষ্ট খালি রয়েছে সেগুলির অবলুপ্তি করার জন্য। সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আমরা তারপরও অনেক ঝুঁকি এখনও কিছু চাকুরী দিচ্ছি। কাজেই রাজ্যের অসংখ্য বেকারের কর্মসংস্থান সরকারী চাকুরী দিয়েই শেষ হবে না এবং হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। আমাদের রাজ্য সরকার নিয়ম নীতি মেনেই সাধ্যেরমধ্যে যতটুকু চাকুরীর ব্যবস্থা করা যায় সেটা করছে। আর আগে জোট রাজত্বে চাকুরী প্রদানের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম নীতি মানা হত না। এই নিয়ে আমরা এনকোয়ারি কমিটি বসিয়েছি। কাজেই আমরা নিয়ম নীতি মেনেই চাকুরী প্রদান করছি। চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে কোথায়ও একটি পয়সাও খরচা করতে হয় না বা দিতে হয় না। যে বেকার চাকুরী পাওয়ার জন্য মনোনীত হয় তার বাড়ীতে চাকুরীর অফার পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে যায়। এরমধ্যে কোন রকমের ভেজাল নেই। আমরা এইভাবেই দিচ্ছি। তবে সবাইকে চাকুরী দেওয়ার মত কোন সম্ভাবনা বা সুযোগ নেই।

শ্রী অরুণ ভৌমিক ঃ - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জোট আমলে চাকুরী বিক্রির যে কথাটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন সেই ব্যাপারে আমিও একমত। এটাও জানতাম যে জোট সরকারের মন্ত্রী বিধায়করা চাকুরীর অফার পকেটে নিয়ে ঘুরতেন। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সব মানুষই কম বেশী জানেন। এটা ঠিক যে তখন চাকুরী কেনা বেচা হয়েছে এবং তারই ফলে রাজ্যের জনগন রাজ্য সরকারের পরিবর্তন করেছেন। রাজ্যের মানুষ চেয়েছিল যে একটি স্বচ্ছ প্রশাসন পাবে এবং চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে সুষ্ঠ নিয়োগ-নীতির মাধ্যমেই চাকুরী দেওয়ার বিষয়টি সরকার প্রাধান্য দেবে। কিন্তু কি দেখলাম আমরা? এই রাজ্যে বেকারদের একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যে তারা যদি রাজনীতিবিদদের কৃপা দৃষ্টিতে না পড়েন তাহলে তাদের কপালে চাকুরী জোটবে না। পার্টির স্নেহভাজন কর্মী হলে পাবে অন্যরা পাবে না চাকুরী। এই ধারণাটা ভারতবর্ষের আর কোথায়ও নেই বললেই চলে। সেই জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে শূন্য পদ পূরণ করে থাকেন চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে সেই পথটা এখানে কার্য্যকরী বাঞ্চনীয়। একটা নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হলে এর মধ্যে আর কোন রাজনীতির কোন প্রশ্ন আসে না। কমিশন তখন তাদের যোগ্যতা অনুসারেই চাকুরী দেবে। কাজেই কেন্দ্রে যেমন স্টাফ সিলেকশান কমিশন রয়েছে সেই রকম কোন একটি কমিশন গঠন করে শূণ্য পদ পূরনের মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ নেবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় যেগুলি পরে সেগুলির রিক্রুটমেন্ট ঐভাবেই হবে। আর আমরা যে ইন্টারভিয়্যু বোর্ড গঠন করেছিলাম তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করেছেন। এবং আমরা প্রচুর চাকুরী এইভাবে দিয়েছি। আদার দেন রিলেটিং পার্টির অনেক ছেলে মেয়ের চাকুরী এবারও হয়েছে। আমরা গ্রামের কাজ-কর্ম থেকে শুরু করে বেনিফিসারী সিলেকশান সহ চাকুরী প্রদানের ক্ষেত্রে কোন সংকীর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলি না। মাননীয় সদস্য যেটা চালু করার কথা বলেছেন সেটা চালু করা যাবে না। রিক্রুট-মেন্ট রুলে যা আছে সেই ভাবেই হবে এবং আমরা সেটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীশহীদ চৌধুরী।

শ্রীশহীদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— এডমিটেড্ কোশ্চেন নাম্বার ২৮৫

মিঃ স্পীকার ঃ— এডমিটেড্ কোশ্চেন নাম্বার ২৮৫

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৫

প্রশ্ন

১। জি, বি, এবং আই, জি, এম হস্পিটালে বর্তমানে শয্যা সংখ্যা কত,
২। জি, বি, এবং আই, জি, এম, হস্পিটিলে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) জি, বি, এবং আই, জি, এম হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা যথাক্রমে ৫০১ ও ২৭০টি।
২) জি, বি, হাসপাতালে রোগ নির্ণয়ের জন্য সর্বাধুনিক সুবিধাযুক্ত ১০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি 'সুপার স্পেশালিটি ওয়ার্ড'' তৈরী করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীশহীদ চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি এই জি, বি এবং আই, জি, এম, হাসপাতাল এগুলি রাজ্যের সর্ব বৃহৎ হাসপাতাল। এখানে প্রতিনিয়ত সারা রাজ্যের বিভিন্ন কর্ণার থেকে সমস্ত রোগীরা আসেন. সেখানে প্রচণ্ড ভীড় হয়। আমরাও যখন ভিজিটে যাই বা মাননীয় মন্ত্রীরা বা অন্যান্য সদস্যরা যায়, তখন দেখা যায় যে, বেডতো দূরের কথা ফ্লোরের মধ্যে পর্যন্ত জায়গা হয় না। এই সমস্ত দিকগুলি বিবেচনা করে, মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সুপার স্পেশাল করে কি করবেন। তবে এই অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আরও শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন কিনা ?

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য সুপার স্পেশালিটি একশত বেডের

হচ্ছে। সেটা হলে সেখানে একশত রোগী থাকা যাবে। এবং অটোমেটেকেলি একশতটা খালি হচ্ছে। প্লাস আই, জি, এম, হাসপাতালে নর্থ ইষ্ট ডেভোলাপমেন্ট প্যাকেনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এটা হলে আরও বেশী হবে।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৯৫-৯৬ ইং সালে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর তুইচাকমা গাঁওভার বৌদ্ধ মন্দিরে জনসভার মধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল এক মাসের মধ্যে সেখানে হেল্থ সাব সেন্টার স্থাপন করা হবে, আদৌ সেটা হয়নি। কাজেই এখন সেখানে জনসাধারণের প্রচণ্ড ক্ষোভ। এবং ১৯৮১-৮২ সালে রতননগর হেলথ সাব-সেন্টার স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু জোট সরকার আসার পর বন্ধ হয়ে যায়। আজ পর্য্যন্ত সেটা চালু করা হয় নি। এবং সেটা চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা রিলেটেড না তবুও আমি বলছি। উনি তুইচাকমার কথা বলেছেন। সেখানে ইতিমধ্যে এ, ডি, সির সাথে আলোচনা হয়েছে। এ, ডি, সি, দায়িত্ব নিয়েছে খেদাছড়া এবং তুইচাকমাতে ওরা বিল্ডিং করে দেবে। যদি করে তাহলে আমরা ডাক্তার নার্স ইত্যাদি দেওয়া হবে। কিন্তু এখনও এ, ডি, সি, সেই কাজ আরম্ভ করেনি।

আর দ্বিতীয় যেটা বলেছেন রতননগর, সেটা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেঁচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৯।

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৯।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে গরীব বৃদ্ধদের বিনা মূল্যে চশমা ক্রয় করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?
২) থাকলে চলতি আর্থিক বছর থেকে তা চালু করা হবে কি এবং
৩) না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন স্টেট অপথালমিক সেল, ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর মেমোরিয়াল হসপিটল, হাপানিয়া থেকে গরীব রোগীদের বিনা মূল্যে চশমা দেওয়া হয়।
২) বর্তমান আর্থিক বছরেও এই ব্যবস্থা চালু আছে।
৩) প্রশ্ন আসে না।

শ্রীঅনিল চাকমা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হাপানীয়া বি, আর, আম্বেদকর হাসপাতালে যেসমস্ত রোগীরা থাকে শুধু এদের দেওয়া হয়। আমার জানা মতে তাঁতীরা কাজ করে, তাঁত-শ্রমিকদের কিছু কিছু দেওয়া হয়। কিন্তু আমি যেটা চাইছি, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষক, খেত-মজুর, গরীব মানুষ তাদের দেওয়ার জন্য তিনশ টাকা দাম টাকার অংকে খুবই কম। কৃষক এবং জুমিয়া তাদেরকে ডাক্তার পরীক্ষা করে দুইশ, আড়াইশ, দেড়শ টাকা মূল্যে ক্রয় করে দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী ঃ— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, যেখানে যেখানে হেল্থ ক্যাম্প করা হয় সেখানেও চশমা দেওয়া হয়। আর এখানেও দেওয়া হয়। আপনার নবীন ছড়াতেও দেওয়া হবে যদি আপনি সেখানে আই ক্যাম্প করেন।

শ্রীমতিকান্তিককন্যা দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, হেল্থ ক্যাম্পের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত কত জনকে চশমা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) ঃ— হেল্থ ক্যাম্পে কত জনকে দেওয়া হয়েছে আমার কাছে তার সঠিক হিসাব নেই। কিন্তু কোন স্থানে দেওয়া হয়েছে সেটি আমি বলছি যেমন গন্ডাছড়া দেওয়া হয়েছে, ছাওমনু দেওয়া হয়েছে তারপর ছৈলেংটাতে দেওয়া হয়েছে। দামছড়িতেও দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতিকান্তিককন্যা দেববর্মা ঃ - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এখানে আমি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে সঠিক সংখ্যাটি জানতে চেয়েছিলাম যে কত জনকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে সঠিক তথ্য নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ২৯৩

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৩

প্রশ্ন

১) রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্বাস্থ্য পরিষেবা জনমুখী করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

২) আগামীদিনে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জনমুখী করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

ক) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার উল্লেখযোগ্যভাবে শিশু মৃত্যুর হার কমাতে সক্ষম হয়েছেন। ইতি-মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার ৫১% কমে এসেছে। ডাইরিয়া এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কমাতে সক্ষম হয়েছেন। তথ্য, শিক্ষা ও জনসংযোগ কার্য্য কলাপ শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে জনসভা, সেমিনার, গ্রুপ মিটিং করা হচ্ছে।

খ) প্রসবকালীন মৃত্যু কমানোর জন্য গ্রামীণ ডাইদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।

গ) স্বাস্থ্য পরিষেবা তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৯৪৭টি মহিলা স্বাস্থ্য সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— স্যার, এখানে দেখা গেছে উত্তরটি চার পৃষ্টার তাই উত্তরটি হাউসে লে করার জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে লে করে দিন। মাননীয় সদস্য শহীদ চৌধুরী।

ANNEXURE "A"

শ্রীশহীদ চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর ২৬৮

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চেন নম্বর ২৮৬

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর প্রাথমিক হাসপাতালটি গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নতি করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২) ইহা কি সত্য যে ৯.১.১৯৯৩ ইং তারিখে বক্সনগর প্রাথমিক হাসপাতালে উন্নীত করার জন্য শিলান্যাস হয়েছিল ?

উত্তর

১) নবম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা কাজ (১৯৯৭-৯৮) থেকে (২০০১-০২) প্রতি বছর একটি করে মোট ৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি এখনো নির্বাচন করা হয়নি।

২) হ্যাঁ ইহা সত্য।

শ্রীশহীদ চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে স্বীকার করেছেন যে ৯,১,৯৩ ইং এখানে শিলান্যাস করা হয়েছে। এবং সেখানে ১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি গ্রামীণ হাসপাতাল করার জন্য পি, ডব্লু, ডি সাব-ডিভিশন থিং থেকে টেন্ডার করা হয়েছিল। এখানে আমার সাপ্লিমেন্টার হচ্ছে, আগামী আর্থিক বছরে এই কাজ করা হবে কিনা ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— ৫টা সিলেট করা হয়েছে। এখন কোনটা হবে ঠিক হয়নি। যদি আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে সমস্ত কিছু নির্দিষ্ট করে দিতে পার, তাহলে হবে, নাহলে আমরা হেলপলেস্।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— কাগজ পত্র ছাড়া ওই রকম কয়টা শিলান্যাস হয়েছিল ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— এর আগে যিনি স্পীকার ছিলেন, তিনি মনিছড়াতে এইরকম করছেন, বিল্লাল মিঞা করেছেন। বড়পাথারীতে করা হয়েছে। তারপরে ধর্মনগরে আছে, উদয় পুরেও পাথরের চিহ্ন আছে।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— আমার মোহনপুরের কাতলামারাতেও ১৯৯০ সনে শিলান্যাস করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে কিছু করা হবে কি ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— আলাদা ভাবে পাথর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, প্রাথমিক সাহপাতাল এবং গ্রামীণ হাসপাতালের মধ্যে কোন তফাৎ আছে কিনা ? গ্রামীণ হাসপাতাল করার ক্ষেত্রে কোন বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয় ?

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কথা এখানে বলা হয় নি। গ্রামীণ হাসপাতালের কথাই এখানে বলা হয়েছে। গ্রামীণ হাসপাতালে ৩০ শয্যা থাকতে হবে। গ্রামীণ হাসপাতাল করার জন্য আপনার বিলোনীয়ার রাজনগরে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৯০

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৯০

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বিভিন্ন ব্লক এলাকার এখনও নূতন রেশনকার্ড দেওয়া বাকী রয়েছে,

২) বাকী থাকলে তাহা কবের মধ্যে দেওয়া হবে ?

উত্তর

১) সম্পূর্ণ সত্য নয় ।

২) আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে বাকী রেশনকার্ডগুলি কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনিল চাকমা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সম্পূর্ণ সত্য নয় । তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, কোন্ কোন্ ব্লকে রেশনকার্ড দেওয়া হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ব্লকে বাকী আছে ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এটা আপাতত আমি বলতে পারি, ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত ব্লক এরীয়ায় কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে রেশনকার্ড নবীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং যথাযথভাবে বিতরণ করা হইয়াছে ।

১) অমরপুর, ২) করবুক, ৩) ডম্বুনগর, ৪) মাতাবাড়ী, ৫) কিল্লা, ৬) সাঁতচাঁদ, ৭) রুপাইছড়ি, ৮) মেলাঘড়, ৯) মান্দাই, ১০) মোহনপুর, ১১) জিরানীয়া, ১২) কদমতলা, ১৩) পেঁচারথল, ১৪) পানিসাগর। এই সমস্ত ব্লকগুলিতে রেশনকার্ড দেওয়া হয়ে গেছে ।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ— রুপাইছড়ি, মেলাঘর, মান্দাই, মোহনপুর, জিরানীয়া, কদমতলা, পেঁচারথল, পানিসাগর, এগুলিতে দেওয়া হয়েছে । বাদবাকী ব্লক এরীয়ায় রেশন কার্ড নবীকরণের কাজ অতিশীঘ্র সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিকারীগণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে আগরতলা পৌর এলাকায় ও নগর পঞ্চায়েত এলাকর মধ্যেও রেশন কার্ড নবীকরনের কাজ অতিশীঘ্রই সম্পন্ন করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নেওয়া হইয়াছে ।

শ্রীঅনিল চাকমা ঃ— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, পেঁচারথল এরিয়াতে যে রেশন কার্ড পাঠানো হয়েছে তা থেকে ২৫০ থেকে ৩০ রেশন কার্ড শর্টেজ হয়েছে এবং কাঞ্চনপুরেও শর্টেজ রয়েছে । কাজেই যে সমস্ত ব্লকগুলিতে শর্টেজ রয়েছে সেগুলি অতিশীঘ্র দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, অবশ্যই দেওয়া হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । যদি শর্টেজ থাকে তাহলে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব এবং শর্টেজ থাকলে খুব শীঘ্রই দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ । যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্র গুলি এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি ।

ANNEXURES "B & C"

MATTER PAISED BY MEMBER

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, একটা ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকে স্যান্দন পত্রিকায় খবর বেড়িয়েছে যে 'চাকুরী দাবীতে আমরণ অনশন শুরু এবং একজন অসুস্থ'।

মিঃ স্পীকার :— এটাতো তখন বলেছেন।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— তখনতো বলার সুযোগ পাই নি।

মিঃ স্পীকার :— কি করে পাবেন ? তখন তো আপনারা কোলাহল করছিলেন। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— এখন শুন্যকাল। আমরা বলতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— না, এটা এখন বলতে পারেন না। এটা অলরেডি বলেছেন।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— তাহলে বলুন সরকার পক্ষে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আপনারাতো আমাকে তখন সুযোগ দেন নি। আমি শুনতে রাজি ছিলাম।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, দুটো বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। প্রথম হচ্ছে এখানে যে প্রশ্নগুলি তোলা হয়েছে রেগুলার ওয়েতে, আমাদের দুটো পদ্ধতি আছে— হয় কলিং এটেনশান, না হয় রেফারেন্স পিরিয়ড হিসাবে তুলতে হবে। ঠিক সেই ভাবেই উনারা আনুন। নিশ্চয়ই আমরা উত্তর দেব। ২য় হচ্ছে এই হাউসে দীর্ঘ কনভেনশন হিসাবে একটা সময় একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে অপোজিশান লীডার এবং ট্রেজারী বেঞ্চের লীডার একসঙ্গে বসে আলোচনা করবেন। আগে এরকম কোন রেফারেন্স পিরিয়ড ছিল না কলিং এটেনশান ছিল। সিদ্ধান্ত হয় যে, যে কোন প্রশ্ন তুলতে হলে এটার সুযোগ নেওয়া। এটা যদি লাষ্ট ডে অব দি সেশান হত তাহলে একটা কথা ছিল, কিন্তু তাতো নয়। যথেষ্ট সুযোগ আছে। কোয়েশ্চান আওয়ারের নিয়ম হচ্ছে ১১ টায় শুরু হবে। কিন্তু কোয়েশ্চান আওয়ার পর্যন্ত চলতে পারে না, তার মধ্যেই প্রশ্ন উঠতে থাকে। এটাতো চলতে পারে না। একটা নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠিত, সে নিয়মের মধ্যেই সব আসতে হবে।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— জিরো আওয়ার কি প্রিভেলেজের মধ্যে পড়ে না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান আওয়ারের আগে কোন জিরো আওয়ার নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (কৃষ্ণনগর) :— স্যার, স্টেনোগ্রাফাররা অনশনে বসেছে। আমি যতটুকু

জেনেছি, তাদের কাছ থেকে, একজন মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনাদের বসতে হবে না তার আগেই ক্যাবিনেট ডিসিশান হয়ে যাবে, আপনাদের আমরা নেব। তারপর আজকে ২ দিন অতিক্রান্ত, হাসপাতালে যাচ্ছে আমরা একটা স্টেটমেন্ট দাবী করতে পারব না ?

মিঃ স্পীকার :— পারবেন না কেন, না পারার জন্য তো আপনারাই দায়ী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আপনি অপোজিশানকে স্তব্ধ করতে চাইছেন। আপনি চেয়ারের উপযুক্ত না।

মিঃ স্পীকার :— আমি কি করব, আপনারা আগে বলেছেন। ওয়ানস ইট ইজ ডিসকাসড। আপনারা শুনেন নি চলে গেছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** আপনি চেয়ার সম্পর্কে কথা বলেছেন ? আপনি না স্বাধীনতা সংগ্রামী ? এই কি আপনার গণতান্ত্রিক ভাবে কথা ?

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন। আপনারা যদি প্রশ্ন আনতে চান ফর্ম আছে। হয় রেফারেন্স না হয় কলিং এটেশান হিসাবে আনুন। আপনারা তখন কোলাহল করেছেন এবং চলে গেছেন। আমি তো সুযোগ দিয়েছিলাম।

আমি কি করব, আমি তো দিয়েছিলাম এবং আপনাদের ধৈর্য্য ধরে শুনতে বলেছিলাম যে শুনন আমি দেখব কিন্তু শুনেননি। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড এটা কারটেল ধরা যায় কি আপনারাই বলুন ?

(গন্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একজন সদস্য এটা তুলতে পারবেন না ?

মিঃ স্পীকার :— বিরোধী পক্ষের সবাইকে রুলস্ মানতে হবে, বিরোধী দল বলে প্রশ্ন নয় এবং সরকার পক্ষ বলেও প্রশ্ন নয়।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী : - একজন সদস্য এটা কি তুলতে পারবেন না ...

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা নেক্সটডেতে কলিং এটেনশ্যান আনুন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— স্যার, আমরা কলিং এটেনশ্যান আনতে পারি। কিন্তু

জিনিষটা হলো আন্দোলন চলছে, হাসপাতালে যাচ্ছে। আমরা আজকে নোটিশ দেব এবং নোটিশের রিপ্লাই এটাতো সেটা নয় স্যার, রিপ্লাই দেওয়ার জন্য বলবেন ২৯ তারিখ। আমরা তো বলেছি বিবৃতি দেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা চলে গেছেন। এটা এডমিট করা যায় না।

(গন্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— এটা কি করে হয় স্যার, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উনার বিবৃতি দেয়ার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, আমি তো সময় দিয়েছিলাম আপনাদের, কিন্তু আপনারা তো শুনেননি। যদি শুনতেন এবং আমি না দিতাম তাহলে বলতেন যে দেওয়া হয়নি।

(গন্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এই ভাবে হাউস চলতে পারে না। হাউসের সময় নষ্ট করার জন্য এই রকম করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— রুলসকে বাদ দিয়ে তো কিছু করা যাবে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা কি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারব না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহলে এক্ষুনি স্টেইটমেন্ট দিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার :— বলুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, ওরা যে নোটিশ দিয়েছিলেন, গভর্ণমেন্টকেও নোটিশ দিয়েছিলেন যে ওরা হাঙ্গার স্ট্রাইকে বসবে এবং এটা আমার হাতে এসেছে ১৫ তারিখে। ১৬ তারিখে আমি ওদেরকে ডেকেছিলাম। ওদের ৮ জন প্রতিনিধি আমার সংগে দেখা করেছিল। আমি তাদেরকে বললাম যে, আপনারা হাঙ্গার স্ট্রাইকে যাবেননা। আমরা যে কারণে চাকরী দিতে পারছিনা, তার কারণ হচ্ছে হাইকোর্টে জাজমেন্ট আছে। সেই জাজমেন্টের যে রিপোর্ট, তাতে রিজার্ভ কোটাতে ফিফটি পারসেন্টের উপর দেওয়া যাবে না। যে পোষ্টগুলি আছে সবগুলি রিজার্ভড, আন-রিজার্ভড কোন পোষ্ট নাই। তারপর আমি বললাম, আপনারা অনশনে বসবেন না। ম্যাক্সিমাম ২ মাস, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়, তার আগেই আমরা চাকরী

দেওয়ার চেষ্টা করব। এটা ক্লিয়ার বলছি। সংগে সংগে আমি একটা প্রেস রিলিজও দিয়েছি। সেই প্রেস রিলিজটা পড়ে দিচ্ছি। "ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশণ কর্তৃক নির্বাচিত ৩৩ জন বেকার তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত স্টেনোগ্রাফারদের আগামীকাল থেকে তাদের প্রস্তাবিত অনশণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার আহ্বান জানিয়েছেন। আজ উপ-মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে তাদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল মহাকরনে উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী তাদের প্রস্তাবিত অনশণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, রাজ্য সরকার আগামী দুই মাসের মধ্যে তাদের চাকুরীর নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন। যদি সম্ভব হয় তাহলে দুমাসের আগেই তাদের চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে ৩৩ জন বেকার এস টি, এস সি বেকার স্টেনোগ্রাফারকে নির্ব্বাচিত করেছেন, তাদের আরো আগেই চাকুরী দেয়া হতো। কিন্তু মাননীয় গুয়াহাটি হাইকোর্টের রুলিং এর পরিপ্রেক্ষিতে তা করা সম্ভব হয়নি। গুয়াহাটি হাই-কোর্টের রুলিং ছিল যে এস টি/এস সি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সমপরিমান সাধারন প্রার্থীও নিয়োগ করতে হবে। তাই উক্ত ৩৩ জন স্টেনোগ্রাফারকে তখন নিয়োগ করা যায় নি। কারন বর্তমানে স্টেনোগ্রাফারদের যে শূন্যপদ রয়েছে তার সবকটিই এস সি ও এস টি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত পদ। উপ-মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, বেকার স্টেনোগ্রাফাররা এই অবস্থা উপলব্ধি করে তাদের অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেবেন। এর সাথে আমি বলছি কি করে তাড়াতাড়ি চাকুরী দেওয়া যায়, কারন ব্যাকলগ অনেক। প্রায় আপনার ১৫০ এর মত ব্যকলগ হয়ে আছে। এস টি. এস সি রিজার্ভেশান পোষ্ট। কাজেই এগুলি এই প্রোব্লেমটা হচ্ছে।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছে। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নীরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উৎপাদন করার অনুমতি দিয়েছি নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে উনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করব।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল'' স্থানীয় দৈনিক সংবাদ'' পত্রিকায় গত ১০ই মার্চ, ১৯৯৭ ইং' বিচারক আগরতলায় : পুলিশ কোর্টে তালা, মধ্যরাতে ধৃতকে থানায় নিক্ষেপ, খোয়াইতে আইনের শাসন ধুলুণ্ঠিত 'শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে'।'

মিঃ স্পীকার ঃ আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি । যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন ।

শ্রীসমর চৌধুরী মন্ত্রী ঃ-- স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৭ তারিখে বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২৭ তারিখে বিবৃতি দেবেন ।

আমি আজ একটি নোটিশ নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি । নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি । নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র । আমি এখন মাননীয় সদস্যকে আহ্বান করব আপনার নোটিশটি উল্লেখ করার জন্য ।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) ঃ— আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল "আই, সি, এ, টি দপ্তরে জোট সরকারের আমলে ছাঁটাইকৃত ডি, আর, ডব্লিউ কর্মীদের পুনর্বহাল সম্পর্কে ।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি । যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৬ তারিখে বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে আগামী ২৬ তারিখে বিবৃতি দেবেন ।

আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি । সেই নোটিশটির পরীক্ষা নীরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি । এ নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া । আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে উনার নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি ।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল. "প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় চিনি ও কেরোসিন সময়মত সরবরাহ না হওয়া সম্পর্কে ।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় ফুড মিনিষ্টার মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি । যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন

তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন ।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আগামী ২৭ তারিখ আমি এই বিষয়ে বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২৭ তারিখে বিবৃতি দেবেন ।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিল চাকমা মহোদয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি । নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "কৃষি দপ্তরের ফার্ম শ্রমিকসহ অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি সম্পর্কে ।" 'আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিল চাকমা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি ।

আমি এখন মাননীয় শ্রম দপ্তরের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ২৫ তারিখ বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২৫ তারিখে বিবৃতি দেবেন ।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী শহীদ চৌধুরী এবং মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস মহোদয়দের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি । নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "কোল্ড স্টোর-এর অভাবে আলু চাষীদের বিপন্ন হওয়া সম্পর্কে ।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশহীদ চৌধুরী ও শ্রীসুধন দাস মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি । আমি এখন মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ।
যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে আপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন ।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ২১ তারিখ বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২১ তারিখ বিবৃতি দেবেন ।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "১২ই মার্চ, ১৯৯৭ ইং ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকায় ২য় পৃষ্ঠার পাঠকের কথা (মতামত পত্র লেখকের) ৬. ৭ নং কলমে 'আর কে, নগর ক্যাটেল ফার্মে চলছে লুটমারের প্রতিযোগিতা' শীর্ষক পত্রের বিষয়বস্তুর ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উবথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় প্রাণী সম্পদ ও উন্নয়ন বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারণ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একঠি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৬ তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২৬ তারিখ বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃটি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন বিষয়টি হলো —"পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে রাজ্যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।'

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়বস্তুটি হচ্ছে, "পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে রাজ্যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।" স্যার, ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মূখ্যতঃ নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উৎপাদন ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীডের আওতাধীনে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল।

বর্তমানে রাজ্যের বিদ্যুতের সান্ধ্যকালীন সর্ব্বোচ্চ চাহিদা প্রায় ৯৫ মেগাওয়াট। নিজস্ব উৎপাদন এবং উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলীয় গ্রীডের প্রাপ্ত বিদ্যুৎ দিয়ে প্রতিদিন রাজ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। স্যার, আমাদের রাজ্যে যে সব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে সেগুলি হল, বড়মুড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, রুখিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই তিনটা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে আমরা এখন সর্ব্বোচ্চ বিদ্যুৎ পাচ্ছি ৩৮ থেকে ৪০ মেগায়াট। এ ছাড়া বাহিরের রাজ্যগুলির মধ্যে যার কাছ থেকে আমাদের বিদ্যুতের শেয়ার রয়েছে তা হচ্ছে

কাঠালগুড়ি, সেখান থেকে আমাদের প্রাপ্য হচ্ছে ১৬'৮৮ মেগাওয়াট, আর আমরা পাচ্ছি ৬ মেগা-ওয়াট। তারপর হল, কপিলি, এখান থেকে আমাদের প্রাপ্য হচ্ছে ১০'৩২ মেগাওয়াট, আর আমরা পাচ্ছি ৩ মেগাওয়াট। তারপর আছে খানদং, এখাদং থেকে আমাদের প্রাপ্য হচ্ছে ৬ পারসেন্ট, তার উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ৫০ মেগাওয়াট, আমরা তা থেকে পাচ্ছি মাত্র ৩ মেগাওয়াট।

লোকতাকে যা' আছে তাতে আমাদের পাওয়ার কথা ১৩'৫৯ মেগাওয়াট আমাদের শেয়ার অনুযায়ী আমরা পাচ্ছি মাত্র ৭ মেঘাওয়াট।

সর্বসাকুল্যে আমাদের রাজ্যের মোট এবং এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে সমস্ত উৎপাদন কেন্দ্রগুলি রয়েছে তাদের থেকে ৪১ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ আমাদের প্রাপ্য। কিন্তু তার জায়গায় ৯,৮ মেঘাওয়াট পাচ্ছি। সেজন্য বর্তমানে রাজ্যে যে নিজস্ব উৎপাদন এবং বাইরের যে উৎপাদন আছে এই দিয়েই আমাদের সান্ধ্যকালীন যে অভাবটা রয়েছে বা চাহিদাটা রয়েছে, সেটা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বড়জোর আমরা ৫১ মেঘাওয়াট পাচ্ছি। এই অবস্থায় আমাদের তো ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। এই ঘাটতি ক্রম পর্য্যায়ে প্রতি ফিডারে দেড় থেকে দুই ঘন্টা করে আমাদের লোড্ শেডিং করতে হচ্ছে। কখনো কখনো যদি লাইনের ত্রুটি থাকে তাহলে আরো বেশী এই ধরণের বিদ্যুত ঘাটতি হয়ে যায়।

বর্তমানে রাজ্যে যে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখেই লোড্‌শেডিং-এর মাত্রা কমানোর জন্য আমরা কিছু ব্যবস্থা এখানে গ্রহণ করেছি। ব্যবস্থাগুলির মধ্যে যেগুলি আছে সেগুলি হচ্ছে—

১) মেম্বার সেক্রেটারী, এন, ই. আর ই. বি, ও এন, ই, আর, এল, ডি, সি,কে আমাদের যাতে অতিরিক্ত কিছু বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য আমরা তাদেরকে অনুরোধ জানিয়েছি। এবং সেই অনু-রোধের ভিত্তিতে আমরা আরো চার পাঁচ মেঘাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ পাচ্ছি। অন্য রাজ্যের চাইতেই এটা আমরা পাচ্ছি।

২) এছাড়া আমাদের রাজ্যের যে সমস্ত কল-কারখানাগুলি রয়েছে আমরা তাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছি যাতে সন্ধ্যার সময় তারা কল-কারখানাগুলি না চালান। এইগুলির মধ্যে রয়েছে রাইস-মিল, ওয়েলডিং সেন্টার, স-মিল্স ইত্যাদি রয়েছে। সেগুলি যাতে সন্ধ্যার সময় না চালান তার জন্য আমরা তাদের অনুরোধ করেছি এবং শুধু তাই নয় এটা দেখার জন্যও আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।

৩) আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদের কাছ থেকে যাতে আরো অতিরিক্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তার জন্য অনবরত প্রয়াস আমরা নিয়ে যাচ্ছি। এমনকি আমরা আসামকে বলেছি যে যদি নেশন্যাল গ্রীড্ থেকেও কিছু পাওয়া যায় তাহলেও তারা যাতে ব্যবস্থা করে আমাদের সাপ্লাই দেয়।

এই সব ব্যবস্থার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।

৪) তারপর ও, এন, জি, সি.কে আমরা অনুরোধ জানিয়েছি যাতে করে রুখিয়াতে আমরা এখন যে গ্যাস পাচ্ছি তাই দিয়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ ইউনিটগুলি চালাচ্ছি। এবং আপনারা জানেন যে, ৫ম ইউনিটটি অলরেডি সিংক্রোনাইজড্ হয়েছে। তা থেকেও আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। কিন্তু পারছিনা গ্যাসের অপ্রতুলতার জন্য। সেজন্য আমরা ও, এন, জি, সি কে অনুরোধ করেছি যাতে তারা আমাদের অতি সত্বর প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ করেন। এবং তারাও বলেছেন যে, এই মাসের শেষের দিকে তারা কিছু অতিরিক্ত গ্যাস আমাদের দেবেন। পরে আমরা আরো একটা ইউনিট চালাতে পারি। যদি সেই ইউনিট চালাতে পারি তাহলে আট মেঘাওয়াট আমরা আরো পাব। আমাদের দপ্তর এই সব কাজে প্রচেষ্টা অনবরত চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা জানি যে পরীক্ষার সময়তে ছাত্রছাত্রীদের কিছু অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং আমি স্যার, এই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে মাননীয় সদস্যদের যেমন বলব এবং যারা বিরোধী দলে আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব এবং রাজ্যের মানুষের কাছেও আমরা অনুরোধ করছি এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা অনবরত সচেষ্টা রয়েছি। এবং আমাদের দপ্তরের কর্মচারীরা যারা আছেন তাদেরকেও আমি অনুরোধ করব যাতে করে এখন কোন লাইন ফল্ট- এর জন্য এরা যেন কোন অসুবিধায় না পড়ে। এই ব্যাপারে যেন তারা সজাগ দৃষ্টি রাখেন। আমি এই সব অসুবিধা সত্বেও যাতে পরীক্ষার্থীদের কোন অসুবিধা না হয় তারজন্য সকলের সহযোগিতা আমি আপনার মারফতে কামনা করছি।

শ্রীপবিত্র কর :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ক্ল্যারিফিকেশান দিয়েছেন এবং যে অসুবিধার কথা বলেছেন এটা বাস্তব এবং তিনি সেটা কি করে সমাধান করা যায় তার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলেছেন। স্যার, এখানে আমার মনে হয় ও, এন, জি, সি, আমাদের কেন গ্যাস দেবে না। আমরা দেখেছি গত কয়েক বছর যাবদ ও, এন, জি, সি, গ্যাস সাপ্লাই দেওয়ার ক্ষেত্রে সেখানে তারা উদাসীন। কাজেই এটা আরো উচ্চ পর্য্যায়ে সে আলোচনা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগ নেবেন কিনা সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

তারপর এখন যে পরীক্ষার সময়টা, আমরা দেখেছি যে স্যার, উৎসবের সময়েতে আমাদের এর চাহিদা হয়। তখনো তো বাইরের রাজ্যগুলিকে আমরা অনুরোধ করি এবং তখন আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাতে স্টেবল রাখতে পেরেছি। তাই এই পরীক্ষার সময় যে বিষয়টা আগরতলা শহরে এই যে লোড শেডিং-এর কথা বলা হয়েছে পর্য্যায়ক্রমে করা হচ্ছে সেটাও দেখেছি সেভাবে দপ্তর বলেছেন সেটাও রাখা যাচ্ছে না। এবং রেগুলারলি এই টাইমিংস মেনটেন করা যাচ্ছে না। এবং মফঃস্বলে আরো বেশী হচ্ছে এটা। এবং শহরতলীতে আরো খারাপ অবস্থা। ফলে এই সমস্ত দিক চিন্তা করে এখন আরো বিশ পঁচিশ দিন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশেষ ব্যবস্থা নেবেন কি না?

এবং বাইরের রাজ্যগুলি আছে, এমনকি পশ্চিমবাংলাও আমাদের নেশন্যাল গ্রীড থেকে বিদ্যুৎ দিয়ে থাকেন। এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন কি না চানতে চাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, আমরা বাইরের রাজ্যগুলিতেও নেশন্যাল গ্রীডের মারফত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ যাতে পেতে পারি সে চেষ্টা আমরা করছি। স্যার, আমরা চেষ্টা করলেইতো সবটা হয় না, এটা আপনি জানেন। মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব এটা তারাও জানেন এই বিদ্যুতের ঘাটতি শুধু আমাদের রাজ্যেই নয় এটা গোটা ভারতবর্ষেই ফিকচার।

স্যার, বিদ্যুতের ঘাটতি শুধু মাত্র রাজ্যেই নয়। কিছুদিন আগে আমরা দিল্লীতেও দেখেছি যে কিছু ভি, আই, পি, এলাকা ছাড়া অন্যত্র পাওয়ার-কাট হচ্ছে। তখন ভারতবর্ষের অবস্থা আরোও খারাপ ছিল। অন্ধ্র এবং উত্তর প্রদেশেও একই অবস্থা চলছে। তবে আমরা চাইলেই বহিঃ রাজ্যগুলি বিদ্যুৎ দিতে পারবে না সেটা ঠিক নয়। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কিছুটা ভাল থাকাতে তারা দিল্লীকেও পাওয়ার সাপ্লাই করছে। অন্ধ্রকেও তারা বিদ্যুৎ দিচ্ছে। কাজেই পাওয়ার আনা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। কাজেই এটা শুধু আমাদের বিষয় নয়। তবে আমরা চেষ্টা করছি বহিঃরাজ্য থেকে পাওয়ার আনার ব্যাপারে। এটা আমি আগেই বলেছি। ও.এন,জি,সি গ্যাস সাপ্লাই দিচ্ছেনা, এই প্রশ্নও উঠেছে। ও. এন, জি, সি রাজ্যের যেসব জায়গায় খনন করেছে সেগুলি থেকে গ্যাস নিয়ে একটি গ্যাস গেদারিং সেন্টার করার কথা রয়েছে। এখন যা অবস্থা আছে তা থেকে তিনটি ইউনিট চালাবার ক্ষমতা রয়েছে। আমাদের চুক্তি হয়ে গিয়েছে। কনস্ট্রাকশান সাপেক্ষে তারা আমাদের অতিরিক্ত গ্যাস দিতে পারছে না। তবুও তারা সরাসরি একটি সিস্টেমে গিয়ে আমাদের গ্যাস দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কাজেই এই অবস্থা দূর করার জন্য আমরা শুধু ও, এন, জি, সির সঙ্গেই নয় ‘গেইলের’ (গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া) সঙ্গেও বহুবার কথা বলেছি। আমাদের আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে কথা বলেছেন। কাজেই রাজ্য সরকার এই অসুবিধা দূর করার জন্য অনবরত চেষ্টা করে চলেছেন। আমাদের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়েছেন যে আগামী জুন মাসে রামচন্দ্রনগর এবং রুখিয়া কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ইউনিটগুলি উঠবে। তবে রামচন্দ্রনগরের একটি ইউনিট আগামী জুন জুলাই মাসে উঠে যাবে। সেই সময়ে যদি আমরা গ্যাস পেয়ে যাই তাহলে আমাদের বিদ্যুৎ সমস্যাটাও কিছুটা দূর হবে। সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

মিঃ স্পীকারঃ – এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বছরের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্ধ দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ করছি আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্ধ দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব আলোচনায় তাদের দলের যে সমস্ত সদস্য অংশগ্রহণ করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমার কাছে দেওয়ার জন্য।

(কিছুক্ষণ বিরতির পর)

মিঃ স্পীকারঃ— আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, ১৯৯৬ ৯৭ ইং অর্থ বছরের জন্য রাজ্য সরকার মাত্র ২১ দিন আগেই অর্থাৎ কিনা গত ২৬/০২/৯৭ ইং তারিখে ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদন এই সভা থেকে করিয়েছেন। এখন আবার মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার ১৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বাদ্দের দাবী নিয়ে এই হাউসের কাছে অনুমোদন চেয়েছে। যদিও রাজ্যসরকার ভালভাবে জানেন যে মূল বাজেটে ২৫ শতাংশ টাকা এখনও তারা খরচ করতে পারেননি। তথাপি রিভাইজড বাজেটে তৈরী করে দু দায় মোট ৭৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন এই হাউসের কাছে চেয়েছে। দুই দফায় এই রিভাইজড বাজেট আমরা মনে করি মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয় এটা জনসাধারনের কল্যাণের জন্য করা হয়নি। এটা করা হয়েছে বছরের শেষে এ, সি, বিল এ টাকা তুলে ওদের লুটপাটের জন্য। কারণ, ৭৫ কোটি টাকা আর মাত্র এগার দিনের মধ্যে খরচ করার সেই প্রশাসনিক সদ ইচ্ছা পরিকাঠামো বা দক্ষতা কোনটাই এই সরকারের নেই। তাছাড়া এটা সবাই জানে, আজকে সারা ভারতবর্ষের যে উগ্রপন্থীদের তৎপরতার জন্য সমস্ত ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্দ হয়ে আছে সারা রাজ্যে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্বিতীয়বার এই ব্যয় বরাদ্দের দাবী নিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে এসেছেন। কিন্তু বিধানসভায় তিনি এমন কোন লিখিত তথ্য পেশ করতে পারেননি হাউসে মাননীয় সদস্যদের বোঝার জন্য, যেটা সত্যি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। স্যার, প্রতিবারই সরকার টাকা খরচ করতে পারবেন না জেনেও ভুল তথ্য দিয়ে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পাশ করানোর একটা প্রবনতা এই সরকারের থেকে গত চার বছর যাবত এটা করা হয় তাদের আখের গোছাবার জন্য।

স্যার, এই সরকার দেখাতে পারেন যে জনস্বার্থ-এর জন্য আর মাত্র এগার দিনের মধ্যে এই যে ১৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার যে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টস আজকে উনারা চেয়েছেন, তা ন্যায়সংগত ভাবে উনারা খরচ করতে পারবেন তাহলে আমরাও মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে তার এই উদ্যোগে আমরা

সমর্থন জানাতাম। স্যার, আমরা মাকর্সীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব যে অর্থ বছর শেষ হতে মাত্র আর এগার দিন বাকি। মূল বাজেট ইস্টিমেটে এই হাউসে ১২ শত কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন চেয়েছে মূল বাজেটে। এরপরে বিগত ২৬/২/৯৬ইং তারিখে আরও ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা অনুমোদন এই হাউসে দেওয়া হয়। আজকে আবার নতুনভাবে অনুমোদন চাওয়া হয়েছে ১৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। মোট দাঁড়াচেছ মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয় ১৩৩৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। এই টাকা থেকে কোন হেডে কত টাকা আজ পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে এবং তার একটা হিসাব এবং কত টাকা আজ পর্য্যন্ত এই সরকার খরচ করতে পারেনি তার একটা হিসাব এই হাউসে আমরা বিরোধী দলের তরফ থেকে আমরা চাইছি।

আজকে আবার নূতনভাবে অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। ১৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। মোট দাড়াচেছ-১৩৩৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। এই টাকা থেকে কোন হেডে কত টাকা আজ পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে। কারণ, তার একটা হিসাব এবং কতটাকা আজ পর্য্যন্ত এই সরকার খরচ করতে পারেননি তার একটা হিসাব এই হাউসে আমরা বিরোধী দলের তরফ থেকে আমরা চাইছি। বিগত ২৬,২,৯৭ ইং তারিখে যে ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তার একটা তথ্যভিত্তিক হিসাব আমরা চাইছি। এই সমস্ত ব্যপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যদি স্পষ্ট ধারণা দিতে না পারেন তাহলে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী নিয়ে টাকার অনুমোদন চাওয়ার কোন নৈতিক অধিকার মাননীয় অর্থমন্ত্রীর আছে বলে আমরা মনে করি না। টাকা বছরের শেষে এসে এ, সি বিলে তুলে রাখবেন বছর শেষ এ টাকা সারেন্ডার হবে। টাকা নয় ছয় করা হবে দলীয় কাজে, এত সবের পরেও অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের অর্থ ব্যয় করতে পারবে না। এটা মেনে নেওয়া যায় না মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়। এবং এইভাবে বিধানসভাতে বছরের পর বছর অপব্যবহার করবেন, ভাওতা দেবেন, তাহা আমরা করতে দিতে পারি না। কাজেই যে, অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীকে শুধু মাত্র লুটপাত করার অন্য বামপন্হী উগ্রপন্হী তুষন করার জন্য আমরা একে সমর্থন করতে পারি না। এই সরকারের যে ইনফ্রাকট্রাচার আছে এই ইনফ্রাকট্রাচার নিয়ে আর মাত্র ১১ দিনের মধ্যে টাকা খরচ করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। মন্ত্রীরা খোয়াই শহরে যেতে ভরসা পান না মন্ত্রীরা কোথাও গেলে জনসাধারণ ওদের গায়ে রক্ত মেখে দেয়। মন্ত্রীরা ঘর থেকে বেরুতে পারেন না। অফিসার ভূমি করবেন সেই ওরা গলদ বরণ করবেন। তারজন্য এই বাজেটে আমরা সমর্থন করব অফিসাররা যা বলবে। ওরা অর্থনীতির 'ও' ও জানবে না। আমি এখানে যদি আন পার্লা-মেন্টারী কিছু বলে থাকি, তাহলে আপনি এক্সপাণ্ড করে দিবেন। মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, কোন অভিজ্ঞ সরকার ১০/১১ দিনের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আনতে পারে সেটি আমরা শুনিনি তাদের কাছেই শুনলাম। উনি বিজ্ঞ লোক বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ উনার কাছ থেকে শিখে নিতে হচ্ছে। তারজন্য আপনাদের ধন্যবাদ। মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয় আপনিও তাদের চেহারা দেখেছেন

গত ৫ বছরে। এই পাঁচ বছরে যেভাবে টাকা নয় ছয় করে লুটপাট করে ওদের চেহারার জিলা দেখা দিয়েছে সেটা। ওরা এইভাবে আরও সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনবে দ্বিতীয় বার চতুর্থ বার আমরা তার বিরোধীতা করে যাব।

যাই হউক, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে এই ২য় সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ডস ফর গ্র্যান্টসকে সমর্থন করতে পারছি না যদি না, এটা কেন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য এখানে এই হাউসে পেশ করা হয়। এই বলেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন বক্তব্য রাখবেন শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্যার আজকে এই ২য় সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ডাস ফর গ্র্যান্টস নিয়ে এখানে যে আলোচনা চলছে এটা আমি সমর্থন করছি। কারণ, এখানে যদিও মাননীয় বিরোধী দলনেতা বার বার বলার চেষ্টা করেছেন এই যে ২য় সাপ্লি-মেন্টারী বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন তার জন্য নাকি মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে বিশেষ কোন কারণ দেখাননি। আমি যদিও অর্থের ব্যাপারে ভাল বুঝিনা তবুও বলি যে, এখানে কারণ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, সেন্ট্রাল স্পনসর স্কীম কার্য্যকরী করার জন্য শেষ সময়ে অনুদান দেয় তার সঙ্গে ম্যাচ করার জন্যই করা হয়। এখন প্রশ্ন হল, সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস যে শুধু বামফ্রন্টের আমলেই হচ্ছে তা নয়। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যখন মুখ্য-মন্ত্রী ছিলেন তখনও এসেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ২য় বার কেন সাপ্লিমেন্টারী আনা হল? স্যার, আজকে কাজ হচ্ছে বলেই এখানে ২য়বার সাপ্লিমেন্টারী আনতে হয়েছে। উনি আশংকা প্রকাশ করেছেন, ২৫ শতাংশ খরচ হতে এখনও বাকী আছে, আর মাত্র ১০/১১ দিন আছে তার মধ্যে কি করে খরচ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা বলেছেন। স্যার, চারিদিকেই আজকে কাজ হচ্ছে, ফিন্যান্সিয়াল এন্ডিং ইয়ারের কাজ চলছে, খরচ ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য ইলে-কটেড বডি আছে। কাজেই, সেই জায়গায় সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে উনারাও এই ভাব কাজে অভ্যস্ত নন, তার জন্যই এই আশংকা। স্যার, মানুষ আজকে দেখছে, বুঝতে পারছে টাকা খরচ হবে ১০দিন বাকী থাকুক কি ১১দিন বাকী থাকুক। কাজে কাজেই, টাকাটা এখানে প্রয়োজনেই লেগেছে। আমি আশা করি এখানে যে ২য় বারের জন্য ডিমান্ডস ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস এনেছেন তাকে সবাই এই হাউসে সমর্থন করবেন এই বলে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

দীপক নাগ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন তার উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন মহাশয় যে ভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছেন, সুস্পষ্ট তথ্য এই হাউসে দেবার জন্য কেন এই দ্বিতীয়বার সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ডস ফর গ্র্যান্টস্ আনা হয়েছে। বিরোধী নেতার এই বক্তব্যকে সমর্থন করে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দ্বারা উত্থাপিত দ্বিতীয় বারের ডিমান্ডস ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মোট ১৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা সাপ্লিমেন্টারী বাজেট চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হেল্থ এ্যান্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে জন্য ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। আমরা সবাই অবগত আছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের অবস্থা কি ? জি, বি এবং ভি, এম, সহ রাজ্যের সমস্ত হাসপাতাল গুলিতে কোন ঔষধ পত্র নেই। রোগীকে বাইরের দোকান থেকে ব্যান্ডেজ, সেলাইন সহ বিভিন্ন ধরণের ঔষধপত্র কিনতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়ের জেল্লা বাড়ছে, কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের জেল্লা বাড়ছে না। তারপরও তিনি উনার। দপ্তরের জন্য ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চেয়েছেন এবং এই টাকা কিসের জন্য চেয়েছেন আমার মাথায় আসছে না। কারণ, রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙ্গে পড়েছে। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত হাসপাতাল আছে সেগুলিতে আজকে অবস্থা কি ? সেখানে রোগীরা ন্যূনতম ঔষধ পাচ্ছে না। রোগীদেরকে প্রেস্ক্রিপশান হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাইরে থেকে ইনজেকশান সহ বিভিন্ন ধরণের ঔষধ কিনবার জন্য। কাজেই, স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য আবার যে টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমি মানতে পারছি না। এ্যানিম্যাল হাসবেন্ড্রি ডিপার্টমেন্টর জন্য ২ কোটি ২২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে এ্যানিম্যাল হাসবেন্ডির অবস্থা কি ? আর, কে নগর ক্যাটেল ফার্ম, এটা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য অমলবাবু একটা দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ এনেছেন, সেটার কি হাল, যদিও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসে উপস্থিত নেই, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার এটার উত্তর দেবেন। সমস্ত জায়গাতেই সমস্ত দপ্তরেরই আজকে স্থিতিশীলতা। আগরতলা শহরে সেক্রেটারিয়েটে বসেই উনারা রাজ্য প্রশাসন চালাচ্ছেন। আগরতলা শহরের বাইরে এই প্রশাসনের কোন অস্তিত্ব নেই। আর, ডি, দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী তপনবাবু গতকাল বড় বড় কথা বলেছেন যে রাজ্যে যারা গরীব আছে তাদেরকে কাজ দেওয়া হচ্ছে। আমি ৫০০ কার্ড আনতে পারব যারা এই ৪ বছরে এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর একদিনও কাজ পায়নি। আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ১০০ দিনের কাজ দেবেন। দিতে পেরেছেন কি ? আপনারা তো একথা বলেননি যে ১০০ দিনের কাজ না দিতে পারলে তাদেরকে নিয়ে আন্দোলন করেবন ? আপনারা বলেছেন যে আপনারা ক্ষমতায় এসে লোককে দারিদ্র সীমার উপরে তোলে আনবেন। কিন্তু দেখা গেছে, আপনারা ক্ষমতায় আসার পর গরীব লোক দিন দিন বাড়ছে। আমরা জানি রাজ্যে যত গরীবের সংখ্যা বাড়বে ততই আপনারা লাভবান

হবেন। তাদের নিয়ে আপনারা রাজনীতি করতে পারবেন। সেটা আপনারা ভাল ভাবেই জানেন। রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য কোন কাজ করা এই সরকারের সদিচ্ছা নেই। তারপর স্যার, হ্যান্ডিক্র্যাফট খাতে ১ কোটি ৯ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের হ্যাডিক্র্যাফট বিশেষ সমাদৃত। বিশ্বের বাজারে এর চাহিদা দারুণ। এবং প্রচুর পরিমানে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। কিন্তু আজকে সেই দপ্তরের কাজকর্ম লাটে উঠেছে। চেয়ারম্যান একজন আছেন, কিন্তু তিনি অফিসে আসেন না। দপ্তরের কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে আছে। এই সরকার সর্ব ক্ষেত্রে ব্যার্থ হয়ে আছে। পাশাপাশি ল এ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশান আজকে শূন্যের কোঠায় এসেছে।

শ্রীদীপক নাগ :— স্যার, আজগে এই যে দপ্তরগুলিতে সাপ্লিমেন্টারী চাওয়া হয়েছে সেগুলি কিসের জন্য? মারিং-এর জন্য। আগামী যে নির্বাচন হচ্ছে সেই নির্বাচনে সেই টাকা কি ভাবে নিজেদের দলের পক্ষে খরচ করা যায় সেই জন্য সেই টাকাগুলি চুরি করার জন্য এই বাজেট চাওয়া হয়েছে যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনে আসবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কন্ট্রোল করুন।

শ্রীদীপক নাগ :— যাই হোক আমি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণের কথা চিন্তা করার আহবান জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন :— স্যার, বিরোধী দলের সবাইকে এক লাইনে দিতে শুরু করলেন। ট্রেজারী বেঞ্চকে দিন, নূতন পয়েন্ট থাকলে আমরা রিপ্লাই দেব। এটা ঠিক নয় স্যার, আমি প্রটেস্ট করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো আমাদের দলের যারা বক্তব্য রাখবেন তাদের নাম দিয়েছি। আমাদের একজন সদস্য বক্তব্য রাখবেন। একজনই যথেষ্ট।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, গত ১৭ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট চেয়েছেন ১৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা স্যার, অভিনব ব্যবস্থা। 'বামফ্রন্ট সরকার আর নাই দরকার' সারা রাজ্যে শ্লোগান হচ্ছে। এখানে নজীর সৃষ্টি করেছে ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্লেইস করেছে এটার অনুমোদন দিয়েছে হাউস থেকে। ১৭ই মার্চ আবার ১৪

কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা অনুমোদন চেয়েছেন মোট ৭৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা কয় দিনে খরচ করবেন? ১১ দিনে এটা বিশ্বাস করতে হবে? স্যার, আমরা হাউসে আসি জনগণের কথা বলার জন্য, এলাকার কথা বলার জন্য আমি বলি, ট্রেজারী বাঞ্চ যেই বলুন না কেন। কিন্তু এখানে হাউসে এসে মস্করা হচেছ এই ৭৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ১১ দিনে খরচ করবে সেই জন্য অনুমোদন দিতে হবে এই নীতি মানা যায় না। মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, এটা একটা তামাসা চলছে মাত্র দুই সপ্তাহ বাদে দুইবার করে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের অনুমোদন চাইছে বক্তব্য দিয়েছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষটে বলেছেন কি বলেছেন? তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার তার কার্য্যকলাপ পূর্ণ করেছে আমি এই মন্ত্রীসভার সামনে এই কথা বলতে পেরে আনন্দিত হয়েছি এবং এই ৪ বছরে আমরা বিচক্ষনতার সংগে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করেছি।

৪ বৎসরে উনি ক্রেডিট দেখিয়েছেন আমরা বিচক্ষনতার সংগে অর্থের সংস্থান করছি। এই হল অবস্থা। ২ সপ্তাহের ব্যবধানে, ১৪ দিনের ব্যবধানে দুইবার করে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টস্ চাইতে হয়। অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে যে টাকা এসেছে জনগনের জন্য, সেই টাকা নয় ছয় করার জন্য প্ল্যান যাতে টাকা ফেরৎ না যায়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষনে যা বলেছেন, অ্যাক্টিভিটিসে তার ধারে কাছে নাই। এই টাকা ওরা ১১ দিনে কিভাবে খরচ করবে? ৭৪টি কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে ১১ দিনে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি ধরে নেই আর, ডি, ডিপার্টমেন্ট নলকূপ বসাবে, তার জন্য নল আনতে হবে, সিমেন্ট আনতে হবে, রড আনতে হবে। তারপরে টেন্ডার কোথায়? এটা হচেছ প্র্যাকটিক্যাল থিংস। এটা হচেছ বাস্তব চিন্তাধারা। এই বাস্তব চিন্তাধারার ধারে কাছেও উনারা নাই। পর্দাকা পিছে ক্যায়া হ্যায়? পর্দাকা পিছে কুছ হ্যায়, পর্দাকা পিছে মারিং হ্যায়। স্যার, বিউটিফুল প্ল্যান ইজ দেয়ার। স্যার, আমি বলতে চাইছি, মূল বাজেট কত টাকা ধরা হয়েছিল, মূল বাজেট ধরা হয়েছিল ১২৬০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, তার পরে ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ তারপরে ১৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। মোট ১৩৩৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা স্যার, ব্যাংক থেকে লোন নিলে বলতে হয় কি পারপাসে নেওয়া হচেছ, গভর্ণমেন্ট থেকে যে লোন দেওয়া হয় বিভিন্ন ভাবে তাতেও বলতে হয় যে এইভাবে আমি টাকা খরচ করব, এটা বলতে হয়। (অপোজিশানের উদ্দেশ্যে) এটা হাসি ঠাট্টা তামাশার জায়গা না, আমাদের বলে দিতে হবে কি পারপাসে টাকা খরচ করা হবে। এক লাইনে বললে চলবেনা। এখানে বলা হয়েছে ডেভলাপমেন্ট স্লাম। আগরতলা শহরে, দূরে যেতে হবে না, এখনও শ্লাম এরিয়া চিহ্নিত করা হয়নি। এখন পর্য্যন্ত শ্লামবাসীদের জন্য কি করা হয়েছে? যার জন্য এই টাকা খরচ হয়েছে বা খরচ হবে এটা বলতে হবে। আজকে যেখানে বস্তিবাসী সেখানেই পড়ে আছে। চাইলেই টাকা পাওয়া যায় না। আমি যদি আমার পরিবারের কর্ত থেকে টাকা চাই, বলতে হবে বাবা, এই কাজে আমি টাকাটা খরচ

করব। স্যার, রাজস্বমন্ত্রী কালকে বলেছিলেন, উত্তর দিয়েছিলেন যে ''আমরা কাউকে উচ্ছেদ হতে দেবনা।'' স্যার; উপ-মুখ্যমন্ত্রীর এলাকা, শামরস্পাড়া ফনীন্দ্রনগর চা বাগান এলাকা থেকে চা-বাগান কর্তৃপক্ষ এই এলাকার আশেপাশের গরীব মেহনতী মানুষকে প্রায় ২০০ লোকের উপর তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও তারা আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। ২ বৎসর ধরে এই অত্যাচার চলছে। ফনীন্দ্রনগর চা বাগান কর্তৃপক্ষ এবং খোদ উপ-মুখ্যমন্ত্রীর এলাকা। সেখানে তারা কোথায় আছে ? তাদের চিন্তার কিছু নেই। এস, ই, বিল দিয়ে উঠিয়ে নেবে, ডি, সি, বিল দিয়ে অ্যাডজাস্ট করবে। প্ল্যান ইজ দেয়ার। মাননীয় অর্থমন্ত্রী, কেন্দ্র থেকে যে অর্থ এসেছে, কবে এসেছে টাকা বলতে হবে। এত টাকা এসেছে, এত টাকা খরচ হয়েছে স্পেসিফিক বলতে হবে। এটা একটা নজীরবিহীন ঘটনা। কারণ অর্থ ব্যয় করতে পারছেনা, আরও অর্থ দিতে হবে। অর্থাৎ ভাব দেখাচ্ছে জনগণের জন্য বিরাট কিছু করছে। স্যার, লুটপাটের কথা বলছি, আমার কথা নয়, এখানে মাননীয় সদস্য প্রনববাবু আছেন, উনার বাবার কথা। কি বলছেন দিস লেটার অ্যাড্রেসড টু দি ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার। আমি একটা কপি আপনাকে দিচ্ছি, আর একটা মাননীয় মন্ত্রী কনসার্ন বা তপন চক্রবর্তী মহোদয়কে একটা কপি দিচ্ছি। এখানে কি বলেছে, সমস্ত সিমনা অঞ্চলে টাকা কিভাবে নয় ছয় হচ্ছে।

স্যার, ১০ বস্তা সিমেন্টের মধ্যে এক একটা রিং ওয়েলের জন্য এক বস্তা সিমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে স্যার, এখানে আমার কাছে একটা রিসিভড কপি আছে অফ্ দা ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার। এখানে কি বলা হয়েছে, বিনীত নিবেদন এই যে, গত একমাস পূর্বে মেঘলিবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিম্নলিখিত রিংওয়েল-গুলিতে কমভার্সন করার জন্য আপনার অফিস হইতে ব্লকের মেকানিক শ্রীকর্মকারকে কাজের আদেশ দেওয়া হয়। কনভার্সন-এর কাজে যে সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করার নির্দেশ আছে সেগুলি মোটেই প্রয়োগ করা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রতিটি রিংওয়েল-এর উপরের তিনটি হাফরিংওয়েল করিয়া নির্মাণ করার কথা ছিল। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই যে সমগ্র বিষয়টির সঙ্গে গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত। তারপর ব্লক হইতে প্রতি কাজের জন্য দশ বস্তা করে সিমেন্ট সরবরাহ হইলেও কোন কাজের জন্য দেড় বস্তার বেশী ব্যবহার হয়নি। এই হচ্ছে তাদের কথা, কার কথা রামচন্দ্র দেববর্মা, ফাদার অফ্ দা প্রনব দেববর্মা। অঞ্জন রায়, ডি, ওয়াই, এফ এর মেম্বার। আশু চক্রবর্তী, উনি কে,? সিমনা লোক্যাল কমিটির মেম্বার। তারপর শৈলেন্দ্রচন্দ্র দে সিমনা পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার। দুলাল সরকার ডি ওয়াই এফ-এর লিডার। এই হচ্ছে অবস্থা, এবং এই অবস্থাটা সারা রাজ্যে চলছে এবং এটাই বাস্তব অভিজ্ঞতা। এটা আমার কথা না। কেন্দ্র যদি টাকা দিয়ে থাকে তো ভাল কথা এবং এই জন্যই আপনাদের বাজেট ভাষণে কেন্দ্রের প্রশংসা। তাহলে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে, তা টাকা দিলে কবে দিচ্ছে, যদি দেরীতে দিয়ে থাকে তো

সাপ্লিমেন্টরী বাজেট কেন, টাকা অনেক সময় দেরীতে আসে এটা ঠিক আছে। কিন্তু এটা বলতে হবে যে কবে টাকা দিয়েছে, তাহলে নিন্দা নয় কেন, ? স্পেসিফিক ভাবে এটা বলতে হবে যে কত তারিখ টাকা দিয়েছে, এখানে সেসব কিছু নেই। মি. স্পীকার স্যার, এটা হল বাজার খরচ ঠিক করা, এতে সরকারের কোন ক্রেডিট নেই। কেন্দ্র টাকা দিয়েছে কংগ্রেস সেখানে সমর্থন দিয়েছে, এখন এখানে এই টাকার কোন হিসাবটা মিলাতে পারছে না, ১৪ দিনের মধ্যেই গন্ডগোল লেগে গেছে টাকা অ্যাডজাষ্ট করতে গিয়ে, দুই নম্বরী করতে গিয়ে। স্যার, এখানে যে সব কাজের কথা দেখানো হয়েছে তার কোন ব্যাখ্যা এখানে নেই। কি কি কাজ করা হয়েছে এখানে তার কোন উল্লেখ নাই। তারপর হচেছ স্বাস্থ্য দপ্তর, আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে বলেছিলাম যে, আমার মোহনপুর হাসপাতালটা একটু ভিজিট করুণ এবং দেখুন সেখানে একটা অ্যাম্বলেন্স নেই। তিনি অবশ্য একটা পুরাণ অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেলেন সেটা মোহনপুর যাবার পথে মাঝ রাস্তায় ব্রেক ডাউন হয়ে গেছে। এই হচেছ অবস্থা, এই পরিস্থিতিতে আবার বাজেট অনুমোদন দিতে হবে, এটা দেওয়া যায় না। সুতরাং আমরা অনুরোধ করি আসুন আমরা সবাই মিলে আলোচনা করি কিভাবে এই টাকা খরচ করা যায়. এই টাকা যদি খরচ করতে পারতো এইটা হবে সরকারের ক্রেডিট, আর যদি খরচ করতে না পারেন তো এটা হবে এই সরকারের ডিসক্রেডিট। এতে লজ্জার কিছু নেই। সুতরাং আমি বলব যে টাকা এখানে চাওয়া হয়েছে এটা যদি জনগণের জন্য খরচ করা হত তাহলে আমরা তার সমর্থন করতাম। তাই আমি অনুরোধ করছি এই টাকা ফিরিয়ে দিয়ে নূতন ভাবে যে বাজেট এখানে এনেছেন সেটা নিয়ে আমরাও আলোচনা করব এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :- এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2.00 P. M

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ রাখছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের উপর আজকে হাউসের প্রথমেই মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে বক্তৃতা করেছেন এবং তার ঠিক পরেই বিরোধী দলের অন্য দুইজন সদস্য বক্তৃতা করেছেন। বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ডের উপর কোন বক্তৃতা করার মানসিকতা উনাদের নেই। এখন সারা রাজ্যে ঘোরে যেসব বক্তৃতা করছেন বিভিন্ন বাজারে সেই বক্তৃতা এখানে এসেছে। এবং সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হলো এরা অপেক্ষা করতে রাজী নয়। ট্রেজারী বেঞ্চের মধ্যে জেল্লা দেখছেন, চেহারা তাদের সুন্দর দেখছেন আর বাঁকা পথে ট্রেজারী বেঞ্চে আসার প্রয়াস নিচেছন, দুঃস্বপ্ন। সেটাই লক্ষ্য করা যাচেছ। এবং তাদের বক্তব্যের মধ্যে সারবত্তা বলে কিছুই নেই। ধান ভানতে শিবের গান। আর ডি, ডিপার্টমেন্টের কোন

ডিমাণ্ডই চাওয়া হয়নি এখানে অথচ বক্তৃতা করে গেলেন মাননীয় সদস্য রতনবাবু যে আর, ডি, টাকা খরচ করতে পারছে না। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ ও এই লাইনেই বলে গেলেন। সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা তো তাদের কিছুদিনের ছিল। এইখানে যারা আছেন তাদের অনেকেরই মন্ত্রীত্বের স্বাদ পেয়েছেন। মাননীয় সদস্য রতিবাবুও কিছুদিন মন্ত্রীত্বের স্বাদ পেয়েছেন। তবে দুই এক জনের হয়নি। মাননীয় সদস্য শ্রীরতন বাবুর হয়নি। তিনি মন্ত্রীত্বের স্বাদ পাননি। যদি পেতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে টাকা ঠিক কি ভাবে আসে এবং কিভাবে খরচ হয়। সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডের উপর, স্যার, বরাবরই শুনেছি কাটমোশান আসে এবং স্পেসিফিক সেই ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা হবে। কিন্তু আজকে কোথায় আর, ডি, ডিপার্টমেণ্টের জন্য ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে ?

(নেপথ্যে শ্রীরতন নাথ ঃ এইটা প্রসঙ্গক্রমে আসবে)

এইটা বাজারের বক্তৃতায় বলবেন, কেউ আপনাদের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু ঘটনা কি স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক কাট মোশান এনেছেন। কাটমোশানে বলা হয়েছে.......

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— পয়েণ্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী কি জেনারেল ডিস্কাসন করছেন না কাট মোশানের উপর আলোচনা করছেন ?

মিঃ স্পীকার ঃ - উনি এখন জেনারেল ডিস্কাসন করছেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— তাহলে উনি এখানে বারবারই কাটমোশানের কথা বলছেন এবং কাট মোশানের উপরই আলোচনা করছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— কিন্তু স্যার, এইটা ভাল করে পড়লে উনারা দেখতে পেতেন যে কতগুলি এস্টাব্লিশমেণ্ট আছে যে সেখানে সেণ্টাল গভার্ণমেণ্ট থেকে টাকা বছরের শেষ দিকে আসে। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের যে স্কীমগুলি তৈরী করি সেগুলি সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্টের কাছে পাঠানো হয় ফর অ্যাপ্রোভ্যল। এখন দেখা যায় যে সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট সে স্কীমগুলি অ্যাপ্রোভড্ করে ফাণ্ড রিলিজ করে বছরের শেষ দিকে। যারজন্য এখানে যেমন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের দুইটি হেড এ টাকা দেরীতে পেয়েছি, তাই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এখন উনারা যদি বলেন যে না, এই কাজগুলি করার দরকার নাই ত্রিপুরা বাসীর জন্য। এখন নয়টা সেণ্ট্রেলী স্কীমের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এইগুলি অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্কীম।

স্যার, এখানে নয়টা সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীমের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়- বরাদ্ধ চেয়েছি এই স্কীমগুলি কিন্তু অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্কীম। আর এই বছরেরই অষ্টম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে যাচ্ছে স্কীমের আওতাভুক্ত এই সমস্ত কাজগুলিও আমরা প্রায় শেষ করে ফেলেছি। তার জন্য আমাদের যে লাইবিলিটিটা রয়েছে সেটাতো পূরণ করতেই হবে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা রিলিজ করেছেন এবং সেই টাকা খরচ করা কোন ব্যাপারই নয়। এখানে আলোচনাকালে মাননীয় বিরোধী দল নেতা সংশয় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে আমাদের নাকি সেই ইনফাস্ট্রাকচার নেই। উই হেভ কমিটেড্ এন্ড অলরেডি প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেড্। কাজেই সেখানে উনার এই প্রশ্ন উঠে না এবং সংশয় থাকার কথাও নয়। স্যার, এখন যদি উনাকে বলি যে, ৫০ শতাংশ উপজাতি উপকৃত হয়েছেন, ৩০ শতাংশ এস, সি বেনিফিসারীস্ উপকৃত হয়েছে এবং ২০ শতাংশ সাধারণ শ্রেণীভুক্ত বেনীফিসারিস্ উপকৃত হয়েছেন এবং যার মধ্য দিয়ে আমরা ফ্রুট ডেভেলাপ্মেন্ট, মাসরুম কাল্টিভেশান, শূকরের চাষ, উন্নতমানের বীজ, রেড পাম ওয়েল যেটা আমাদের রাজ্যে নতুন ভাবে ইনস্ট্রুডিউস করেছি আমরা, রাবার চাষ শুরু হয়েছে, টি, পি, এস এটা আমরাই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সফলতার সঙ্গে করতে পেরেছি। গত বছর এটার দারুন প্রডাকশান হয়েছে। কাজেই আজকে যেগুলি অলরেডি ইমপ্লিমেন্টে্ সেগুলিরই টাকা চাওয়া হয়েছে। সেটা থেকে আমাদের রাজ্যের চাষীরা প্রচন্ডভাবে উপকৃত হচ্ছে।

(নরেজ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ)

মিঃ স্পীকার :— ডোন্ট ডিসটার্ব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি আপনার পয়েন্টে আসুন।

তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, উনাদের বলছি প্রতিটি পয়সারই হিসাব আছে। কিন্তু ওরা হিসাব চান না। চাইছেন কেবল হল্লাবাজী এং ধরনের হল্লাবাজী করে মানুষকে বুঝতে চাইছেন এই সরকার কোন কাজ করছে না। সুতরাং এখানে আমার দপ্তরের যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবী রাখা হয়েছে শুধু এইগুলি নয় অন্যান্য দপ্তরেরর ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলিও এই সভার অনুমোদন পাবে এই আশা করি। কারন রাজ্যে একটি কাজের সরকার রয়েছে কাজ করছে। এখানে দুপয়সা অপচয়ের কোন প্রশ্নই নেই। যে অজুহাত তুলে এই হাউসের মধ্যে এটাকে অনুমোদন না দেওয়ার জন্য উনারা বলতে চাইছেন আমি মনে করি না এটার কোন যুক্তি রয়েছে। কাজেই এটাকে সবাই সমর্থন করে অনুমোদন দেবেন এই আশা রেখে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, একটা জানানোর বিষয় আছে মাননীয় বিরোধী দল নেতা এখানে যে কথাগুলি বলেছেন তার মধ্যে তিনি কিছু অশালীন কথাও বলেছেন এবং আপনি অবশ্য ঐ সমস্ত কথাগুলি সভার কার্য্য বিবরণী থেকে বাদও দিয়েছেন। গত অধিবেশনে আমরা যে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উৎথাপন করেছিলাম সেটাই তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারংবার বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবীর এটা একটা পদ্ধতি বলেই বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই ভাবেই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভায় উপস্থাপন করে থাকেন এবং উপস্থাপন করে সভার অনুমোদন নেন। পূর্ব্ব নির্দিষ্ট খরচগুলি ছাড়া অন্যান্য খরচগুলিকে একমোডেইট করার জন্য বা বছর শেষে রি-এডজাস্টমেন্ট করার জন্য এটা করা হয়। বাজেটের ডিমাণ্ড অনুসারে খরচাটা কিছু কম বা বেশী হতে পারে। সেই সমস্ত খরচগুলি রিএডজাস্ট করার জন্য এবং সি, এ, এসতে যে সমস্ত স্কীম আছে সেগুলির মধ্যে যেগুলি আমরা আশা করছি পাব এবং লাস্ট মোমেন্টে যে টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ থেকে আসে এগুলি সব মেলানোর জন্যই এটা প্রয়োজন পড়ে। উনি আলোচনায় বলেছেন যে বেশী করে নাকি টাকা সারেণ্ডার করতে হচ্ছে বা সারেণ্ডার হয়ে যাচ্ছে।

আমি সেই দিন বলেছি ১৯৯২ ৯৩ সালে তাদের কত টাকা সেভিংস দেখিয়েছিল সি, এ, জি। এটা সারেণ্ডার বলা যাচ্ছে না। আমি বলছি ২১৫ কোটি টাকা ওদের সময় লাস্ট ইয়ারে। এইজন্য এটা দরকার হয়। সাধারনত. সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড এই কটা কারণে আসে এবং সব জায়গায় এটা হয়। আর একটা প্রশ্ন তুলেছেন যে কি কি কারণে এগুলি এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আনা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত রিজন এখানে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়তঃ তিনি বলেছেন, যেখানে হিসাব নিকেশ দিতে হবে, হিসাব দিতে হবে সমস্ত খরচের, হিসাব এখানে দিতে হবে। মাননীয় সদস্যরা একটা ইনস্টেস দেখাতে পারবেন যে সমস্ত ডিমাণ্ডের, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের কোন রাজ্যে, দিল্লীতেও এই রকম হিসাব দিয়ে একটা একটা করে খরচ হয়, সেই হিসাব দেয়, অনুমোদন চাওয়া হয় এইরকম কোন ঘটনা জানা নেইতো। কাজেই এই সমস্ত প্রশ্ন তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছেন। ওরা ভালো করে জানেন এই ডিমাণ্ড পাশ হয়ে যাবে। কিন্তু পত্রিকায় কিছু প্রচার পাওয়ার জন্য এই সমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন জেনেশুনে। উনারাতো পাঁচ বছর সরকার চালিয়েছেন। উনারা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড এনেছেন বইগুলি এইভাবে ছাপা হয়েছিল। স্যার, গভীর রাতে যদি কোন লোক দূরে থেকে আর একটা লোক দেখে যদি সে চোর হয় মনে হয় এই লোকটা বুঝি চোর। গত পাঁচ বছরের ইতিহাসটা কি ? লজ্জা হয় না। এই রিলেশনে আমি বলছি। প্রতিটা টাকা আমরা খরচ করব। যে ওয়াদা আমরা করেছি জনসাধারনের সামনে সেই ওয়াদা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। ওদের মত নয়। এরা কি করেছিল ? সমস্ত লুট করেছিল ধংসস্ত করেছিল রাজ্যকে। কাজেই এইসব কথা বলে।

কোন লাভ নেই। স্যার, সাধারণ যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ এই প্রশ্নগুলি তুলেছেন জেনারেল ডিসকাশনে যে কেন কয়দিন আগে একটা সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ড পাশ হল এখন আবার কেন, টাকা লুটপাট হবে দলীয় স্বার্থে খরচ করবে হিসাব দিতে হবে বিস্তারিত হিসাব এখানে দিতে হবে। এই সমস্ত কথাবার্তা উনি তুলেছেন। যেহেতু জেনারেল ডিসকাশান মূল যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন আমি সেটার মধ্যে আমার সীমাবদ্ধ রাখলাম এবং এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ড কোয়াইট জাস্টিফাইড এবং যেসমস্ত প্রভিশন এখানে আছে যেসমস্ত স্কীম আছে, রি এ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার আছে, [সমস্ত বিলে আমরা এখানে উপস্থিত করেছি। কাজেই মূখ্যত এই কটা বলেই জেনারেল ডিমকাশনে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

DISCUSSION AND VOTING ON SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1996-97

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ।" আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১৪টি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীতে দ্বিতীয় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাব সমূহ কার্য্যসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট দেওয়া হয়েছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। এখন অতিরিক্ত ব্যায় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অনুরোধ করব যে আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমেই ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মূল অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন বক্তব্য রাখব না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে যাদের কাট মোশান তাদেরকে বলতে দিন

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে. তাহলে মাননীয় সদস্য অমল বাবু বলুন ।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ডে যে ডিমান্ড আছে তাকে বিরোধীতা করছি এবং আমি ও রতিবাবু যে এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ডের উপর কাট মোশান এনেছি তাকে সমর্থন করে কিছু বক্তব্য রাখছি । স্যার, এখানে বার বার একা বলা হচ্ছে যে বিগত সরকার না কি বর্জোয়া সরকার জঙ্গলের সরকার, জোট আমলে সমস্ত লুটে পুটে খেয়েছে ওরা। এখানে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রীর বারবার এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে জোট আমলে যেগুলি করা হয়েছে সেটিই এখন আমরা করছি। তাহলে পরে আমরাও তাদের মতই এই কথাই এখানে বুঝাতে চেয়েছেন উনি । আর ওরা রাগ করে ফেলেছেন যে আমরা কেন কাট মোশান এনেছি। আমরা কেন বাজেটকে সমালোচনা করছি । কি করে খরচ হবে তার কোন বক্তব্য নেই । আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই— শুধু একটা জিনিস বাজারে গিয়ে মারওয়ারীকে জিজ্ঞেস করি আপনার কয়টি খাতা আছে ? তখন উনি বললেন হাঁ, স্যার, ১০ থেকে ১২টা খাতা আছে । আছে । আর এখানকার বামফ্রন্টদের যদি জিজ্ঞেস করি, তিনটা খুলেছি এখন পর্যন্ত । কাজেই আমরা ভাল জানি আপনারা প্রচার করেন আর করিয়ে দেখান যে আমরা ভাল দক্ষ আছি। কাজেই কোন জায়গায় কত টাকা কিভাবে আসবে কি করে আসবে সেটি আপনারা জানেন আমাদের একটিই বক্তব্য টাকা আপনারা চাইছেন এই টাকা কেন চাইছেন-আর বলছেন যে কাজ করতে চাই । কি কাজ কোথায় কাজ সেটি আর বলতে হবে না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে দুই তৃতীয়াংশ এরিয়াতে ওনারা যেতে পারেন না । তাদের কোথাও যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না । তাহলে কোথায় টাকাগুলি খরচ হচ্ছে । টাকা কোথায় দরকার আমার অমরপুরের পাহাড়ের জঙ্গলে টাকার দরকার । গোবিন্দবাড়ীতে টাকার দরকার, ছাওমনুতে টাকার দরকার আজকে সেখানে ওনারা কেউ যেতে পারেন না । সেখানে তারা কেউ যেতে পারেন না । সেখানে কোন প্রশাসন আছে বলে মনে হয় না । অবশ্য টাকার খরচ তারা দিল্লীকে বুঝাবেন । কিন্তু এখানে টাকা কোথায় কি হয়েছে প্রেক্টিক্যালি দেখাতে পারবেন না । কি করে খরচ হবে সেটি তারা ঠিক করে রেখেছেন। সেটি লাইন করে রেখেছেন উনারা । কাজেই আমার বক্তব্য এই বামফ্রন্ট হল নিজেদের স্ব-বিরোধী সরকার একটা । উনারা বলেন যে. আমরা সর্বহারা সরকার । কিন্তু সর্বহারা সরকারের কোন পরিবর্তন ঘটেছে স্যার, কোন পরিবর্তন ঘটেনি স্যার, । বুর্জোয়া সরকার যেভাবে থাকতেন, যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করেছেন তারা যেভাবে থাকতেন খেতেন কোম খানে কোন পরিবর্তন ঘটিয়েছে ? যে না আমি ওখানে যাব না সেখানে বুর্জোয়া গন্ধ আছে ? কাজেই মুখে বলেন সর্ব-

হারা আর সমস্ত কাজ করেন বুর্জোয়া রাস্তা ধরে। উনারা বলেন আমরা নিরাপত্তা দেব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে? উনারা বলেন আমরা বৈরী দমন করব। করেন বৈরী তোষণ।

শ্রীঅমল মল্লিক :— উনার বলেছেন, স্কুল ঠিকমত চালাব। আজকে শয়ে শয়ে স্কুলে তালা মেরে বসে আছেন। উনারা বলেছেন, আমরা বেকারদের চাকুরী দেব। আজকে বেকারদের হাংগার স্ট্রাইকে যেতে হচ্ছে। উনারা বলেছেন, আমরা চেয়ারম্যান বানাব না। লাল বাতি জ্বালিয়ে গাড়ি চড়ে টাকা লুটে পাটে খাচ্ছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, জেনারেল ডিসকাশন হচ্ছে নাকি?

শ্রীঅমল মল্লিক :— আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। বৃদ্ধ হয়েছেন এত উত্তেজিত হবেন না। জেনারেল ডিসকাশন নয়। এখানে ডিমাণ্ড নং—৩, মেজর হেড - ২০৫২ এটা দেখে নিন। কাজেই উনারা চেয়ারম্যান বানাবেন না। আর আজ ১০/১৫ জন চেয়ারম্যান বানিয়ে দিয়েছেন। চেয়ারম্যান বানিয়েছেন বলে আমার আপত্তির কিছু নেই। উনারা বলেছিলেন, জনগণের কাজ করবেন। পাণীয় জলের সুযোগ করে দেবেন। স্যার, আজকেও পত্রিকায় উঠেছে, মহিলারা পাণীয় জলের জন্য ধর্ণা দিয়েছে। আমাদের কাছে আসতে হল, পয়সা বাড়িয়ে দিন, পয়সা বাড়িয়ে দিন, পয়সা বাড়িয়ে দিন এই রকম আব্দার করলে হবে না। আমরা কি জানতেও পারব না কেন পয়সা লাগল। বললে, বলেন, আমাদের বেশী মেম্বার আছে, আমরা পাশ করিয়ে নেব। আপনাদেরত সব স্ব-বিরোধী কাজ। বলেছেন, সরকারী গাড়ী চালাব না। ১টা গাড়ী হলেই চলবে। আর এখন কন্টেসা। ঝাকুনি যেন বেশী না লাগে। ঘুম যেন হয়। গায়ে যেন ব্যাথা না হয়। এই হচ্ছে, সর্বহারা প্রতিভূদের অবস্থা। সিভিল সেক্রেটারীটের বেশী খরজন্য দিতে হবে। আজকে যদি মন্ত্রী গাড়ী করে যেতেন স্কুল খুলতে। মনে করতাম, বন্ধ হাসপাতাল খুলতে যাচ্ছেন, মনে করতাম, পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন, মনে করতাম, আইন শৃংখলার অবস্থা দেখতে যাচ্ছেন। কোথায়, খোয়াইতে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটল কেহ গেছেন সেখানে? খালি পয়সা দাও, পয়সা দাও এটা কি? স্যার, উনারা সব ব্যাপারে উস্তাদ। আগে শুনতাম কংগ্রেস আমলে মন্ত্রীরা সেক্রেটারীয়েটে বসে চা মিষ্টি খেয়ে খেয়ে পয়সা খরচ করছে। আর এখন সরকারী গাড়ী করে জামাই আদরে ব্যাংক ডাকাত পুতুল সিং দেববর্মাকে সেক্রেটারীয়েটে নিয়ে আসা হয়। আর এই ব্যাংক ডাকাতের কারণে ডেপুটি ম্যানেজারকে আত্মহত্যা করতে হয়। তার পরিবারের জন্য কি করলেন? তার পরিবার জেলে চলে গেল। সেই পরিবারের কথা একবার চিন্তা না করে যে চুরি করল তাকে সেক্রেটারীয়েটে আমার জন্য পয়সা

খরচ হল ? স্যার, দিল্লী ত্রিপুরা ভবনের জন্য টাকা দিতে হবে। কি সুযোগ সেখানে পাওয়া যাচ্ছে ? তিন মাস, চার মাস, পাঁচ মাস, ছয় মাসের প্রশ্ন নয়। সেখানে কেহ বিনা পয়সায় থাকে না। সেখানে ফোন করতে হলে টেলিফোন অ্যাকসচেঞ্জে নেমে আসতে হয়। সেই সুযোগ উনাদের কিছু লোক করছে। স্যার, আজকে প্রশাসন আমলা নির্ভর হয়ে গেছে। সেখানে আমলাদেরকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তারা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে গাড়ী নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন লাল বাতি জ্বালিয়ে। আগে উনারা বলতেন কংগ্রেস আমলে সরকারী গাড়ীতে করে পরিবার নিয়ে বেড়ুত। এখন দেখা যাচ্ছে আগরতলা শহরে অনেকেই লাল বাতি জ্বালিয়ে পরিবার নিয়ে গাড়ীতে বসে আছেন। এটা আমাদের হিংসা নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে আগে যে ব্যাপারে আপনারা প্রতিবাদ করতেন, এখন সেই জিনিসটাই কেন আপনারা করছেন ? আজকে দেশের মানুষ আপনাদের এই কাজগুলি দেখছে, আগরতলা শহরের মানুষ এগুলি দেখছে। আজকে অফিসাররা গাড়ী নিয়ে বাজার করছে, ছেলেমেয়েদেরকে গাড়ীতে করে স্কুলে পাঠাচ্ছে, সেটার জন্য আমরা টাকা দেব কেন ? সে টাকা আমরা বিধানসভায় পাশ করাতে পারব না। সেই জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, ডিমান্ড নং ২৮-এ রেড ওয়েল পাম এর কথা বলা হয়েছে। সেখানে কৃষির উন্নতির কথা বলা হয়েছে। ত্রিপুরার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। সেখানে কৃষকদের উন্নতি হোক সেটা আমরা চাই। কিন্তু যে জিনিষ গুলি এখানে তুলেছেন যে ট্রফিক্যাল এরিড জোন্ সেটাতো মরু অঞ্চলের স্কীম। কিন্তু এই স্কীম গুলি এখানে এনেছেন কেন ? এটার উদ্দেশ্য কি ? সে স্কীম কোথায় কোথায় করা হবে, বেনিফিসিয়ারীজই বা কি করে সিলেকট্ করবেন ? এই ১১ দিনের মধ্যে উনারা কি ভাবে এই কাজগুলি করবেন ? আমার বক্তব্য হচ্ছে দিল্লীকে দেখাবেন যে আমরা টাকা এনেছি, মানুষের জন্য কাজ করছি। কিন্তু টাকা এ রাজ্যের মানুষের হাতে গিয়ে আর পৌছবে না। ১৯৯২ ইং সাল থেকেই রেড ওয়েল পামের পরিকল্পনা চলছে। তখনই সেন্ট্রাল থেকে টিম এসেছে, তারা বলেছে এখানে ৫ হাজার হেকটর জমিতে রেড ওয়েল পাম চাষ করা যাবে। এই সমস্ত টাকা গুলি কি হয়েছে ? এন, ই, সির যে নিয়ম আছে তাতে কতগুলি যে নিয়ম হয়েছে। আমার বিলোনীয়াতে বরাদ্দকৃত টাকায় একটা চলে গেল নারিকেল বাগান করার জন্য, আরেকটা টাকা চলে গেল রেড অয়েল পাম করার জন্য। তার কতটুকু লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে, কতটুকু সফল হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। রেড অয়েল পামে উনারা কতটুকু অগ্রসর হয়েছেন আমরা জানি না এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোথাও রেড অয়েল পাম দেখতে পাই না। তারপর স্যার, ড্রাই ল্যান্ড ফার্মিং-বাদাম, তিল এই জাতীয় শষ্য গুলি দেখা যায় না, পর্যাপ্ত পরিমানে আমাদের এখানে হচ্ছে না। এমন কতগুলি স্কীম ধরা আছে যে গুলি আমাদের এখানে পর্যাপ্ত পরিমানে হয় না, সেগুলিতে টাকা বরাদ্দ করে টাকাগুলি খরচ না করে নিজেদের দলীয় কাজে ব্যবহার করার জন্য এই জিনিষগুলি চলছে। স্যার, এখানে মাসরুম চাষের কথা বলা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মাসরুম চাষের উন্নতি

হোক এটা আমরাও চাই। আমার এখানে বগাফা ব্লকে একটা সাইন বোর্ড দিয়েছেন-উৎপাদন করা হয়। কিন্তু এতে শান্তির বাজারের মানুষও জানেনা ওখানে কি হয়। লোকাল মানুষও জানেনা ওখানে কি উৎপাদন হচ্ছে না হচ্ছে। সেটা তো জানা দরকার। কাজেই এই সব ব্যাপারে সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ডের উপরে কাটমোশান এনেছি। উনাদের এই প্রশাসন আমলা তান্ত্রিক নির্ভর প্রশাসন। এই সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী। তাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। এই অল্প কয়েক দিনের জন্য এত টাকা খরচ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। বিভিন্ন ভাবে পি, এল, সি, এল, কে, এল ইত্যাদি বানিয়ে সে টাকা উনারা পকেটস্থ করবেন। আপনাদের উত্তরে আপনারাই বলেছেন যেখানে আপনাদের টারগেট ছিল ১৫২টি সেখানে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে সেগুলি ফুলফিল করতে পারছে না কাজেই এই সমস্ত কাজগুলিকে আমি মানতে পারছি না। তাই মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া যে কাট মোশানগুলি এনেছেন এবং আমি যে কাট মোশানগুলি এনেছি তার সমর্থনে বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দগুলি ধরা হয়েছে আমি সেগুলিকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া এবং মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় যে কাটমোশানগুলি এনেছেন সেই কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এই কাট মোশানগুলি অনভিজ্ঞ ভাবে এবং জন বিরোধী কাট মোশান এনেছেন। আমি কেন অনভিজ্ঞ এবং জন বিরোধী কাট মোশান বললাম কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে কি ঘটছে উনারা মনে হয় সে দিকে যেতে চাইছেন না। গত ৪ বছর ধরে এই বিধানসভায় দেখছি যখন বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়, সেই সমস্ত আলোচনায় উনাদের কন্ঠে একটিমাত্র কথাই শোনা যায় যে বৈরী তোষণ এবং মন্ত্রীরা পকেটে করে সমস্ত কিছু নিয়ে যাচেছন। তাছাড়া উনারা গঠন মূলক কিছু বক্তব্য রাখতে চাইছেন না। আমরা উনাদের বার বার বলেছি আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন কারণ আপনারাও জনপ্রতিনিধি আমরাও জনপ্রতিনিধি কারণ আমাদের মিলিত প্রচেষ্টাতেই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হবে কিন্তু উনারা সে দিকে যাচেছন না। বিধান সভায় উনারা যে কাট মোশান এনেছেন আমার মনে হয় সেটা বিরোধী দল হিসাবে বিরোধীতা করার জন্যই এনেছেন। অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন ডিপার্টমেন্টে বেশী টাকা খরচ হয়ে যায় আবার অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন ডিপার্টমেন্টে টাকা অব্যয়িত থেকে যায় তখন এক ডিপার্টমেন্টের টাকা আর এক ডিপার্টমেন্টে এনে রি-এডজাষ্টমেন্ট করতে হয় তার জন্য অতিরিক্ত টাকা এনে। আমার ডিপার্টমেন্ট হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্র্যাফ্ট এবং সেরিকালচার ডিপার্টমেন্টের জন্যও অতিরিক্ত

টাকা চাওয়া হয়েছে। আমরা দেখছি কংগ্রেস আমলে কিছু চেয়ারম্যান সেই সমস্ত জায়গায় নিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু তখন উনারা সমস্ত কিছু নিজেদের পকেটে করে নিয়ে চলে গেছেন। আমাদের দায়িত্বশীল কিছু মাননীয় সদস্য এখন সেই সমস্ত জায়গায় চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন কিন্তু তারা কোন বেতন, ভাতা নিচ্ছেন না। যার ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রামে-গঞ্জে গেলে আপনারা অনেক কিছু দেখতে পারবেন। আপনারা যদি বাধারঘাটে যান তাহলে দেখবেন সেখানে সুতা কাটা থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুই হচ্ছে। কর্মসংস্থানের আরও সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য আমরা বিভিন্ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থা করেছি।

সুতার নাম করে প্রায় ৩০ লাখ টাকা নিয়ে গেল। এগুলির কোন হদিশই পেলামনা। আমরা অ্যানকোয়ারী করেও কোন ঠিকানাই পেলামনা এই লোকগুলি আছে কি নেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই কর্পোরেশানে যেখানে ২০/২৫ লাখ টাকার আইটেম বিক্রী হত সেখানে আমরা আসার পর আমরা টারগেট অ্যাচিভমেন্ট করেছি ৭৫ লাখ টাকার। আমরা গুডস বিক্রী করেছি এবং আমরা আরও বেশী আরটিজেনকে কাজ দিয়েছি। এইবার ফিনান্সিয়েল ইয়ারের ৯৬-৯৭ সালে আমাদের টারগেট ১ কোটি টাকার হ্যান্ডিক্র্যাফটসের গুডস বাইরে বিক্রী করব এবং সেই সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আমি মাননীয় সমীরবাবুর বিধানসভা এলাকাতে আমরা সেখানে ক্লাস্টার করেছি আমি মাননীয় সদস্য সমীরবাবুকে অনুরোধ করব সেখানে গিয়ে দেখে আসার জন্য কি ডেভোলাপমেন্ট হয়েছে। আমি উনাকে অনুরোধ করব, আজকে তাঁতীদের জীবন জীবিকার স্বার্থে সে যে ধরণের কাজকর্ম হচ্ছে সেই কাজকর্ম হচ্ছে সেটা উনারা চিন্তাও করতে পারছেননা যে এই ধরণের আজকে প্রডাকশান হবে, সেইল হবে। উইভারস্‌রা সেখানে সেইল করতে পারে। আজকে উইভারসদের জন্য একটা সেলস কাউন্টার খোলা হয়েছে, সেখানে প্রায় ১০ হাজার টাকা মাসে বিক্রী হচ্ছে। এই অবস্থাগুলি আজকে সৃষ্টি হয়েছে স্যার সমস্ত জায়গায়। আজকে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে আজকে মানুষের উন্নয়নের জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেইদিকে উনাদের কোন কথা নেই। উনাদের ভয় এই ধরণের পদক্ষেপ নিয়ে যদি আমরা প্রগ্রেস করতে চাই তাহলে জনগন কংগ্রেসের নাম ভুলে যাবে। এসময়ে জোট আমলে কংগ্রেস বলতে মানুষের মনে আতংক ছিল সেই আতংক থেকে মুক্ত দিয়ে মানুষ গনতান্ত্রিক পরিবেশে তার রুটি রোজগারের প্রশ্নে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের একটি মাত্র চক্রান্ত করেছে। সেটা হচ্ছে উগ্রপন্থী লেলিয়ে দিয়ে, ঐ ৮০ সনের মত দাঙ্গা লাগানো এবং তাদের মুখে একটাই শ্লোগান উপদ্রুত জারী কর, এই কায়দায় কোন লাভ হবেনা। সুতরাং আসুন শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য আপনারাও সহযোগীতা করুন এবং আমরা যেসমস্ত কাজকর্ম করছি, নিশ্চয়ই তাতে ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে, আপনারা যেটা আলোচনা করবেন কোনটা ভাল কোনটা মন্দ দেখবেন আমরা সেটা গ্রহণ করতে রাজি আছি। এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর অনভিজ্ঞ আপনারা কাটমোশান এনেছেন তাতে আপনারা

ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সর্বনাশ করছেন। আপনারা সেই সর্বনাশ থেকে বেরিয়ে আসুন, সহযোগীতা করুন, সহযোগীতার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে ত্রিপুরার উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসুন, এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে কোন তারিখ লিখিত নাই। আমরা আগে দেখেছি বাজেট ভাষনই হোক, আর সাপ্লিমেন্টারী ভাষনই হোক উপরে লেখা থাকে কত তারিখে দেওয়া হয়। গত ১১ই তারিখে রাজ্যপাল ভাষন রেখেছিলেন, যার উপরে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী ভাষন দিয়েছিলেন এই-সব জায়গাতে কোন তারিখ নাই। এখানে পণ্ডিত ব্যক্তিরা, বিজ্ঞবান ব্যক্তিরা, জ্ঞানপাপীরা আজকে সেখানেই বুঝা গেছে উনারা কিছুই জানেননা। আমরা যে বিজনেস অ্যাডভাইজরী কমিটিতে বসেছি, লিস্টে আছে ইনটোনডাকশান অফ দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল ১৯৯৭ ত্রিপুরা বিল নাম্বার ফোর অফ ১৯৯৭ (এ) (বি) ইনট্রডাকশান অফ দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল নং থ্রি, বিল ১৯৯৭, ত্রিপুরা বিল নং ফাইভ অফ ১৯৯৭, এটা আগামী ২৭ তারিখে ইনটোডাকশান করা হবে। এরাও জানে, এই পণ্ডিত ব্যক্তিরা জানা সত্ত্বেও আজকে এখানে বলছে যে এই কয়েকদিন মধ্যে বিশেষ করে এই সমস্ত টাকা খরচ করতে পারবে।

এই পণ্ডিত ব্যক্তিরা জানেন যে এই সমস্ত টাকা এই কয়েকদিনের মধ্যে পাশ হলে পরে তার জন্য আবার এপ্রোপ্রিয়েশান বিল করতে হবে, এই এপ্রোপ্রিয়েশান বিল যদি না হয় তো কোন টাকাই খরচ করতে পারবে না, এটা কি এই পণ্ডিত ব্যক্তিদের মাথায় ঢোকে না। এই বিলটা ২৯ তারিখ পাশ হবে, ২৯ তারিখে পাশ হলে পরে এই বিলটা যাবে গভর্ণরের কাছে এইভাবে হয়ে যাবে ৩০ তারিখ, তারপর আর বাকী থাকবে মাত্র এক দিন। এত টাকা এই একদিনে তারা কিভাবে খরচ করবেন। এই সাপ্লিমেন্টরী বাজেটে যে টাকাটা ধরা হয়েছে এটা তারা খরচ করবেন তাদের কেডার এবং তাদের পোষা উগ্রপন্থী যারা আছে তাদের জন্য। কারণ বাকীতে তারা উগ্রপন্থীদের সারেন্ডার করিয়েছে এই যে বাকীতে ৪ হাজার উগ্রপন্থী সারেন্ডার করিয়েছে তাদের জন্য এই টাকাটা যেহেতু খরচ করা হবে এবং যেহেতু এই টাকাটা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের জনগনের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে না সেহেতু আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারি না। আমি আমার পন্ডিত বন্ধুদের অনুরোধ করব আপনাদের এই দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করুন আপনারা তো সবাই পন্ডিত, আর আমরা সবাই হচ্ছি বোকা, অনবিজ্ঞ, কিছুই বুঝি না। আপনারা যে সবাই পন্ডিত সেটা আপনাদের বক্তব্য শুনেই বোঝা যায়, আপনারা পণ্ডিত বলেইতো আপনাদের বক্তব্যের শুরুতেই বলতে শুরু করেন যে, বিরোধীরা অনবিজ্ঞের মত কাটমোশান

এনেছে, ওরা কিছু বোঝে না। তা আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনারা যখন বিরোধী ব্যাঞ্চে ছিলেন তখন ওনারাও কি অনবিজ্ঞ আর বোকা ছিলেন। স্যার, তাদের পান্ডিত্যের কথা আর বেশী বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনা। আমি আমার বন্ধু অমলবাবু সহ আমাদের যে কাটমোশান গুলি এখানে আনা হয়েছে আমি সেগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, ওনারা বলেছেন যে, বিরোধীরা কিছু বোঝেন না, কেন্দ্র থেকে টাকা আনতে পারেন না। রাজ্যের জন্য কিছু করতে পারেন না। ওনারা এইভাবে নিজেদেরকে এত পন্ডিত ভাবলে চলবে না। স্যার আমার ডিমান্ড নাম্বার ১৪ এর মেজর হেড ৪৮০১, এখানে বলা হয়েছে That the amount of the Demand be reduced by Rs. 5000-/ to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to Control and eliminate wasteful expenditure on Transmission live etc."
স্যার, এখানে ২০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে অথচ আমরা দেখেছি এর আগেও এই খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে। ....

এইখানে কি দেখি, স্যার, যার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা আগে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সনের বাজেটে নেওয়া হয়েছে। তারপর প্রথম সাপ্লিমেন্টারীতে নেওয়া হয়েছে, এরপর এখন আবার সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারী চাওয়া হয়েছে। কাজেই এইটাই প্রমান করে বার বার সাপ্লিমেন্টারী আনা এইটা প্রমান করে যে উনারা বিজ্ঞ ব্যাক্তি না, উনারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি না। স্যার, যারা ভাল ছাত্র তারা একবারেই 'মাধ্যমিক পাশ করে ফেলে, আর যারা আমার মত অনভিজ্ঞ তারা দুই তিনবার দিয়ে কম্পার্টমেন্টাল পায় তারপর পাশ করে। কাজেই এখানে যারা বিজ্ঞ পন্ডিত আছেন তাদেরও দুই তিন বার করে সাপ্লিমেন্টারী আনতে হয়। কাজেই এইটা ভাওতা, এইটা ভাওতা ছাড়া আর আর কিছু নয়।

আমরা দেখেছি বলা হয়েছে যে এইটা ট্রেন্সমিশন করবে, সবকিছু করবে, কিন্তু কোথায়? আজকে আটঘন্টা দম বন্ধ হয়ে বসে আছি কত আর টাকা চাইবেন? একটা আশ্চার্য্য রিপ্লাই দিলেন, যেখানে বিদ্যুতের অভাবে পরীক্ষার্থীরা পড়াশুনা করতে পারছে না, তারা কষ্টভোগ করছে এরপরেও তারা পান্ডিত্যের দাবী করছেন।

আরেকটা এখানে বলা হয়েছে ডিমান্ড নাম্বার ১৬, মেজর হেড ২২১০. স্যার, এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এইখানে যারা সাপ্লিমেন্টারীর স্বপ্ন দেখেন, তাদের এইটা বুঝা উচিৎ যে এই জিনিসটা কি। এখানে বলা হয়েছে যে ফেইল্যুরটু কন্ট্রোল অ্যান্ড এলিমিনেট ওয়েস্টফুল এক্সপেন্ডিচার অন ইল্‌নেস অ্যাসিসটেন্স।

আজকে আমরা কি দেখি, আঠারমুড়াতে দেখি, ফিল্মতে দেখি, মহারাণীতে দেখি, উদয়পুরে দেখি, জি, বি, তে দেখেছি যারা অসুস্হতার জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে দরখাস্ত করে তাদের

টাকা না দিয়ে আর্থিক সাহায্য না দিয়ে তাদের ফেরত দেওয়া হয়েছে। আজকে গ্রামে গঞ্জের মানুষ যারা শহরে একটু আর্থিক সাহায্যের জন্য, অ্যাসিসটেন্স পাওয়ার জন্য আসে তাদের কোন অ্যাসিসটেন্স দেওয়া হয় না। সেইজন্যই বলা হয়েছে একসপেন্ডিচার ওয়েস্টফুল। এইজন্যই আমরা কাটমোশান আনতে বাধ্য হয়েছি। যদি সত্যিকারে গরীব মানুষকে সাহার্য্য করা হত তাহলে আমাদের কোন অবজেক্‌শান ছিল না। আরো কাট মোশান আনতে পারতাম এবং সবগুলির উত্তর দিতে দিতে মন্ত্রীদের মাথা গরম হয়ে যেত, এক একটা কাট মোশানের জবাব দিতে দিতে তাদের মুখে ফেঁনা উঠে যেতো। কাজেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য আর না বাড়িয়ে এখানেই শেষ করছি। যতই বলব ততই তাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হবে, আমি তাদের গাত্রদাহ করতে চাই না। কাজেই, এখানে যে সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারী আনা হয়েছে এইগুলির সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে এবং আমার দুইটি কাট মোশান এবং মাননীয় সদস্য অমলবাবু কর্তৃক আনীত তিনটি মোট পাঁচটি কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবিমল সিন্‌হা মহোদয়।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ডকে সমর্থন করে এবং কাট মোশানের বিরোধীতা করে দুই-একটা পয়েন্ট নিয়ে এখানে আলোচনা শুরু করছি। এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে। মাননীয় সদস্য রতনবাবু দীপকবাবুকে বলেছিলেন আমার সেটা সঠিক মনে হচ্ছে না, তবে বলেছিলেন স্লাম ডেভলাপমেন্টে বরাদ্দকৃত টাকাটা নিয়ে। স্যার, আমাদের গ্রামাঞ্চলে একটা কথা আছে, "আহাম্মক নাম্বার নয় ঘরের কথা বাইরে কয়"। আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আশীষবাবু। স্লাম মেনেজমেন্টের দেখাশুনা আমরাও করি উনারাও করেন যৌথভাবে করি। কংগ্রেস (ই)র মধ্যে অনেক ঝুট-ঝামেলা আছে এটা আমরা সবাই জানি। তবে এখানে আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করতে চাই না। এখানে কোন মেম্বার ভাল করছে না, এই কথাটা বলে ভাল করেন নাই উনি। স্লাম ডেভেলাপমেন্টের টাকা কি কারণে চাওয়া হয়েছে সেটা আমি পরে বলছি। কিন্তু এটা তিনি যেভাবে এখানে বলেছেন সেটা ঠিক না। এটা আগের কোন পরিকল্পনা নয়। নূতন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা এটা। এই পরিকল্পনাটা বাস্তবায়নের জন্যই টাকাটা এখানে চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে ওটা ঠিক করার দায়িত্ব অলরেডি ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখানে মিউনিসিপ্যালিটিতে যারা কাউন্সিলার আছেন তারাও সেটা কাউন্সিল মিটিংএ অনুমোদন করেছেন এবং এটা ফাইন্যাল হয়ে গিয়েছে। এটা নূতন কিছুই নয়। উনি হয়ত সেটা জানেন না বা উনাকে জানানো হয় নাই। উনার কংগ্রেস (ই) বন্ধুরা উনাকে না জানালে আমি কি করতে পারি?

মাননীয় সদস্য রতনবাবু এখানে বলেছেন যে মোহনপুর হাসপাতালে কোন এমবুলেন্স নেই। উনি এটা বলে ফেলেছেন হাউসে দাঁড়িয়ে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, উনি 'স্যন্দন পত্রিকা' আর

আগরতলা ছাড়া এলাকার খবর রাখেন না। উনার এলাকার খবর রাখলে উনি বলতে পারতেন না যে সেখানে এমবুলেন্স নেই। এমবুলেন্স অলরেডি দেওয়া হয়েছে এবং এমবুলেন্স চলে গিয়েছে সেখানে। মাননীয় সদস্যের বাড়ী সেখানে। তিনি গিয়ে দেখতে পারেন হাসপাতালে এমবুলেন্স গিয়েছে কিনা? রেজিস্টার দেখতে পারেন তিনি। উনি একটি চিঠি দিয়েছিলেন মোহনপুর হাসপাতালে একটি এমবুলেন্স দেওয়ার জন্য। আপনার চিঠির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এটা করা হয়েছে। এমবুলেন্স দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি জানেন না এটা যে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ : আজকে গিয়েছেন নাকি?

শ্রীবিমল সিনহা :— (মন্ত্রী :— না আজকে নয়, অনেক আগেই গিয়েছে।

মাননীয় সদস্য রতিবাবু এখানে কুয়ার ব্যাঙ ইত্যাদি বলেছেন। উনার মত আমরাও দীর্ঘদিন থেকেই বিধানসভার সদস্য হিসাবে নির্ব্বাচিত হয়ে আসছি। উনার হয়ত একটি কথা মনে আছে। সেটা দশরথদা বলেছিলেন এবং আমারও মনে আছে। এই রকম কথা বলতে গিয়ে দশরথদা একবার বলেছিলেন 'একটা ব্যাঙ নাকি শহর দেখার জন্য রওয়ানা হয়েছিল কোন একটি নালা থেকে। একটি ছোট ব্যাঙ তখন কেঁদে বলছে আমাকেও শহর দেখাও। বেশ কিছুটা থপ্-থপ্ করে যাওয়ার পর ছোট ব্যাঙটি বড় ব্যাঙটিকে বলছে, শহর আর কত দূর? ব্যাঙের চোখ পিছনে থাকাতে শুধু কচু বন দেখতে পাচ্ছে শহর আর নজরে পড়ছে না। কাজেই, শহরে এসেও শহর আর দেখা হল না''। বিধানসভায় দশরথদা এটা বলেছিলেন। আমাদের দূরাবস্থাটাও এই রকম। হাসপাতালে ঔষধ নেই, অনেক কিছুই নেই এটা আমি অস্বীকার করছি না। হাসপাতালে দূরাবস্থা আছে এবং ডাক্তাররা টাইমলি থাকেন না এমন অভিযোগও আছে। এগুলি আমি অস্বীকার করি না। খাদ্যের মান কোন কোন সময় নিম্ন মানের হয় এটা ঠিক তবে আমারা এর থেকে উত্তোরনের চেষ্টা করছি এবং চেষ্টা করছি কি করে সুন্দরভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে হাসপাতালগুলিকে কিছুটা ফিরিয়ে আনতে পেয়েছি আমরা। উনারা এখানে প্রশ্ন করেছেন মাত্র ১১ দিনের মধ্যে টাকাটা কি করে খরচা করা সম্ভব? বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এমন কোন জাদু দন্ড নেই যে আমরা ১১ দিনের মধ্যেই টাকাগুলি খরচা করতে পারি। আমি বিরোধীদের হাতজোর করে অনুরোধ করব একবারের জন্য আজ কালের মধ্যে আপনারা হাসপাতালগুলি ঘুরে আসুন। যেমন ধরুণ আম্বেদকর হাসপাতাল। সেখানে যন্ত্রপাতি আধুনিকরণ করা হচ্ছে। চোখের জন্য অত্যাধুনিক মেশিন আনা হয়েছে। চোখের গ্লোকমা অপারেশন এক মিনিটে এবং তার রিডিং আছে। কোনিয়া অপারেশন এর মত সব ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, সেখানে।

চোখের যেকোন অপারেশান হওয়ার মত সমস্ত কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। তারজন্য ৩৬ লক্ষ

টাকা দাবী করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জিনিসপত্র পেঁাছে গেছে, এখন পেমেন্ট করতে হবে। পেমেন্ট না করলে ওদের জিনিস তুলে নিয়ে যেতে হবে নতুবা এটা একটা বিরাট রকম কেলাংকারী হবে। এই যে ঘটনা ঘটছে তারজন্য আমরা সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট তাড়াহুড়ো করে চেয়েছি যে কিছু টাকা দিতে হবে। এরমধ্যে মেশিনপত্র আনা হয়েছে। কিন্তু আমরা দুঃখিত মৃনালবাবুর উপর. বারবার বলেছি ভাল মেশিন আনেন. সব মেশিন এনেছেন কিন্তু একটা মেশিন আনেন নাই। আমি বলেছি দরকার হলে শংকর নেত্রালয়ে যান, দরকার হলে বাইরে কোথাও আমেরিকা যান। কি মেশিন যারা দেখে দেখেন না তাদেরকে দেখানোর জন্য। সব মেশিন আনলেন কিন্তু যারা দেখে দেখেন না সেই মেশিন তিনি পাননি। এখন আমি কি করি? এই মেশিনের কোথায় ঠিকানাটা পাই তা আমার জ্যেষ্ঠ দাদা. সমীরদা এটাজানি এখন এখানে লেখে কিনা কে জানে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনারা বলেছেন যে টাকা খরচ হয়না। এখানে কোন একসেস টাকা চাওয়া হয়নি। এখানে রিজিওনাল ফার্মাসিটিক্যাল ইনস্টিটিউট ১৯৯৫-ইং সন থেকে এন, ই, সিতে টাকা পরে আছে এটা হেন্ডওভার করা হয়নি। যেহেতু কাজ হয়নি আপনারা গেলে দেখতে পাবেন রাস্তার পাশে তার ওয়ালটা ভেঙ্গে পড়ছে তারজন্য চারপাশে দেওয়াল হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, এটার জন্য ৩ লক্ষ কিছু টাকা দাবী করা হয়েছে। এটা কোন নতুন না অলরেডি করা হয়েছে কাজ। শেষ যে কথাটা আমি বলতে চাই যেটা রতিবাবু বলেছেন। এটা ঠিক এটা বলা স্বাভাবিক আমার পক্ষেও স্বাভাবিক। আমি বিরোধী দলে না, ট্রেজারী বেঞ্চে থাকলেও এটা আমি বলতাম যে, ৬ কোটি টাকা আপনারা চাইলেন ১১ দিনের মধ্যে ৬ কোটি খরচ করবেন এটা অনেকে না বুঝার সুযোগ আছে। কারণ এটা জানেন না। আমাদেরও অনেকে জানেন না. আমি নিজেও জানতাম না এই ধরণের একটা ব্যাপার। এটা হচ্ছে, তিনি নিজে অভিযোগ করেছেন এই মাত্র যে বাইরের লোকরা এসে টাকা পয়সা কি ট্রাইবেল কি নন ট্রাইবেল, গরীব যারা আছে একটা দামী ঔষধ কিনতে পারে না অনেক অসুবিধা হয়. ওদের জন্য এবার প্রথম ভারতবর্ষের নতুন ইনভেনশন বলা চলে কেন্দ্রীয় সরকার একটা স্কীম করেছেন ন্যাশানাল ইলনেস অ্যাসিসটেন্স ফান্ড। এই যে এন, আই. এ, এফ ওরা নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যেও এই রকম ফান্ড করবার জন্য। নাম দিয়েছে স্টেট ইলনেস অ্যাসিসটেন্স ফান্ড। এই ফান্ড ওরা করেছেন আমাদেয় ফান্ড করতে বলেছেন এবং একটা সোসাইটি করতে বলেছেন। এটার জন্য আমরা সেই সোসাইটি করছি। অলরেডি এটা লাস্ট মুহূর্তে পাওয়া গেছে। শর্ত হচ্ছে যে টাকা আমরা দেব তবে অর্দ্ধেক ওরা দেবে। দেট ইজ যদি এখানে ৪ কোটি দেয় তাহলে ওরা ২ কোটি দেবে। আমরা সেই টাকাটা আবার ইউনিয়ন টেরিটরি এবং স্টেটের জন্য আমাদের মত ছোট ছোট স্টেটের জন্য ত্রিপুরা, মণিপুর এসবের জন্য ২ কোটির বেশী হতে পারবে না। এখানে আমরা ৬ কোটি টাকা দাবী করেছি তবে ৩ কোটি না হবে এক তৃতীয়াংশ।

দুই কোটি টাকা আমরা পেতে পারি। সেই কারণে দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের সাহায্য করার

জন্য এটা করা হয়েছে। যেটা আগে ছিল না। এটা রতিবাবু ও জানেন না যেমন আমরাও জানি না। এটা নূতন স্কীম। সেটি না আনার কারণেই এখানে তর্ক হচ্ছে। এখন এই তর্কে অবকাশ হতে পারে। এই কারণে এখানে ছয় কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। এটা এখন খরচ করার কোন কথা না। এটা এখন দিলেই তাঁরা কথা দিয়েছে যে তারা দুই কোটি টাকা দিবে। সেই কারণে এই ফান্ড এখানে চাওয়া হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য সেন্ট্রাল স্পনসর স্কীমের কিছু ট্রেনিং যেমন এম, সি, এইচ, ট্রেনিং, এম, পি, ডব্লুউদের ট্রেনিং, এইগুলি রোটিন ওয়ার্ক প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে। এখন মাল্টি পার্পাস ট্রেনিং এর জন্য এই টাকা খরচ করা হচ্ছে। সেই কারণে কিছু টাকা চাওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে যে টাকা এখানে চাওয়া হয়েছে এটাকে বিরোধীতা করার কোন যুক্তি নেই। সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী।

শ্রী তপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো আগেও বলেছি, আমি শুধু দুই একটি কথা বলব। ওনারা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে যে কাট মোশন এনেছেন এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষি বিরোধীতায় নয়, কৃষকদেরও বিরোধিতা তারা করছেন। আজকে যদি এই সংবাদ কৃষক জনগণের কাছে গিয়ে পৌছায় তাহলে তাদের অবস্থা কি হবে আমরা এখানে থেকে অনুমান করতে পারছি না। কাজেই, এই সমস্ত অযুক্তি যে বিরোধিতা এটা কোন মানে হয় না। এখনো সময় আছে তারা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। এবং এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী সেটাকে সমর্থন করে মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার জায়গা করে নিতে পারবে বলে আমি আশা করি। এই বিশ্বাস রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারী পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এবং বিরোধী সদস্যরা যতগুলি ডিমান্ডের উপর কাট মোশান এনেছেন সেগুলিকে বিরোধীতা করে কিছু কথা বলব। এখানে পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট কিছু সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ড করেছেন, চাওয়া হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে,— এটা আমি একটু আগেও এই হাউসে বলেছি বিদ্যুতের জন্য সারা রাজ্য তাকিয়ে আছে এবং বিদ্যুৎ উন্নয়নের সোপান নিয়ে এটা এখানে আনা হয়েছে। সেটি আমি জানি না কেন ওরা বাঁধা সৃষ্টি করছে। রুখিয়াতে যে আমরা ইউনিটগুলি তৈরী করছি পাওয়ারের জন্য যদি জেনারেট করি তবু আনতে পারব না যদি না আমরা বিদ্যুৎ বাহী লাইন তৈরী করতে না পারি।

কন্ট্রাকটরকে খুব দ্রুত কাজ করার জন্য বলেছি। ওরা খুব দ্রুতলয়ে কাজ করছেন। আগামী মাসে কাজ শেষ করার জন্য বলেছি। তারজন্য ওরা জিনিস পত্র এনেছেন। এরজন্য টাকার দরকার। আমাদের রাজ্যে টাকার দরকার আছে এটা সবাই জানেন। আমরা যা চাই, সেটাও পাচ্ছি না। কেন্দ্র যাতে টাকা দেন সেটা আমাদের দেখতে হবে। স্যার, এটা জানাই আছে, বাজেট করার সময় যা হয়, অতিরিক্ত কিছু বাজেটে ধরা হয়। পরে সেগুলিকে কোন খাতে এডজাষ্টমেন্ট করে দেওয়া হয় লাষ্ট মোমেন্টে। অন্যরা না জানলেও এটা সমীরবাবু বুঝবেন। তিনিত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। উনি বলেছেন ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে। উনিও বলতেন। আজকে মানুষ উনাকে ওদিকে ঠেলে দিয়েছে বলে উনার বড় দুঃখ। শুনে খুশী হবেন, সোনামুড়া বিলোনীয়াতে একটি ৬০ কে, ভি, লাইন করছি। রবীন্দ্রনগর থেকে যাতে বিদ্যুৎ পাঠাতে পারি। আগরতলায় ১৩২ কে, ভিএর একটি সাব ষ্টেশন করছি। তারজন্য টাকার দরকার। তা সত্বেও প্রয়োজন আছে। আর আপনারা এটার বিরোধিতা করছেন? অন্যরা না হয়, এটা বুঝেন না, কিন্তু সমীরবাবুও কি বুঝেন না? আপনাদের বিকাশের জন্যও টাকা চেয়েছি। প্রাণী বিকাশের জন্য। হায়ার এডুকেশানে টাকা চেয়েছি। হায়ার এডুকেশানে দু'টি কারণে চেয়েছি। এক নাম্বার কারণ হচ্ছে, বিদ্যাং বিনয়ং দদাতি। সমীরবাবুর জন্য এটা দরকার। যদি সমীরবাবুর কিছুটা বিণয় হয়, তাহলে ত্রিপুরার মানুষ খুশী হবে। যে যে রকম দুর্বিণত ব্যবহার করেন এটা কমানোর জন্য চেয়েছি। আপনারা জানেন এখানে হায়ার এডুকেশানে অনেকগুলি কন্সট্রাকশন দরকার। প্রতিটি সাব ডিভিশানে কলেজ আছে। রাজ্যে ১৪টি কলেজ আছে। সব কলেজে কন্সট্রাকশনের কাজ শেষ হয়নি। সব কলেজে প্রয়োজনীয় ফার্নিচার নেই। তাছাড় ইউনিভার্সিটির কন্সট্রাকশন হচ্ছে। সেখানে ফার্নিচার লাগবে এর জন্য খরচা আছে। স্যার, কাজ ১১/১২ দিনে হয় না। এটা না বুঝলে হবে না। কাজ হচ্ছে, কাজ চলছে। এখন অতিরিক্ত টাকা দরকার। শিক্ষার সরঞ্জামের দরকার। পশুদের মানুষ করার জন্য টাকার দরকার। সরঞ্জাম কেনার জন্য টাকার দরকার। টাকার প্রয়োজন আছে শিক্ষার সম্প্রসারনের জন্য।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে সব কলেজ আছে. উইনিভার্সিটি আছে, টেকনিক্যাল কলেজ আছে, ল্য কলেজ আছে সেগুলির জন্য যে সমস্ত ইকুইপমেন্ট দরকার, সেগুলি কেনার জন্য টাকার দরকার। আমরা কি সব জিনিষ কিনতে পেরেছি, তাতো পারিনি। তাহলে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বাধা দিচ্ছেন কেন? তারা কি শিক্ষার সুযোগ দেবেন না, তারা কি ত্রিপুরার রাজ্যকে অশিক্ষিত করে রাখতে চান, আমি তো তাদের বিরোধীতার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা যে টাকা চেয়েছি আমি আশাকরি বিরোধী সদস্য মহোদয়রা অন্ততঃ এটাকে সমর্থন করবেন। সারা জীবন ধরে উনারা অনেক অন্যায় কাজ করেছেন, ত্রিপুরা গত পাঁচ বছরে উনারা অনেক পাপ

করেছেন। আমি আশা করব এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করে উনারা উনাদের পাপস্খালন করবেন। অবশ্য তাঁরা সেটা করবেন কিনা জানিনা। স্যার, গ্রাম দেশে একটা প্রবাদ আছে চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। স্বাধীনতার পর থেকেই উনাদেরকে বলে আসছি, কিন্তু উনারা তা কোন দিনই শুনেনি। ফলে আজকে তাদের কিছু শাস্তি হয়েছে। কেন্দ্রে শুনেনি তাই তাদের শাস্তি হয়েছে, এখানেও কিছু শাস্তি হয়েছে, পুরো শাস্তি হয়নি, তবে হবে। স্যার, লেবার দপ্তরের জন্য আমরা টাকা চেয়েছি। যে বিষয়টা নিয়ে সুপ্রীম কোর্টেও আলোচনা হয়েছে, গোটা বিশ্বে আলোচনা চলছে সেটা হচ্ছে চাইল্ড লেবার। ইলিমিনেশান অব চাইল্ড লেবার এবং এর মধ্যে বিশ্বের লেবার সংস্থাগুলিও অংশদার হচ্ছেন। আজকে দেশে দেশে এটা চলছে, হ্যাজার্ড, নন হ্যাজার্ড ইন্ডাষ্ট্রি যেগুলির মধ্যে এই সমস্ত শিশু শ্রমিকরা আছে তাদেরকে সেখানে থেকে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ওদের পরিবারগুলির জন্য কিছু সাহার্য্যের ব্যবস্থা করা। এই চাইল্ড লেবার ইলিমেনেশানের জন্য বিভিন্ন ধরণের স্কীম চালু হয়েছে। সেটাকে আমরা এখানেও প্রয়োগ করতে চাইছি। বারবার আমরা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের কাছে চাইল্ড ইলিমিনেশানের জন্য স্কীম পাঠিয়ে টাকা চেয়েছিলাম কিন্তু ওরা দিলেননা। ৮৫০ কোটি টাকা বিশ্ব সংস্থা থেকে গভার্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া পেয়েছেন যাতে চাইল্ড ইলিমিনেশানের জন্য প্রগ্রাম করা যায় কিন্তু কতগুলি গ্যাঁড়াকল করে টাকা গুলি আমাদের দিলেননা। আমরা এখন কেন্দ্রের বর্ত্তমান সরকারের কাছে বলেছি উনারা বলেছেন ফার্ষ্ট ফেইজে ১১টা রাজ্যে করবেন তারপর আস্তে আস্তে সব রাজ্যেই দেবেন। এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট এই শিশু শ্রমিকদেরকে যে বয়সে তাদের লেখা পড়া করার কথা, স্কুলে যাওয়ার কথা, যাদের আগামী দিনের নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার কথা, সেখানে তাদেরকে চায়ের দোকানে কাপ হাতে দেখা যাচ্ছে, রাস্তার পাশে বসে ইট ভাঙছে, মেয়েরা বাড়ী বাড়ী কাজ করছে। আমি জানিনা আমাদের বিরোধী সদস্য মহোদয়দের মনে তাদের জন্য কোন মমত্ববোধ আছে কিনা, তাদের জন্য তাঁরা কোন চিন্তা ভাবনা করেন কিনা ? আজকে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ আজকে তাদের জন্য ভাবছে, আগামী প্রজন্মে কথা ভেবে তাদের প্রতি সহনুভুতি জানিয়ে তাদেরকে এই দুরবস্থা থেকে বাইরে এনে মানুষের মত গড়ে তুলতে চাই। দুঃখ হয় স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও আমাদের বলতে হয় আমাদের চাইল্ড লেবার থেকে গেছে। এটাতো হওয়ার কথা নয়, আমাদের সংবিধানেতো এমন কোন ব্যাপার নেই। সংবিধানের নির্দেশ ছিল এই বয়সের ছেলেমেয়েরা বই হাতে করে স্কুলে যাবে। সেটা না হয়ে আজকে দেখা যাচ্ছে তারা চায়ের দোকানে কাজ করছে, রাস্তার পাশে বসে ইট ভাঙছে।

যাদের দায়িত্ব ছিল ভারতবর্ষ চালানোর, যাদের দায়িত্ব ছিল তাদের মানুষ করে তোলার জন্য তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করেননি। না করে নিজেদের স্বার্থে পুঞ্জীভূত ভাবে সমস্ত কিছু কুক্ষি-

গত করেছেন। শত শত, কোটি কোটি টাকা নিজেদের পকটস্থ করেছেন। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের এই ভাবে ভিক্ষুকে পরিনত করেছেন। স্যার, কয়েক দিন আগে পত্রিকায় উঠেছে আপনিও নিশ্চয়ই দেখেছেন যে আমাদের দেশের ছেলেদের তাদের উদ্ধার করে আনা হয়েছে। সেই শিশুদের কল্যানের জন্য সুপ্রিম কোর্ট কিছু দিন আগে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তাঁদের লেখাপড়া এবং মানুষের মত বাঁচার অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু তার জন্য আমাদের বাজেটে আলাদা টাকা ছিল না তাই অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা এখানে দিতে হয়েছে তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কি চান এই সমস্ত শিশুরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে মরে যাক ? ওরা চাইতে পারেন কিন্তু আমরা পারিনা। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনাদের যদি সামান্যতম দরদ অবশিষ্ট থাকে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে আসুন আমরা সকলে মিলে এইগুলি সমর্থন করি এবং বিরোধী দল হিসাবে বিরোধীতা করতে হবে এটা মনে করবেননা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল হিসাবে যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব আপনারা পালন করবেন এই আশা আমি রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা সেই রাস্তা ছেড়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করুন। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেই সমস্ত কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, বিভিন্ন দপ্তরের যে সমস্ত ডিমান্ডগুলি উপস্থিত করা হয়েছে সেই সমস্ত ডিমান্ডগুলিকে আমি সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয় যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেই সমস্ত কাট মোশান গুলির বিরোধীতা করে আমরা বক্তব্য শুরু করছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করছি তাদের যে নেভেটিভ এ্যাটিচ্যুড্ সেটা তারা পরিত্যাগ করুন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি কল্পে তারাও আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করুণ এই আবেদন রাখছি। যেহেতু অন্যান্য মন্ত্রীরা বিভিন্ন ডিমান্ডের উপর বলে-ছেন কি কারণে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সে জন্য আমি আর বিস্তারিত ভাবে বলছি না। সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীম এবং বিভিন্ন ডেভেলাপমেন্ট স্কীম যেগুলির জন্য অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে সেগুলির টোট্যাল প্রস্তাবকেও আমি সমর্থন করছি। ডিমান্ড নাম্বার থ্রিতে মান-নীয় সদস্য অমল মল্লিক কাট মোশান এনেছেন এবং তিনি বলেছেন যে সেখানে অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেই ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত গাড়ীগুলি আছে সেগুলির অনেকগুলি নষ্ট হয়ে গেছে এবং পেট্রল কিনতে হয়েছে তাই সেখানে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। দিল্লীর

ত্রিপুরা ভবনের কথাও মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক বলেছেন অনিমিত কর্মীদের যে ক্যাশ টাকা দেওয়া হয়েছিল তার এডজাষ্টমেন্ট ছিল না। সেটা হচ্ছে জোট আমলের ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সালের কথা।

সেই ২৭ হাজার টাকা আমাদের অ্যাডজাষ্টমেন্ট করতে হয়েছে। গত ২৬.২.৯৭ইং তারিখে তার আমরা অ্যাপ্রোভেল দিয়েছি ৮৮ থেকে ৯০ পর্যন্ত। তাছাড়া ওখানে আরও ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা আছে নানারকম জিনিষ পারচেজ করেছে, ভাউচার টাউচার কিছু নাই। ৪-৫ বৎসর পর এইগুলি ঠিক করার জন্য সেদিন আমরা অ্যাপ্রোভেল দিয়েছি। স্যার, ডিমান্ড নং ৩ এতে মেডিকেল রি-অ্যামবারেসমেন্টের জন্য ধরা আছে ৫৫ হাজার টাকা। তার মধ্যে স্পেশ মেকারের দাম আছে, অন্যান্য যেসমস্ত অ্যামপ্লয়ীরা পায় সেই টাকা, সেগুলি ধরা আছে। স্যার, আমার ডিমান্ডের মধ্যে ডিমান্ড নং ৫ হচ্ছে ইউসুফ কমিশন, তোতনাবাড়ীতে যে ঘটনা হয়েছে তা নিয়ে রিটায়রড্ হাইকোর্টের জাজ দিয়ে একটা কমিশন বসানো হয়েছে, তার জন্য টাকা ধরা হয়েছে। স্যার, ডিমান্ড নং ৮ এ আছে টি, পি, এস, সির জন্য ধরা আছে। তার যে অ্যাডভারটাইজমেন্ট করতে হয়, ইন্টারভিউ ইত্যাদির জন্য, গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি পেট্রলের দাম তার জন্য ওখানে ধরা আছে ৫ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য ধরা আছে যেটা স্টেইট ইনসটিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান অ্যান্ডরুর‍্যাল ডেভোলাপমেন্ট এটার জন্য ট্রেনিং হয় বিভিন্ন কর্মের তার জন্য ৮ লাখ টাকা ধরা আছে। আর অন্যান্য ডিমান্ডের মধ্যে বিশেষ করে যেটা হেল্থ মিনিষ্টার বলেছেন যা ডিমান্ড রাখা হয়েছে তার যে টোট্যাল টাকা তার মধ্যে কন্ট্রিবিউশানটু স্টেইট ইউনিসেফ অ্যাসিসটেন্স বাই স্টেইট গভর্ণমেন্ট অ্যান্ড সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ইন রেশিও অফ টু ইজ টু ওয়ান। এটার জন্য ৬ কোটি টাকা ধরা আছে। কাজেই এখানে ওরা যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি টিকেনা। আমরা জনগনের কল্যানের জন্য কাজ করতে চাই। এই বৎসরের শেষে সেন্টালি স্পনসর্ড স্কীমের টাকা ব্যয় সম্ভাবনা আছে, আমাদের রি অ্যাডজাষ্টমেন্টের দরকার। তার জন্য আমরা উপস্থিত করেছি। আশা করি বিরোধী সদস্যরা তাদের কাটমোশানগুলি তুলে নিয়ে ডিমান্ডগুলি সমর্থন করবেন, এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

Voting on the Second Supplimentary demands for grants for 1996-97.

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ১৯৯৬ ৯৭ ইং সালের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি ১৯৯৬-৯৭ ইং আথিক সালের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। যদি সংশিস্ট ডিমান্ডের উপর কোন ছাটাই প্রস্তাব থাকে তবে সেগুলো প্রথমে ভোটে দেওয়া হবে। তারপর কার্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত মূল ডিমান্ডটি ভোটে দেওয়া হবে।

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion (s) on the Demand No-3 moved by Shri Amal Mallik, Major Head 2070, that the amount of the Demand be reduced by Rs 5000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz

'Failure to control & eliminate wasteful expenditure on the establishment & management of Tripura Bhawan'.

Major Head—2052, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 5000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz

'Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Motor vehicles'.

The Motion (s) were put to voice vote and lost

Mr Speaker :— Now, I am putting the Demand No-3 to vote. The question before the House is the Demand No-3 moved by the Hon'ble Dy. Chief Minister, that further a sum not exceeding of Rs. 32, 25 000/- be granted to defray the charges which will come in course of pament during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No-3 under the following Major Heads :—

2052— Secretariat General Services. Rs 29,80,000/-

2070— Other Administrative Services Rs. 2,45,000/-

The Demand was put to voice vote and Passed.

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No-5 to vote. The question before the House is the Demand No-5. moved by the Hon'ble Dy. Chief Minister, that further a sum not exceeding of Rs. 2,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No—5. under the following Major Head.

2070— Other Administrative Services. Rs. 2,00,000/-

The Demand was put to voice vote and Passed.

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No-7 to vote. The question before the House is the Demand No-7 moved by the Hon'ble Dy. Chief Minister, that further a sum not exceeding of Rs. 1,95,000/ be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending of the 31st March, 1997 in respect of Demand No-7 under the following Major Head.

2070—Other Administrative Services. Rs. 1, 95, 000/-

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker : Now I am putting the Demand No-8 to vote The question before the House is the Demand No-8 moved by the Hon'ble Dy. Chief Minister, that a sum not further exceeding of Rs 4,00,000/- (excluding the charges amount of Rs. 5 77,000/-) be granted to defry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect Demand No-8 under the following Major Heads .

2070— Other Administrative Services. Rs, 4, 00, 000/-

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr Speaker :— Now I am putting the Demand No—39 to vote. The question before the House is the Demand No—39 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department, that further a sum not exceeding of Rs. 43,25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No—39 under the following Major Head.

2202— General Education Rs. 43, 25, 000/-

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No—19 to vote. The question before the House is the Demand No—19 moved by the Hon' ble

Minister-in-charge of the Rural Development Deptt., that furthre a sum not exceeding of Rs. 30,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respcot of Demand No.—19 under the following Major Heads

2515— Other Rural Development Programme. Rs. 20,000/-

2404— Dairy Development. Rs. 10,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion (s) on the Demand No.—14. moved by Shri Rati Mohan Jamatia, Major Head 4801, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 5000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

"Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Transmission live etc."

The Cut motion was put to voice vote and Lost.

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No.-14 to vote The question before the House is the Demand No.-14 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the power Department that further a sum not exceeding of Rs. 20,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31 st March, 1997 in respect of Demand No.-14 under the following Major Head

4801— Capital Outlay on Power Project, Rs. 20,00,000/-

(The Demand was put to vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No-37 to vote The question before the House is the Demand No-37 moved by the Hon'ble Minister incharge of the Labour Department that further a sum not exceeding of Rs. 50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in

respeot of Demand No.—37 under the following Major Head.

2230— Labour and Employment. Rs. 50, 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No.—29 to vote. The question before the House is the Demand No.—29 moved by the Hon' ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development that further a sum not exceeding of Rs. 2,22 98,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No.-29 under the following Major Heads.

2404— Daily Development. Rs. 2,22,02,000/-

2552— North Eastern Areas. Rs. 96,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :— Now, I am putting the Demand No.-25 to vote. The question before the House is the Demand No-25 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport, Industries & Commerce etc. Departments that further a sum not exceeding of Rs. 30,87,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No.-25 under the following Major Heads,

2851— Village and small Industries. Rs 28,87,000/-

6851— Loans for Village and small Industries Rs. 2,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr Speaker :— Now, I am putting the Demand No.—20 to vote. The question before the House is the Demand No.—20 moved by the Hon'ble

Minister-in-charge of the Education, ICAT & etc. Department that further a sum not exceeding Rs. 19,000/- be granted to defray the charges which will come in course payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads

2404— Dairy Development. Rs 19,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Cut Motion no. Demand No. 28 to vote

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Amal Mallik on Demand No. 28 Major Head 2401 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control and eliminate wasteful expenditure on other charges."

(The Cut Motion was put voice vote and Lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 28 to vote The question before the House is the Demand No-28 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry & Commerce, Rural Development, Agriculture etc Departments that further a sum not exceeding Rs 1,09,94,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads

2401— Crop Husbandry. Rs. 51,70,000/-

2402— Soil and water Conservation Rs. 58,24,000/-

(The Demand was put to vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 16 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion move by Hon'ble Member Shri Ratimohan Jamatia on Demand No. 16 Major Head 2210 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on illness assistance".

(The Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 16 to vote. The question before the House is the Demand No 16 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department that a sum not exceeding of Rs 7,35,23,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1997 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads,

2210— Medical and public Health. Rs 6.22,68.000/-

2211— Family Welfare. Rs. 1,02,44,000/-

4210— Capital Outlay on Medical and public Health Rs. 6,30,000/-

4552— Capital Outlay on North Eastern Areas Rs. 3,81,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 35 to vote. The question before the House is the Demand No. 35 moved by the Hon'ble Minister in charge of the Urban Development Department that a sum not exceeding of Rs 91,20 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1997 in respect of Demand No. 35 under the following Major Head.

2217— Urban Development. Rs 91,20,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

মিঃ স্পীকার ঃ— এই সভা আগামী ২০শে মার্চের ১৯৯৭ ইং বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

PAPER LAID ON THE TABLE

(Questions and Answer)

ঘ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে হেলথ্ ক্যাম্প, ইমোনাইজেশন ক্যাম্প, লাইগেশন ক্যাম্প, চক্ষু চিকিৎসা শিবির নিয়মিতভাবে চলছে। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে প্রায় ১৪ হাজারের উপর হেলথ্ ক্যাম্প করা হয়েছে।

ঙ) প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাজার গুলিতে হেলথ্, ইমোনাইজেশন, ফেমিলি প্ল্যানিং ক্যাম্প করা হয়েছে।

চ) প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রোগ নির্ণয়ের জন্য সমস্ত সরকারী এবং বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল এবং মাদ্রাসায় ২২শে জুলাই, ১৯৯৬ হইতে ২৭শে জুলাই, ১৯৯৬ পর্যন্ত বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচী করা হয়েছে। ৪ লক্ষ ১১ হাজার ৭৮৮ জন ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষা করা হয়েছে।

ছ) প্রসাশনিক শিবিরের সাথে হেলথ, ইমোনাইজেশন, ফেমিলি প্ল্যানিং ক্যাম্প করা হয়েছে।

জ) ১৯ টি এন, জি, ও, প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, ছোট পরিবার এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদন পেয়ে কাজ করে চলেছে।

ঝ) রাজ্যে পালস্ পোলিও কর্মসূচী রূপায়ন করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ ইং বছরের ৯ই ডিসেম্বর এবং ২০ শে জানুয়ারী তারিখে ০ থেকে ৩ বছরের সব শিশুকে এবং ১৯৯৬-৯৭ ইং বছরের ৭ই ডিসেম্বর এবং ১৮ই জানুয়ারী তারিখে ০ থেকে ৫ বছরের শিশুকে পোলিও প্রতিষেধক খাওয়ানো হয়েছে।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ইং তারিখে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ২৬৫ জন এবং ২০ শে জানুয়ারী, ১৯৯৬ ইং তারিখে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭২৩ জন ০ থেকে ৩ বছরের শিশুকে পোলিও প্রতিষেধক খাওয়ানো হয়েছে এবং ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৬ ইং তারিখে ০ থেকে ৫ বছরের ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৫৪ জন এবং ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং তারিখে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৩৫ জন শিশুকে পোলিও প্রতিষেধক খাওয়ানো হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য পালস্ পোলিও কর্মসূচী রূপায়নে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচী স্বার্থক রূপায়নে এক উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করেছে।

ঞ) স্বাস্থ্য পরিসেবাকে মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং গ্রামীন হাসপাতাল স্থাপন করা সহ হাসপাতালগুলির উন্নতি ঘটানো হয়েছে এবং চিকিৎসার সুবিধার্থে আলট্রাসনোগ্রাফী মেশিন, ই, সি, জি, মেশিন ইত্যাদি বসানো হয়েছে।

ট) জি, বি, হাসপাতালে ইনটেনসিভও কেয়ার ইউনিট এবং ডায়বেটিক ক্লিনিক খোলা হয়েছে।

ঠ) রাজ্য সরকার হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উন্নয়নে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। রাজ্যস্তরে একটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল খোলা হয়েছে।

ড) উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরাই প্রথম রাজ্য যেখানে ৫টি ব্লাড ব্যাংককে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

ঢ) আগরতলায় লবনে আয়োডিনের পরিমান নিরূপক পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে।

ণ) চিকিৎসক সেবিকা, পঞ্চায়েত সদস্য ও এন, জি, ওদের Hiv transmission এবং ইহার prevention এর উপর ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে।

ত) রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ১১ হাজার ঔষধ মেশানো মশারী বিতরন করা হয়েছে।

২। আগামীদিনে স্বাস্থ্য পরিসেবাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা গৃহিত হয়েছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, --

১) জি, বি হাসপাতালে C. T. Scan মেশিন বসানো।

২) একটি ২০ শয্যা বিশিষ্ট আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল স্থাপন।

৩) রাজ্যের ২টি জেলা হাসপাতাল ও সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের জন্য 100 MA Xray machine ক্রয় করা।

৪) ম্যালেরিয়া দূরীকরনে রাজ্য, জেলা ও সমষ্টি উন্নয়ন এলাকা ভিত্তিক Task Foice গঠন করা।

এছাড়া নবম পঞ্চবার্শিকী পরিকল্পনা কালে যে সমস্ত কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ :—

ক) স্বাস্থ্য অধিকার অফিসে কেন্দ্রীয় গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ নির্মান।

খ) ধলাই জেলার চীফ্ মেডিকেল অফিসার এর অফিস ঘর নির্মান।

গ) সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর এর অফিস ঘর নির্মান।

ঘ) জি, বি, হাসপাতালকে আধুনিকীকরন করা।

ঙ) আই, জি এম, হাসপাতালে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট নূতন ব্লক নির্মান।

চ) উত্তর ও দক্ষিন জেলা হাসপাতালে আরও অতিরিক্ত ৭৫টি করে শয্যা সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্মান কাজ সম্পন্ন করা।

ছ) ২০০ শয্যা বিশিষ্ট ধলাই জেলা হাসপাতাল নির্মান।

জ) ডা বি. আর, আম্বেদকর মেমোরিয়াল হাসপাতালের অবশিষ্ট কাজ শেষ করা।

ঝ) ৭৫ শয্যা বিশিষ্ট ৪টি মহকুমা হাসপাতাল নির্মান।

ঞ) আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল নির্মান।

ট) আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ঘর নির্মান।

ঠ) ১০টি আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারীর ঘর নির্মান।

ড) ১০টি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী স্থাপন।

ঢ) ৫০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য বাড়ী নির্মান।

ণ) ২৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নিত করা।

ত) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে শয্যার মধ্যেকার জায়গা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রসারন।

থ) ১০টি মহকুমা হাসপাতালে শয্যার মধ্যেকার জায়গা বৃদ্ধি করা।

দ) ৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নয়ন।

Admitted Starred Question No. 259 ANNEXURE—B

Name of the Member Shri Rati Mohan Jamatia,

প্রশ্ন

১) রাজ্যে যে সমস্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের চাকুরী হয়নি তাদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা ভাবনা করেছেন।

উত্তর

১) রাজ্যে যে সমস্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের চাকুরী হয়নি তাদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ঋণদান প্রকল্পের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহন করেছেন।

Admitted Starred Question No 269

Name of MLA :— Shri Rati Mohan Jamatia

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Thursday the 20th March, 1997.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker, in the Chair, The Dy. Chief Minister, the Deputy Speaker. 12 Ministers 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কতৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শে উল্লিখিত করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শে উল্লিখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, প্রশ্নপত্রের আগে রাজ্যে যে অবস্থা, যে ঘটনা ঘটছে বিশেষ করে টাকারজলায় কালকে বেশ কয়েকজন লোক, আমাদের যুব সমিতির লোক সেখানে গেছে, সাংবাদিকরাও গেছে। এছাড়া আপনার বিধানসভাতে এই এলাকার যে ঘটনা তার সঙ্গে সাক্ষী রয়ে গেছে বিধানসভার একজন কর্মচারী। কাজেই আজকে এমন একটি বিষয় আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাইছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাতে এখানে বিবৃতি দেন।

মিঃ স্পীকার :— না, না, এখন না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— আমরা মেনেছি, কলিং এটেনশন যদি আনি, রেফারেন্স যদি আমরা আনি ——।

মিঃ স্পীকার :-- যে কোন ফর্মে আপনি আনুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— রেফারেন্স যদি আনি কিন্তু এটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। এখানে বলা হচ্ছে রাজ্যে সেনা বেরাকে কি টরচার -এ পরিণত হচ্ছে, মহিলা পেলে অশ্লীলতা, পুরুষদের নিম্নাংগে কারেন্টশট। তারপরে দেখুন স্যার, এখানে মহিলাদের উপর যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে ------।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, এইভাবে হয় না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— বিশেষ করে শিব ঠাকুর পাড়া, চন্দ্রাম পাড়া, হরিজমাদ্দার পাড়া, গুরুপদ কলোনী, সোনাই বাজার, কুপিলং এইসব জায়গাতে একের পর এক চলছে।

মিঃ স্পীকার :— এটা হয় না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ;— কোয়েশ্চান আওয়ারের আগে এটা কি নিয়ম ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার:— এটাতো হয় না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— বিধানসভা চলাকালীন সময়ে এই অবস্থা, এটার একটা বিবৃতি চাই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার চলেছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান আওয়ারে এইসব চলে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে আপনি আনতে পারতেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক আপনি বলুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (কৃষ্ণনগর) ঃ— বলার প্রশ্ন না। ঘটনা যে ঘটছে বিধানসভা যদি না থাকত তাহলে আমরা আপত্তি করতাম। বিধানসভা যদি এটার নোটিশ না নেয় তাহলে বিধানসভা থেকে লাভ কি ?

মিঃ স্পীকার :— কে বলছে নেবে না ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন, বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন, অমলবাবু আপনার প্রশ্ন বলুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী [মন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব্ অর্ডার, ওদের বলুন এখানে ফ্যাংচালুর জায়গা নয়। এখানে নির্দিষ্ট ভাবে প্রশ্ন আনুন প্রত্যেকটি পয়েন্টের উত্তর দেওয়া হবে। এবং যে পত্রিকায় আনা হয়েছে সেই পত্রিকা অসত্য, মিথ্যা। সারা ত্রিপুরাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বিধানসভার নিয়ম মেনে আনুন আপত্তি নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটাতো বিধানসভায় প্র্যাক্‌টিস হতে পারেনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ;— জঙ্গলের রাজত্ব।

শ্রীকেশব মজুমদার [মন্ত্রী] :— জঙ্গলের একটা নিয়ম আছে, আপনার সেটাও নেই। আপনাকে দেখে তাই মনে হয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। হাউসকে চলতে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। ——

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— আপনারা বিধানসভার নিয়ম-নীতি মেনে যে কোন প্রস্তাব বা কোয়েশ্চন আনুন। আমি সেটি দিয়ে দেব।

শ্রীতমল মল্লিক :— মি: স্পীকার স্যার, আমি বিধানসভার নিয়ম নীতি মেনেই এখানে কোয়েশ্চন এনেছি। সেটা কি কারণে বাতিল হল? আপনার কাছে জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আপনারা নিয়ম নীতি মেনে কোয়েশ্চন আনলে সব কিছুই উত্তর পাবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। আপনারা হাউসকে চলতে দিন। না, না, এটা মানা যায় না। মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক।

শ্রী অরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর- ১৫৪।
শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর- ২৫৪।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— এই হাউস ১০ (দশ) মিনিটের জন্য মুলতবী রাখা হল।

(আফটার টেন মিনিটস্‌ অ্যাডজর্ণমেন্ট)

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া হাউস এডজর্ণমেন্ট হবার আগে যে মেটার তুলেছিলেন, 'মহিলা পেলেই অশ্লীলতা, পুরুষদের নিম্নাঙ্গে কারেন্ট শর্ট এই ব্যাপারে আমরা একটা ষ্টেটমেন্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চেয়েছিলাম। এর মধ্যে আপনি অ্যাডজর্ণমেন্ট করে দিয়েছেন। আমি অনুরোধ করব, আপনি এনটারফেয়ার করুন, যাতে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা ষ্টেটমেন্ট এখানে দেন তার ব্যবস্থা করুন।

মি : স্পীকার :— আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, অ্যাজ পসিবল একটি বিবৃতি এই হাউসে দেবার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আগামী ২২শে মার্চ আমি এর উপরে উত্তর দেব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, অনেক দেরী হয়ে যাবে।
শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি ২২ তারিখে উত্তর দেব। এর আগে দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— ইম্‌পসিবল। এত পরে কেন? এটা কি লণ্ডন, যে তথ্য সংগ্রহ করতে দেরী হবে? আপনার রাজ্যতে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। অসত্য আপনি। আপনি একজন অসভ্য

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী সদস্য এটাই আপনি কি বলছেন? আমি অনুরোধ করব, এ রকম না বলার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী : (মন্ত্রী) :— স্যার, এটাই স্বাভাবিক। গর্তে ঢুকে কেন ফোড়ন কাটেন? গণ-আন্দোলন করেন? এক সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামী, অশ্লীল কথাবার্তা। শ্লীলতা নেই।

মি : স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি এটা কি বলছেন? আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আরো আগে দেওয়া যায় কিনা? এই ধরুন, ২২ তারিখ।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি চেষ্টা করব। তবে আমি ২২ তারিখেই দেব।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ২১ তারিখে বলছেন। সেটা আমরা মেনে নিলাম। আপনার এত অ্যাডামেন্টি কেন?

শ্রীসমর চৌধুরী :— নট দি কোয়েশ্চন ইজ অ্যাডামেন্টি। এটা কখন দিতে হবে?

মি: স্পীকার :— আপনি এটা ২১ তারিখেই দেবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— থ্যাংক ইউ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২৪১।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডজর্নমেন্টের আগে আমি ২৫৪ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, চিৎকারে কিছুই শুনা যায় নি।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি ২৪২ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর দিন।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ২৪২।

প্রশ্ন

১। গত ২৬. ১, ১৯৯৭ ইং তারিখের মধ্যে রাজ্যের যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদীরা আত্মসমর্পণ করে নাই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়ে এবং তাদেরকে চিহ্নিত করে দেশদ্রোহী ঘোষণা করতে রাজ্য সরকার আগ্রহী কিনা ;

২। রাজ্যের ঐ সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের নাগরিকত্ব সহ পরিবারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে আত্মসমর্পণের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে রাজ্য সরকারের কোন আপত্তি রয়েছে কিনা?

৩। যদি উল্লিখিত দু'টি বিষয়ে সরকার নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে থাকেন তবে তার প্রেক্ষাপট কি?

উত্তর

১। সন্ত্রাসবাদীদের দেশদ্রোহী ঘোষণা করার কোন আইন বর্তমানে দেশে প্রচলিত নেই। এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোন এক্তিয়ারও নেই।

২। আইনের এমন কোন ধারা বলবৎ নেই যাহার দ্বারা একজন সন্ত্রাসবাদীর নাগরিকত্ব সহ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায়।

৩। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে বর্তমানে যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদী দলগুলি সক্রিয় আছে তাদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে কিনা, নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকলে কতজনকে করা হয়েছে? আরেকটা জিনিষ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সন্ত্রাসবাদীদের নাগরিকত্ব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কোন আইন নেই, এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। কোন মানুষ রাষ্ট্রের পক্ষে, সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর হলে তাকে দমন করার জন্য, তাকে শাস্তি দেবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন নিশ্চয়ই আছে। তার সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আইনগত ব্যবস্থা আছে। কাজেই এই ব্যাপারগুলি কতটুকু এগিয়েছে এবং এব্যাপারে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে অতি সত্বর ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় উনার প্রশ্নে দুইটা ক্লেরিফিকেশান চেয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে—তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এ ধরণের কোন আইন আছে কিনা। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। রাজ্য সরকারের জানামত এধরণের কোন আইন দেশে নেই। দ্বিতীয়তঃ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা জানতে চেয়েছেন। তাদেরকে বে-আইনী ঘোষণা করার জন্য বেশ কিছুদিন আগেই রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই বে আইনী ঘোষণা করতে পারেন। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন এক্তিয়ার নেই। আমরা মেইন তিনটা গ্রুপকে এবং তাদের সঙ্গে যে শাখা বা সহযোগী শক্তিগুলি আছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবার জন্য, বে-আইনী ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছি। এখন পর্য্যন্ত আমার যতটুকু জানা আছে কেন্দ্রীয় সরকার এটা পরীক্ষা করে ঘোষণা করার জন্য তৈরী হচ্ছেন। বে-আইনী ঘোষণার কোন কাগজপত্র আমাদের হাতে আসেনি।

এই তিনটা দল হলো- এন. এল. এফ. টি, এ. টি. টি. এফ এবং টি. আর. এ। সম্প্রতি টি. আর. এ ঘোষণা করে রাজ্য সরকারের কাছে সারেণ্ডার করেছে। এবং তারা বলেছে তাদের দলের আর কোন অস্তিত্ব রইল না। এটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি। সুতরাং এই দলটাকে বে-আইনী ঘোষণার আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকছে না।

শ্রীরতনলাল নাথ [মোহনপুর]:— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের সন্ত্রাসবাদ কার্য্যকলাপের জন্য, দেশদ্রোহীতার কারণে, দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইন মোতাবেক—৮৪/৮৫/৮৬ ধারা প্রয়োগ করে তাদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কোন চিন্তা ধারা বর্তমান সরকারের আছে কিনা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী [মন্ত্রী]:— স্যার, আমি যতটুকু জানি তাতে সি.আর পি.সির ৮৩ ধারা এটাচ্‌মেণ্ট অব প্রপারটি হতে পারে এবং তার জন্য প্ররেমেশান অব নোটিশ ইস্যু করতে হয়। এটা কোর্ট করেন। এবং নির্দ্দিষ্ট ভাবে সি আর.পি.সিতে যে ব্যবস্থা আছে তাতে কোর্ট নোটিফিকেশান দেবেন ইনরাইটিং এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সে হাজির না হয়, স্পেসিফিক কেইসে যদি এবসকনডিং থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে প্ররেমেশান হতে পারে। আমাদের এটাই জানা আছে।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সন্ত্রাসবাদীদেরকে বে-আইনী ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে লেখা হয়েছে। ছেলেরা যদি সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপে যুক্ত থাকে তাহলে তাদের বাবারা প্রপারটি কি দোষ করল। মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়রা কি চাইছেন এ বিষয়টা কীযাব হওয়া উচিৎ যে, এই উপজাতি তাদের কি দেশের বাইরে ঠেলে দেবার জন্য তাদের লক্ষ্য কিনা এটা মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী [মন্ত্রী]: — মি: স্পীকার স্যার, আমরা যে ব্যবস্থা রাজ্যের গ্রহণ করেছি সেটা হচ্ছে বিভ্রান্ত হয়ে যারা সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির মধ্যে ঢুকেছে তারা জাতি আর উপজাতি যাই হোক না কেন তাদের সেই সন্ত্রাসবাদ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। যার ভাষাকে কোন মূল্য দেওয়া হয়নি কংগ্রেস রাজত্বে দেখেছি যাদের জমির অধিকারকে কোন মূল্য দেওয়া হয় নি, এমন কি জোট সরকারের আমলে শত শত পরিবার না খেয়ে মারা গেছে তখন তাঁরা টু শব্দও করেন নি। পার্লা-মেণ্ট থেকে কমিটি ভিজিট করতে এসেছিলেন তখন তাঁরাও দেখেছেন। এই রকম ধরণের যে বঞ্চনাগুলি সেই বঞ্চনায় তাদের মনের মধ্যে যে ক্ষোভ সেই ক্ষোভকে বিদেশী শক্তি পরিচালনা করতে চেষ্টা করছে। বিদেশী উস্কানি আছে এই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশী ব্যবস্থা নিয়েছি

কত দ্রুত তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়। এবং ইতিমধ্যে হাজার হাজার যুবক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। ফলে এই রাজ্যের সন্ত্রাসবাদী শক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে কাজ হাতে নিয়েছিল সেটা অনেক কমেছে। যে শক্তি তাদের হাতে সফেসটিকেটেড্ আমর্স, উন্নত ধরণের সমস্ত আধুনিক অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়ে উস্কানি দিচ্ছে টাকা দিচ্ছে তার ফলে রাজ্যের উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ বিভিন্ন জায়গায় গ্রাস করার চেষ্টা করছে। এইগুলির দমন করার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় ডিসটার্ব এরিয়া আইন তৈরী করে তাদের দমন করার চেষ্টা করছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু লোক এবং পত্র-পত্রিকায় দেখছি উপজাতিরা হচ্ছে উগ্রপন্থী এই ভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হচ্ছে সেটা আমরা সমর্থন করিনা। তাই তার বিরুদ্ধে জনগণকে সঠিক অভিজ্ঞতা দিতে চেষ্টা করছি।

শ্রীপ্রসন্ন মল্লিক :— পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় সদস্য যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যেটা উনারা রাজনৈতিক কায়দায় সমস্ত উপজাতিকে কংগ্রেস এবং টি ইউ জে এস সন্ত্রাসবাদী বলতে চাইছে এটা ঠিক নয়। আমি পরিষ্কার ভাবে জানতে চাইছি সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদী লিসটেড্ আপনাদের খাতায় যাদের নাম লেখা আছে। কাজেই এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকার কারন নেই। স্যার, উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নয়, অঙ্গুলি হেলনও নয়। যারা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লিপ্ত তাদের এই সরকার ৪ বছর ধরে উগ্রপন্থী, উগ্রপন্থী, রাজনৈতিক সমাধান বলে আসছেন। আমরা বার বার প্রতিবাদ করেছি। যে-হেতু এখন সরকার বলছেন তিনটি দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য প্রপোজ্যাল পাঠিয়েছেন কিন্তু রাজ্য সরকারের ষ্ট্যাটমেন্ট মোতাবেক এই রাজ্যের আরও স্যাংক্রাক, টি. টি ডি. এফ. টি. ডি. ডি এফ. টি. টি. এল এফ এই রকম আরও ৭ / ৮টি সংগঠন আছে এটা সরকারের দেওয়া ষ্ট্যাটমেন্ট, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দেওয়া ষ্ট্যাটমেন্ট। ঐ সমস্ত বৈরী সংগঠনের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং রাজ্যের শান্তি-শৃংখলা নিরাপত্তা বিধানের জন্য কি পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— -স্যার, আমাদের হিসাব অনুযায়ী আমাদের যে সমস্ত রিপোর্ট সেই রিপোর্ট অনুযায়ী এন. এল. এফ টি, এ. টি. টি এফ এবং কিছু দিন আগে টি. আর. এ ছিল। যতগুলি দল উপদল ইত্যাদি যে সমস্ত নাম সবই হচ্ছে তাদের সহযোগী নাম কাজেই আমরা নির্দিষ্ট ভাবে এই তিনটাকেই নিষিদ্ধ করার কথা বলেছি। আমরা চাই না বেথখড় গ্রামের মধ্যে যাকে তাকে শত্রুতা মূলক সমস্ত উপজাতি যুবকদের ধরে আনা হবে এটা তো আমরা সমর্থন করি না। দ্বিতীয় যেটা উনি বলেছেন প্রপারটি অফ্ এ্যা পারসন ক্যান বি এ্যাটাচড্ ওনলি হোয়েন হি ইজ এ্যাকিউজড্, আইনে এই কথা বলা হয়েছে।

হোয়েন হিজ অ্যাকিউজড অফ অ্যান অফেন্স অফ অ্যাবস্‌কনডিং হ্যাভ নো অ্যাপ্রিহেনশান অ্যাজ অ্যারেস্ট। এখানে কোন সুনির্দিষ্ট ভাবে নয়, কোর্ট যেকোন সময়ে যে কেউ অ্যাবস্‌কনডিং থাকলে পরে তারপর যদি তাকে নোটিশ দেওয়ার পর সে ফেরৎ না আসে তাহলে পরে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। একটু আগে মাননীয় বিধায়ক শ্রীপবিত্র কর মহোদয় এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন। সেই সম্পত্তি নির্দিষ্টভাবে যার সম্পত্তি তার নামে সুনির্দিষ্টভাবে ক্লিয়ারেন্স না থাকলে পরে অন্য কারো সম্পত্তি থাকলে সেটা হয় না।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আত্মসমর্পনের জন্য যে একটা তারিখ ২৬ শে জানুয়ারী দেখেছি এটা ডেড লাইন। তারপরেও আত্মসমর্পন করছে। এটা ক্লিয়ার পজিশান কি সরকারের তা জানা দরকার। কারণ এটা নিয়ে কনফিউশান সৃষ্টি হয়েছে যে ২৬শে জানুয়ারী লাস্ট তারিখ ফর সারাণ্ডার কিন্তু আমরা দেখছি প্রায় রোজই সারাণ্ডার করছে। এটা দেশের স্বার্থের জন্য ভাল। কিন্তু আমরা জানতে চাই এইযে ডেড লাইন দেওয়া হয়েছিল এটা নিয়ে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এটা কি ইট স্যুড বি ক্ল্যারিফাইড।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা সাধারণভাবে রাজ্যসরকার আগাগোড়াই ঘোষণা করেছি বিভ্রান্ত যুবকরা ফিরে আসুন স্বাভাবিক জীবনে। ২৬শে জানুয়ারী যে ডেড লাইন যেটা করা হয়েছিল সেটাতে আমরা এই কথাই বলেছি সকলে ফিরে আসুন অস্ত্র সমর্পন করে স্বাভাবিক জীবনে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি গণতান্ত্রিক জীবনে ফিরে আসুন এবং এই তারিখের পর অন্যরকম মেজর নেব। ২৬ তারিখের পর আমাদের কিছু কিছু ডিসটারবড এরিয়া চালু করতে হয় সুনির্দিষ্টভাবে কতগুলি এলাকাকে এবং আরও কড়া কতগুলি আমাদের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। তারপরও ২৬শে জানুয়ারীর পর যারা আত্মসমর্পন করতে এসেছেন আমরা তাদের জন্য দরজা খোলা রেখেছি, আমরা চাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক।

শ্রী অরুণ ভৌমিক :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং- ২৫৪।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং- ২৫৪।

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সশস্ত্র আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার এ যাবত কত টাকা ব্যয় করেছেন ?

২। পুনর্বাসন যাবত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এ যাবত রাজ্য সরকার কত টাকা পেয়েছেন ?

উত্তর

১। এ যাবত ব্যয়ের পরিমাণ মোট ৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা।

২। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এ যাবত পাওয়া গেছে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে টাকা খরচ হয়েছে, আমরা ত স্যার, জানি যারা আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থী মেইনস্ট্রীমে এসে গেছেন তাদের অনেককে চাকরী দেওয়া হয়েছে। যতটুকু ফিগার দেখেছি গত বৎসরে প্রায় ৫ হাজারের মত। এর মধ্যে কিছু চাকরী দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে আর বাকী যাদের কে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কিভাবে দেওয়া হয়েছে? বাকী সমস্ত উগ্রপন্থী যারা সারেন্ডার করেছে তাদের পুনর্বাসন করা হয়েছে কিনা এবং তাদের কোন মাসিক ভাতা দেওয়া হয় কিনা? আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, এ.টি.টি. এফ এবং টি. এন. ভির সঙ্গে যে রিহেবিলিটেশনের শর্ত ছিল সেই শর্তগুলি পালন করা হয়েছে কিনা?

বর্তমানে, এ. টি. টি. এফ. এবং টি. এন. ভির সঙ্গে পুনর্বাসন সংক্রান্ত যদি কোন চুক্তি থাকে এবং এ. টি. টি. এফ. ও টি. এন. ভির লিডারদের কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী [মন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, টি এন. ভি-র সঙ্গে যে চুক্তি ছিল সে চুক্তি-সম্পূর্ণ শেষ করা হয়েছে। এই বিধানসভায় এর আগে সমস্ত তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে। এ.টি.টি. এফ-এর সঙ্গে যে চুক্তি সেই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অধিকাংশই প্রায় শেষের পথে। সামান্য কয়েকজন বাকী রয়েছে, যাদের চাকুরীর কনডিশান ছিল অল ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফোর্স সেই সমস্ত চাকুরীর কনডিশানগুলি আগামী অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই হয়তো পূরণ হবে আমরা আশা করছি। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দুই চারটা কেস হয়তো থাকতে পারে সেগুলিও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পূরণ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি। বাকী যারা আত্মসমর্পন করেছেন তার মধ্যে এন. এল. এফ. টি. আছেন, টাইগার আছে ইত্যাদি ইত্যাদি নানান রকম এই যে সমস্ত সারেন্ডার করেছে তাদের এখন পর্যন্ত যত সারেন্ডার করেছে তার অধিকাংশের দাবী হল কোন রকম চাকুরী নয় এবং নির্দিষ্ট কোন চুক্তির মধ্যে কোন রকম পুনর্বাসনের প্রকল্প নয় এই রকম ভাবে তারা সারেন্ডার করেছে বিনাসর্ত্তে। তাদেরকে আমরা রাজ্য সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তাদের কেসগুলিকে আমরা পরীক্ষা করে দেখব এবং তাদের উগ্রপন্থী থাকা সময়ের যে সমস্ত মামলা আছে সেগুলিও পরীক্ষা করে দেখব যে মামলাগুলি বেশী গুরুতর নয় সেগুলিকে আমরা নিশ্চয়ই উদ্ধার করার চেষ্টা করব। আর একটা স্বীকৃতি তাদের আমরা দিয়েছি সেটা হল বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ জনগণের জন্য যেভাবে কাজ হচ্ছে তার মধ্যে তাদেরও অধিকার থাকবে। তাদের সুযোগ দেব নির্দিষ্টভাবে যেন তারা এই সব জায়গার সাধারন মানুষের সংগে পুনর্বাসিত হতে পারে। স্যার, একমাত্র এ টি টি এফ তারা এই সরকারের সঙ্গে চুক্তির মধ্যে সারেন্ডার করেছিল, তাদের যত দিন চাকুরী দেওয়া হয়নি বা পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি চুক্তি অনুসারে তত দিন তাদের ভাতা দেওয়া

হয়েছে। বাকী যারা তাদের যখন সারেণ্ডার করেন তখন কারও দুই মাস কারও তিন মাস এই রকম করে হয়তো ভাতা দেওয়া হয়েছে এবং সেটা কোন ক্ষেত্রেই ৭০০ টাকার বেশী নয়। দুই, তিন মাস এই রকম ভাতা দেওয়া হয়েছে এবং তার পরই তা বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য কোন নূতন ধরণের কোন ব্যবস্থা বা কোন চুক্তি এখন পর্যান্ত করা হয়নি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, রাজ্যের শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্যের বিপথগামী যুবকদের আত্ম সমর্পণ করিয়েছেন। কিন্তু এখানে একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে যে, যত সংখ্যক আত্মসমর্পণ করেছে তত সংখ্যককে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় নি। এতে মাননীয় মন্ত্রী কি আশংখা করেন যে নূতন করে আর একটা সমস্যা আমরা বার বার পত্র পত্রিকায় দেখেছি অনেক সারেণ্ডার করে সাহায্য না পাওয়ার কারণে তারা আবার ফিরে যাচ্ছেন তা এটার জন্য আবার নূতন করে কোন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশংখা সরকার করেন কিনা? আর একটা জিনিষ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করছে এবং আমরা পাচ্ছি দেখতে বিভিন্ন সময়ে সরকারের হিসাব মত দেখা যায় সমস্ত জায়গায় আক্রমণ হচ্ছে এ কে ৪৭, এ কে৫৬ এই সমস্ত ধরণের অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা, কিন্তু আজ পর্যন্ত যত সারেণ্ডার হয়েছে তাতে এই ধরণের কোন অস্ত্রের খোঁজ পাওয়া যায়নি এবং অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে কোন অস্ত্র ছাড়াই সারেণ্ডার করছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা যে, উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পণ করতে গেলে তাদের কি কি জিনিষ জমা দিতে হবে বা কি কি অবস্থায় ব্যবস্থা আছে তাদের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের স্পেসিফিক অভিযোগ আছে যাদের বিরুদ্ধে, যারা বিভিন্ন ধরণের হামলা করার সময় অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে তাদের সেই অস্ত্র সহ সারেণ্ডার করার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা, জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে রাজ্যসরকার থেকে শুধু মাত্র এ. টি. টি এবং যাদের ক্ষেত্রে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল স্পেসিফিক স্কীম দিয়ে টি এন ভি'র সঙ্গে যেভাবে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল সেগুলিকে ফলো করে ৭১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার মত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তা দেন নি।

কেন্দ্রের মধ্যে কংগ্রেসী সরকার দীর্ঘদিন ছিলেন। সেই কংগ্রেসী সরকার থেকে স্যার, এটার কোন মূল্যই দেওয়া হয়নি, আমরা যে পদ্ধতিতে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম তারা সেটার কোন মূল্য দেননি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এই ব্যাপারে কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার থাকাকালীন সময়ে এই বিধানসভায় আমাদের একটি প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে কেন্দ্র এই ব্যাপারে দুই কোটি টাকা দিয়েছেন,।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : এইটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না। স্যার, তারজন্য আমাদের মাননীয় চীফ্ মিনিষ্টার, ডেপুটি চীফ্ মিনিষ্টার, এবং আমি নিজে কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সঙ্গে, প্রধান মন্ত্রী সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। এবং সর্ব্বশেষ তারা বল্লেন এই যে আত্মসর্মপণ হয়েছে এই আত্মসর্মপণকে আমরা গ্রাহ্য করি না। তবে এইজন্য তারা ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন এবং তাও সেই টাকা কিভাব খরচ করতে হবে সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলেদিলেন। যে ১ কোটি টাকা সুনির্দ্দিষ্টভাবে আই, টি, আই, করার জন্য খরচ করতে হবে উপজাতিদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আর বাকি —

(নেপথ্যে বিরোধী বেঞ্চ থেকে তাহলে তো কেন্দ্রিয় সরকার টাকা দিয়েছেন)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— দীর্ঘকাল ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্য্যন্ত এবং ১৯৯৬ সনের অর্দ্ধেক সময় পর্য্যন্ত আমরা কেন্দ্রিয় সরকার থেকে একটি পয়সাও পাইনি এই ব্যাপারে। অথচ লক্ষনীয় হলো যে, আমরা এই ব্যাপারে মোট ৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা খরচ করেছি। কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার কংগ্রেসী সরকার একটি পয়সাতো দেননি, উপরন্তু রাজনীতি করেছেন, বৈষম্যমূলক আচরন করেছেন যাতে করে ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ আরো বেড়ে যায় এবং কেউ যেন আত্মসর্মপণ করতে না পারে। ফলে যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে না পারে, তাদের তখন নানা ধরণের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তবে কেন্দ্রের এক নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আশ্বাস দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তাদের থেকে ধরা পড়ছে না বলেছেন-তার জবাবে বলব যে এইটা ঠিক নয়, আধুনিক অস্ত্র ধরা পড়ছে। আত্ম সমর্পণের সময়ে এইটা এসেছে, এবং এনকাউন্টারের সময় এটা ধরা পড়েছে। এই আধুনিক অস্ত্র বিদেশী সহায়তায় এন. এস. সি. উলফা, তাদের মাধ্যমে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রগুলি এসেছে এবং এখন, এন. এল. এফ. টাইগারস উলফা এরা বিদেশে— বাংলাদেশে গিয়ে ক্যাম্প করতো। এই সব উগ্রপন্থী সংস্থার কাছ থেকে আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র আসেনি। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ভেতরে যে সব উপজাতি যুবক বিভ্রান্ত হয়ে তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করতে হবে এই ভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যারা উগ্রপন্থা কাজকর্ম করেছিল— তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য তাদের নর্মেল লাইফ ট্রিট করার জন্য তাদের আত্মসমর্পণের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নং—৩১৮।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নং—৩১৮।

শ্রীতপন চক্রবর্তী [মন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ কোয়েশ্চন নং—৩১৮।

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে ১৯৯৪-৯৫, ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বছরে মোট কত পরিমাণ কাজু বাদাম উৎপাদন হয়েছিল (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত বছরগুলিতে উৎপাদিত কাজু বাদাম বিক্রয় বাবদ কত লাভ বা ক্ষতি হয়েছে?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে কাজু বাদাম উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

১৯৯৪-৯৫ইং = ৫২৪ টন

১৯৯৫-৯৬ইং = ৫৪০ টন

১৯৯৬-৯৭ইং = ৫৪২ টন (ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ইং পর্য্যন্ত)

২। কাজু বাদাম গাছের ফলন শুরু হয় চারা বা বীজ লাগানোর ৬-৭ বছর পর থেকে এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ফল দেওয়া শুরু করে গাছের ১১-১২ বছর বয়স থেকে। যেহেতু, উক্ত বছরগুলিতে পুরানো গাছ যেমন ছিল তেমনি নূতন চারা ও লাগানো হয়েছে তাই বৎসর ভিত্তিক লাভ বা ক্ষতির হিসাব করা যায় না। তবে দেখা গেছে যে ১২ বছর বয়স থেকে গাছ প্রতি যে পরিমাণ কাজু বাদাম উৎপন্ন হয় তাহা লাভজনক।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের যে সমস্ত দরিদ্র অংশের জনগণ বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের টিলা জমিতে বসবাস করেন সেই সমস্ত টিলা জমিতে কাজু বাদাম চাষের ব্যবস্থা করে দিয়ে সেই সমস্ত অঞ্চলের জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা? যাদের পাঁচ-ছয় কানি করে টিলা জমি রয়েছে কিন্তু নাল জমি নেই তাদেরকে কাজু বাদাম চাষ করার ব্যাপারে সরকারীভাবে উৎসাহ দেওয়া হলে নিশ্চয়ই তারা প্রকৃত অর্থেই উপকৃত হবে। কাজেই এই ব্যাপারে সরকার কোন চিন্তা-ভাবনা করছেন কিনা এবং করে থাকলে এ পর্য্যন্ত কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্যে কাজু বাদাম চাষের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। কৃষি দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই ৭৯৭·৩০ হেক্টর জমিতে কাজুর চাষ চলছে। পি. জি. পি. দপ্তর থেকে কাজু বাদামের চাষ চলছে ৩৬০১·৫০ হেক্টর জমিতে। ফরেস্ট দপ্তর থেকে ২৪১০·২০ হেক্টর জমিতে কাজুর চাষ হচ্ছে। এছাড়াও হর্টি কর্পোরেশন থেকে ১০০০ হেক্টর জমিতে কাজুর চাষ হচ্ছে এবং বেসরকারী মালিকানায় প্রায় ২০০০ হেক্টর জমিতে কাজুর চাষ রাজ্যে হচ্ছে। কৃষি ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর থেকে উপযোগি জমিতে কাজু বাদাম চাষের জন্য উৎসাহীদের সাহায্য-সহায়তা করা হয়ে থাকে। তারপর ও সরকারীভাবে যা যা সহায়তার প্রয়োজন সেটা আমরা করছি।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের রাজ্যের মধ্যে রাজনগর ব্লকটি কাজু বাদাম চাষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এখানে আমার প্রথম

প্রশ্নটি হচ্ছে কাজু বাদামের ক্ষেত্রে একটি 'সহায়ক মূল্য' রাজ্য সরকার ঘোষণা করবেন কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, যেহেতু রাজনগর এলাকায় সর্বাধিক কাজুর উৎপাদন হয় এবং এলাকার দীর্ঘদিনের একটি দাবী রয়েছে কাজু বাদাম ফেক্টরি-প্রসেসিং এর ব্যাপারে। কাজেই এই বিষয়টির ব্যাপারে সরকার কি ভাবনা-চিন্তা করছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? এবং অবিলম্বে রাজনগরে একটি কাজু বাদাম প্রসেসিং ফেক্টরি নির্মাণ করা হবে কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে জানাচ্ছি 'সহায়ক মূল্য' ঘোষণা করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের এগ্রিকালচারেল বা ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের সেই ধরণের কোন ইনফাস্ট্রাকচার নেই। রাজ্যের উৎপাদিত কাজু বাদাম প্রসেসিং ফেক্টরির ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি, রাজ্যের উৎপাদিত কাজু বাদাম 'নেরাম্যাকের' মাধ্যমে তাদের প্রসেসিং সেণ্টারে প্রসেস্ হচ্ছে। এছাড়াও একটি ক্ষুদ্র অংশ রাজ্যের হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের ফ্রুট প্রসেসিং ইউনিটের মাধ্যমে প্রসেস্ হচ্ছে। বাকীটা রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে।

যে রাজ্যের এই ধরণের কয়েকটি ছোট বা মাঝারী ধরণের প্রসেসিং ইউনিট করা যায় কিনা। আমাদের রাজনগর ব্লকের যারা কৃষক এই চাষ করছেন তাদেরকে বলেছি যে, তারা এই প্রসেসিং ইউনিট করবার জন্য উদ্যোগী হউন। আমরা শিল্পদপ্তর, কৃষিদপ্তর থেকে সবরকম সাহায্য তাদের করব।

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে সহায়ক মূল্যের প্রশ্নে সরকারের যে দুটি প্রসেসিং সেণ্টার আছে সেখানে যা কিছু ব্যবহার করা হয় যে মূল্যে কেনা হয় তার যে মূল্য অত্যন্ত কম। এবং বাইরে থেকে ফড়িয়ারা এসে এই কাজু বাদাম কিনে নিয়ে যায় যেহেতু সরকারের কোন সহায়ক মূল্য নেই। এই সময়ের মধ্যে কম দামে প্রকৃত যারা কৃষক, ছোট কৃষক উৎপাদনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটা বিবেচনা করে সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা এবং হর্টি কর্পোরেশানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা এই বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নপর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নিতবিহীন প্রশ্নের উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমার একটা বিষয়-যেহেতু ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির ২৫তম বর্ষে ও দেশের স্বাধীনতার ৫০ তম বর্ষে এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কিংবদন্তী বীর যোদ্ধা দেশপ্রিয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মশতবর্ষে সমগ্র দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় কার্য্যক্রম চলছে এবং রাষ্ট্রপতি ডঃ শংকর

দয়াল শর্মা গত ২৩শে জানুয়ারী সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে নেতাজীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তির উন্মোচনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন,

সেহেতু, নেতাজীর প্রতি রাজ্যবাসীর হৃদয়ে সঞ্চিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা বিধানসভা প্রাঙ্গণে নেতাজীর একটি পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপন করার জন্য এবং বিষয়টি অতিদ্রুত রূপায়িত করার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক।

কমিটির সদস্যরা হলেন :—

১। সর্বশ্রী জিতেন্দ্র সরকার (মাননীয় অধ্যক্ষ)—চেয়ারম্যান।
২। বৈদ্যনাথ মজুমদার (মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী)— সদস্য,
৩। সমীররঞ্জন বর্মন (মাননীয় বিরোধী দলনেতা)— সদস্য,
৪। কেশব মজুমদার (মাননীয় সরকারী মুখ্য সচেতক)— সদস্য,
৫। ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী)— সদস্য,
৬। পবিত্র কর (মাননীয় বিধায়ক)— সদস্য,
৭। রতন চক্রবর্তী (মাননীয় বিধায়ক)— সদস্য,

মিঃ স্পীকার :— প্রস্তাবটা খুব ভালো, এটার উদ্দেশ্য খুব মহৎ। আমার মনে হচ্ছে এটা প্রশাসনিক ব্যাপার। এটাকে নিয়ে কমিটির কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এটা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে এটা দেখা যাবে খুব গুরুত্ব দিয়ে।

শ্রী অমল মল্লিক :— স্যার, আগামী ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং তারিখে এই অনুষ্ঠান যাতে করা যায়, এটার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— যতটুকু সম্ভব এটাকে দেখা। ঠিক আছে।

শ্রী অরুণ ভৌমিক :— স্যার, মাননীয় অমল মল্লিক যে প্রস্তাব এনেছেন এটা আমি সমর্থন করি। তবে কমিটি না, যে প্রস্তাব এনেছেন এটাকে আমি সমর্থন করি।

আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত বিধানসভা অধিবেশনে যেটা কিছু দিন আগে হলো সেটা না। এর আগে যেটা হয়েছিল তখন আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে বিধায়কদের মানে এম, এল,দের সুযোগ সুবিধা উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে বিভিন্ন রাজ্য আছে সেখানে যেরকম আছে এটা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করে এটা কি এরকম থাকবে না কিছু করা দরকার। আমি মনে করি যে, বিধায়কদের যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা আছে বেতন ভাতা টেলিফোন ইত্যাদি ইত্যাদি এটা খুব স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম। যার জন্য তাদের প্রপার ওয়ার্কিং কনডিশন নেই। কারণ এখানে কিছু প্রায় হোলটাইমার জব হয়ে গেছে। সেই জন্য অনেকের খুব কষ্ট হয় বলে আমার মনে হচ্ছে। এবং সেই ব্যাপারে আমরা যে প্রশ্ন তুলেছিলাম তখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন

যে, পরবর্তী বিধানসভার আগে উনি বিভিন্ন রাজ্যের কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় বা কি বেতন ভাতা আছে সেগুলি দেখে এর মধ্যে আনবেন, এনে দেখবেন, দেখে এটা জানাবেন এবং বিচার বিবেচনা করবেন। আমি তখনও প্রস্তাব করেছিলাম এবং এখনও করছি যে এটা বিভিন্ন দলের যারা এখানে প্রতিনিধি আছেন সবদল থেকে লোক নিয়ে একটা কমিটি করার জন্য। মাননীয় দায়িত্ব প্রাপ্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যদি না কিছু করে থাকেন তাহলে সব দলের একজন প্রতিনিধি নিয়ে একটা কমিটি হউক। সেই কমিটি এটা বিচার বিবেচনা করে একটা রিপোর্ট দেন এবং এই সম্পর্কে আমার মনে হয় আশু বিবেচনা করা প্রয়োজন। এমনকি যারা এম. এল এ. যারা রিটায়ার্ড যারা পেনসন পায় তাদের এই সমস্ত প্রশ্ন আছে।

শ্রী বৃদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ...

শ্রী বদনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই দুটি ব্যাপারেই আমি বলছি। গত বছর এই ব্যাপারে একটি কমিটি হয়েছিল পরেও আর একটি কমিটি হয়েছে। তাঁদের কাছে বিষয়টা দিয়ে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত: এই সেখানে এই ব্যাপারে একটি প্রশ্ন আছে তখন এই ব্যাপারে উত্তর দেব।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :-- আমি আজ আর একটি নোটিশ নিম্ন উল্লিখিত মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্যের নাম উল্লেখ করছি--মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রী রতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হল — "শহরে মধ্যরাতে এক বাড়িতে হানা দিয়ে সন্দেহ জনক বৈরীদের ছবি সীল ও ব্যাঙ্ক একাউন্ট উদ্ধার এই শিরোনামে গত ১৭ই মার্চ ১৯৯৭ইং তারিখ স্যন্দন পত্রিকায় এই শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া সম্পর্কে' এবং উপদ্রুত পাহাড়ে অপারেশন সেনা ধরাতে বৈরীরা শহর মুখে, রাজধানী শহরে পুলিশের অভিযান' এই শিরোনামে গত ১৮ই মার্চ ১৯৯৭ইং তারিখ দৈনিক সংবাদ এ প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ২৭ শে মার্চ রিপ্লাই দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি শুনুন, উপদ্রুত পাহাড়ে অপারেশন সেনা তাড়া খেয়ে বৈরীরা শহর মুখী, এটাই হচ্ছে এডমিটেড। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি এখন অপারগ হন তাহলে সময় চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি বলেছি স্যার, আগামী ২৭শে মার্চ রিপ্লাই দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে হাউসের উথ্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি যিনি এনেছেন তার নাম আমি উল্লেখ করছি—মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয় বস্তু হচ্ছে "স্বাক্ষরতার কর্মসূচীর অগ্রগতি সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। এখন তিনি যদি না পারেন তাহলে সময় এবং তারিখ বলতে পারেন।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী [মন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ২৬শে মার্চ বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্ন উল্লিখিত সদস্যের আর একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গুরুত্ব অনুসারে সভায় উথ্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা। নোটিশটি বিষয় বস্তু হল-"ডুম্বুর জলাশয়ের বিরাট এলাকা জুড়ে যে অর্ধকাটা অবস্থায় যে গাছগুলি আছে সেগুলিকে চড়িয়ে ফিসারী সু-ব্যবস্থা করা সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি না পারেন তাহলে সময় এবং তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ [মন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার এই সম্পর্কে আমি আগামী ২৫শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার এবং শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়। বিষয়টির বিষয়বস্তু হল, "সচিত্র পরিচয় পত্র ভোটারদের বিলি করার অগ্রগতি সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উথ্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় ইলেকশন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য

আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি উক্ত বিষয়বস্তুটির উপর আগামী ২৯শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— আজকে আমি নিম্নলিখিত আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। বিষয়টির বিষয়বস্তু হল, "কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত গরীব মানুষের জন্য অর্ধেক মূল্যে রেশন দেওয়ার ব্যাপারে সুবিধাভোগীর তালিকা তৈরী পদ্ধতি সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় খাদ্য ও জন সংভরণ বিভাগের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমার পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি উক্ত বিষয় বস্তুটির উপর আগামী ২৭শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে সর্ট ডিসকাশন অন মেটারস অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্টস এর উপর একটি নোটিশ পেয়েছি এবং জনজীবনের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সেটির অনুমোদন দিয়েছি।

উক্ত নোটিশটি বিষয়বস্তুর উপর ২২/৩/১৯৯৭ইং তারিখ এই সভায় আলোচনা হবে।

বিষয়বস্তু হল :— "To deal firmly with the terrorists, the entire State may be declared "disturbed."

LAYING OF PAPER ON THE TABLE

Mr. Speaker ;— Now the question before the House, laying of a copy of— "The Tripura Excise (Registration of Brand names Labels and Capsules) Rules, 1996, as required under Section 88 of the Tripura Excise Act, 1987.

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department to lay the above mentioned Rules on the Table of the House.

Shri Keshab Majumder (Minister) : Mr. Speaker Sir, I beg to lay "The

Tripura Excise (Registration of Brand names Labels and Capsules) Rules, 1996, as required under Section 88 of the Tripura Excise Act, 1987.

[LAYING OF RULES]

Mr. Sdeaker ;— Now the question before the House, laying of a copy of— "The Tripura Excise (Import of India Made Foreign Liquer and Beer) Rules, 1995, as required under Section 88 of the Tripura Excise Act, 1987."

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department to lay the above mentioned Rules on the Table of the House.

Shri Keshab Majumder [Minister] :— Mr. Speaker, I beg to lay "The Tripura Excise [Import of India Made Foreign Liquer and Beer] Rules, 1996, as required under Section 88 of the Tripura Excise Act, 1987."

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা রুলসের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

(ফিনান্সিয়াল বিজনেস)

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATE FOR THE YEAR 1997-98

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর (জেনারেল ডিসকাশন অন দি বাজেট এ্যাস্টিমেটস ফর দি ইয়ার ১৯৯৭-৯৮) সাধারণ আলোচনা।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চিফ হুইপকে অনুরোধ করব। এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয় অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

এখন আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রীসমীররঞ্জন মহোদয়কে উনার আলোচনা শুরু কর'র জন্য বলছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৭ ৯৮ সালের যে প্রস্তাব এই হাউসে পেশ করেছেন গ্রহণ করার জন্য এটা সম্পূর্ণ গণ বিরোধী বাজেট। এই বাজেটে ত্রিপুরার কোন অংশের মানুষই উপকৃত হবে না। কাজেই এই যে বাজেট পেশ করেছেন তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে প্রথমেই বলেছেন যে উনি গত ৪ বছরে আর্থিক ব্যবস্থাকে সুচারু ভাবে পরিচালনার করতে শিখেছেন যাতে করে সম্পদের অপচয় না হয়, অপব্যয় না হয় এবং বণ্টন ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উনি শিখেছেন তার উল্টোটা। অর্থ ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য যে এল ও. সি ব্যবস্থা এতদিন চালু ছিল তা তুলে দিয়ে আর্থিক ব্যবস্থাকে অনিয়ন্ত্রিত রেখেছেন এবং লুঠপাটের সুযোগ করে দিতে সেই দিকে উনি এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাই তাঁর বাজেট ভাষণের প্রথমেই বলেছেন এল ও. সি প্রথা উনি তুলে দিচ্ছেন। স্যার, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে এবং মাননীয় মন্ত্রী কেশব বাবু এটা ভালভাবেই জানেন যে-ধান খেয়েছে মুরগী যাবে কোথায়? মাননীয় অর্থমন্ত্রী লোক হিসাবে মোটামুটি সৎ এবং মাননীয় মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উনার যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ট। যদিও তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী তবে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ। বিচক্ষণ না হলে এই অসুস্থঃ শরীরে বিমলবাবু কেশববাবু, সমর বাবুদের মত রাজনৈতিক লড়াকু মোরগাদের কাছে দণ্ডর এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রীর অঙ্গুলের সুযোগ নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার আর এক রাজনৈতিক লড়াককু মোরগ ডানা ছেটে দিয়ে এবং বিধায়ক যারা আছেন তাদের সামনে এল ও সি প্রথা তুলে দিয়ে যাতে তাঁরা লুটপাট করতে পারেন এই ভাবে তিনি রাজাপাট চালাতে সক্ষম। উনার বিচক্ষণতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। ভগ্ন স্বাস্থ্যে এবং ভগ্ন হৃদয়ে উনি সেটা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্যার, এল. ও. সি প্রথা তুলে দিয়ে লুটপাট করার জন্য মাত্র ২১ দিনের মধ্যে দুই বার তিনি সাপ্লি-মেন্টারী বাজেট এই হাউসে এনেছেন। এবং বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে-আমরা এল ও. সি সিষ্টেম তুলে দিচ্ছি। এটার উদ্দেশ্য হলো-নির্দিধে, নির্ভাবনায় বিধায়করা তোমরা লুঠপাট কর. চেয়ারম্যানরা লুঠপাট কর, মন্ত্রী হতে পারনি বলে দুঃখ করো না। লুঠপাটের জন্য ব্লাংক চেক তোমাদের দিচ্ছি। রাজ্যে ৯৬ ৯৭ ইং সালের যে মূল বাজেট সেই বাজেটের ১৫ পার্সেন্ট টাকা এখনও অব্যায়িত। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে এ সি বিলে টাকা তুলে রেখে লুঠপাট করা, উগ্রপন্থী যারা আছে তাদের পোষণ করা এবং নির্বাচনে এই এ সি বিলের টাকা যা ড্র করা হবে তা খরচ করা। তাহলে কি করে এত টাকা অন্যায় পথে খরচ করবেন?

মাননীয় মন্ত্রীরা যেখানে যান ধাক্কা খান, উনাদের বিধায়কদের, লোক সভা সদস্যদের মুখে রক্ত মেখে দেওয়া হয়, মানুষ ঝাটা হাতে ওদের তাড়া করেন, দরজা বন্ধ করে দেন।

মানুষ ছাতা দিয়ে ওদের তাড়া করেন, দরজা বন্ধ করে দেন। তাছাড়া সারা রাজ্যে উগ্রপন্থীদের তাণ্ডবের ফলে উন্নয়ন মূলক কাজ পুরাপুরি বন্ধ হয়ে আছে। স্যার, হগব পন্থী কর্মচারী থেকে শুরু করে কোন কোন ডিষ্ট্রিকট্ পর্য্যায়ের ডি এম পর্য্যায়ের অফিসার থেকে শুরু করে, ডেপুটি কমিশনার পার্যায়েয় অফিসার থেকে শুরু করে অধিকাংশ হগব পন্থী নেতারা এই লুটপাটের টাকা দিয়ে রাজ্যের বাইরে সোনাপুর ইত্যাদি জায়গায় তাঁরা ঘরবাড়ী বানাচ্ছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার কাছে আমি বাজেট এ্যাট এ গ্ল্যান্স পাঠাচ্ছি আপনার প্রনিধাণের জন্য আপনি প্রনিধান করুন। কারণ আপনার এ সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট বাস্তবের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়নি অর্থাৎ এই বাজেট বাস্তববাদী নয়। রিসিভ সাইড এবং এ্যাকস্পেনডিচার সাইড গোজামিল দিয়ে শুধু ঘাটতি শূন্য বাজেটই করা হয় নি। এই হাউসে এই বাজেটকে উদ্বৃত্ত শূন্য করে জিরো বেইসে বাজেটিং করা হয়েছে। তাই এই বাজেটের সঙ্গে জনগণের আশা-আকাঙ্খার কোন যোগাযোগ নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য এই বাজেটে স্পেসিফিক বাজেট ভাবনাই বলুন বাজেট ভাবণই বলুন কোন কথা নেই। যা আছে তা হলো বেসিক মিনিমাম স্কীম এবং অন্যান্য বিশেষ দরিদ্র দূরীকরন প্রকল্পগুলি যেগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী আসছে সেগুলিকে এই বাজেট ভাবণের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন স্যার, আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প, গ্রামীণ বাসস্থান প্রকল্প, সড়ক প্রকল্প, গ্রামীণ কর্মসূচী প্রকল্প, জহর রোজগার যোজনা, ইন্দিরা আবাসন প্রকল্প, দরিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাসকারী তাদের জন্য গণবণ্টনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এত বড় সুচারু কারিগর ওরা, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিচক্ষণ ব্যক্তি পালস পোলিও উনার ভাষণে এই কর্মসূচীর মধ্যে একটা স্থান পেয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার বক্তব্যে বলেছেন স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো এ বছর ২৮৬০টি প্রথমিক বিদ্যালয়ের ৭.১১ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচীর রূপায়ণ। পালস পোলিও কর্মসূচী অনুযায়ী ৩.৩০ লক্ষেরও বেশি শিশুকে পোলিও খাওয়ানো হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কথা বলেছিলাম তার একটি টাকাও গরীবদের কাছে পৌছায়নি। আমি কয়েকটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি। যেমন ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় তাতে বলা হয়েছে। ৬ হাজার ৮৫৬ গ্রামীণ আবাস গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু স্যার, এর ১০ ভাগের এক ভাগও রূপায়িত হয়নি। এই প্রকল্পের ৯০ শতাংশ টাকা বামপন্থী বৈরীদের গৃহ নির্মাণ এবং অন্যান্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ওরা চিৎকার করছে। স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ রাখব ওদের যদি সৎ সাহস থাকে, তাহলে বিধানসভা ত আগামী ২৯ তারিখ পর্যন্ত আছে তাহলে যে ৬ হাজার ৮৫৬ টি ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পে গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এই সমস্ত বেনিফিস্যারীদের নাম ঠিকানা, গ্রাম

ভিত্তিক হিসাব এই হাউসে দাখিল করবেন, তাহলে সদস্যরা যারা আছেন তারাও জানতে পারবেন, আমরাও দেখতে পারি, মানুষকে বলতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রুরেল অ্যাণ্ড আরবান অ্যামপ্লয়মেন্টের কথা বলা হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন সৎ সাহস যদি থাকে নাম দেওয়ার জন্য। উনি নিয়ম মেনে প্রশ্ন করুণ, আমিও চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি প্রত্যেকটি নাম এই হাউসে দেওয়া হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পয়েন্ট অফ্ অর্ডার হয়না। পয়েন্ট আমি আপনাকে বলেছি, আপনাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য বলেছি। অর্ডার কিভাবে হয় এটা আপনি উনাকে শেখান উনিত লাফিয়ে বললেন। উনার অবস্থা তান্ত্রিক নেতা তড়িৎ বাবুর মত খুব তারাতাড়িই হবে। তড়িৎ মোহন দাসগুপ্তের মত উনার অবস্থা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রুরেল অ্যাণ্ড আরবান অ্যামপ্লয়মেন্টের কথা আমি বলেছিলাম। প্রকৃত গ্রামীণ, শহরের বেকারদের না দিয়ে বামপন্থী বৈরী এবং দলীয় ক্যাডারদের দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের রাস্তা দিয়ে চলাচলের জন্য যে টাকা বর্তমান আর্থিক বছরে এই বাজেটে ধরা ছিল সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও অব্যয়িত রয়েছে এবং কাগজপত্রে অ্যাডজাষ্টমেন্ট দেখিয়ে ব্লকে নয় ছয় করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আপনি একটু লক্ষ্য করেন দেখবেন যে, সারা রাজ্যে প্রত্যেককটা ব্লক অফিসে যদিও মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দক্ষতার জন্য প্রত্যেকটা ব্লক এরিয়াতে রাত্রিতে ইলেকট্রিক কারেন্ট পায়। সেই বাতি নিভিয়ে মোম জ্বালিয়ে কাগজে পত্রে অ্যাডজাষ্টমেন্ট তৈরী করেছে। উনাদের ব্লক অফিসাররা, ওদের পার্টির ক্যাডাররা স্বীকৃতি দিতে রাজী নয়। তার একটি মাত্র কারন, আলোর কিরণে যদি কারা এই সমস্ত কাজ করছে দেখে ফেলে, তাই মোম জ্বালিয়ে এই ভাবে অ্যাডজস্টমেন্ট বিল, অ্যাডজাষ্টেন্ট ভাউচার ব্লকগুলিতে তৈরী করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (মাননীয় মন্ত্রী কেশব মজুমদারের উদ্দেশ্যে) উনার কৃতিত্বের কথা বললে আপনাদের গায়ে লাগে কেন?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রকল্প অনুযায়ী দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাসকারী মানুষকে রেশন সপের মাধ্যমে অর্ধেক মূল্যে মাথা পিছু ১০ কেজি চাউল দেওয়ার প্রকল্প এই সরকার এখনও চালু করতে পারেন। আমি আশা কার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনিও আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন। এর দুইটা কারণ আছে, একটা হচ্ছে, দারিদ্র সীমারেখার নীচে যাদের নাম লেখা হবে তা নিয়ে দলবাজী। অর্থাৎ দরিদ্র না হলেও চলবে, একমাত্র কোয়ালিটি হতে হবে পার্টির ক্যাডার হতে হবে, না হয় পার্টির গুণ্ডা হতে হবে, না হয় বাম মার্গী উগ্রপন্থী হতে হবে। ২য় হচ্ছে, প্রশাসনিক সদিচ্ছা এবং দক্ষতার অভাব এই মন্ত্রিসভার। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ব্রজবাবুকে ধন্যবাদ, উনি ঠিকই বলেছেন, দারিদ্র সীমারেখার নীচে

রাজ্যের কত অংশ লোক বসবাস করেন তার সঠিক হিসাব সরকারের হাতে নেই এবং সেই জন্যই অর্ধেক মূল্যে চাউল সরবরাহ করা যাচ্ছে না সময়মত। এটা সরকারের ব্যর্থতা এবং দলবাজী প্রমাণিত হয়। ধন্যবাদ ব্রজবাবুকে, জীবনে অন্তত একবার সত্য কথা উনি বলেছেন পত্রপত্রিকায় সেটা বেরিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের বাহাদুর শিল্পমন্ত্রী রাজ্যেকে শিল্পে স্বয়ংবর করার বা নূতন শিল্প স্থাপন করার কোন কথা এই বাজেটে তিনি অর্থমন্ত্রীকে দিয়ে বলান নি। এমন কি রাজ্যের একমাত্র মাঝারী শিল্প জুট মিলকে জীবিত করার কোন কথাও এই বাজেটের মধ্যে নেই। এদিকে বলবেন জুটমিলের মেশিন কংগ্রেস বিক্রি করে ফেলেছে, ওখানে রামদা তৈরী হত, কত লক্ষ টাকা বকেয়া রেখে গেছেন এই সব কথা খুব বলেন। তর্কের খাতিরে স্বীকার যদি করা যায়, কিন্তু মাঝারী শিল্প যেটা আছে সেটাকে পুনর্জীবিত করার জন্য একটা কথাও এই বাজেটের কোথাও রাখার প্রয়োজন এই সরকার মনে করেন নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অবশ্য শিল্প নিয়ে পুরানো বাঁশী উনি বাজিয়েছেন বাজেটে বক্তৃতার ৮ নম্বর পাতায়। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন সংস্থা' নামে এক জায়গা থেকে সব সুবিধা পাওয়া যাবে" এমন একটি সিঙ্গেল উইণ্ডো এজেন্সী গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থা গঠন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রজেক্ট প্রস্তাব পাবার ৩০ দিনের মধ্যে যাতে ছাড়পত্র নিশ্চিত করা যায়। মাননীয় বাহাদুর শিল্পমন্ত্রীর এই উক্তি। নূতন কোন শিল্প স্থাপনের কথা বা পুরানো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে তোলার কথা ওনার বাজেট ভাষণে নেই অবশ্য দোষ নেই মাননীয় অর্থমন্ত্রীর।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) :—শিল্প স্থাপনের প্রথম এবং প্রধান যে শর্ত সেটা হলো শান্তি। ধন্যবাদ মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে যে, উনি স্বীকার করেছেন রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ বিরাজমান। উন্নয়নের সবচেয়ে জরুরী শর্ত হচ্ছে শান্তি। আমরা তাই, সমাজের সকল অংশের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি, একতা ও সংহতি অব্যাহত রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাবো। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি সংঘটিত ঘটনাবলী আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে এবং উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের জন্য আমরা আন্তরিক পদক্ষেপ নিয়েছি। কাজেই শিল্প মন্ত্রীকে কিছু বলে-দোষারূপ করে লাভ নেই। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট আলোচনায় বলেছেন আমরা শান্তি আনব এইটা বলছিনা, তবে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। চার বছর যাবৎ অশান্তি করেছি, আর এখানে প্রয়াস চালাব মুখে বলব। এই ভাবে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে চলব। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না। যেখানে সরকারী কাগজপত্রেই এই স্বীকৃত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটু আগে মাননীয় সুযোগ্য মন্ত্রী কেশববাবুকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। কারণ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উনার আলোর ঝিলিকে উদ্ভাসিত-বিজ্ঞ বিদ্যুৎমন্ত্রীর আজকে

তাই শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিজ্ঞ অভিজ্ঞ বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে আমার জিজ্ঞাস্য- ডম্বুর জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা-এই পরিকল্পনার উন্নতির জন্য একটা কথাও বাজেট বক্তব্যে কিংবা বাজেটের কোন বিধানে সংস্থান রাখা হয়নি কেন? এমন কি উপজাতিদের জন্য মায়াকান্না করেন নুন, লংকাব গুড়ো দিয়ে হৈ চৈ করেন। অথচ এই উপজাতিদের সঠিকভাবে অর্থনৈতির দিক থেকে পুনর্বাসনের জন্য একটি কথাও এই বাজেটের মধ্যে নেই। আজকে ডম্বুর জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ যারা উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছেন তাদের সঠিকভাবে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য একটি কথাও এই বাজেট বক্তব্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে নেই।

বেকারদের কর্মসংস্থান মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেকারদের সম্পর্কে এই বাজেট বক্তব্যে সুস্পষ্ট কোন কথা বলা হয়নি। শিক্ষিত বেকারদের জন্য শিক্ষা দপ্তর ১,৮০২ টি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে আরো অনেক নিয়োগ করা হবে। কিন্তু কোন সংখ্যা নেই। যার জন্য শিক্ষা দপ্তর উনার হাতে গেলো। আজকে শিক্ষিত বেকারদের অর্থনৈতিক কর্মসংস্থানের জন্য বা বেকারদের কথা বাজেটে আলোচনা হয়নি। আর অল্প শিক্ষিত বেকার যারা আছে তাদের কথা বলে তো কোন লাভ নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করছি আপনাকে আপনি একটু ভাল ভাবে অনুধাবন করুন। 'উচ্চহারে প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়ের কারণে গুরুতর অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্বেও এটা বিরাট সংখ্যক কর্মহীন যুবকের কর্মসংস্থান করে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটা কি হল স্যার? আপনি বাংলা এবং ইংরেজী দুটিতেই অভিজ্ঞ। আপনার কাছে আমি জানতে চাই এটার অর্থ কি?

(নয়েজ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ)

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, বিড়াল বলে মাছ খাব না, কাশী যাব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলছি-আপনার আর কতক্ষণ সময় লাগবে? আপনাদের মোট সময় ছিল ৪৫ মিনিট। আমি এটা ১৫ মিনিট বাড়িয়ে এক ঘন্টা করেছি। আপনাদের আরোও বক্তা কিন্তু রয়েছে। ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতা ২৫ মিনিট সময় নিয়েছেন। আরোও বক্তা আছে আপনাদের।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'উচ্চহারে প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়ের কারণে গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট। 'এর মধ্যে আবার বলেছেন, 'এক বিরাট সংখ্যক কর্মহীন বেকারের কর্মসংস্থান করে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষা দপ্তরের ২,৮০১টি পদে চলিত আর্থিক বছরে লোক নিয়োগ করা হয়েছে এবং আরোও লোক নিয়োগ করা হবে: 'স্যার, এটার অর্থ কি আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই বাহাদুর

সরকার রাজ্যপালকে দিয়ে বেকারদের নিয়ে যে মস্করা করেছেন সেটা খুবই সুন্দর। এই মস্করার নমুনাটা আমি এখানে পড়ে শুনাচ্ছি। মাননীয় রাজ্য-পাল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং বিহারের লোক উনি। মস্করা উনি পছন্দ করেন। ওখানে রাজ্যপালকে দিয়ে বলানো হয়েছে বেকারদের সমস্যার কথা। 'বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকরা আমার সরকারের সহযোগিতা পাচ্ছে। শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ করা হচ্ছে। শূন্য পদে সরকারী চাকুরীর প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী। এই অবস্থায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে শিল্প ক্ষেত্রে বে-সরকারী বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। 'স্যার বেকারকে বে সরকারী বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

নূতন উৎসাহ প্রকল্পের অধীনে রাবার চাষ, মানে রাবার গাছ লাগিয়ে আরোও সাত বছর বসে থাকতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস, সরকারই গ্যাস পায় না—মূল্যস্থির হয় নি। জৈব প্রযুক্তি। ফল চাষ চা, কফি ও মশলা চাষ। ত্রিপুরার শিল্প উন্নয়নের এজেন্সি নামে একটি উইণ্ডো এজেন্সি স্থাপন করা হয়েছে। যা ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান শেষ করে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বেকারদের জন্য ভাল কথা—খুবই ভাল কথা। এই ব্যবস্থা রাজ্যের শিল্পউদ্যোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। বেকাররা এখন শিল্পোদ্যোগী হয়ে গেল! মানে রাবার গাছ লাগিয়ে ঘরে যাও।

স্যার, রাজ্যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা রয়েছে। আর ১৫ দিন পরে এখন বলে অশান্তির বাতাবরণ। রাজ্যে আগুন জ্বলছে। আমরা প্রয়াস নিচ্ছি। রাজ্যপালকে দিয়ে মস্করা করা হয়েছে—রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বিরাজমান।

শ্রীকেশব মজুমদার [মন্ত্রী] :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এটা কি অন্যায় হলো বলুন স্যার? বলেছেন মশলার চাষ করে কিছু আর্থিক উন্নতি হবে। স্যার, যেসব মাল আছে মশলা ছাড়া চলবে কি করে? বলুন এটা ঠিক কিনা? এই যে সব মাল আছে মশলা ছাড়া চলে? আপনি বলুন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— বসুন, বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, প্রত্যেক যুগে যুগে অর্থাৎ মোঘল আমলেই ধরুন, কিংবা তার পরবর্তী অধ্যায়েই বলুন যুগে যুগে রাজ্যে শাসনকর্তা বা রাজা—সম্রাটদের একজন করে বীরবল অথবা গোপাল ভাঁড়ের প্রয়োজন পরে। এই হলো সেই কেশব মজুমদার, বীরবল বা গোপাল ভাঁড় এই মন্ত্রিসভার। কোথায় কি বলতে হবে তাঁর সেই কাণ্ডজ্ঞান নেই। গোপাল ভাঁড়ের মত পয়েন্ট অব্ অর্ডার উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। যুগে যুগে এটা দরকার পরে।

শ্রীকেশব মজুমদার [মন্ত্রী] :— স্যার, একটা গল্প বলি?

মিঃ স্পীকার :— না, না, আপনার সময় হলে বলবেন, আর বলে লাভ নেই। ঠিক আছে উনাকে বলতে দিন

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যে শান্তি ছাড়া উন্নয়ন হয় না এটা একটু, আগে আমি দেখিয়েছি বাজেট ভাষণে স্বীকৃত। কিন্তু কিভাবে শান্তি শৃঙ্খলা আসবে সেই কথা পরিস্কারভাবে এই বাজেটে বলা হয়নি। মানুষ অন্ধকার রাজত্বে আছে। বামপন্থীদের তাণ্ডব জুলুম, অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষণ, হত্যা এগুলি সীমাহীন গতিতে সারা রাজ্যে করে চলছে। সঙ্গে এখানে পত্র-পত্রিকায় সাংবাদিক বন্ধুরা জানাচ্ছেন যে, আসাম রাইফেলস এবং বিভিন্ন সংস্থার জওয়ানরাও উপজাতি মহিলাদের নির্বিচারে ধর্ষণ করে চলছে এবং সেগুলি হচ্ছে। যেমন বামমার্গী উগ্রপন্থীরা করছে তেমনি আসাম রাইফেল কিংবা অন্যান্য প্যারা ম্যালেটারীর ফোর্সরা করছে এই সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়! রাজ্যে শান্তি আনতে হলে উপদ্রুত আইন বলবৎ করতে আপত্তি কেন সারা রাজ্যে ? সেটা এরা হতে দেবেন না কিন্তু ওরা আটকাতেও পারবেন না। এটা হবে। গাধা, গা-ধা-। স্যার, আমাকে ক্ষমা করবেন, গাধা শব্দ আন-পার্লামেন্টারি নৃপেনবাবুর ভাষায় বলতে হয়, গা—ধা—রা। এই যে, রা তারা জল ঘোলা করে খায়। রাজ্যে উপদ্রুত আইন বলবৎ হবে, এলাকা আরও বাড়বে। ওরা এটা আটকাতে পারেন না। জল ঘোলা করে খাবে, সেটা করতে হবে ওদের।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইনশৃংখলার কথা উনারা বলেছেন। আমি দেখাচ্ছি কি ধরণের সরকার কোন সিদ্ধান্ত নেই। সিদ্ধান্তহীনতায় এই সরকার ভুগছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বাজেট বক্তব্য থেকে পড়ে শুনাচ্ছি- রাজ্যে শান্তি বজায় রাখতে রাজ্যসরকারের এর গৃহীত কিছু ব্যবস্থা সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপাল বিধানসভায় প্রদত্ত ভাষণে উল্লেখ করেছেন। আমি সুনিশ্চিত ভাবে সভাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে, আইনশৃংখলা পুনরুদ্ধার ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে অর্থের সংস্থানের কোন সমস্যা হবে না। চলতি বছরে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে নন-প্লেন হেডে, এই হেডে অনুমোদিত বাজেট বরাদ্ধ যেখানে ছিল ৭৪.১ কোটি টাকা সেখানে আগামী বছরে এই খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০৫-১১ কোটি টাকা। টি এস আর ৪র্থ এবং দুটি রিজার্ভ ব্যাটলিয়ন গঠনের মাধ্যমে রাজ্যে আরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের বেশীর ভাগ অংশ ব্যয়িত হবে।

আমাদের প্রচেষ্টা হল সরকারের প্রচেষ্টা। স্বনির্ভর অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি আরক্ষা বাহিনী সন্ত্রাস মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে কি না। সেটি করুক খুব ভাল কথা। তারপরে আছে, উপজাতি জনগোষ্ঠীর অভাব অভিযোগ ও বঞ্চনার নিরসনে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিপথগামী যুবকদের (উগ্রপন্থীরা) যদি বামপন্থী উগ্রপন্থী বলতে লজ্জা করতে পারে (কিসের বিপথ গামী) যখন তখন অগ্নি সংযোগ চলছে, হাজার মানুষ মারা হচ্ছে তাদের উগ্রপন্থী বলা যাবে না। বামপন্থী উগ্রপন্থী না বলুক তারা হল বিপথগামী। এই বিপথগামী যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া আমাদের অব্যাহত থাকবে। তাহলে এই ১০৫.১৮ কোটি টাকা সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবেলা করার জন্য ধরা হয়েছে আধুনিকী করণ করে, তাহলে তাদেরকে আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে

আনার কি অর্থ্য হয় সেটি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোন্ কথাটা সত্য? আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিপথগামী যুবকদের জাতীয় মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য যাদের ওরা তৈরী করেছেন যাদের ওরা সৃষ্টি করেছেন যাদের ওরা জন্ম দিয়েছেন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে। নাকি প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাদের মোকাবেলা করা হবে রাজ্যের পুলিশের সহায়তায় শত সহস্র মানুষকে রক্ষা করা হবে রাজ্যে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নাকি একান্ত দক্ষ বাজিগরের মত মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন ১০৫'১৮ কোটি টাকা পুরো টাকাটাই নন্ প্ল্যানে রেখে। এটা কি আমি জিজ্ঞেস করতে পারি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বামফ্রন্টের ক্যাডার বাহিনী উগ্রপন্থী যারা সারেণ্ডার করেছে দা, বল্লম, খন্তি, তাক্কাল, বাইশ নিয়ে যারা সারেণ্ডার করেছে তাদেরকে বিলি বন্টন করে দেওয়ার জন্য সহায়তার জন্য আধুনিক অস্ত্র কেনার জন্য নন, প্ল্যানের এই টাকা ব্যয় করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় না হলে কথা বলতে পারতেন না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমি সুনিশ্চিতভাবে সভাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে আইন শৃংখলা পুনরুদ্ধার ও বজায় রাখতে অর্থ সংস্থানের কোন অসুবিধা হবে না। অর্থ সংস্থানের কোন সমস্যা হবে না। বামপন্থীর উগ্রপন্থীরা তোমাদের জন্য কোন টাকা অভাব থাকবে না। নন্ প্ল্যানের ১০৫ কোটি টাকা তোমাদের জন্য আছে। এস আদরের ঘরের দুলালরা আমাদের কাছে চলে এসো।"

এখন বরাদ্দ ১০৫·১১ কোটি টাকা। কাজেই এই পুরো টাকাটা আরক্ষা বাহিনী, টি. এস. আর. বাহিনী, আসাম রাইফেলস্, প্যারা মিলিটারী ফোর্সের জন্য ধরা হয়েছে। স্যার, নন্প্ল্যানের নামে উগ্রপন্থী তোষণ-এর জন্য। আরক্ষা বাহিনী বা টি. এস. আর বাহিনীর উৎকর্ষ সাধনে সরকার সচেষ্ট হতেন তাহলে গত আর্থিক বছরের ৭৪.২ কোটি টাকা দিয়েই সরকারের বিশারদরা-দিগ্‌গজরা উৎকর্ষ সাধন করতে পারতেন। তারা কি উৎকর্ষ সাধন করেছেন গতবছর? এর বাইরেও টাকা এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। কেন তারপরে প্যারা মিলিটারী আনতে হয়? কেন তারপরে আসাম রাইফেলস্ আনতে হয়? কেন তারপরে রাজ্যে মিলিটারী আনতে হয়? কি উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে? উৎকর্ষতার কথা বাদ দিন। তারাত আর আমার মত বৃদ্ধ নয় কিংবা তপন চক্রবর্তী মহোদয় কিংবা উপমুখ্যমন্ত্রীর মত ভগ্ন স্বাস্থ্য নয়। তারা কেশব বাবুর কিংবা বিমল বাবুর মত সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। টি. এস. আর. বা পুলিশ বাহিনীর একজন ২৫ বছর যুবকের যে ফুড ক্যালোরী লাগে একজন ২৫ বছরের সি আর. পি. এর নিশ্চয়ই তার থেকে বেশী লাগতে পারে না। তাহলে কেন রাজ্য পুলিশ বাহিনী বা টি. এস আর. বাহিনীর রেশন মাণি তাদের মত দেওয়া হবে না? এরজন্য এরা দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম করছে। সেই ক্যালরী না দিয়ে ইচ্ছে করেই টি. এস. আর. জওয়ান কিংবা আরক্ষা বাহিনীর লোকদের দুর্বল করে রাখা হচ্ছে? মাননীয় অধ্যক্ষ

মহোদয়, আমি আর ৫/৭ মিনিট সময় নেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্য সরকার ৪র্থ বেতন কমিশন গঠণ করেছেন। ভাল কথা। এই ৪র্থ বেতন কমিশন গঠণ করে বলা হয়েছে, কিংবা আমি যতটুকু জানি, টার্মস্ অ্যাণ্ড কণ্ডিশানে এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আগামী আর্থিক বছরের ১লা নভেম্বরের মধ্যে কমিশনকে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। অথচ এই বাজেটে এক পয়সাও ধরা হয় নি এ ব্যাপারে। আর বেতন পুনর্বিন্যাসের জন্য এক টাকার সংস্থানও এই বাজেট বরাদ্দে নেই কর্মচারীদের জন্য। এই ৪র্থ বেতন কমিশন করা হয়েছে কর্মচারীদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য। যাতে কর্মচারীরা আন্দোলনে না যায় এবং আগামী নির্বাচন পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে রেখে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যায়। এই আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেটে আপনি পাবেন, ১০ লক্ষ টাকা ধরা আছে, কমিশনের খরচের জন্য। দুভার্গ্য। এমন কি রাজ্যের কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য এক পয়সাও ধরা হয় নি যে তাদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ২।৩ কিস্তি বা অর্দ্ধেক আমরা দিয়ে দেব। এই অর্থ বছরে সে বিধানও রাখা হয় নি। এই বাজেট বক্তব্যের ৫ম পাতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন "১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৮৭'৬৭ কোটি টাকা"। এটা আরও বাড়লে আমরা খুশি হতাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এখন রিসেসের সময়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমার আরও ৫।৭ মিনিট লাগবে। যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এখনও বলতে পারি অথবা রিসেসের পরে বলব।

মিঃ স্পীকার :— যদি হাউস অনুমতি দেয় তাহলে আমার আপত্তি নেই।

(৫ মিনিট সময় বাড়ানোর জন্য হাউস অনুমতি দেন)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম :— "১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের জন্য তফসিলী জাতি কল্যাণ ও অন্যান্য পশ্চাদ-পদ সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরের প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৯'৬১ কোটি টাকা। স্যার, ৯১ইং সালের সেনসাস অনুযায়ী রাজ্যে এস, সি পপুলেশন হল ৪ লক্ষ ৫১ হাজার ১১৬ জন। এবং এস টি পপুলেশন হলো ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৪৫ জন। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তফশিলীভুক্ত উপজাতিদের কল্যাণের জন্য ৮৭'৬৭ লক্ষ টাকা হয়ে থাকে তাহলে তফসিলী ভুক্ত জাতিদের জন্য ২৯ কোটি টাকা হতে পারে না। তার অর্দ্ধেক হবে। এখানে তপসিলী ও পশ্চাদপদ জাতির (ও. বি. সি)-র কথা বলা হয়েছে। রাজ্যে ও, বি, সি জনসংখ্যা হলো ৭'১৭'১১৯ লক্ষ এবং এস. সি পপুলেশন হলো ৪.৫১.১১৬ লক্ষ অর্থাৎ দুটো মিলিয়ে ১২ লক্ষের মত। এই ১২ লক্ষ ও. বি. সি এবং

তপসিলী জাতিভুক্তদেরকে বঞ্চিত করে তাদের কল্যাণের জন্য মাত্র ধরা হয়েছে ২৯.৬১ কোটি টাকা। যার জন্য আমি বলছি এটা হলো একটা প্রট। পরিশেষে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে এবারের বাজেট ভাষণের জন্য আমি এপ্রিসিয়েট করছি।

এই বাজেট ভাষণ অন্যান্য বারের বাজেট ভাষণ থেকে একটু আলাদা। কারণ এটা স্বীকার করতেই হবে। অন্যান্য বার বাজেট ভাষণের প্রথমেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায়, অশ্রাব্য ভাষায় বিষদ্গার করা হতো, কল্পিত অভিযোগ তুলে বিষদ্গার করা হতো। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের অধিক অনুমোদনের ফলে লুটপাট করার যে অধিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাতে অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের গুণজ্ঞানে গদগদ হয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এটাই হলো এবারের বাজেট ভাষণের লক্ষনীয় বিষয়। পরিশেষে আমি এই বাজেট এবং বাজেট ভাষণকে সার্বিকভাবে বিরোধিতা করে——★আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যারা——————★

মিঃ স্পীকার :— প্রসিডিংস থেকে গা + ধা এবং ক + চ্ছ + প এইগুলি এ্যাকস্পান্জ করা হলো। এই সভা বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় এখন আলোচনা করবেন। আপনার সময় ১৮ মিনিট।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সেশানের প্রথম দিনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বছরের ১৯৯৭-৯৮ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাতে মোট ১৪৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ উনি আমাদের কাছে পেশ করেছেন। এটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এই কারণে যে, আমাদের রাজ্যে এই ধরণের একটা সর্ব্বাঙ্গীন বাজেট সামনে উপস্থিত হয়েছে। এই প্রথম। আমাদের দেশের স্বাধীনতার অন্যতম বক্তব্য ছিল দেশ স্বাধীন হলে মানুষের যে, মৌলিক চাহিদা-খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এই জিনিসগুলিকে পূরণ করা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পরেও আমাদের এই জিনিষগুলি পূরণ করা হয়নি। আমাদের এই সরকারের বাজেটের মূল বক্তব্যই হচ্ছে এই রাজ্যের বেসিক মিনিমাম যে নীড এটাকে পূরণ করার জন্য এই বাজেটে সব চেয়ে বেশী অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। যদিও আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা অনেক কম। আমরা কেন্দ্রের কর বা অনুদানের উপর নির্ভরশীল। আমাদের রাজ্যের এই বেসিক মিনিমাম নীডকে আরও বেশী বাড়ানোর জন্য, দেশের পানীয় জল, গৃহ নির্মাণ, গ্রামীণ যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা দরকার। আমাদের

★ ★ ★ Expunged as Ordered by the Chair

রাজ্যের ৪৫ শতাংশ মানুষ যারা দারীদ্রসীমার নীচে আছে তাদেরকে বিনামূল্যে বা সস্তায় রেশন সরবরাহের যে প্রকল্প সেই প্রকল্পও এই বাজেটের মধ্যে আছে। এর মধ্য দিয়ে এটা পরিস্কার যে, এই বাজেটে কার স্বার্থ প্রতিফলিত হয়েছে? এই বাজেটে আর একটা বিষয়ে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে! আমরা মনে করি মানুষের কাছে তার জীবন ও তার সম্পত্তির মূল্য সব চেয়ে বেশী। স্যার, এই রাজ্যে আজকে কিছু বিভেদকামী বিভ্রান্ত শক্তি যারা দেশের বাইরে ঘাঁটি গেড়ে আমাদের রাজ্যের শান্তিকে ধ্বংস করছে, আমাদের জীবন ও সম্পত্তি তাদের হাতে আক্রান্ত সেই বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করার জন্য এবং আমাদের রাজ্যের শান্তির বাতাবরণকে আরও বেশী নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবে আশ্বাস দিয়েছেন। মানুষের শান্তি রক্ষা করার জন্য যাতে আমাদের টাকার কোন অভাব না হয় এই জন্য আমাদের পুলিশের একটা বাহিনী ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। আমরা আশা করি এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে তারা মাঠে নেমে কাজ করতে পারবে। যে ব্যাটেলিয়ানটি গঠিত হয়েছে সেটা হল ৩য় টি. এস, আর.ব্যাটেলিয়ান। ৪র্থ টি. এস, আর ব্যাটেলিয়ানের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় এবং রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে আই, আর এই ২টা ব্যাটেলিয়ান গঠণ করার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি এই বাজেটের মধ্যে রাখা হয়েছে। স্যার, আমাদের এই পুলিশ বাহিনী এখনও সেই আগের দিনের অস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে যায়, তাদেরকে যেতে হয়। সেখানে আধুনিক অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানের আবিস্কার এখনও আমাদের রাজ্যে এসে পৌছায়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থাই হচ্ছে তার অন্যতম মাধ্যম। পুলিশের যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য এবং অন্যান্য সমস্ত কাজের জন্য একটা বিরাট বরাদ্দ এখানে এই বাজেটে ধরা হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে এই রাজ্য সরকার তার জন্য পিছুপা হন নি। রাজ্যের মানুষের জীবন ও সম্পত্তি যখন বিপন্ন যখন এটা আমাদের পুলিশ বাহিনীর এক্তিয়ারের বাহিরে চলে গেছে তখন এই রাজ্যের ১৭টি থানাকে উপদ্রুত ঘোষণা করে আমাদের রাজ্যের সৈন্যবাহিনী এই বিদেশী শক্তির মদতে যেহেতু তারা, তাদেরকে এখানে নিয়ে এসে আজকে শান্তির নূতন বাতাবরণ তৈরী করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে।

এবং নিশ্চয়ই তারা যদি এক্সেস কিছু করেন সেই প্রশ্নও এসেছে কোন কোন জায়গাতে সেটাও নিশ্চয়ই সরকারী ভাবে দেখা হবে। এবং এই বাহিনী যৌথভাবে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে। সেজন্য এই বিষয়টিও এই বাজেটের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। যেটা অতীতে দেখা যায় যে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি নিয়ে ছিনিমিনি অনেক করা হয়েছে এই রাজ্যের মধ্যে ।

তারপর যেটা সবচেয়ে বড় সাফল্য বাজেটের মধ্যে সেটা আমি বলতে চাই যে, আমাদের যে স্বশাসিত সংস্থা— ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে তার যে ফসল আমাদের হাতে এসেছে, পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত, এবং আমাদের রাজ্যে এই জেলা পরিষদ যেটি উপজাতিদের উন্নয়নের

জন্য গঠন আমরা করেছিলাম, এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে স্পষ্টভাবে তার প্রতি সরকারের বা দায়বদ্ধতা এই সংস্থাকে যাতে আরো বড় করতে পারি, তাকে যাতে আরো অধিক আর্থিক ক্ষমতা দিতে পারি, তাকে যাতে আরো অধিক প্রশাসনিক ক্ষমতা দিতে পারি, তাহলেই আমাদের দেশের গণতন্ত্র শক্তিশালী হতে পারে। আমাদের আর্থিক ভিত্তি আরো শক্তিশালী হতে পারে। তাই সেই জায়গাতে আমরা দেখেছি পঞ্চায়েতের হাতে সরাসরি সরকার তার বাজেট থেকে আনটাইড্ ফাণ্ড তোলে দিয়েছেন। এখন সেখানকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং তার রূপায়ণ করবে এইখানকার কোন মন্ত্রী না, এই গ্রামের যারা পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে তারাই ঠিক করবে এই টাকা গ্রামের মানুষের কোন কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হবে। এই যে একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত একটা কোন সরকার নিতে পারে— যে সরকার জনগণের জন্য তার দায়বদ্ধতা আছে, যে সরকার জনগণের জন্য সঠিকভাবে চিন্তা করছে।

জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়নের জন্য অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। এই জেলা পরিষদই আমাদের উপজাতি এলাকার উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি। তাই জেলা পরিষদের হাতে সেভাবে বাজেটের টাকা আনটাইড্ ফাণ্ডের টাকা বেশী করে তোলে দেওয়া হচ্ছে। যাতে জেলা পরিষদ এলাকার মানুষের জন্য, তাদের কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতে পারে।

তারপর নগর পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের এলাকায় বসবাসকারী দারিদ্রসীমার নীচে যারা আছেন, স্লাম এরিয়াতে যারা আছেন, তাদের কাছে যাতে আরো ভালভাবে কাজ নিয়ে যেতে পারি, সেই এলাকার মানুষের পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, আবাসন ব্যবস্থা করা, এই সব উন্নয়নমূলক কাজগুলি করার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, আবাসন ব্যবস্থা করা, এই সব উন্নয়নমূলক কাজগুলি করার জন্য এখানে এই বাজেটের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এইটা একটা নতুন দিক, হচ্ছেএই বাজেট গ্রামাঞ্চলের জন্য একটা নতুন দিগন্ত আমাদের সামনে তোলে ধরেছে। সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে গ্রামীণ এলাকার মধ্যে যারা শ্রমজীবী মানুষ রয়েছে, গ্রামীণ বেকার যারা আছে তাদের জন্য এই বছরে ৬০ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যা' গ্রাম উন্নয়ন কমিটি তথা পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। তারপর ১৫,০০০ দরিদ্র পরিবারকে আই. আর. ডি. পি. এর আওতায় আনার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা'র মধ্য দিয়ে এই পরিবারগুলিকে স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও এরমধ্যে করা হয়েছে। সেখানে দুই হাজার শিক্ষিত বেকার যুবককে তাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনার মধ্য দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তুঁত চাষের মধ্য দিয়ে দুই হাজার মহিলাকে তারা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারেন তার জন্য সেরিকালচার দপ্তর, হ্যাণ্ডলুম হ্যাণ্ডিক্রাফট—এর মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সেখানে বেকার যুবকদের আরো বেশী করে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য

ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তার পাশাপাশি শিক্ষা দপ্তর, পুলিশ দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরে সেখানে যারা বেকার যুবক রয়েছে এরমধ্যে একটা ভাল সংখ্যককে যাতে কর্মসংস্থান করে দেওয়া যায় তারজন্য এই সরকার দায়বদ্ধ এবং তার জন্য কাজ করছেন যদিও আমাদের রাজ্যের বেকার সংখ্যার তুলনায় সেটা খুবই অপ্রতুল। কিন্তু প্রচেষ্টা যে আছে এই সরকারের এটাই এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে আরো প্রতীয়মান।

স্যার আমি যেটা বলতে চাই যে-উন্নয়ন এমনিতে হয় না। উন্নয়ন করতে হলে তার পরিকাঠামো দরকার। এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য একটা সুস্পষ্ট আশ্বাস এখানে দেওয়া হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে। এই বাজেটে সুস্পষ্টকরে বলা হয়েছে যে আমরা উন্নয়নের জন্য যেমন কাজ করতে চাই তো সেটা কৃষির উন্নয়নই হোক বা সেটা শিল্পের উন্নয়নই হোক, আমাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে বিদ্যুৎই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে আধুনিক বিষয়। যেটাকে সব জায়গায় যদি আমরা পৌঁছে দিতে না পারি, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যদি আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ না হতে পারি তাহলে কৃষিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। আমাদের শিল্প হবে না, আমাদের উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ সেখানে হতে পারবে না।

এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আমরা আশা করছি আগামী বছরে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারব যে, আমাদের রাজ্য বিদ্যুতে স্বয়ম্ভর হয়েছে। আর সেই জন্যই বাজেটের এই টাকাটা বরাদ্দ করা হয়েছে। স্যার, সড়ক উন্নয়ণের বিষয়টি এই সরকার খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। কাঠের সেতুগুলিকে রিপ্লেইস্ করে পাকা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় সাক্রম পর্যন্ত সড়কটিকে জাতীয় সড়কে রূপায়িত করার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন।

স্যার, পাঁচ হাজার হেক্টর জমি জল সেচের আওতায় আনা হচ্ছে। এটাকে যদি আমরা আরোও প্রসারিত করতে পারি তাহলে শুধু মাত্র কৃষকরাই উপকৃত হবেন না আমাদের রাজ্যের তথা দেশেরও উন্নতি হবে। কারণ আমাদের রাজ্যে মুখ্যত কৃষির উপর নির্ভরশীল। ১৯৭৮ইং থেকে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। যার ফলে এই বছর সব চেয়ে বেশী পরিমাণ জমি এক সঙ্গে জল সেচের আওতায় আনা হচ্ছে। এই জন্য মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ-মন্ত্রী এখানে যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন সেটাকে রাজ্যবাসী অভিনন্দন জানাচ্ছে। উনাকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্যার, শিল্পের উপর এই সারকার গুরুত্ব দিচ্ছেন। প:জেলায় একটি আধুনিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার নির্মানের কথা বলা হয়েছে। এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও এই ব্যাপারে সহযোগিতার একট আশ্বাস দিয়েছেন। এটা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানি করার বিষয়টা এই বাজেটে রয়েছে। বাজেটের বিভিন্ন জেলাতে শিল্প কাঠামো যাতে গড়ে

তোলা যায় সেটাও বাজেটের মধ্যে সুস্পস্টভাবে উল্লেখ রয়েছে । রাজ্যের ছয় হাজার হেক্টর জমি বনায়ণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এর মাধ্যমে একটা বড় ধরণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে । এই ধরণের পরিকল্পনাগুলি আমাদের সামনে রয়েছে ।

শিক্ষা খাতে একটি বিরাট অংক ব্যয় করার প্রস্তাব এই বাজাটে রয়েছে । শিশু-বয়স্কদের শিক্ষার একটা ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । এতে আমরা সফল হব-এই কথা বলতে পারি । ইতিমধ্যেই এই ব্যপারে একটি প্রচেষ্টা চলছে । এবং বাজেটেও এই ব্যাপারে টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে । উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রপ-আউটের সংখ্যা কমানোর জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আরোও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আরোও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য এই সরকার সক্রিয় । উপজাতি ছাত্রাবাস নির্মাণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । তাদেরকে তথা রাজ্যের মানুষকে শিক্ষায় আরোও এগিয়ে নিয়ে যেতে এই সরকার তৎপর রয়েছেন । এগুলি সব এই বাজেটের মধ্যেই স্পষ্টভাবে রয়েছে ।

এই বাজেটে তফসিলী সম্প্রাদায়ের মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে একটি বিরাট অংকের টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । এটা নিয়ে এখানে সমলোচনা করা হয়েছে । আমি যদিও সেই কথায় পরে আসছি । যে দেশের মধ্যে এই অংশের মানুষেরা সবচেয়ে বেশী অবহেলিত তাদের কল্যাণে কাজ করতে পেরে আমরা গর্বিত বোধ করি । তারা শিক্ষা দীক্ষায় সহ সামাজিকভাবেও বঞ্চিত ও অনুন্নত । এই তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের কল্যাণের কথা চিন্তা করার ব্যপারে একটি সরকারের দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারের দায়বদ্ধতা রয়েছে । এবং এটা আছে বলেই তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য এই বাজেটে একটি বিরাট অংকের টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে । এটা না হলে জাতি শক্তিশালী হবেনা । এই জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই । তারপরও আজকে এখানে উস্কিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে যে তফসিলী জাতি উপজাতি এবং ও বি. সিদের জন্য বরাদ্দ নাকি কম হয়েছে । তাদের জন্য আরোও কিছু বেশী টাকা বরাদ্দ করা হলে নিশ্চয়ই আমরা খুশী হতাম এবং অর্থমন্ত্রীও এতে খুশীই হতেন ।

এই সরকার গত বছর থেকে শুধু তফসিলী উপজাতি না তফসিলী জাতির মানুষের জন্য বিরাট বিরাট বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন । এবং সেই অংশের মানুষকে স্বাবলম্বী করার জন্য তাদের ছাত্রদের পড়াশুনা করার জন্য সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন । তার পাশাপাশি ঐ ও. বি. সি. অংশের মানুষকে স্বীকৃতি দিযে তাদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে তফসিলী জাতি. উপজাতি-

দের মত, সেটা সম্প্রসারিত করেছেন। ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে এটা, নেই। এখানেই একমাত্র আমরা দেখছি। ও. বি. সি. অংশের ছাত্রদের জন্য একটা বিরাট টাকা সেখানে বরাদ্দ করা হয়েছে। এবছর আমরা দেখেছি নতুনভাবে যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, মুসলিম বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, শিখ তাদের জন্য একটা উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করে। তারজন্য সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সেই অংশের মানুষকে যাতে সেই উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সেখানে নিয়ে আসা যায়। আমরা এই জিনিষগুলি সুস্পষ্ট-ভাবে এই বাজেটের মধ্যে রেখেছি। আমি এই কথা বলতে চাই, সমর্থন শুধু এমনিতেই করার প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীপবিত্র কর :— যে যে দিকগুলো, এই দিকগুলো একটা যুগান্তকারী সূচনা। একে যদি আমরা ফলো করতে পারি তাহলেই হবে। আমি দুঃখিত যে, বিরোধী দলনেতা উনি সভাপতির পদ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি অনেক পুরানো লোক, উনার বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কিছু নতুন আশা করেছিলাম। দেশে অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। ঐ কেন্দ্রে একসাথে সবাইকে সরকার চালাতে হচ্ছে, বি, জে, পি, কে বাদ দিয়ে। এখানে আমরা মনে করেছিলাম এই ধরণের উন্নয়নমূলক বাজেট যখন এখানে আসছে কংগ্রেস দল বিরোধী হয়েও সমর্থন করবেন। ঐ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই-বিপদ সংকেত উত্তর প্রদেশে বি, জে, পি সরকার গড়ছে কংগ্রেসের সঙ্গে তাকে সঙ্গে নিয়ে। তাই যারা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করছেন আমি তাদের উদ্দেশ্য করে এই কথা বলতে চাই যে, আসুন উন্নয়ন যজ্ঞে আমরা সবাই মিলে একসাথে হই যদি কাজের ক্ষেত্রে কোথাও ভুল হয় ত্রুটি হয় নিশ্চয় সমালোচনা আমরা করব।

মিঃ স্পীকার :-- মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীপবিত্র কর :— রাজ্যে শান্তির জন্য, রাজ্যে উন্নয়নের জন্য সবাই মিলে একত্রিত হয়ে এই বাজেটকে সমর্থন করে যাতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে রাজ্যের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তারজন্য সমর্থন তারাও করবেন। এই আশা রেখে আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউস শুরু হওয়ার প্রথম দিনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৪৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার যে বাজেট এখানে উপস্থাপন করেছেন আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করি। ইতিপূর্বে বিরোধী দলনেতা এই বাজেটের উপর সারগর্ভ ভাষণ রেখেছেন তথাকথিত এবং মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছেন অর্থমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করে-ছেন। আবার চেয়ার থেকে উঠে এসে এদিকের চেয়ারে বসা যায় কিনা তারজন্য বলেছেন যে, বেশী

দিন নেই। আমরা এখানে এসে বসছি। মধুসূদনের কবিতাটা আমার মনে পরে গেল—ধন্য আশা কুহকিনী তোমার, মায়ায় মুগ্ধ মানবের মন এই মুগ্ধ ত্রিভুবন। আসলে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। সভাপতির পদ নেই কিছু নেই এখন অমলবাবু তাঁরাও কথা শুনেন না, রতনবাবু তারা দিল্লীতে গেলেন দরবার করলেন এখন কি করা যায়? নির্বাচনে নমিনেশন হবে কিনা তারজন্য কোন গ্যারান্টি নেই সেইজন্য মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তার চাইতে আরও বেশী খারাপ হয়েছে যখন দেখা গেছে যে, বহু টাকার অংকের একটা বাজেট সুন্দর বাজেট এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। আরও মাথা খারাপ হয়েছে যখন দেখা গেল এল. ও. সি. প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। এবং এই সমস্ত মাথা খারাপ-এর ফলেই যে ধরণের বক্তব্য উনি এখানে রেখে হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন আসলে এটা খুব খারাপ লাগছে। এবং আসল কথা হল চুরের মার বড় গলা। চুরেরা সবসময় একটু বড় করেই কথা বলে থাকে। এবং এখানে আমরা দেখেছি যে, এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছে আসল কথা কি সুধীর বাবু তার বাড়ী ঘর ছেড়ে মফঃসলে যান কি না—কোথায় কতটুকু কাজ হয়েছে। গত পাঁচ বছরে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এসেছে ১৯৯৬-৯৭ সালের যে বাজেট এই বাজেটে উন্নয়নমূলক কাজ যা যা এখানে বলা হয়েছিল কতখানে কত কাজ হয়েছে সেই গ্রামের রাস্তা দিয়ে উনার পদধূলি পরেছে কি না? যেখানে একটা সন্দেহ থেকেই গেছে। ওরা বলতে চেষ্টা করেছে ক্যাডাররা সব খেয়ে ফেলেছে। এল. ও সি, তুলে দেওয়া হয়েছে ক্যাডারদের খেয়ে ফেলার জন্য এই ধরণের বিভ্রান্তকর তথ্য তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে উগ্রপন্থী যারা সারেণ্ডার করেছে তাদের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। সেই কারণে আমি বলছি আপনি মহকুমায় যান, গ্রামে গঞ্জে যান গিয়ে দেখে আসুন। কি করে যাবে? দলের মধ্যে চৌদ্দটা দল। ঘরের ভিতরে ঘর, মশারির ভিতরে মশারী। সেহেতু অন্য শহরে যেতে পারে না। অন্য গ্রামে যেতে পারেনা। বক্তব্য রাখার কোন ভেলিডি নেই। পাঁচ বছরের কেচ্ছা কাহিনী যেভাবে সরকারটা চালিয়েছেন যেভাবে বাজেটটা তৈরী করেছেন এর মধ্যে যে কৃত্তিকাণ্ড করেছেন গ্রামে যাওয়ার মত অবস্থা কংগ্রেসের এখন নেই। সেই জন্য চারি দেওয়ালের মধ্যে বসে জনগণের জন্য কিছু বলে মফঃসলে যাওয়া যায় কিনা সেই চেষ্টা তারা এখানে করছেন। সমীরবাবু তারা এখানে বলতে চেয়েছেন যে টি. এস. আররা রেশন ভাতা খুব পাচ্ছে সি আর. পি. এক যারা আছে তাদের সমান করে তাদেরকে দিলে খুব ভাল হত। আমাদের স্পষ্ট কথা মনে আছে জোট আমলে পুলিশরা আন্দোলন করেছিল তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির জন্য। এবং আমরা দেখেছি সেই আন্দোলনকে কিভাবে দমন করা হয়েছে। এবং সেই আন্দোলনকে দমন করার জন্য কত পুলিশ কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। সেই দিক থেকে আমি বলতে চাই যে, যে দিক থেকে অভিযোগ এখানে তোলার চেষ্টা করেছেন এই

সমস্তগুলি সব মিথ্যা অভিযোগ। এই অভিযোগগুলির মধ্য দিয়ে যারা জনগণের সামনে আসার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখেছি গত বাজেটের তুলনায় এবারের বাজেটে পরিকল্পনা খাতে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অসামাজিক কার্য্যকলাপ চলত। আজকে সেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এটা ত্রিপুরার গর্ব। আপনারা তাকিয়ে দেখুন। শরীর চর্চার দিকে কত উন্নতি হয়েছে ত্রিপুরার সেটা জানার চেষ্টা করুন। খেলাতে ত্রিপুরা কয়টা সোনা, কয়টা ব্রোঞ্জ, কয়টা সিলভার এনেছে জানার চেষ্টা করুন। আগে আমরা এম. বি. বি. কলেজ মাঠে দেখেছি, গরু চড়াত আর এখন দেখছি, সেখানে কি বিশাল স্টেডিয়াম হচ্ছে। কি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। নূতন নূতন স্কুল হচ্ছে। সেখানে প্রচুর শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। টুটু সমস্ত কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা খাতে। আর আজকে সে সময়, মাননীয় বিরোধী দল থেকে বাজেটের বিরোধিতা করা হচ্ছে উনি বলার চেষ্টা করেছেন, উগ্রপন্থীদের সাহায্যে আমরা ক্ষমতায় এসেছি এবং উগ্রপন্থীদের তোষণ করে আবার ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছি। ১৯৮৮ সালে কাদের সাহায্যে আপনারা ক্ষমতায় এসেছিলেন? সেটা ত্রিপুরার মানুষ জানেন কাদের সাহায্যে দাঙ্গার সৃষ্টি করে কত লোক খুন করে উপদ্রুত ঘোষণা করে কারা ক্ষমতায় এসেছিল এটা ভুলে যাবেন না। কংগ্রেস যুব সিমিতি আবার ক্ষমতায় আসার জন্য উগ্রপন্থীদের প্রতিপালন করার চেষ্টা করছেন। এটা ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পারছে। কিডন্যাপ কারা করছে, কারা মাঝামাঝি জায়গায় থেকে মীমাংসা করছে, কাদের সাথে উগ্রপন্থীদের যোগাযোগ রয়েছে এটা সবাই জানে। বিরোধী দল নেতার এই ধরণের বক্তব্য হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য। উনি বলেছেন, লুটপাটের জন্য এল. ও. সি. নাকি তুলে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ জানেন গত পাঁচ বছরে জোট রাজত্বে কত লুটপাট হয়েছে। আপনারা একটি প্রমান দিতে পারবেন এখানে, যে টাকা নিয়ে চাকুরী দেওয়া হয়েছে? আমার কাছে ভুড়ি ভুড়ি প্রমাণ আছে। আমার সোনামুড়া এলাকায় রসিক বাবু বিল্লাল বাবুরা যেতে পারছেন না। তাদের বালিশের নীচে ৫০ হাজার, ৬০ হাজার, ৭০ হাজার টাকা থাকত। চাকুরী দেবার নাম করে বেকার যুবকদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। তাই এখন আর সেখানে যেতে পারছেন না। কিন্তু আমাদের ব্যাপারে কয়টা প্রমাণ আছে? প্রমাণ দিন? এখানে এই যে লুটপাটের কথা বলা হয়েছে এটা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য। আজকে আমরা পঞ্চায়েতে প্রচুর ক্ষমতা হস্তান্তর করেছি। পঞ্চায়েতকে ত্রিস্তরীয় করে সেখানে বরাদ্দ প্রচুর বাড়ান হয়েছে। গ্রামে গ্রামে আনটাইড ফাণ্ডে প্রচুর মানুষকে স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আজকের চা স্টল হয়েছে, ঠেলাগাড়ি দেওয়া হয়েছে। আসুন আপনারা গ্রাম ঘুরে দেখুন। মার খাবার ভয় থাকলেও আসুন। আজকে রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্টে কর্ম যজ্ঞ— শুরু হয়েছে। আগে ব্লকে টাকা যেত। কিন্তু টাকার খোঁজ থাকত না। গ্রামের মানুষ কোন কাজই পায় নি। ৫ ফুট বাই ৫ ফুট একটি স্ল্যাপ করতে ২০ হাজার টাকা খরচ হত। টিলাতে পুকুর কাটা হয়েছে অনেক। আর পি ডাব্লু.

ডি. তে যে কি কাজ হয়েছে সেটা সবাই জানেন। আজকে আপনারা সাউথে যান, কিংবা যেখানেই যান দেখবেন সব কাঠের সেতু তুলে দিয়ে পাকা সেতু হচ্ছে।

সরকারী টাকা যাতে অপচয় না হয়, প্রত্যেক বছর যাতে এগুলি ভেঙ্গে না যায়, তার জন্য পি. ডাবলিউ ডির রাস্তা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুতেই এক বিরাট কর্মযজ্ঞ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে শুরু হয়েছে। স্যার, জোট সরকারের আমলে পানীয় জলের ব্যবস্থার নামে তখন তাদের মধ্যে টাকা ভাগাভাগি চলত। কিন্তু বামফ্রন্টের সরকার আসার পর গত চার বছরে এবং এবারেও বাজেটে কত মার্ক টু, থ্রি হবে তার একটা রূপরেখা প্রেস করা হয়েছে। এবং দুই হাজার সালের মধ্যে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের যাতে বাবস্থা করা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এটা শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয় শহরাঞ্চলেও-সোনামুড়া, বিলোনিয়া, উদয়পুর প্রভৃতি শহরে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরী করার জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। গ্রামের মানুষের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেবার জন্য একটা বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ই. এস. প্রকল্পে এবং অন্যান্য প্রকল্পে গ্রামের রাস্তাঘাট-২/৫/১০ কি. মি পর্যন্ত ইট সলিং করা হয়েছে। সেখানে বিশেষ করে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং এস. সি কর্পোরেশন থেকেও অটো, জিপ গাড়ী চালানো হচ্ছে। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়নের যে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে সেটা আসলে আমাদের বিরোধী বন্ধুদের সহ্য হচ্ছে না। স্যার, মাননীয় সদস্য সমীরবাবু যে বক্তব্য এখানে রাখার চেষ্টা করেছেন আমি বলব-চোরের মার বড় গলা। এই চোরের মার বড় গলা দিয়ে এখানে বাজীমাৎ করা যাবে না এবং উনি ডান দিকে বসার জন্য যে স্বপ্ন দেখছেন সেটা থেকে উনাকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এবং পাশাপাশি বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঘোষণা দেবার আগেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করেছিলাম এবং তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— শ্রী অশোক দেববর্মা। সময় ৮ মিনিট।

শ্রী অশোক দেববর্মা (চড়িলাম) -স্যার, আমি আমার ভাষণ কক-বরক ভাষায় রাখব।

কক্-বরক

শ্রী অশোক দেববর্মা :— মান গীাং সভানি অকরা তিনি থানাই ১৭ তারিখ অরনি রাং মন্ত্রী মাননীয় বদ্যনাথবাবু যে, বাজেট সভাঅ পেশ খীসাইখা আবনি সম্পর্কে তিনি মাননীয় বিরোধীদল নেতা সমীরবাবু যে বক্তব্য নারীগখা অ বক্তব্যন সমর্থন খীলাইঅই এবং থানাই ১৭ তারিখনি যে বাজেট অ বাজেটন. বিরোধিতা খীলাইআই আনি বক্তব্য নারীগঅ। কারণ যে কক, বাজেট বছর বরুম বরুম ন আগ এবং ট্রেজারী বেঞ্চঅ সদস্য কীরামো তংঅ বাজেট যে কোন ভাবেনো পাশ

আংনাই অবন সত্য। বাজেট পেশ খীলাইঅাই বাজেট পাশ খীলাইঅাই সরকারনি রাং সরকার যে কোন ভাবে খরচ খীলাইখামু। কিন্তু কক্ হীনখে, অর বাজেট পেশ খীলাইঅ ট্রেজারী বেঞ্চনি মন্ত্রী থেকে শুরু খীলাইঅাই বিভিন্ন মাননীয় সদস্যরগ। বাজেট সম্পর্কে কক্ সীংফুরু সাঅ যে বাজেট কাহাম অাংখা। জনসাধারণনি বাগীই কাহাম অাংখা অব যে ডাহা মিথ্যা কক্ আবনি সম্পর্কেন কিছা কক্ সানানি নাইঅ। চীং নুগখা যে বাজেট বছর বুরুম বুরুম থাংনাই বছরঅব নুগখা। থাংনাই বছরঅব ট্রেজারী বেঞ্চনি সদস্যরগ মন্ত্রীরগ বাজেটনি প্রশংসা খীলাই বিভিন্ন কক্ সাখা। অ বছরঅ ত্রিপুরা রাজ্যনি জনগণনি বাগীই তাম তাম খীলাইনাই তাম তাম সুবিধা রীনাই আবনি কক্ সাখা। কিন্তু থাংনাই বছরনি যে অভিজ্ঞতা বাজেট জনসাধারণনি থানি কোন মতেইব বাজেট প্রতিফলন অাংয়া। আবনি বাগীইন আনি কক্ যে থাংনাই বছর যে গ্রামণি অর্থনীতিনি বাগীই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধানি, প্রকল্পরগনি বাগীই অর মন্ত্রীবাহাদুররগ যে কক্ কতমা কতমা সামানি অব কোন মতেই-ফান বাস্তবঅ চীং নুগজাগালিয়া। তামনি হীনীইমা যে গ্রামাঞ্চলঅ কীরীইছা বরগ দিনে দিনে তেব কীরীইছা অাংরীরীকখা তুই কীনীই এলাকা তেব তুই কীরীই অংরীরীগখা. লামা কীরীই এলাকা তেব লামা কীরীই অংরীবীগখা চাতি কীরীই এলাকা তেব চাতি কীরীই অংরীরীগখা অবসে সত্য। অর প্রথমন মাননীয় রাংমন্ত্রী সাখা যে বাজেট, "এই চার বছরে আমরা বিচক্ষণতার সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালনা করতে পেরেছি।" কিন্তু যদি বিচক্ষণতার পরিচয় তখা হীনখে সরকার তাম বার বার থাংনাই মাসঅ তুই তুই বার সাপ্লিমেন্টারি ডিমাণ্ড নাইনানি নাংখা? কাজেই আান বিশ্বাস যদি সরকারনি অর্থনীতিনি কোন বিচক্ষণতা তাংখা হীনখে, যদি কোন শৃঙ্খলা তংখা হীনখে, অবতীই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড নাইনানি নাংগীলাগখামু এবং জনসাধারণনি থানি আব ঠিক ঠিকভাবে সগীইখামু। কাজেইন আগামীনি অব যে মায়া তাকালাই বছরনি যে, ৯৭-৯৮ আর্থিক বছরঅ অাব মানানী হীনীই চীং কোন মতেইফানসে বিশ্বাস খীলাই মানয়া। তামলে হীনবা আজাগাঅ রাং মন্ত্রীনি বাজেট ভাষণঅ ১ নং পাতানি ৬ নাম্বারঅ সাখা তীই নীংযানাই তীইনি ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চলঅ নগ তংনানি ব্যবস্থা তাই গ্রামণি লামানি ব্যবস্থা খীলাইনানি সুযোগ তংঅ হিনীই, কিন্তু চীং তুগঅ যে গ্রামঅ তুই নীংজাগনাই জাগানি যে অবস্থা তাবুক এমনেন খরানি মরশুম, তাবুকনি বাগীই বয়া সারা বৎসর থাংনাই ৫০ বৎসরনি সিমি নুনাই কাইমানি চীং। যে এলাকা আগি তুই কীরীই অা এলাকা তাবুক তেব ওয়ারীরীগখা। কারণ তুইনি স্তর দিনে দিনে তলা অংখরীই থাংমানি বাগীই। যে তুই মানথকয়ানি এলাকা তেব বাংরীরীগখা। কিন্তু অা জাগাঅ তেব নুংজাগনাই তুইনি সুব্যবস্থা খীইনানি বীগীই সরকারনি থালাই বছর অব নীগলিয়া ফাইনাই বছরঅ চীং তাম নুগমাই। আং সাইমানঅ যে এলাকা তুই কীরীই, যেখানে অন্তত তাল-থাম তালবীরীই বরগ মা তুকুয়াঅাই তংঅ সাধারণ তুই নীংনানি ব্যবস্থা সে কীরীই তুকুনাত অনেক হাসালনি কক্। আবতীই অবস্থাঅ আং নুগখা, এলাকানি যে নেতারগ আপাড়ানি মাসান ২০-৩০ টাকা

বাং য়াফারাই রাই রাগ্র থানি কুয়া খুরুইদি। আবতাই ২০-৩০ টকাবাই কোন দিনঅব কুয়া, অংয়া, তুইব মা নুংয়া। তুইত মা নুংয়া বরগ ২০-৩০ টাকাবাই চুয়াক পাই নাংগাই শেশ। আবসে অবস্থা। তুইত মানাংয়ান। তাই মানাংয়ান মা থাংনা কালাইসিনাই। বরগ তুইনি সুব্যবস্থা ফাইনাই বছরসে খালাইয়ানা। যেখানে আং বাংনাই দীর্ঘদিননি কক সালিয়া। থাংনাই বিসি বুরাইনি যে অভিজ্ঞতাঅ থাংনাই বিসিবুরাইঅ যে মানয়া ফাইনাই বিসাঅ আবযে এককেবারে মেজিকহাই সানামাই রাবায়ানা আবত কোন মতেইফান বিশ্বাস খালাইমানয়া স্যার। তেই কক্ থাইসা যে গ্রামীণ নগ তাংনানি যে পরিকল্পনা ইন্দিরা আবাস যোজনা এবং বিভিন্ন আংকঅ যে নগ তাংনানি পরিকল্পনা। অর সাখা থাংনাই বছরঅ ৩ হাজার ৮শ ৫৬টি নগ তাংজাগখা। আং অবাক নাংঅ। অ ৬ হাজার ৮শ ৫৬ নগ নি হিসাব বরনি কাইখা। কারণ থাংনাই ফেব্রুয়ারী মাসনি অধিবেশনঅ আং অর স্টার্ড কুয়েশ্চান তুবুখা। শুধু বিশালগড় ব্লক তাই জম্পুইজলা ব্লকনি সংখ্যা বাসাগ হিনাই আং নাইমানি। অর তথ্য সংগ্রহাদিন সে উত্তর ফাইঅ তিনি মাননীয় মন্ত্রী তপনবাবু সাখা যে আং একেবারে সায়ই বুমুং পে বুমুংনান রাইমান ইনই। অ অধিবেশনঅব আং একই প্রশ্ন তবুখা। কিন্তু মিয়া আং নুগখা অ প্রশ্নন বরগ ডিলিড খালাই রাখা। ৮৯৬ ধারাঅ আনি প্রশ্ন ডিলিড খালাই রাখা হিনাই আনি সগাইখা। হাইখে তপনবাবুনি যে কক অব বজাগাঅ? তথ্য সংগ্রহাদীন ত গত অধিবেশনে এসেছে, এবার আবার ডিলিড করে ফেরত পাঠিয়েছে। শুধু আমি বিশ্রামগঞ্জ জম্পুইজলা আর বিশালগড়ের অংকটা চেয়েছিলাম।

স্যার, গ্রামনি যে লামা কামানি কক্, সানানি গ্রামনি যে লামা মাননীয় সুবলবাবু খাইসিংঅ সামানি গ্রামত রিক্সা নানা রকম তাবুক চলিখা। ব সাইমায়া সুবলবাবুনি নগ ব জাগাঅ শহরঅ দা না গ্রামঅ। কিন্তু আংত গ্রামনি বরগ আং সাইমান গ্রামঅ তাইব কন্ত্রী এম. এল. এ রগ নিঃশ্চয তাইব তংনাই ংঅ। কিন্তু গ্রামনি অবস্থা তাম? তাবুক বলংনি বলং তংগাই থাংখা। থাংনাই বিসিবারুইত থাংবাইখা। ফাইনাই বিসাঅ তাম খালাইনাই? আগি যে জাগাঅ ইট তংমানি অ ইট বেবাগন খগাই তালাং থাংবাইখা। ইট কারাইখা আমতাইন অবস্থা। কাজেই বিধানসভাঅ বাচাআই বিভিন্ন কক্ কতমা কতমা সাআই ফাইনাই বছরঅ আহাইখাইনাই ইরাই খাইনাই, আম বাজে কক্। আবদা সত্য কক্? আব যতন ডাহা মিথ্যা কক্। অবনি বিরোদ্দন চাং অর কক সানাই। অ কক্ সানানি নাংঅ!

তাই শিক্ষানি কক্ সাওখা ১১ নাম্বারঅ যে, শিক্ষার মান উন্নয়নে উপজাতি বসতি অঞ্চলে শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকার সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। উপজাতি অঞ্চলঅ চাং যতন সাইমানঅ সরকার সাইমানঅ যে জাগাঅ শতে শতে স্কুল বন্ধ শিক্ষানি কোন ব্যবস্থা কারাইখা। শিক্ষানি ব্যবস্থা

থাংনাই বিসিবৃরাইঅ স্তব্ধ অং থাংখা। আজাগাঅ উপজাতিরগনি বাগাই যে শিক্ষানি পরিকল্পনা সরকার নামানি অম ফাইনাই বিসাঅ তাম অংনাই, তাম খীলাইনাই ? থাংনাই বিসিবীরাইঅ যে চেরাই, উপজাতি যে চেরাই ক্লাশ ১ (ওয়ান) অ ভর্ত্তি অংখা ব বিসিবৃ রাইঅ ক্লাশ ৫ (ফাইব) অ কাসাকামু। বিনিত শেষ অংগাই থাংখান থাংখা বিসিবৃরাইঅবিনি লস অংগাই থাংখা। হাইখে অ যে পরিকল্পনা, অ যে কক্ মাননীয় রাং মন্ত্রীনি অম যে কক্ অমত চিনি পাহাড়ী বরগরগন বরগনি কথা নারোগনানিসে একটা পরিকল্পনা। ফাইনাই নির্ব্বাচনঅ চিনি পাহাড়ী বরগরগনি ভোট নাইনানি বরগন, বান্দিনানিসে শুধুমাত্র কিন্তু বাস্তবঅ রূপায়িত রাইমানগীলাগ অবসে সত্য এবং আনি বিশ্বাস আমতাই কক্ কত কত সায়াই বাস্তব যে ঘটনা আবন স্বীকার খীলাইথং। সরকার যে ভাবেই হউক বরগনি বাজেট পাশ খীলাই নাওয়ানী। কক্ কত তা সাথে অমন আনি কক্।

তাই কাইসা শিক্ষানি সম্বন্ধেন ২৪ নম্বর অ সাখা ১৯৯৬-৯৭ বছরে পাঁচটি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ৬টি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ও ৩২টি উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চবিদ্যালয়ে ও ১৭ টি উচ্চবিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নিত করা হয়েছে। উন্নতি খীলাইখা ঠিকন। স্কুল চিকননি স্কুল কতরঅ তীলাংখা কিন্তু স্কুল কতরঅ তীলাংতাই বিনি যে পঠন পাঠননি দরকার শিক্ষকনি দরকার এবং নগনি দরকার আবনগন তাম খীলাইখা ? কোনফান কীরাই। আনি নগ গানাঅ দুইটি স্কুল আমতাই সিনিয়ার বেসিকনি হাইস্কুল অংখা। কোন শিক্ষক কীরাই আজাগাঅ। ক্লাস নাইন অ পড়িরিনাই কোন উপযুক্ত শিক্ষক কীরাই। আচুগাই পাড়িরিনানি কোন নগ কীরাই। আচুগনানি যে বেঞ্চ কীরাই, শুধু বাচাগাই বীমুং রুলকল খীলায়অাই ছুটি অংথাংঅ। হাইখে অম চামানি কক্ যে স্কুল চিকনন, স্কুল কতরঅ তীলাংগাই শিক্ষানি সুযোগন সম্প্রসারণ খীলাইমানি। অম খুব সাধু কক্ কিন্তু আং যে স্কুল কতরঅ পড়িঅ আনি যে সুযোগ সুবিধানি দরকার, আনি পড়িমানি যে পরিবেশনি দরকানঅ পরিবেশন যদি সৃষ্টি খীলাইমায়া হীনথে অ যে স্কুল চিকননি স্কুল কতরঅ তীলাংমানি আবনি কোন মানমানা তং ? বাজেট আমগাই কক্ কতর সামানি উচিতয়া, তাই কাইসা কক্ হীনথে যে, তাকলাইনি সিমি থাংনাই বছরনি বাং বৎসরঅ শতকরা ১৮ শতাংশ বাজেট বৃদ্ধি খীলাইখা। হাইখে তাবুকনি যে অবস্থা, তাবুকনি দিননি যে মানাই খীনাইনি যে দামনি অবস্থা তালসানি পরে তালসা যে ভাবে মানাই দাম খীনাইনি বারিঅ, তাবুকনি যে ১০০ টাকা আমবাই আগামী দিনঅ, ১১৮ টাকাবাই চারিঅাই মানানী হীনাই চাং অব আশা খাই মানয়া। আবনি বাগাইন তাকীসাইনি অ বাজেটন বিরোধিতা খাই আনি বক্তব্য শেষ খীলাইখা---- ধন্যবাদ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রী অশোক দেববর্মা :— মাননীয় সভাপতি স্যার, গত ১৭ তারীখ মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউজে যে বাজেট পেশ করেছেন, গত ১৭.৩.৯৭ ইং এই বাজেটকে বিরোধিতা করে এই হাউজে মাননীয়

বিরোধী দলনেতা যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং এই বাজেট বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। কারণ কথা হচ্ছে, বাজেট প্রত্যেক বৎসর আসে এবং ট্রেজারী বেঞ্চে অনেক সদস্য আছেন যে কোন ভাবেই হউক বাজেট পাশ হবে এটাই সত্য। সরকার বাজেট পেশ করে, বাজেট পাশ করিয়ে যে কোন ভাবে সরকার খরচ করবে কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে বাজেট পেশ করেছে অর্থদপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী। এই বাজেটকে সমর্থন করে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য থেকে শুরু করে সমস্ত সদস্যগণ। বাজেট সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা বলেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য বাজেট খুবই ভাল হয়েছে। এটা যে ডাহা মিথ্যা কথা, তাই এই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। প্রত্যেক বৎসর আমরা দেখছি গত বৎসরও আমরা দেখেছি ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রী এবং সদস্যগণ বাজেটের প্রশংসা করে অনেক কথা বলেছিলেন। এই বৎসরও রাজ্যের জনসাধারণের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা দিবেন কি কি কাজ করা হবে এই সমস্ত বলা হয়েছে। কিন্তু গত বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, বাজেট কোন মতেই জনসাধারনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। কাজেই আমার কথা হচ্ছে, গত বৎসর গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং প্রকল্পের জন্য যে বড় বড় কথা বলেছিলেন বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি না। কারণ গ্রামাঞ্চলে গরীব দিন দিন আরও গরীবে পরিণত হয়েছে। পানীয় জলের সংকট এলাকাগুলো আরও সংকটে পরিণত হয়েছে। রাস্তার অভাবগ্রস্ত এলাকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। বিদ্যুতের অভাবগ্রস্ত এলাকা আরও অভাব দেখা দিয়েছে এটাই বাস্তব সত্য। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটের উপর আলোচনায় বলেছেন যে এই চার বছরে আমরা বিচক্ষণতার সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালনা করতে পেরেছি। কিন্তু যদি বিচক্ষণতার পরিচয় থাকে তাহলে গত মাসে কেন দুই দুইবার স্যাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড চাইতে হল? কাজেই আমার বিশ্বাস যদি সরকারের অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন বিচক্ষণতা থাকত, যদি কোন শৃংখলা থাকত তাহলে এরকম স্যাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড চাইতে হত না এবং জনসাধারণের কাছে ঠিক মত পৌঁছে যেত। কাজেই বিগত দিনেও যারা বঞ্চিত হয়েছে তারা ৯৭-৯৮ আর্থিক বছরেও যে সুযোগ সুবিধা পাবে তা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারছিনা। কেননা মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে ২-নং পৃষ্ঠার ৬ নাম্বারে বলেছেন যে, পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ প্রকল্প, আর গ্রামীণ রাস্তা ঘাটের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে গ্রামীণ পানীয় জলের যা অবস্থা এখন এমনিতেই খরার মরশুম এখনকার কথা নয় দীর্ঘ ৫০ বৎসর যাবত আমরা দেখে এসেছি। আগে যেসব এলাকায় জলসংকট ছিল এখন তার আরও অনেক বিস্তৃত হয়েছে তার কারণ হচ্ছে দিন দিন জলেরস্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। এরফলে জলাভাব আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, ঐসব এলাকায়

পানীয় জলের অভাব মেটানোর জন্য সরকার গত বৎসরও সুব্যবস্থা করেনি-আগামী বৎসর আমরা কি আশা করব ? আমি বলতে পারি যেসব এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সংকট আছে সেসমস্ত এলাকায় ৩/৪ মাস যাবৎ মানুষ স্নান না করে থাকতে হয়। যেখানে স্নান করার কোন জল নেই সেখানে পানীয় জলের তো আশাই করা যায় না। এই রকম অবস্থায় আমি দেখছি ঐ এলাকায় নেতা একজনকে ২০/৩০ টাকা দিয়ে দিচ্ছে কুয়া খনন করার জন্য। এই রকম ২০/৩০ টাকা দিয়েতো কুয়া খনন করা যায় না। ফলে ২০/৩০ টাকা দিয়ে মদ কিনে খেয়ে ফেলছে। এই রকম অবস্থা চলছে। জলাভাব যে রকম ছিল ঐ রকমই থেকে যাচ্ছে। আজীবন পানীয় জলের অভাবেই ওদেরকে দিন কাটাতে হচ্ছে। আবার ওরা আগামী বৎসর জলের সুব্যবস্থা করবে। আমি দির্ঘদিনের কথা বলছি না। গত চার বৎসরের যে অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যারা বঞ্চিত এটায়ে আগামী এক বৎসরের মধ্যে একেবারে ম্যাজিকের মত সব হয়ে যাবে এটা আমরা কোন মতে বিশ্বাস করতে পারিনা স্যার। আর একটা কথা স্যার, ইন্দিরা আবাস যোজনা ও বিভিন্ন পরিকল্পনায় গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে, গত বৎসর ৬ হাজার ৮ শত ৫৬টি গৃহ নির্মিত হয়েছে। আমি অবাক হই যে ৬ হাজার-৮ শত ৫৬ টি গৃহের হিসাব কোথা থেকে এল। কারণ গত ফেব্রুয়ারী মাসের অধিবেশনে আমি এখানে স্টার্ড কুয়েশ্চান এনেছিলাম, আমি শুধু বিশালগড় ও জম্পুইজলা ব্লকের মোট সংখ্যা চেয়ে-ছিলাম। কিন্তু উত্তর আসে যে, তথ্য সংগ্রহাধীন বলে। আজকে মাননীয় মন্ত্রী তপনবাবু বলেছেন যে তিনি নামধাম সহ হিসাব দিয়ে দিতে পারবেন। এই অধিবেশনেও আমি একই প্রশ্ন এনেছি। কিন্তু গতকাল দেখছি আমার প্রশ্নটি ডিলিট করে দিয়েছে। ৪১-৬ ধারায় প্রশ্নটি ডিলাইট করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাহলে তপনবাবু যে তথ্য দিয়েছেন সেটা কোন জায়গার তথ্য ? সংগ্রহাধীন তো গত অধিবেশনে এসেছে, এবার আবার ডিলিট করে ফেরৎ পাঠিয়েছে। আমি শুধু বিশ্রামগঞ্জ, জম্পুইজলা আর বিশালগড়ের হিসাবটাই চেয়েছিলাম।

স্যার, গ্রামীণ রাস্তা ঘাটের কথা এখানে বলা হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তাঘাট সম্পর্কে মাননীয় সুবল বাবু একটু আগে বলেছেন যে, এখন নাকি গ্রামে রিক্সা, টেক্সী, নানা রকম এখন চলছে। সুবল বাবু জানেন না উনার বাড়ি গ্রামে না শহরে। কিন্তু আমি তো গ্রামের লোক। আমি বলতে পারি, এখানে নিশ্চয়ই অনেক মন্ত্রী এম, এল, এ আছেন যারা অনেকেই গ্রামের লোক। কিন্তু এখন গ্রামের অবস্থা কি ? এখন সবকিছু জঙ্গল হয়ে গেছে। গত চার বৎসরে সব জঙ্গল হয়ে গেছে। আগামী এক বৎসরে কি করবে ? আগে যে রাস্তায় ইট ছিল সেই ইট সব চুরি করে নিয়ে গেছে। রাস্তায় ইট নেই এখন এই অবস্থা। কাজেই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন রকমের বড় বড় কথা বলেন আগামী বৎসর এটা করা হবে, উটা করা হবে। এগুলি সব বাজে কথা। এগুলি কি সব সত্য কথা ? এগুলি সব ডাহা মিথ্যা কথা। এর বিরুদ্ধেই আমরা এখানে বলব এবং বলতে হয়।

আর শিক্ষার কথা বলা হয়েছে ১২ নাম্বারে যে, শিক্ষার মান উন্নয়নে উপজাতি বসতি অঞ্চলে শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন: উপজাতি অঞ্চলে আমরা জানি সরকার ও জানেন যে অনেক জায়গায় শত শত ইস্কুল বন্ধ। শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। গত চার বৎসরে শিক্ষার ব্যবস্থা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সেই জায়গায় উপজাতিদের জন্য সরকার যে শিক্ষার পরিকল্পনা নিয়েছেন তা আগামী ১ বৎসরে কি হবে? কি করবেন? গত চার বৎসর যে শিশু, যে উপজাতি শিশু ক্লাস ১ (ওয়ান) এ ভর্তি হয়েছিল সে চার বৎসরে ক্লাস (ফাইব) থাকত। তারতো শেষ হয়ে গেছেই গেছে। গত চার বৎসরে তার লস হয়েছে। তাহলে এই যে পরিকল্পনা, এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের পাহাড়ী জনগণকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একটা পরিকল্পনা করেছেন। আগামী নির্বাচনে আমাদের পাহাড়ী ভোট কেপচার করা এবং তাদের সান্ত্বনা দেওয়া শুধুমাত্র। কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত হবে না এটাই সত্য এবং আমার বিশ্বাস এই ধরণের বড় বড় কথা না বলে বাস্তব যে ঘটনা এটাকে স্বীকার করুন। সরকার যে কোন ভাবেই হউক তাদের বাজেট পাশ করিয়ে নেবে। বড় কথা না বলুক এটাই আমার কথা।

শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা হয়েছে ২৪ নাম্বার-এ যে ১৯৯৬-১৯৯৭ বছরে পাচটি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এবং ৬টি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ও ৩২টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে ও ১৭টি উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। উন্নীত করা হয়েছে ঠিকই। নিম্ন বিদ্যালয়কে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত করার সঙ্গে সঙ্গে তার যে পঠন পাঠনের দরকার শিক্ষকের দরকার এবং স্কুল ঘরের দরকার এইগুলিকে কি করা হয়েছে? কিছুই নেই। আমার বাড়ীর পাশে এই ধরণের দুটি ইস্কুল সিনিয়র বেসিক থেকে হাইস্কুলে উন্নীত হয়েছে। কোন শিক্ষক নেই। ক্লাস নাইন-এ পড়ানোর মত কোন উপযুক্ত শিক্ষক নেই। বসে পড়ার মত কোন স্কুল ঘর নেই। বসার জন্য কোন বেঞ্চ নেই। দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র রুলকল করে ছুটি হয়ে যায়। কাজেই এটা খুবই প্রশংসনীয় কাজ যে নিম্ন বিদ্যালয়কে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নত করে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কাজেই এটা খুব সাধুবাদ। কিন্তু আমি যে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ি, আমার যে সুযোগ সুবিধার দরকার, আমার পড়ার যে পরিবেশের দরকার এই পরিবেশ যদি সৃষ্টি না করা যায় তাহলে এই যে নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কি কোন মানে আছে কাজেই এই ধরণের বড় কথা বলা উচিত নয়।

আর একটি কথা হলো গত বৎসরের তুলনায় এই আর্থিক বছরে ১৮ শতাংশ বাজেট বৃদ্ধি হয়েছে। তাহলে আজকালকার যা অবস্থা, জিনিষপত্রের দামের যা অবস্থা একমাস অন্তর অন্তর

জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলছে। আজকের ১০০ টাকা এটা আগামী দিনে ১১৮ টাকা দিয়ে হবে আমরা তা আশা করতে পারি না। তার জন্যেই এই বাজেটকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী গত ১৭.৩.৯৭ ইং তারিখ এই হাউসে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন আমি সেই বাজেটের স্বপক্ষে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমাদের এই বাজেট হয়েছে দর্পনের মত পরিস্কার, দর্পনে যেমন নিজের চেহারাটা পরিস্কার ভাবে দেখা যায়, ঠিক সেই রকম ভাবে এই দর্পনের মধ্যেও বর্তমান সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের জন্য কি করতে চান এটা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। আমরা এটা বলতে পারি যে এই বাজেট থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগন উপকৃত হবেন এবং লাভবান হবেন। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের বাজেট ভাষণে এইটা পরিস্কার যে অর্থনৈতিক শৃংখলা এবং আইনগত শৃংখলা যদি ভাল থাকে তাহলেই এই সরকার তার রাজ্যের উন্নয়নের সমস্ত রকমের কাজগুলি রূপায়িত করতে পারবেন। আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে আমি গুড পলিটিশিয়ান বলে জানতাম, উনি এখানে বলেছেন এল ও সি প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে ? এটাকে তুলে নাকি টাকা আত্মসাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা এটা বলতে পারি ওদের সময় অর্থনৈতিক শৃংখলাটা খুব ভাল ছিল না। আর আমাদের সময় সেই অর্থনৈতিক শৃংখলাটা ভাল আছে এবং তার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, আমাদের সময়ে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে কর্মচারীদের বেতন দিতে হচ্ছে না. ব্যাংক থেকে আমাদের কোন লোন করতে হচ্ছে না। কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছি না এই রকম আমাদের সময়ে হচ্ছে না। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই সাত আট মাসের মধ্যেই তাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাদের এই দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তনটা লক্ষনীয় ব্যাপার। তাদের এই পরিবর্তনশীল দৃষ্টি ভঙ্গির জন্য আমাদের রাজ্যের সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপ দূর করা সম্ভব হয়েছে। বিগত যে সরকার ছিল তাদের কাছে থেকে টি. এস আর গঠন এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্র যদি পাওয়া যেত তাহলে আরও আগেই এই সন্ত্রাস বাদী কার্য্যকলাপ দমন করা সম্ভব হত।------

টি,এস, আর ব্যাটেলিয়ন গঠন করার জন্য এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করার জন্য এখানে টাকা ধরা হয়েছে এইটা যদি আগে করা যেতো তাহলে আজকে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারত না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে যে উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, আজকে আমরা দেখতে পাই যে, ও, বি, সি. করপোরেশন, এস, সি, এবং এস, টি, করপোরেশন গঠন করা হয়েছে। বিশেষ করে ও, বি, সি, করপোরেশনই এইবার লেফ্‌ট ফ্রন্ট পাওয়ারে আসার পর কমিশন গঠন করেন

এবং সেই কমিশন এর রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার ও বি, সি.দের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেন। এখন ও, বি, সিদের জন্য সর্বোচ্চ ৮০,০০০ টাকা পর্যান্ত ঋণ দেওয়া হচ্ছে। তারপর আমরা দেখেছি যে মাইনোরিটি কমিশন গঠন করে মাইনোরিটি সম্প্রদায়ের লোকদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করার জন্য ঋণ আহ্বান করা হয়েছে। এইটা জোট সরকারের আমলে ছিল না। যদি অর্থ-নৈতিক শৃঙ্খলা না থাকতো এটা কখনো সম্ভব হতো না। আজকে এস, সি, এবং এস, টি করপোরেশনের মাধ্যমে বেকার যুবকদের স্বনির্ভর করার জন্য গাড়ী দেওয়া হচ্ছে। অথবা বিগত দিনে আমরা দেখেছি যে এস, সি, করপোরেশনের মধ্যে এস, সি নয় এমন যুবকদের বেনামে বেনিফিশিয়্যারী হিসেবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এটা আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, এটা হয়েছে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহাশয়ের এলাকা বামুটিয়াতে।

পাশাপাশি পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য আমাদের রাজ্যের দুর্গম এলাকাতে যে সমস্ত উপজাতি অংশের লোক বাড়িতে যারা নালা ছড়ার জল পান করতো, তাদের আজকে আমাদের বর্তমান সরকার এই, এস, টি, করপোরেশনের মাধ্যমে ফিল্টার দিচ্ছেন। আজকে ফিল্টার দিয়ে গরীব উপজাতিদের বিশুদ্ধ পানীয় জল যাতে তারা খেতে পারে তারজন্য এই ১৯৯৭-৯৮ সনের বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে।

পাশাপাশি আজকে ইন্দিরা আবাসন যোজনায় গ্রামেগঞ্জে অনেক গরীব গৃহহীন যারা আছেন তাদের গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এখানে বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে এই যোজনার টাকা নাকি বৈরীদের দেওয়া হচ্ছে। আমি উনার কাছে আহ্বান রাখব যে, উনি ত্রিপুরার যেকোন এলাকায় গিয়ে যেন দেখে আসেন এবং আমার এলাকার গিয়ে দেখে আসতে পারেন। সেখানে প্রতিটি বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারি কিভাবে এই যোজনার কাজ হয়েছে বা হচ্ছে এবং কতজন বেনিফিশিয়ারিরা এই বেনিফিট পাচ্ছেন। কাজেই আপনারা ডাইরেক্টলি ফিল্ডে গিয়ে দেখতে পারেন। কাজেই ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটে যেটা ধরা হয়েছে এবার ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেটে সেটাকে আরো বাড়িয়ে ধরা হয়েছে যাতে বেশী সংখ্যক দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করছেন তাদের বেনিফিট দেওয়া যায়—সেভাবে পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

তারপর কৃষিতেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্য মূলত কৃষি নির্ভর। এখানে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই কৃষক। তাদের অধিকাংশই অত্যান্ত গরীব। আজকে এই কৃষকদের অর্থ-নৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজকে জল সেচের কথা বলা হয়েছে যে, আগামী আর্থিক বছরে অন্তত, ৫,০০০ হেক্টর জমিতে জলসেচের আওতায় আনা হবে। ফলে এই রাজ্যের গরীব কৃষক বন্ধুরা যারা উপকৃত হবেন। এবং

তাদেরকে ভর্তুকীতে সার এবং কীটনাশক ঔষধ এইগুলি দেওয়ার জন্য আমাদের ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেটে প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে আজকে কেন্দ্রের যে নীতি, যে অর্থনীতি তার ফলে গ্যাট চুক্তিতে এটাকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। এই অবস্থায়ও আমাদের বর্তমান সরকার তার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এইগুলিকে চালু রাখার জন্য গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এটা এই বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

তারপর স্বাস্থ্য পরিসেবার কথা বাজেটের মধ্যে ক্লীয়ারলি বলা হয়েছে। আজকে ধর্মনগরে, কৈলাসহরে, উদয়পুরে এবং কমলপুরের হাসপাতালগুলিতে সনোগ্রাফি মেশিন এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক চালু করা হয়েছে। ফলে এইসবের জন্য রাজ্যের গরীব মানুষকে আর বাইরের রাজ্যে যেতে হবে না। এই-ভাবে ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য পরিসেবামূলক কাজকে-বিভিন্ন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। এবং আগামী অর্থ বছরে অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেটের সঙ্গে আরো ৫টি পি. এইচ. সি. খোলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিসেবা আরো পৌঁছে দিতে এই বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। স্যার, উপজাতি ছাত্রাবাসগুলি বিগত পাঁচ বছর বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। তাদের সুযোগ-সুবিধাগুলি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বছরে রাজ্যে ২২টা ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছে তাতে ১০০০ ছাত্র-ছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের জন্য আরোও বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া বিষয়টি এই বাজেটে স্পস্ট উল্লেখ রয়েছে। স্যার এখানে আর একটি বিষয় হলো রাজ্যের রিক্সা পোলারদের চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়টা এই বাজেটের মধ্যে রয়েছে। এই কথাটা কিন্তু এখানে বিরোধী দলনেতা বলেননি। জানি না ইচ্ছে করে কিনা।

পূর্ত্ত দপ্তরের ব্যাপারে এখানে ১২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। গত বছরও এই টাকাটা সম্পূর্ণভাবে কাজে লেগেছে। গ্রাম শহরের রাস্তাগুলিতে আজকে কাঠের সেতুর পরিবর্তে পাকা সেতু নির্মাণ হচ্ছে। তবে এখনও হয়ত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এক-দুটি কাঠের সেতু থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু সব সেতু পাকা হচ্ছে। এটা একটা ভাল লক্ষণ স্যার।

এখানে চাকুরী নিয়ে কথা হয়েছে। বর্তমান সরকার একটি পলিসির মাধ্যমে বেকারদের চাকুরী দিচ্ছেন। সুষ্ঠ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু উনাদের আমলের সিস্টেম ছিল পকেট-টু-পকেট। অর্থাৎ দাতা পকেট থেকে অন্যের বেড় করে দেবেন এবং বিনিময়ে গ্রহীতা পকেট থেকে দাতাকে টাকা বেড় করে দেবেন। আমি এখানে চেলেঞ্জ করছি কেউ কি কোন নজীর দেখাতে পারেন যে, এই সরকারের আমলে এই ধরণের একটি ঘটনা আছে? জানি উনারা একটি নজীরও দেখাতে পারবেন না।

শিক্ষা খাতে অর্থের বরাদ্দ যুক্তি সঙ্গত। গত বছর অনেকগুলি স্কুলকে উন্নীত করা হয়েছে। জে. বি স্কুলকে এস বি স্কুলে পরিণত করা হয়েছে। হাইস্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এবারও এটা করা হবে বলা যেতে পারে। কাজেই এটা একটা উল্লেখযোগ্য দিক্। স্কুলগুলি ফার্নিচার আজকে নূতন করে করতে হচ্ছে। স্কুল বিল্ডিং-এর এক্সটেনশান সহ প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে গেলেই সেটা চোখে পড়বে। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কাজেই ১৪৯০'৪৭ কোটি টাকার যে বাজেট করা হয়েছে সেটার আয়-ব্যয়ের সাইড্ দেখলেই আমরা বলতে পারি এটা একটি সঙ্গতিপূর্ণ বাজেট। বিগত জোট রাজত্বের যে ঋণের বোঝা এই সরকারের কাঁধে পড়েছে সেটার শুধুমাত্র শোধ দিতে গিয়েই বিশাল অংকের টাকা চলে যাচ্ছে। লোনের টাকা পরিশোধ করতেও একটা বিশাল অংকের টাকা চলে যাচ্ছে। তথাপি রাজ্যের উন্নয়নের যে অঙ্গীকার বামফ্রন্ট করেছিল সেটার দিকে লক্ষ্য রেখেই রাজ্যে সমস্ত উন্নয়ন-মূলক কাজ এই সরকার করে চলেছেন। আমরা জানি যে, গ্রামকে বাদ দিয়ে শহর চলতে পারে না বা শহরকে বাদ দিয়ে গ্রাম চলতে পারে না। এই কথা মাথায় রেখে শহরের রাস্তা-ঘাট, পানীয় জল, সেনিটেশন সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বিগত জোট আমলে দেখা যেত কেউ যদি ধলেশ্বর থেকে ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনীতে স্কুটার চালিয়ে আসতেন তাহলে নাকি স্কুটারের গীয়ার চেঞ্জ করতে-করতেই স্কুটারের দফা শেষ হয়ে যেত।

এখানে রাস্তা ঘাটের কি অবস্থা হয়েছে বর্তমান সরকার আসার পর এটা পৌর এলাকার মধ্যে চিত্রটা উনারাও দেখেছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগনও লক্ষ্য করেছেন। পাশাপাশি হেণ্ডলুম সেকটর, সেরিকালচার সেকটর এটা উল্লেখযোগ্য দিক আলাপ। আবার এখানে জুট উৎপাদনের মাধ্যমে কার্পেট তৈরী হচ্ছে। জুটের উপর ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বাইরে থেকে এক্সপার্ট এনে আমাদের এখানকার তাঁতীদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এখানে তুঁত চাষ প্রকল্পের মাধ্যমে সূতা তৈরী হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সূতা দিয়ে এখানে সিল্ক শাড়ী তৈরী হচ্ছে। এটা একটা উল্লেখযোগ্য দিক। এবং এটার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি এই বাজেটে যে টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণের কল্যাণের জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগন এটার ফলে উপকৃত হবেন। তাই এই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিধানসভা শুরুর প্রথম দিনে মাননীয় ডেপুটি সি, এম ১৯৯৭-৯৮-ইং সালের বাজেট উপস্থাপন করেছেন। এই রাজ্যের যে সাধারণ মানুষ তাদের স্বস্তির বিষয় হলো যে, গরীব মানুষ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এখানে খুব কম। তবু যে

১৪৯০'৪৭ কোটি টাকার ঘাটতি শূণ্য বাজেট এখানে উপস্থাপিত করেছেন। অর্থমন্ত্রী নতুন কোন প্রস্তাব এখানে উপস্থাপন করেন নি। কর প্রস্তাব এখানে করেন নি। এতে ত্রিপুরাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। সেইজন্য আমি এই বাজেট প্রস্তাব যেটা উপস্থাপিত হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা এখানে বলতে চাই। এই যে বাজেট এই বাজেটে এখানকার ৭৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র-সীমার নিচে আছে, এছাড়াও অন্য অংশের মানুষ যারা আছেন তাদের যে আশা আকাঙ্খা সেটা এই বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ যে সমস্ত উন্নয়ন শিক্ষা, সেচ বাসগৃহ নির্মাণ, স্বাস্থ্য, উপজাতি কল্যাণ, তফসিলী জাতি, ও, বি, সি ইত্যাদি দপ্তর। এদের জন্য যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে এতে সাধারণ মানুষ স্বস্তিবোধ করবেন এই বাজেটে। একটু আগে মাননীয় সদস্য রমেন্দ্রবাবু বলেছেন যে বাজেট হল একটা দর্পণ যেটা দিয়ে একটা সরকার কি করতে চান, অতীতে কি করছেন, ভবিষ্যতে কি করবেন সেটা এখানে উপস্থিত হয়েছে। এই যে গুরুত্ব প্রাইয়রিটি সেকটর ঠিক করেছেন বিভিন্ন দপ্তরের ক্ষেত্রে। কিন্তু দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় তারা কি করতে চান। আর বিশেষ করে গত বছর কি করেছেন এবং কি করবার জন্য চেষ্টা করছেন স্যাপ্লিমেন্টারী বাজেটের আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়েছে।

একটা কাজের চেষ্টা চলছে। তবুও মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধী দল বিরোধিতার নাম করে সাধারণ মানুষের যে উপকৃত হবেন এই জিনিষটাও বিরোধিতা করছেন। কালকেও এই ধরণের একটি ঘটনা হয়েছিল যে সেকেণ্ড স্যাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপস্থাপনায় টাকা চেয়েছেন। যেখানে আজকে স্ট্যাট ইউরিলিস ফাণ্ড তৈরী করবার জন্য এবং তাতে উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ সেই ক্ষেত্রেও তারা বিরোধীতা করেছেন। যাই হউক এই বিধানসভায় বিরোধিতা করা মানে আজকে সাধারণ মানুষ তাকিয়ে আছে বিধানসভার দিকে। তারা কিভাবে কথা বলছেন তারা কি চেয়েছেন, তাদের কি উদ্দেশ্য। তারা বুঝতে পারবেন এই বাজেট কাদের দিকে লক্ষ্য রেখে কাদের উপকারের কথা মনে রেখে এখানে রাখা হয়েছে। আমরা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট স্পীচে প্রথম দিকে এটা দেখলাম যে, এল. ও. সি প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। এখানে তিনি উনার ভাষণে বলেছিলেন যে, জোট সরকারের আমলে অর্থনৈতিক যে বিশৃংখলা অবস্থা ছিল সেটাতে একটি জায়গায় আনার জন্যই এই এল. ও সি প্রথা চালু করা হয়েছিল। এখন সেই রকম বাধ্য বাধকতা নেই। এখন রাজ্যে অর্থনৈতিক একটা সুস্থ অবস্থায় এসেছে। যে ঋণের বোঝা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেটি থেকে উত্তরণের জন্যই এই এপ্রিল পর্য্যন্ত এল. ও সি প্রথা চালু ছিল। এখানে আজকে এইটাই পরিষ্কার যে, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সেই পুরুনো চোখেই এই সমস্তগুলি দেখছেন। তাই আজকে বিরোধিতা করছেন এই সমস্ত বাজেত কে। আর একটা পুলিশ দপ্তরের বাজেট এলোকেশন চাওয়া হয়েছে যাহাতে করে এই দপ্তরকে আরও সচল করা যায় শক্তিশালী করা যায়। এখানে এই

ব্যাপারে অনেক রেফারেন্স দিয়েছেন। এখানে আমরা দেখেছি পুলিশের যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও বেশী উন্নত হওয়া দরকার। তাদের ভাল ট্রেনিং দরকার। আজকে এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ দিক-টাকে এই বাজেটে তুলে ধরা হয়েছে। আজকে রাজ্যের আইন শৃংখলা রক্ষা ক্ষেত্রে এই সব দরকার বলেই আজকে এখানে বাজেট এলোকেশন এইসব গুলি রাখা হয়েছে। আজকে আমরা কি দেখেছি -কেন্দ্রে ৪৬ বছর পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার ছিল কিন্তু উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য কোন কিছুই করতে পারেনি সেই কারণে সেখানে ট্রাইবেলদের মধ্যে বঞ্চনার যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল। সেখানে এই সমস্যার উত্তরণের ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার জন্য দীনেশ সিং কমিটিও এখানে এসেছিল। প্রত্যেকে বলেছেন যে পুলিশ মিলিটারী দিয়ে যেমন কন্ট্রোল করা হবে তেমনিই অর্থ দিয়েও দেখা হবে।

সে জন্য আরো বি. এস. এফ বাড়ানোর দরকার। কিন্তু বি. এস. এফ. ত বাড়ানো হয়ইনি বরং আরো তুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের নিজেদের দুটি রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান এবং টি. এস আর. চতুর্থ বাহিনী গঠন হবে। এটা করতে পারলে আমাদের বেকার যুবকদের আরো কর্ম সংস্থান হবে এবং আমাদের রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে জল সরবরাহ, গ্রামীণ বাসস্থান, গ্রামীণ সড়ক ও গ্রামীণ কর্ম-সংস্থান প্রকল্পের উপর। ১৯৯৬-৯৭ সালে ১৭.১২ কোটি টাকা খরচ করে দেড় হাজার মার্ক টু, মার্ক থ্রি নলকূপ বসান হয়েছে এবং দেড় হাজার স্যানিটারী কূয়া নির্মাণের কাজ চলেছে। ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ১৮.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭৩৮টি মার্ক টু, মার্ক থ্রি নলকূপ বসান এবং ১৭৩৮টি স্যানিটারী কূয়া নির্মাণ করা হবে বলে প্রস্তাব আছে। গ্রামের মানুষের কাছে সুফল পেঁৗছে দেওয়ার জন্য এই অর্থ বরাদ্দ ঠিকই আছে। এর বিরোধিতা করা ঠিক নয়। তারপর আছে কৃষি। আজকে আমাদের এখানে বেশীর ভাগ জায়গা হচ্ছে, পাহাড়ী জায়গা। সমতল জমি খুব কমই আছে। এ জন্য সেচের উপরে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে! খাদ্য শস্যের চাহিদা ছিল আমাদের ৬.৯৯ লক্ষ টন। কিন্তু উৎপাদন হয়েছিল ৬ লক্ষ টন. আগামী আর্থিক বছরে আমরা আশা করছি, সেটা বাড়িয়ে আমরা ৬.২১ লক্ষ টনে দাঁড় করাতে পারব। খাদ্যে স্বয়ংভরতা অর্জনের জন্য এই যে প্রচেষ্টা এরজন্য সব ধরনের এলো-কেশনকে একত্র করে কাজ চলছে। কাজেই আমি বুঝতে পারছি না, এর কেন বিরোধিতা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এরপর আছে বনায়ণের ব্যাপার। আজকে বন সৃজনের ব্যাপারে প্রচুর আলোচনা এই বিধানসভায়ও হচ্ছে। আজকে বন কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই গাছের প্রটেকশন দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। বনকে রক্ষা করার জন্য সাধারণ মানুষদেরও ইনভ-লভ করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন

ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা পকেট টু পকেট ট্র্যান্সফার করার চেষ্টা করছি। আগে ত মনোনিত সদস্য ও উপরতলার লোক ছিল। মাঝখানে কিছু ছিল না। আজকে আর সে অবস্থা নেই। আজকে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হয়েছে, গাঁও পঞ্চায়েত হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতি হয়েছে, জিলা পরিষদ হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে এই পঞ্চায়েতের ভিতর দিয়ে মানুষের যে অধিকার মানুষকে আরও উন্নত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রতিশ্রুতি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে। জোট সরকারের আমলে ইলেক্টেড যে ইনস্টিটিউশানগুলি ছিল সেগুলিকে জোট আমলে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। আমরা নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমাদেরকে ভোট দিলে আমরা গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করব। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আজকে বাজেটে সমস্ত কিছু প্রতিফলিত করা হয়েছে। নীচুতলা থেকে আরম্ভ করে আজকে উপরের তলায় ডিষ্ট্রিকট প্ল্যানিং কমিটি, স্টেট প্ল্যানিং কমিটির ভিতর দিয়ে চেষ্টা করছি এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে। বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা যে একশান প্ল্যান তৈরী করেছিলেন সেটা আর গোপন থাকে নি। তারা ৮৭-৮৮ইং সালে রাজ্যের মধ্যে টি. এন. ভিকে দিয়ে অনেক গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিলেন, একটা সময় তারা একশান ফোর্স তৈরী করেছেন। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলছি এই যে ডিসেণ্ট্রালাইজ অব পাওয়ার, বিভিন্ন ধরণের পঞ্চায়েতকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গ্রামে একটা গ্রামীণ সরকার তৈরী হয়েছে। আজকে বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা এখানে বলেছেন কিছু হচ্ছে না। আমি উনাদেরকে বলছি উনাদের আমলে অনেক বেনিফিসিয়ারী ছিল যাদের এখন কোন অস্তিত্ব নেই, বেকারদের চাকুরী দেওয়া হয়েছিল ঠিকানা এম.এল. এ। কিন্তু আজকে চাকুরীর অফার এম. এল. এর ঠিকানায় যাচ্ছে না, এখন পোষ্ট অফিসে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কমক্লুড করুন।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— ১৯৯৬-৯৭ইং সালের বাজেটে যে কাজের প্রতিফলন ঘটেছিল তাতে তাদের কিছু বলার ছিল না। আজকে ১৯৯৭ ৯৮ইং সালে যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে তাতে কর্মের যে রূপরেখা তোলে ধরা হয়েছে তাতে বিরোধীদের বিরোধিতা করার কিছু নেই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝতে পেরেছেন বামফ্রন্ট সরকারের এই গণমুখী বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তথা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে, গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। গ্রামে যারা কৃষক আছেন তারা শিক্ষিত হবেন, উপকৃত হবেন। কাজেই এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য এই গণমুখী বাজেটে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাকে আবারও পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :-- শ্রীবিধুভূষণ মালাকার সময় ১৫ মিনিট।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা

অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে ১৯৯৭-৯৮ ইং সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, প্রত্যেক সরকার তাঁর নীতি বাজেটে প্রতিফলন ঘটান। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই এই রাজ্যের মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করেছিলেন যে, এই রাজ্যের কাউকে অনাহারে মরতে দেব না, বিনা নজরে জমি বন্দোবস্ত দেব আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করব, কৃষকদের সহায়ক মূল্যে সার ও বীজ দেব, জোর জুলুম বন্ধ করব, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছেন। শুধু তাই না ১ম ২য় ও ৩য় বামফ্রন্ট সরকার যে জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচীর কথা জনগণের কাছে ঘোষণা করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন এবং রাজ্যে যে বিপুল কর্মযজ্ঞ চলছে তার প্রতিফলন এই বাজেটে ঘটিয়েছেন। স্যার, ভারত স্বাধীন হবার পর আমরা আশা করেছিলাম যে, আমরা অন্ন পাব, বস্ত্র পাব, শিক্ষা পাব, মানুষের মনুষ্যত্ব পাব, দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। কিন্তু কংগ্রেসী শাসন আমাদের এই আশাকে চিরদিনের জন্য নিরাশায় পর্যবসিত করেছে। আমাদের এই আশা স্বাধীনতার ৫০ বছরেও পূর্ণ হলো না। তাঁরা আজকে এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। বিরোধী দলনেতা তিনি তো ১৫ জন মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন। রাজা, মহারাজা, জোতদার, জমিদার, কালোবাজারী আর ব্লাক মার্কেটিব তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন এই ৮৫ জন মানুষ যারা ডাইরেকট্ ইনভলভ, তারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। ইতিমধ্যে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে এটা তো নামে আছে কামে নেই, শুকনা নদী গঙ্গা সাগর তিন ঘরে গ্রাম গঙ্গানগর যেন শ্মশান-পুরী। কংগ্রেস টি. ইউ, জি এস এবং টিন, এন. ভি. মিলে করেছে সংসার তিনি আবার পজিশ্যানে আসতে চান তাই বলতে হয় নামে আছে, কামে নেই। কাজেই উনাদের হতাশার সুর শুনা যাচ্ছে। উনারা বিধানসভায় বলছেন রাষ্ট্রপতির শাসন চাই. ভাল, খুব ভাল। কারণ রাষ্ট্রপতির শাসনে একবার আমরা দেখেছিলাম সারা ভারতবর্ষের, কংগ্রেস, নব কংগ্রেস, আদি কংগ্রেস, এসিয়ার মুক্তি সূর্য্য ইত্যাদির পতন হয়ে গিয়ে ৩/৪টা কংগ্রেস হয়েছে। যে সোনার অঙ্গ মলিন হয়ে গেলো সেই মলীন অঙ্গ আর সোনা হলো না। জেল খানার মধ্যে উনাদের অনেক গিয়েছেন এবং আরও যেতে হবে। তারই প্রতিফলন স্বরূপ উনারা চিৎকার করছেন। আমরা মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাই মৌলিক সমস্যা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি দিতে হবে। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচন করে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাদের হাতে এইগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কারণেই মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এইগুলি পছন্দ করছেন না। আমরা অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করেছি। তাঁরা চাইছে প্রাইভেটাজাইশ্যান তার মানে ধনী মানুষরাই শুধু শিক্ষার সুযোগ পান আর গরীব মানুষরা মারা যাক। কনট্রাকটারদের হাতে এটা গেলে বেতন দিয়ে

গরীব মানুষরা পড়াশুনা করতে পারবে না তার কারণ শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের সামর্থ্য নেই, শতকরা ১৫ জন মানুষ পড়াশুনা করতে পারবে। আর যাদের জন্য উনাদের চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায় সেই হরিজন, গিরিজনরা নিরক্ষর হয়ে থাকবে। শতকরা ১৫ জন মানুষ অপ্রতুল বৈভবের মধ্যে দিন কাটাবে এবং শতকরা ৮৫ জন মানুষ গোলাম হয়ে থাকবে। কিন্তু এইগুলি আমরা মেনে নিতে পারছি না তাই আমরা তার প্রতিবাদ করছি। পি এল. ৪৮০ জন্য আমেরিকার সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টি লড়াই করেছে এবং ডাংকেল চুক্তিরও বিরোধিতা করে আমরা লড়াই করেছি। আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে ইতিহাস তার নীরব সাক্ষী থাকবে। ইংরাজ আমাদের দেশে ব্যবসা-বানিজ্য করে ভারতবর্ষকে ১৯০ বছর পর্য্যন্ত দাসত্বে আবদ্ধ করে রেখেছিল। মুক্ত অর্থনীতি, মুক্ত বাণিজ্যনীতি আমেরিকা এখানে দার খুলে এনে আমাদের পরাজিত করবে. আমাদের দেশের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব নষ্ট হবে এইসব বন্ধ কর। কংগ্রেস সরকার নরসীমা রাও এশিয়ার মুক্ত সূর্য্য আর মলিন করো না আমাদের। এটা শুধু এখানে বলেনি, কয়েকদিন আগে ইনস্যুরেন্স প্রাইভেটাইজেশানর করার বিরুদ্ধে এখানে যে বিল এনেছে. আপনারা কিছুই বলেননি, ছিলেন কিনা জানি না। আমরা জানি ইতিহাস নীরব সাক্ষী হয়ে থাকলেও আমাদের মধ্যে আছে। তারপরে জমির বন্দোবস্ত, কংগ্রেস আমলে রাজন্য প্রথা বিলোপ হয়েছে ঠিকই কিন্তু রাজার নামটা বদল হয়ে গেছে কিন্তু তার ক্ষমতাটা যেন তার হাত থেকে না যায়। এই ভূমি সংস্কার আইনের জন্য আমরা বারবার আন্দোলন করেছি এবং স্বল্প ক্ষমতায় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকার এই কৃষি যাতে অকৃষকদের হাতে, জোতদারদের হাতে জমি না যায় তার জন্য আমরা আইন সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করেছি। সেই যে আইন যারা পরিচালনা করেন সেও আপনাদের লোক, বাছা বাছা কংগ্রেস প্রভুদের লোক। রাজস্বমন্ত্রী মহারানী বিভুকুমারী দেবী ছিলেন, তিনি ভূমিহীনের জ্বালা অবশ্যই বুঝবেন না সত্যি, যদি আপনাদের মানুষকে জমি দেবার ইচ্ছা থাকত তাহলে আজকে স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পর এখনও ভূমিহীন, গৃহহীন, তখনও যাযাবররা শিয়াল মেরে খাচ্ছে। এই ঘটনা ঘটে এখনও। কিছুদিন আগেও যাযাবর সমাজের মানুষ ভারতবর্ষের নাগরিক শিয়াল মারতে এসেছিলেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে। এটা যাতে না হয় তার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জমিদারী প্রথা ত্রিপুরা রাজ্যে, কৈলাশহর সাব-ডিভিশানে উচ্ছেদ হয়ে গেল কৈলাশহরের জমিদার অখিল চন্দ্র ঘোষ তার কতটুকু জমি, জনসাধারণের কতটুকু, সরকারের কতটুকু আছে আজ পর্যন্ত আইডেনাটিফাই হলনা। মাননীয় বিরোধী দলনেতা সমীরবাবু বলেছিলেন "এটা সাব-জুডিস।" এর অর্থ হল জমিদারকে রক্ষা করার জন্য এটা। আজকে সারা কৈলাশহর সাবডিভিশানে কোন ডেভোলাপমেন্টের কাজ করতে গেলে বলে "এটা আমার জায়গা। ওটা আমার জায়গা।" জমিদারী প্রথা যদি চলেই যায়, তাহলে এখন আবার সম্পত্তি কি করে থাকবে ? তার জন্য আপনারা আন্দোলন করেছেন ? এখন যদি বিলে আসে তাহলে ত আপনারা আপত্তি করবেন। কারণ আপনারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। আপনারা যাদের প্রতিনিধিত্ব

করেন, তাদের কথাই ত বলবেন এটা ঠিক। আমরা প্রতিনিধিত্ব করি ভারতবর্ষের ৮০ ভাগ মানুষের যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে তাদের। আপনাদের অর্থনীতি হচ্ছে ধনিক গোষ্ঠীর জন্য, আমাদের অর্থনীতি হল যাদের পরিশ্রমে সোনার ফসল ফলে, তাদেরকে জাতীয় আয়ের অংশীদার করা। কৃষক ভাতা, বৃদ্ধ ভাতা, রিক্সা ভাতা ইত্যাদি কি করে আপনারা এটাকে বলেছেন মিসইউজ। সমীরবাবু ভাল ইংরাজী জানেন, উনি বলে নন প্রডাক্‌টিভিটি আপনাদের প্রডাক্‌টিভিটি হয় ব্ল্যাকমার্কেটার, জোতদার, অকৃষক, যাদের দালালি করেন। আপনারা দেশের শান্তি শৃংখলা, প্রথম শর্ত যেটা এই কথা উল্লেখ করেছেন এই বাজেট ভাষণের মধ্যে। আপনারা শান্তি, শৃংখলা, চান না। আপনারা সিদ্ধান্ত নেন স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন করব। এ, ডি, সির নির্বাচনের সময় এখানকার কংগ্রেস বয়কট করল, দিল্লীর কংগ্রেস আবার সমর্থন করল। আবার নিবাচনের পরে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস মিতালী হয়ে গেল। সংগে সংগে তার ডেমি টি. এন. ভি তার সংগে রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করে বাই ইলেকশানে কাঞ্চনপুরে বিজয় রাংখলকে তাঁর মার্কা চিহ্নে কংগ্রেস এবং টি. ইউ জে এসের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে দিলেন। তাহলে আপনারা কোন শ্রেণীর স্বার্থ দেখেন? আমরাত এইগুলি করি না। এর জন্য এই বাজেটে সেটা উল্লেখ নেই। এর জন্য নীতিগতভাবে আপনাদের সংগে আমাদের বেমিল। ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাদের বিরুদ্ধে এখানেও বলা হয়েছে, সেটাকে সাহায্য না করার জন্য, সহযোগিতা না করার জন্য আপনাদের কাছে আমরা আবেদন রাখছি।

আমরা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য আবেদন রাখছি না আপনাদের কাছে, আমরা সারা ভারতবর্ষের জন্য আপনাদের আবেদন করছি সহযোগিতা করার জন্য। সকলের সহযোগিতা ছাড়া কোন দেশ স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না। আপনারা বার বারই বলছেন কেন্দ্র না দিলে পরে আমরা কিছু পাব না। আপনারা যখন এই রকম বলেছিলেন তখন আমি ভাবছিলাম কেন্দ্রেও কি আমাদের এই কংগ্রেস ও টি. ইউ জে এস এর সরকার আছে নাকি? কেন্দ্রেও আমাদের লোক বসে আছে এবং আমাদের কথা মতই ওরা সব কিছু করবে এই ধারণাটা আপনাদের কমানো দরকার। আপনাদের কোন দোষ নেই আপনাদের চরিত্র হয়েছে ধনতন্ত্রের চরিত্র, বনের মধ্যে যেমন বনের বাঘ হল ধনতন্ত্রের লোক সে যা বলবে তাই হবে। বনের বাঘ রাজা প্রয়োজন হলেই ছোট ছোট প্রাণীগুলিকে ধরে খেয়ে ফেলবে। আপনাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। যাই হোক আপনাদের কথা এত বলে লাভ নেই। আমি বলতে চাইছি আমাদের এই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের এই বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের জনগণের জন্য এবং রাজ্যের কল্যাণমূলক কাজের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এটাই আমাদের এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। আমার রাজ্যের কৃষক যারা চাষ করে কৃষি করছে, ফসল ফলাচ্ছে তাদের কাছে যদি আমাদের এই বাজেটের টাকা আমরা পৌছাতে পারি তবেই হবে আমাদের বাজেটের পূর্ণতা। আপনাদের মনমোহন সিং-এর অর্থনীতিকে তো আমরা ফলো করব না, মনমোহন সিং-এর অর্থনীতিতো ত্রিপুরা রাজ্যে নেই।

এখানে অবশ্য আপনারা আছেন, এই সমীর বাবু একজন উকিল আছেন, রতন বাবু একজন উকিল আছেন, আপনারা হচ্ছেন ধনীক গোষ্ঠী। রাজ্যে কিছু ধনীক গোষ্ঠীকেতো থাকতেই হবে, না হলে চলবে কি করে? আমি এখানে এটাই বলতে চাই যে, মানুষের জীবন ও জীবিকা এবং সম্পদ রক্ষা করার যে দায়িত্ব নিয়েছি আমরা তা পালন করতে সক্ষম হয়েছি এটাই আমাদের বাজেটের কথা। রাজ্যের জনগনের কাছে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল আমরা তা প্রতিপালন করতে পেড়েছি এবং আমাদের বাজেটের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে এবং এই জন্যই আমি এই বাজেটকে সমর্থন না করে পারছি না। আমাদের বিরোধী বেঞ্চে যারা আছেন যদিও তারা ধনতন্ত্রের পক্ষ থেকে এখানে এসেছেন তবু আমি তাদেরকে বলব যে, বিচারের বানী নীরবে নীভিতে কাঁদে স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পরেও এটা আছে এবং থাকলেও। এই বলে আমি আমাদের এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা, আপনার সময় ১৫ মিনিট।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— মি: স্পীকার স্যার, গত ১৭.৩.৯৭ ইং তারিখ মাননীয় অর্থ-মন্ত্রী ১৪.৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার যে বাজেট এখানে প্লেইস করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে বিরোধী দলের যে সদস্যরা রয়েছেন তারা বিরোধিতার জন্যই শুধু বিরোধিতা না করে তাদেরকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে আমি দুই চারটা কথা বলব। আমার মনে হচ্ছে ১৪৯০'৪৭ কোটি টাকা ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যে মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীদের হাতে রাখবেন না, বামফ্রন্ট সরকার তার ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিকরণ করে যেখানে দুর্গম অঞ্চল রয়েছে সেখানে যদি বামফ্রন্ট সরকারের অর্থকে পেঁাছে দেয় তাহলে কি হবে? এই চিন্তা করে মাননীয় সমীর বাবু তার বিরোধিতা করেছেন।

এই বিধানসভায় তাদের কি ভূমিকা সে সম্পর্কে স্যার, আমার অল্প জ্ঞানে একটা কবিতা লিখেছি। কবিতাটি এখানে পড়ে শুনাচ্ছি।

কবিতাটি হল :— " বিধানসভায় কংগ্ৰী দলের কাজ-
পেছন থেকে দোয়ারী ধরে অমল, রতন, দীপক নাগ।
সমীরবাবু ডুগডুগি বাজায়, রতনবাবুর নাচ ,
বুড়ো খোকো ঘুংগুর বাজায়, বাতাইচড়াতে রাগ দেখায়,
রাজ্যবাসীর চিন্তা নেই যত্রতত্র রাগ
লাফালাফি ঠেলাঠেলি বিধানসভার কাজ ।। "

এটাই করেন, এছাড়াতো আর কিছুই করতে পারলেন না। এখানে আমি মাননয়ী সদস্য শ্রীরতিবাবুকে আবেদন করব, আমাদের চাকমা ভাষায় একটা কথা আছে - 'সুজননাস্তো, কুজনসঙ্গে, পুত্রনাট্য

পরাপর রঙ্গে। আর রতিবাবু নাস্তো এই কংগ্রেসের সঙ্গে। এটার বাংলার অর্থ হলো-সুজনের সঙ্গে স্বর্গবাস আর কুজনের সঙ্গে সর্বনাশ। রতিবাবু এদের সঙ্গে চলবেন না. আজকে সারা ভারতবর্ষে এদের অবস্থা কি দেখোন-সারা ভারতবর্ষে প্রতিদিনই সংবাদ বেরোচ্ছে-এই হাওয়ালা কেলেঙ্কারীতে কেউ জেলে যাচ্ছে, কেউ জেলের ভাত খাচ্ছে। কারোর শাস্তি হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস শেষ। আর আপনি তাদের দলের মধ্যে থাকবেন না। সর্ব্বনাশ হতে যাবেন না।

এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা দুর্নীতি সম্পর্কে যে আশংকা প্রকাশ করেছেন. -দরজা খোলা রয়েছে একজনকেও বলতে পারবেন ? আমি কিন্তু এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলব যে অবাদ লুটপাট করার জনা আপনি আপনার সময়ে দরজা খোলে দিয়েছিলেন। এই দীপকবাবু টি.এস, আই, সি.র চেয়ারম্যান থাকার সময়ে পি. ডাবলিউ, ডি, থেকে আগাম টাকা নিয়ে গিয়েছেন ৪০ লক্ষ টাকা। আর গ্রীফ থেকে নিয়েছিলেন ৫০ লক্ষ টাকা। টি, এস, আই, সি, র মেম্বার হতে পেরে সেই হিসাবে ধরা পড়লো-৯০ লাখ টাকা আগাম নিয়েছেন এই দীপকবাবু। দেখাতে পারবেন আমাদের এই ধরণের কোন কিছু? অথচ এখানে আশংকা প্রকাশ করেছেন। আপনার মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে আপনি অবাদ খুলেদিয়েছিলেন যে আপনার বন্ধুরা লুটেপুটে থাক। তাই দীপকবাবু ৯০ লক্ষ টাকা লুঠেপুটে খেয়েছেন টি. এস. আই, সি, ইট পর্যান্ত খেয়েছেন। আজকে দেখুন এই যে ইট ভাটাগুলির কি অবস্থা আর আপনাদের সময়ে কি অবস্থায় ছিল। কাজেই এই বাজেটের ক্ষমতা বেকেন্দ্রিকরণ করে দেশের গরীব মানুষের হাতে যায় তাহলেপরে কংগ্রেসের এই ত্রিপুরারাজ্যে টাকা যদি নামগন্ধই থাকেনা, এই আশংকাই প্রকাশ করেছেন। এখনো সময় আছে, এখনো গণতন্ত্রের জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের জন্য আপনারা কথা বলুন। আজকে এই ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক সনের বাজেটে ১৮৯০ ৪৭ কোটি টাকা বাজেট গেলো আর্থিক বছরের বাজেটের চেয়ে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাজেট যদি ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিশ লক্ষ মানুষের জন্য ব্যয়িত হয় তাহলে তাদের অনেক উপকার হবে।

ত্রিপুরার উন্নয়নের স্বার্থে এই বাজেটকে সমর্থন করুন। ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে এই বাজেট কিভাবে কাজে আসবে সেটা নিয়ে আলোচনা করুন। বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতার প্রয়োজন নেই। কাজেই আপনারা যদি এই নিয়ে শুধু বিরোধিতাই করতে থাকেন তাহলে আরোও নর্দমায় ডুবে যাবেন সমীরদা। সাবধান করে দিচ্ছি। রতিবাবুকেও একই কথা বলছি, সময় আছে-ফিরে আসুন। রাজ্যের মানুষের জন্য কিছু কাজ করুন।

শিক্ষা দপ্তরের কি অবস্থাটাই না আপনারা করে গিয়েছিলেন। রাজ্যের ৯৪টি স্কুলে

বসার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সব ভেঙ্গে খেয়ে শেষ। এমনকি স্কুল শিক্ষকদের বসার কোন টেবিল তখন পাওয়া যায় নি। স্কুল ঘরগুলি ছিল ভাঙ্গা এবং এই সমস্ত কারণে মাটিতে বসেই ক্লাস করতে হত ছাত্র-ছাত্রীদের। গত চারটি বছরে এই দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। ফলে, ভাঙ্গা স্কুল ঘর মেরামত সহ নূতন নূতন আসবাব-পত্র কেনা হয়েছে স্কুলগুলির জন্য। এবছর শিক্ষা দপ্তরের জন্য মোট ১৭.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার আঙ্গিনায় আনার জন্য এই বাজেটের মাধ্যমে বিশেষ একটি উদোগ আজকে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারের প্রশংসনীয় ভূমিকায় শিক্ষার ব্যাপক উন্নতি সম্ভব-এ কথা বলা চলে আজকে। আর এতেই আপনাদের সব ভয়। আপনারা আশঙ্কা বোধ করছেন, সরকারের এই সমস্ত জনকল্যাণ-মূলক কর্মযজ্ঞে আপনারা আজকে আতংকিত। কারণ এই বছরও এই খাতে টাকা বাড়ানো হয়েছে। এবার যখন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের টাকা বৃদ্ধি করা হল তখন রতিবাবু সমীরবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে অযথা লাফালাফি করতে শুরু করেছেন। এর কারণটা কি আমি বুঝতে পারি নি। এটাই কি উপজাতিদের জন্য আপনাদের ভূমিকা হওয়া আবশ্যক? নাকি রতিবাবু সমীরবাবুকে সমর্থন করতে হয় বলেই এসব বলছেন? আপনি একবার চোখ খুলে দেখুন না তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে মানুষের কল্যাণে কি ধরণের কাজ করে চলেছেন। সেটা বলুন। আর তা না হলে এই সমীরবাবু ঢুগঢুগি বাজিয়ে আপনাকে শুধু নাচাবেই। কাজেই আপনি আর নাচবেন না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে আপনি এই বাজেটকে সমর্থন করুন। এই টুকু বলে এবং এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা। সময় ১৫ মিনিট।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৭ই মার্চ মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই করা হয়েছে বলে মনে করি। অন্য দিকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই নিয়ে অযথা সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। কারণ বর্তমান রাজ্য সরকার যদি রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের জন্য কাজ করেন এবং হাজার-হাজার বাড়ী-ঘর তৈরী করে দেন এবং উন্নয়ন-মূলক কাজগুলি চালিয়ে যান তাহলে তাদের সমূহ বিপদ রয়েছে সেটা উপলব্দি করেই তাদের সংশয় হচ্ছে এখানে। বিপদ হচ্ছে কংগ্রেস (ই)-র। কারণ দেশের স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ৪৬ বছর কেন্দ্রীয় সরকারে উনারা রাজত্ব করেছেন এবং ৩০টি বছর ধরে ওরা এই রাজ্যে একই কায়দায় রাজত্ব করেছে।

এই জোট আমলে যা হয়েছিল কিন্তু এখন তার বিপরীত হচ্ছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা আসার পর তাঁরা দেখেছে একটার পর একটা উন্নয়ন-মূলক কাজ হচ্ছে, গরীব জনসাধারণের

জন্য কাজ করছেন। কাজেই সেইজন্য তাঁরা আশংখা প্রকাশ করেছে। তারা আশংখা করবেন এটা ঠিক। কারণ জোট আমলে যেভাবে জবরদস্তিভাবে যেসমস্ত কাজ করে চলছেন কিন্তু আজকে সেগুলি পারছেন না, তবে চেষ্টা করছেন। এই কংগ্রেস, টি. ইউ. জে. এস. টি এন ভি, সমস্ত দল মিলে এই ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃংখলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষ তারা জানেন এখানে জাতি উপজাতির ঐক্য আজকের নয় সেটা দীর্ঘকাল থেকে চলছে। কিন্তু কংগ্রেস এই সমস্ত দেখে হতাশ হচ্ছেন। আমরা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। আজকে তৃতীয় বামফন্ট সরকার যেভাবে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছেন তারা সেগুলি দেখে ভয় পাচ্ছে। এই যে যুব সমিতি তারা দীর্ঘদিন যাবৎ কংগ্রেসের সঙ্গে থেকেও শিক্ষা নেয় নি। নেয়নি এই কারণে, তারা মনে করেছেন এই বুর্জোয়া দলে থেকে সমস্ত জাতিকে উন্নতি করার জন্য যে উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্য তারা সফল হতে পারে নি। কিন্তু এখনও তাদের সেই আতাঁত আছে।

এখানে আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি পার্টি থেকে বিতাড়িত আমাদের প্রধান নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী। তিনি হলেন বিতাড়িত কম্যুউনিষ্ট পার্টি থেকে। এখন তাঁকে নিয়ে সোরগোল করে ত্রিপুরা রাজ্যে আবার কংগ্রেস কাযদা করতে পারে কিনা সেই চেষ্টা করছে। কিন্তু আজকে কংগ্রেস টি. ইউ জে, এসকে মনে রাখতে হবে, নৃপেনবাবু আগে যেভাবে শ্রদ্ধেয় ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কিন্তু আজকে আর নেই। আপনারা তাঁকে নিয়ে কোনদিন বৈতরণী পার হতে পারবেন না। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষ জানে বুঝে। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে নৃপেনবাবু এবং সমীরবাবু যে সমস্ত প্রোগ্রাম করছেন, কেন করছেন? মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা সেই উদ্যোগে সফল হবে না। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে। সেই নৃপেনবাবু হউক, সেই সমীরবাবু হউক সেটা সম্ভব হবে না। কাজেই সমীরবাবু, নৃপেনবাবু সঙ্গে থেকে কিছু করতে পারবেন না। এই যে সমীরবাবু তিনি আজকে না দীর্ঘদিন ধরে এই কংগ্রেসকে অনেক আঘাত করেছেন। আপনারা নিশ্চয় জানেন সেই ১৯৭৬ সালে উনি জেলে ছিলেন; আমার সাথে জেলে ছিলেন। কেন ছিলেন? এই যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত তিনি সমীরবাবুকে জেলে রেখে শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু তখন সমীরবাবুর দোষ ছিল না। কিন্তু সমীরবাবু আজকেও সেই শিক্ষাটা নেন নি। কারণ এই বুর্জোয়া গোষ্ঠী কোন দিন শিক্ষা নেয় না।

এই বাজেটকে আজকে ওরা সমর্থন করতে পারছে না। এই কারণেই সেখানে তারা চান মানুষের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে আবার শাসন ক্ষমতায় আসার জন্য। তারা যে চেষ্টাই করুক না কেন

এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না। কারণ মানুষ তাদেরকে চিনে। সব কিছু বুঝেই আজকে সমীরবাবু এই বাজেটের বিরোধিতা করছেন। আজকের রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উগ্রপন্থী সমস্যা আছে। নাই সেটি ঠিক না। কিন্তু, তা সত্ত্বেও; আমরা সেই সামন্দুতে ১৫০টি ঘর তৈরী করে পুনর্বাসন দিয়েছি। আজকে চেষ্টা আছে বলেই সেটি সম্ভব হয়েছে। আজকে এখানে পাবলিক হেলথের ব্যাপারে আশংখা প্রকাশ করা হয়েছে কিন্তু, জোট আমলে কি হয়েছে পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রিং ওয়েল এর নামে দুই হাত তিন হাত গর্ত করে সেখানে সমস্ত বিল করে নেওয়া হয়েছে। সেখানে কোন কাজ হচ্ছে না। কিন্তু, আমাদের তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে যেখানে যেভাবে সুবিধা সেইভাবেই মানুষকে যাতে জল দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে বিভিন্ন জায়গাতে ফিল্টার বিতরণ করা হচ্ছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল যাতে মানুষ পান করতে পারে তার জন্য। এবং সেটি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক ঘরে ঘরে দেওয়া হবে। আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপজাতিরা সেই ফিল্টার কি সেটি জানত না। আজকে তারা সেই ফিল্টারের বিশুদ্ধ পানীয় জল খাবেন আর বিগত পাঁচটি বছরে জোট সরকার রাস্তা-ঘাটের যে অবস্থা করেছেন সেটি আপনারা সবাই দেখেছেন। সেখানে পাঁচটি বছরে কোন সংস্কার করা হয় নি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর সেখানে নূতন করে আবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাস্তাঘাটগুলিকে সংস্কার করার জন্য। কাজেই কোন ক্ষেত্রে আমরা কোন কিছুর অভাব অনুভব হতে দেব না। রাস্তাঘাট সংস্কারের অভাবে জোট আমলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক জায়গায় গাড়ী যেতে পারত না। আজকে সেখানে আবার যেতে শুরু করেছে। এবং গ্রামাঞ্চলে আমরা সবাইকে সমানভাবে কাজ দিচ্ছি সেখানে কোন দলমত নেই। দলমত নির্বিশেষে সেখানে কাজ দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থা করেছেন রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু কংগ্রেস কোনদিন সেটা করতে পারে নি। সেটি শুধু আজকে নয়। বিগত ৩০ বছর এখানে যখন কংগ্রেস ছিলেন তখনো তারা পারেন নি।

সমস্ত টাকা নিজেরাই নিয়ে গেছে। কিন্তু, আজকে ৩য় বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থেকেও সব কিছু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তা ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের স্বার্থেই কাজ করবে। স্যার, এ, ডি, সি, গঠিত হবার সময় আমরা শুনেছিলাম, কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছিল, এ. ডি, সি, এলাকায় কোন বাঙ্গালী থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, বিগত কংগ্রেস আমলে কোন বাঙ্গালী উপজাতি এলাকায় বন্দোবস্ত পেত না। এখন দেখুন, এ, ডি, সি, এলাকায় বাঙ্গালীরাও বন্দোবস্ত পাচ্ছে। কাজেই আমি মনে করি এই বাজেট ত্রিপুরার সার্বিক কল্যাণের স্বার্থেই আনা হয়েছে। এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজেন্দ্র দেব চৌধুরী। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীব্রজেন্দ্র নগ চৌধুরী (জোলাই বাড়ী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত সোমবার ১৭ই মার্চ এই বিধানসভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী ১৯৯৭-৯৮ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে মাননীয় দলনেতা এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেটে ১৪৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা একে অবাস্তব বলে অভিহিত করেছেন। স্যার, আমিও এই বাজেটকে অবাস্তব বলে অভিহিত করতে চাই। কারণ এই বাজেট স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির কোন নিদর্শন নেই। নূতন শিল্প স্থাপনের কোন কথা এর মধ্যে নেই। সর্বোপরি আমরা দেখছি. ১৯৯৬-৯৭ সনের বাজেটের ২৫ শতাংশ টাকা এখনও ব্যয় করতে পারেন নি। আর মাত্র ১০ দিন বাকী আছে। ১০ দিন পর নূতন বৎসর শুরু হবে। তাই আমি আমাদের বিরোধী দলনেতার সাথে একমত হয়ে আমি আশংখা প্রকাশ করছি. টাকা নয় ছয় হবে।

সর্বোপরি ইলেকশানের জন্য এই বাজেট তৈরী করেছেন। এল. ও সি প্রথা বাতিল করে আপনারা নিজেদের পকেট ভারী করবেন বলে আমরা আশংখা করছি। সত্যিই যদি আপনারা এল ও. সি প্রথার জন্য বিরোধিতা করে থাকতেন। তালে আপনারা রাজত্ব পেয়েছেন আজকে চার বছর হলো। এই চার বছর আগে কেন উইথড্র করলেন না। আজকে চার বছরের মাথায় এসে এই এল ও. সি প্রথাকে তুলে দিয়ে কি আপনারা উন্মুক্ত বাজেট করতে চান? আসলে ক্যাডারদেরকে পয়সা পাইয়ে দেবার জন্য আপনারা এই সব করছেন এটা বলার অপেক্ষা রাখেন না। স্যার, বাজেটে এই সরকার কবের কোন সংস্থান রাখেন নি এবং করারোপও করেন নি। ঠিক আছে। কিন্তু আপনারা এই যে বাজেট তৈরী করেছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে, বিভিন্ন সংস্থা থেকে লোন নেবার পরিকল্পনা আপনারা করেছেন যার পরিমাণ হলো ১৫০ কোটি টাকা। জোট সরকার ঋণ করেছে বলে আপনারা সেই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে জনকল্যাণ-মূলক কাজ করতে পারছেন না বলছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি এই যে ১৫০ কোটি টাকা ঋণ নেবেন বলে আপনারা বাজেট সংস্থান রেখেছেন সে টাকা পরিশোধ হবে কি করে? বিগত চার বছর ধরে আপনাদের এই কথাই আমরা শুনে আসছি যে. বিগত জোট সরকার অনেক টাকা বকেয়া রেখে গেছে বলে সেই দেনা পরিশোধের জন্য আপনারা কোন উন্নয়ন-মূলক কাজ করতে পারছেন না। তাহলে আপনারা এখন ১৫০ কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছেন কেন? স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ৭৪ শতাংশ মানুষই দারিদ্র সীমার নীচে। এই দারিদ্রসীমার মানুষের উন্নয়নের জন্য বাজেটে টাকার সংস্থান রেখেছেন মাত্র ৭৩ কোটি টাকা। অথচ আপনারাই বলেছেন গরীব মেহনতী মানুষের জন্যই এই বাজেট. খেটে খাওয়া মানুষের জন্য এই বাজেট, গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার জন্য এই বাজেট, জল সরবরাহের জন্য এই বাজেট। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি

যে, মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরের বাজেট গত বছরের তুলনায় এই বছরে প্রায় ৩৭ কোটি টাকা কম। তার কারণ কি ? এই দপ্তরের তো প্রমোশান হয় নি, ডিমোশান হয়েছে।

আপনারা বড় বড় বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্ব পালন করছেন কিন্তু কাজের কোন উন্নতিই হচ্ছে না এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কাজকর্ম বন্ধ প্রায় বললেই চলে। তাই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিভিন্ন দপ্তরের কিছু কিছু বিষয় ষ্টাডি করে এবং মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ এখানে উপস্থিত করেছেন তাতে আমি অনুধাবন করতে পেরেছি। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কথা আমি বলছি কারণ ফরেষ্ট সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমি বন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীকে এখানে একটা কথা বলতে চাই, দক্ষিণ ত্রিপুরা সবচেয়ে বড় বাগান হচ্ছে সাজিরাম বাড়ী কিন্তু আপনাদের আমলে এই বাগান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কারণ রাবার চুরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পুলিশের কাছে গেলে কেস নিচ্ছে না। দক্ষিণ ত্রিপুরার সমস্ত গাছ বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী সেক্রেটারিয়েটে বসে আছেন। গ্রামে-গঞ্জে যান আপনাদের পিঠ থাকবে না। কিভাবে বন ধ্বংস হচ্ছে গাছ থেকে শুরু করে বাগানের মাটি পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। কে এই সব চুরি করছে ? ক্যাডাররাই চুরি করছে কিন্তু এদের পুলিশ এরেষ্ট করছে না। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি অনিল বৈদ্য উনার একটা ট্রাক গাড়ী আছে সেই গাড়ী ভরতি করে রাবার নিয়ে যাবার সময় তিনি ধরা পড়েন বাইখোড়ার পি, এস, এ। এটা এস, পি নিজে তদন্ত করছেন। আমি নিজে থানায় গিয়ে বলেছি এই যে রাবার চুরি হচ্ছে তার কেস আপনারা নিচ্ছেন না কেন ? তখন সেখানকার এস, পি ছিলেন পার্শ্বনাথ রায় তিনি লাল বাহিনীর লোক। তাই এই রকম করা হচ্ছে স্যার। ভাগ্য ভাল বর্ত্তমানে সেখানকার এস, পি হচ্ছেন চতুর্বেদী সাহেব তিনি ভাল লোক তাই চুরি কিছুটা কমেছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন। তাই বলছি কিছু দিন আগে আমাদের জোলাইবাড়ী কনষ্টিটিউয়েন্সীতে কলসী নামক স্থানে একটা সি, আর, পি পুলিশ ক্যাম্প আছে সেখানে রাত্রে একটা ঘটনা ঘটেছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, উনি জানেন না, উনাকে বলছি। ১৪ তারিখ রাত্রি বেলায় ১২ টা ২৫ মিনিটে পুলিশে পুলিশে ঝগড়া, ৪৮ রাউণ্ড গুলি চালিয়ে দিয়েছে। পরের দিন সকালে কয়েকজন বলেছে। উগ্রপন্থীর হামলা হয়েছে। এখানে উগ্রপন্থীর হামলা যে হয়নি তা নয় একবার হয়েছে। একজন পুলিশ মারা গেছে এবং ২ জন পাবলিক মারা গেছেন। এটা নজীর আছে। আমি পরের দিন পুলিশ স্টেশানে গেলাম, ও, সি, সাহেব গেছেন, সেখানে, সি, আই ও গেছেন। আমি গেলাম কলসীতে, রাস্তাতে ক্রস হয়েছে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। আমি পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে বলেছি আমি একজন এম, এল, এ সেখানে একটু যাব। আমাকে নিয়ে গেল। বলল যে হ্যাঁ, উগ্রপন্থী এসেছিল। অ্যাক্‌স প্রধান ডেজরী নগের বাড়ীর পাশ দিয়ে উগ্রপন্থী আমাদের ৮ রাউণ্ড গুলি চালিয়েছে, আমরা তার

পরিপ্রেক্ষিতে ৪৮ রাউণ্ড গুলি চালিয়েছিল। সত্যি কিনা দেখার জন্য কোথাও কোন গুলির দাগ নেই। তারপর আমাকে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করল কি ব্যাপার? আমি বলেছি, এটা ত উগ্রপন্থী নয়, এটা নিতান্ত লাল বাহিনীর আক্রমণ, লাল বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে পুলিশে পুলিশে এখানে গণ্ডগোল হয়েছে। আমি বলেছি উপদ্রুত অঞ্চল চাই, আগেও দাবী করেছি। তারপর দিন দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় উঠেছে নেহাৎ গুজব। তাহলে দেখুন, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনার দপ্তরে ৩১ কোটি টাকা বেশী চেয়েছেন কিসের জন্য? আপনার পুলিশ নিরাপত্তা দেওয়া দূরের কথা নিজেরা গোলাগুলি করছে, জনসাধারণ নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছে। ভাবছে উগ্রপন্থী এসেছে। আপনারা তদন্ত করে দেখুন, তদন্ত করে দেখে অ্যাকশান নিন। একে ত উগ্রপন্থীর ভয়ে মানুষ কাঁপছে। নিরাপত্তা কর্মীদের এই ধরণের আচরণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এটা হতে দেবেন না। তাই বলেছিলাম আপনার দপ্তরের এত টাকা জলে ফেলবেন না, কাজে লাগান। এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নেই। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী আছেন। যে টাকা আপনারা ডিমাণ্ড করেছেন অতি সত্বর আপনারা স্কুলগুলি খোলার ব্যবস্থা করুন। সারা ত্রিপুরাতে আজকে এ. ডি, সি এবং নন এ. ডি, সি এরিয়াতে শত শত স্কুল বন্ধ হয়ে আছে। আর আপনারা বাজেট তৈরী করছেন। টাকাগুলি কি করবেন? মাষ্টার যেতে পারছেন না। তাই আমার অনুরোধ সুষ্ঠুভাবে আপনারা পরিচালনা করুন। আমি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বাজেটকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৭-৩-৯৭ ইং রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরের জন্য এখানে ১৪৯০.৪৭ কোটি টাকার যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি এই বাজেটের উপর কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে-এক বৎসরের জন্য বাজেট তৈরী হয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ আগামী আর্থিক বছরে তাদের জীবন যাপন তাদের অবস্থা কি হবে তার জন্য তারা বাজেটের দিকে তাকিয়ে দেখেন। কাজেই বাজেট এমন হওয়া দরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করে বিশেষ করে এই বাজেটের মধ্যে এটা বেরিয়ে এল ৭৩.৮৫ শতাংশ দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করেন তাদের কথা চিন্তাভাবনা করে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই বাজেট তৈরী হয়েছে, । সুতরাং সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকে ত্রিপুরার রাজ্যের মধ্যে যে বাজেট তৈরী হয়েছে সেটা অবশ্যই লক্ষ্যনীয় ব্যাপার, এই বাজেটে ত্রিপুরার যে শতকরা ৭৩ শতাংশ গরীব মানুষের দিকে এবং অন্যান্য অংশের মানুষের দিয়ে তাকিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার নীরিখে এই বাজেট তৈরী হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিশেষ করে

গ্রামীণ জল সরবরাহ, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষার খাতে এবং স্বাস্থ্যের খাতে এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ করে এখানে জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি গ্রামের মধ্যে দরিদ্র শ্রেণীর লোক বেশী বসবাস করেন তাদের প্রয়োজনের জন্যই এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। মানে এই বাজেটে তাদের বিভিন্ন রকমের উন্নয়নের প্রকল্প স্থান পেয়েছে। বিগত পাঁচ বৎসর ধরে এই সব গরীব অংশের মানুষের জন্য শুধু মুখে মুখেই দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছিল, কাজে কিছুই করা হয়নি। কংগ্রেস এবং যুব সমিতির সরকার বিগত দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের টাকা কিভাবে খরচ করেছেন সেটা ওনারাই জানেন। অন্তত পক্ষে পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে যে খরচ করেন নি এটা ঠিক। বিগত দশ বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময় গ্রামের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ কর্মগুলি করেছিলেন। আজকে আবার আমাদের এই ৩য় বামফ্রন্ট সরকার এসে বিগত সরকার যে পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছিল সেগুলির পুর্ণ নির্বাচন করে এবং পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নের কাজকর্মগুলি করছেন। এইভাবে সরকারের এই যে ব্যয় বরাদ্দ এটাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সরকার পঞ্চায়েতগুলিকে ক্ষমতা দিয়েছেন। জনগণ পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে তাদের কর্মের সংস্থান করার সুযোগ পাবে, স্বাস্থ্যের সুযোগ পাবে এবং গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নের সুযোগ পাবে এবং এই জন্য পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরও বেশী ক্ষমতা পঞ্চায়েতগুলিতে দেওয়া হবে, শিক্ষার ক্ষমতাও পঞ্চায়েতগুলির কাছে দেওয়া হয়েছে। বিগত দিনে যেভাবে টাকা নয় ছয় করা হত এই ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই টাকা সঠিক ভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং এই জন্য গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্কীমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেগুলি সঠিক ভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই পঞ্চায়েতের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে এটা নিয়ে বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা আলোচনা করতে গিয়ে তার যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। অবশ্য ও তারা বিগত পাঁচ বৎসর যেভাবে চালিয়েছেন সেই ভাবেই আর সমালোচনা করেছেন, এটা ঠিক না। এবং বলেছেন যে গত ১৯৯৬ ৯৭ অর্থবছরের যে টাকা ধরা হয়েছে তার ২৫ পারসেন্টও খরচ করতে পারছেন না নতুন বাজেটের টাকা আগামী মার্চ মাসের পরে এইটা শুরু হয়ে যাবে। কাজেই এটা কি করে খরচ করা যাবে। কাজেই এটাকে নির্বাচনের জন্য একুষ্ট্রা খরচ করা হবে। এইটা ঠিক না। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের সকলেই জানেন এই বামফ্রন্ট সরকার কি দৃষ্টি নিয়ে কাজ করেছেন। এইটা শুধু আমাদের কথায় যে হবে তা নয় আমাদের এইসব বক্তব্য শুধু এই হলের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয় এটা সারা রাজ্যের মধ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে। কাজেই শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য যে এর বিরোদ্ধে বক্তব্য রাখা তা ঠিক নয়। আসল যে চিত্র, বাস্তব না' এইটি তোলে ধরুন। আজকে এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে গ্রামে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলকম কাজকর্ম করা হবে, এবং বাজেটের সুফল ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মনুষের

কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কাজেই আপনারা সকলেই এই বাজেটকে সমর্থন করুন। এবং রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তাতে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আপনারা সাহায্য সংযোগিতা করুন। কারণ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলেরই মানুষের জন্য দরদী হওয়া দরকার। আপনাদের সময়েতে তো এটা করতে পারেন নি।

স্যার, শুধু পঞ্চায়েত দপ্তর না, আর, ডি, দপ্তর এবং গ্রামপঞ্চায়েতে এবং এ. ডি. সি-র মাধ্যমে আজকে গ্রামগঞ্জে ইন্দিরা আবাসন যোজনায় বিগত দিনে আমরা দেখছি এটাকে সঠিকভাবে কংগ্রেসী সরকার রূপ দিতে পারেন নি। এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দ করেছিলেন ১৫.০৩ কোটি টাকা। এর দ্বারা বাড়ীঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে ৬৮৫৬ টি এবং বর্তমান ১৯৯৭-৯৮ সনের বাজেট ধরা হয়েছে ১৫.৮২ কোটি টাকা এবং ৭০৩১ টি ঘর তৈরী করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আগামী দিনে দারিদ্র সীমার নীচে যারা বাস করেন, যারা তাদের ঘরবাড়ী তৈরী করতে পারছেন না। তাদের এই সুযোগ সুবিধা দেওয়া জন্য বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। কাজেই গরীব মানুষের জন্য এই সরকার কাজ করে চলছেন। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করলে সাধারণ গরীব মানুষের জন্য তার যে কার্মসূচী সেটাতে রূপায়ণ করতে পারবে।

শুধু তাই নয় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষির মূল যে ভিত্তি সেটা হচ্ছে জলসেচ। এই কৃষিজমিতে জলসেচ ছাড়া কৃষিকাজ করা মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে আগামী অর্থ-বছরে জলসেচের জন্য এবং গ্রামীণ কর্ম-সংস্থানের জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ করে পাহাড় এলাকাতে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ছড়া, ঝর্ণা, বা ছোট ছোট নদী বা জলের যে উৎস রয়েছে যেমন আঠারমুড়াতে, বড়মুড়াতে লংতরাইভ্যালিতে এই সকল জলের যে উৎস রয়েছে সেগুলি দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে চলে যাচ্ছে। এই জলকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না এবং বিগত কংগ্রেসী সরকারের আমলে এবং জোট সরকারের আমলে এইগুলিকে কাজে লাগানো হয়নি। কিন্তু বিগত দশ বছরে দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমলে বামফ্রন্ট সরকার এই জলের উৎসগুলিকে জলসেচের কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছেন।

পাম্প সেট ব্যবহার করে, বিভিন্ন জায়গাতে মিনি ব্যারেজের মাধ্যমে এবং বাঁধ তৈরী করে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি জল সেচের যে সমস্ত ব্যবস্থা করা দরকার সেটা তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার করে চলছেন। বাজেটেই সেটা স্পষ্ট রয়েছে। সেটা বিরোধী

পক্ষের সমর্থন করা উচিৎ বলে মনে করি। আজকে এটাকে রাজ্যের জনগণের স্বার্থে বিরোধিতা না করার জন্য অনুরোধ করছি।

উগ্রপন্থা- এটা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরাতেও রয়েছে। এটাতো নূতন কোন ঘটনা নয়। কংগ্রেস শাসিত এই সমস্ত অঞ্চলের বঞ্চনা দীর্ঘদিনের বলেই আজকে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বঞ্চনা ও ক্ষোভের ফলশ্রুতিতেই উগ্রপন্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ত্রিপুরাতেই, এই কারণ-টাই দেখছি উগ্রপন্থার পেছনে। যথেষ্ট অবহেলা করা হয়েছে এবং অবহেলা থেকেই এর সৃষ্টি। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বিদেশী মদতদাতাদের উস্কানীতে আজকে রাজ্যের উপজাতি যুবকরা বিভ্রান্ত হয়ে পাহাড়ে কাঁধে বন্দুক নিয়ে ঘুরছে। রাজ্যের উন্নয়ন-মূলক কাজ, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা বাধা দিয়ে চলেছে। শিক্ষা বিস্তারে আজকে তারা অন্তরায় হয়ে গিয়েছে। তারপরও স্যার, সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার স্কুলগুলিকে উন্নীত করে চলেছেন একের পর এক করে। তারপরও তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারে যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছেন সেগুলির বাস্তব রূপ দিতে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে উগ্রপন্থার দৌরাত্মে। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু রাজনৈতিক দল এই সমস্ত উগ্রপন্থী দলগুলিতে শেল্টার দিয়ে চলেছেন। কাজেই এখানে আমি বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে বলতে চাই-শিক্ষা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোকদের জন্য নয়, সকলের জন্যই শিক্ষা। এটাই আপনাদের সর্বাঙ্গে উপলব্ধি করতে হবে। তারা এটা ভাববেন না যে সরকারে নেই বলে শিক্ষা বিস্তারে লক্ষ্যে সরকারী কাজ-কর্মে বিরোধিতাই কেবল করতে হবে। তাদেরকে এগিয়ে আসার অনুরোধ রইল। রাজ্যের লোকদের সহ ছাত্র-ছাত্রীদের আরোও শিক্ষিত করার যে প্রচেষ্টা বর্তমান সরকারের রয়েছে সেটাতে আপনারাও সামিল হবেন এই আশা পোষণ করছি। রাজ্য সরকারকে হেয় করার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করবেনা -এটা আমার অনুরোধ। বাজেটের টাকাটা সঠিকভাবে যাতে রাজ্য সরকার ব্যয় করতে পারেন তারজন্য আমরা আপনাদের পূর্ণ সমর্থন চাইছি সহযোগিতা মূলক মনোভাব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়েছে।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :—এক মিনিট স্যার, বিগত জোট সরকারের আমলে আমরা কি দেখেছি? পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের সেতুগুলিকে বারংবার মেরামত করা হত। কেন? নিজ দলের লোকদের কিছু পয়সা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই বছরে কয়েক বার একটি সেতু নির্মাণ ও মেরামতের বিল তৈরী হত এবং লক্ষ-লক্ষ টাকা কাগজে-কলমে খরচা দেখানো হত। এইতো ছিল সেই সময়কার রাজ্য ব্যাপী চিত্রটা। শুধু নিজেদের লোকদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা চলছিল। কিন্তু তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এ এসেই সমস্ত অপচয়গুলি তাৎক্ষণিক বন্ধ করে দিয়েছেন। আজকে

ব্রিজগুলি সব পাকা হচ্ছে, রাজ্য-সেটা দেখছেন। ইতিমধ্যেই পূর্ত দপ্তরের ভূমিকা প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। যথেষ্ট কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে।

এখন আমি আরক্ষা দপ্তরের উপর সংক্ষেপে কিছু বলছি। উগ্রপন্থার কারণেই ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়ন-মূলক কাজগুলি প্রচণ্ডভাবে ব্যহত হচ্ছে। কাজেই আমাদের রাজ্যের উন্নয়ন নির্ভর করছে রাজ্যের শান্তি-শৃংখলার উপর। আগামীদিনে রাজ্যে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করার জন্য এখানে টি এস. আর. সহ ইণ্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটলিয়ন তৈরী করার জন্য এখানে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকা দিয়ে পুলিশের আধুনিকীকরণ সহ আরক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম করার জন্য এখানে বলা হয়েছে। কাজেই আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করার জন্য এবং ত্রিপুরাবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য। আরক্ষা দপ্তরে এখানে যে বাজেট ধরা হয়েছে সেটা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যকে সুন্দর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটা সহযোগিতা করবেন। সর্বশেষে আমি বলতে চাই বিরোধী বেঞ্চে যারা আছেন আপনারা আমাদের বিরোধিতা করছেন, এই বাজেটের বিরোধিতা করছেন। আমি তাদের কাছে আবেদন করব আপনারা বিরোধী হলেও শুধু বিরোধিতা করবার নামেই বিরোধিতা করবেন না। ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতির নিরীখে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যাতে বাজেট সঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারে সার্বিক দিক দিয়ে আপনারা সহযোগিতা করবেন। এই বাজেটকে আপনারা সমর্থন করে এই বাজেটকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য সহযোগিতা করবেন। এই আশা আকাঙ্খা রেখে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিধানসভায়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন গত সোমবার। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। এই কারণে এই বাজেটে বিভিন্ন দপ্তরের টাকা ধরা হয়েছে। বাজেটের প্রতিটি টাকা জনগণের জন্য খরচ করা হবে এটা নির্ভুল। গতকাল এখানে শুনেছি স্যাপ্লিমেন্টারী বাজেট আলোচনা করার সময় বিরোধীদের পক্ষ থেকে বলেছেন বামফ্রন্ট টাকা নয় ছয় করছে। আজকেও বলেছেন কয়েকজন যে বামফ্রন্ট টাকা নয় ছয় করছে। এই যে টাকা নয় ছয় করে এই যুক্তি আপনারা কোথায় থেকে পেলেন? এটা এখানে বলতে হবে। ছয় কোন দিন নয় হয় না। নয়কে যদি গুন করেন, যোগ করেন, ভাগ করেন, বিয়োগ করেন নয়, নয় থাকে! নয়কে এক দিয়ে গুণ করলে ফল হয় নয়। নয়কে দুই দিয়ে গুণ করলে হয় ৯ × ২ = ১৮। আট আর এক যোগ করলে হয় ৮ + ১ = ৯! ৯কে ৩ দিয়ে গুণ করলে হয় ৯ × ৩ = ২৭। ৭ আর

২ যোগ করলে হয় ৯। ৯কে ৪ দিয়ে গুণ করলে হয় ৯×৪=৩৬। ৬ আর ৩ যোগ করলে হয় ৯। ৯ আর ৫ গুণ করলে হয় ৯×৫=৪৫। ৫ আর ৪ যোগ করলে হয় ৯। ৯ আর ৬ গুণ করলে হয় ৯×৬=৫৪, ৭×৯=৬৩। ৬ আর ৩ যোগ করলে আবার হয় ৯। ৯ আর ৮ গুণ করলে হয় ৯×৮=৭২। অংক শিখে নিন। ৭ আর ২ যোগ করলে হয় ৯। ৯ আর ৯ গুণ করলে হয় ৯×৯=৮১।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বাজেটে আসুন।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— ৯ আর ৯ গুণ করলে হয় ৯×৯=৮১। ৯ আর ১০ গুণ করলে হয় ১০×৯=৯০। ৯ আর ০ যোগ করলে হয় ৯। অতএব ৯, ৯ থেকে ৬ হয় না। কোন সময় এই ধরণের নয় ছয়ের চিন্তা করবেন না। বামফ্রন্ট নয় ছয় বলতে কোন কিছু জানেও না। যা জানেন আপনারা জানেন। অতএব গতকাল আমরা শুনেছি আজকেও শুনলাম কেউ বলছেন আর মাত্র ১০ দিন বাকি আজকে পর্য্যন্ত ১০ দিন বাকি। কেউ বলছেন গতকাল আর মাত্র ১১ দিন বাকি। আপনারাতো যোগ অংকও জানেন না, শতকিয়াও জানেন না। গতকাল যদি বলেন তাহলে এগার দিন বাকি তাহলে ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত। আজকেতো ২০ থেকে গুণতে হবে ? ২০ ২১, ২২, ২৩, ২৪ এইভে গুণে দেখুন ১২ দিন। বার দিনের হিসাবও জানেন না। আপনারা অংকটা বুঝেন না। সুতরাং আপনারা যেখানে অংক জানেন না, যোগ বিয়োগ জানেন না, নয়, ছয় জানেন না। নয় কোন দিনও ছয় হয় না। আপনারা শুনেন এখানে গতকাল যে আলোচনা হয়েছে এবং আজকেও আলোচনা হয়েছে।

স্যার, একদিন দেখেছি বিরোধিতা প্রথম বেলায় এসে বিধানসভায় বললেন আমাদের কিছু বলার নেই, কেন ? এখানে আমাদের কোন প্রশ্ন নেই। হৈ, হুল্লা করে চলে গেলেন। আবার দ্বিতীয় বেলায় এলেন এসে বললেন, বক্তৃতা করার পরে বললেন শুধু কি আমরাই বলব ? স্যার, শুধু কি আমরাই বলব ? শংক করাতের ধার আইতেও কাটে যাইতেও কাটে। যদি বলেন বলার জন্য তাহলে কি আমরাই বলব আর যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে নেই কেন ? এই হচ্ছে অবস্থা। স্যার, এই নয় ছয় আর এই অবস্থা সব কিছুর অংক আমি দিচ্ছি।

গতকালও বিরোধী বন্ধুরা হাসপাতালের কথা বলেছেন। হাসপাতাল নিয়ে এখানে অনেক কথা বলেছেন রাজ্যে ঔষধ নেই, বেডস নেই, এই নেই সেই নেই অনেক কিছু, আমিও বলতে চাই আপনারা ত্রিপুরার মাটি থেকে কথা বলছেন না আমেরিকা থেকে। মনে হয় আমেরিকা থেকে বলছেন। নতবা ত্রিপুরায় যদি থাকতেন তাহলে দেখতেই পেতেন কি হচ্ছে না হচ্ছে। সারা রাজ্যের মধ্যে যে আগরতলা, সোনামুড়া, বিলোনিয়া, সাব্রুম, খোয়াই, কৈলাশহর, কমলপুর, গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, লংতারাইভেলি, বিশালগড়, আমবাসা, সারা রাজ্যে কত হাসপাতাল আছে কত ডিসপেনসরী আছে সেখানে কেবল ঔষধ ছিল না আপনাদের সময়ে। আপনাদের সময় সেখানে

কোন কিছু ছিল না। আমাদের আমলে সেখানে ঔষধ আছে এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতিগুলি সেখানে বিদ্যমান। রোগ নির্ণয়ের জন্য ভাল ভাল মেশিন এসেছে। এবং বিভিন্ন হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগরতলাতে তো আছেই। আমরা আগেও আলোচনা করেছিলাম জ্যোতির্ময় নাথ ধর্মনগরে একটি শিলান্যাস করেছিলেন। এবং বিল্লাল মিয়া করেছিলেন আরও একটা শিলানাাস সোনামুড়াতে। একজন করেছেন ধর্মনগরে আর একজন করেছেন সোনা-মুড়াতে। এই যে দুজন দুই শিলান্যাস করেছেন। শিলান্যাস হয়েছে জোট সরকারের নূতন নূতন প্রথম। মৌশল মহাভারতে উল্লেখ আছে মৌশল এই এর কারণে নাস হয়েছিল গধাধরের। এই দুটি শিলান্যাসের কারণে হল জোট সরকারের পতন। আর এখানে সমীরবাবুর বংশ ধ্বংস হবে এই আগরতলা শহরে। শুনেন শুনেন বিল্লাল মিয়া ডাকাতি করিয়া বিয়া কেমন আছে মুখ গুরিয়া বাড়ীতে ঘুমিয়া। এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিল্লাল মিয়া বিধানসভায় বাজেট না রেখে শিলান্যাস করেছিলেন এখন তাই বিধানসভায় আসেন নি। ঐ জ্যোতির্ময় নাথও বাজেট না রেখে শিলান্যাস করেছিলেন উনিও বিধানসভাতে আসেন নি। কাজেই এই যে মৌশল বা সাল তৈরী হয়েছে সেটি জোট রাজত্বের মোশল।

মাননীয় স্পীকার স্যার আমি আরও বলতে চাই এই বিল্লাল মিয়া ধ্বংস করে দিয়েছে রাজ্যটাকে আমরা পুর্নবাসন করার জন্য বাজেট রাখছি। যে ত্রিপুরা রাজ্যকে পুণর্বাসন করতে এই রাজ্য ক। জ্যোতিরময় নাথ কি করেছে বাবার শ্রাদ্ধে ৮০ হাজার টাকা খরচ। এত টাকা কোথা থেকে পেল? নিমন্ত্রণ আগরতলা থেকে কদমতলা পর্যান্ত।

বিল্লাল মিঞা কি করেছেন? পশু মন্ত্রী বিল্লাল মিঞা ঢাকাতে করিয়া বিয়া এখন আছে মুখ লুকাইয়া ঘরেতে সমাইয়া। এখনত বিল্লাল মিঞার পাত্তা দেখা যায় না। মুসল প্রসব করেছিল। এই যে শিলানাাস করেছিল এখন বিধানসভায় আসতে পারেন নি। ঐ জোতির্ময় নাথও শনিছড়াতে করেছিল মুষল। ১০ টাকাও বাজেটে না রেখে শিলান্যাস করেছিল। তাই বিধানসভায় আসতে পারেন নি। অতএব এই যে মুষল সৃষ্টি হয়েছে এগুলি আপনাদের জোট রাজত্বের কাজ বা মুষল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরো বলতে চাই, এই বিল্লাল মিঞা ধ্বংস করে দিয়েছে রাজ্যকে। জোতির্ময় নাথ থেকে শুরু করে অনেকেই ধ্বংস করেছেন। এগুলিকে আমরা পুনর্গণন করার জন্য এই বাজেটে আমরা টাকা রাখছি। এই পুনর্গান করতে হবেত বাজেটকে। জোতির্ময় নাথ কি করেছিলেন তাহার বাবার শ্রাদ্ধে? ৮০ হাজার টাকা খরচ। এত টাকা পেল কোথা থেকে? নিমন্ত্রন? আগরতলা থেকে কদমতলা পর্যান্ত। কদমতলা, জোলাইবাড়ী, বাঘবাসা, পানিসাগর, পেচারতল, কুমারঘাট, মনু, ছলুবাড়ী, তেলিয়ামুড়া, চম্পকনগর, জিরানীয়া, রানীরবাজার, আগরতলা পর্যান্ত নিমন্ত্রন। সরকারী গাড়ী

দিয়ে আত্মীয় স্বজনের বাড়ী থেকে লোক নিয়া শ্রাদ্ধ। কত দৈ আর চিড়া। মানুষে খাইতে খাইতে অনেকে অসুখ হয়েছে, আর নিজের ২টা গাইও মরেছে এই চিড়া খাইয়া। আর বিল্লাল মিঞা বিয়া করেছেন ঢাকায়। এই যে ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর, বগুড়া, সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ -৬ লক্ষ মানুষ আগরতলা আর সোনামুড়া জমায়েত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আসবেই। ৬ লক্ষ মানুষ জমাইয়া ৮০ কুইন্টল মাংস, ৪০ কুইন্টাল মাছ, শুনেন স্যার, এই বিবাহে খরচ হয়েছে। এটা বিবাহ ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কন্‌ক্লোড করুন।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— ত্রিপুরা রাজ্যের কিরিট বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের বিবাহ ম্লান হয়ে গিয়াছে পত্রিকায় দেখছি। সোনামুড়ার ফিসারী অফিসার সেলিম মিঞা ৪০ কুইন্টাল মাছ দেওয়ার পরও শুনেন আপনাদের তৈরী ইতিহাস শুনেন। ৪০ কুইন্টাল মাছ দেবার পরও এই ফিসারী ডিপার্টমেন্টে আবার সেলিম মিঞাকে পাঠিয়ে দিল।' দাদা বলেছে, ১ লক্ষ টাকা নগদ দিতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত ফিসারী অফিসার বলেন আপনি বসুন, আমি আসি। এই আসি বলে অগস্ত যাত্রা করে বাংলাদেশে গেল। এখনও জানি না, ফিরে আসছে কিনা। এই ঘটনা। এই আর. কে নগর আগরতলার কাছেই আর. কে নগর। এখানে যত গরু, ছাগল, পাঠা ভেরা, মোরগ সব উজাড়। ৮০ কুইন্টাল মাংস সহজ কথা নয়! সব উজাড়। তারপর এটা ভর্তকী কিভাবে দেখাবে? রিপোর্ট দিয়ে দিল সম্ভবতঃ সরকারের কাছেই, সমীরবাবু ভাল জানবেন। মরক লেগেছিল, সব মরে গেছে। এই হচ্ছে জোট সরকারের অবস্থা। স্যার, জোট রাজত্বে পি. ডাব্লিউ ডি. এর কথা আমরা বলব। জোট রাজত্বে রাস্তা-ঘাট ভাঙ্গা ছিল, অচল ছিল। পুলের উপর দিয়ে গাড়ি যদি উঠে পুল ভেঙ্গে পড়ে। আমাদের ধর্মনগরে এরকম ২/১টা ঘটনা ঘটেছে। কি ধরণের ঘটনা? ধর্মনগর থেকে কদমতলা বেশী দূরে নয়। ১০ কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তা নেই, একটা পুল ভাঙ্গল বাজনাছড়ার উপর। পুল ভাঙ্গল কেউ গেল না, দপ্তর খোঁজও নিল না। আমরা ৩০ কিলোমিটার ঘুরে ধর্মনগর যাওয়া আসা করতাম। এই ছিল অবস্থা। তারপরে ধর্মনগরে বুড়িনদীর পুল ভাঙ্গল। লোড গাড়ি জলের মধ্যে পড়ল। এই যে পুল ভাঙ্গল আর কেউ পুল সারায় না। এই ছিল জোট রাজত্বের অবস্থা। আমাদের থার্ড বামফ্রন্ট রাজ্যের সমস্ত রাস্তা-ঘাট পাকা করছে। আজকে পুলও পাকা হচ্ছে। আপনাদের বাড়ীর পাশেইত সোনামুড়া। ১৭৮ মিটার লম্বা গোমতীর উপর সেতু। কই আপনারাত করলেন না? ১৭৮ মিটার আরো ৫ মিটার ৫ মিটার ১০ মিটার প্রায় ২০০ মিটার লম্বা। আমাদের ধর্মনগর থেকে কৈলাসহর পর্য্যন্ত সমস্ত পাকা ব্রিজ করে দিয়েছে। এইভাবে সারা রাজ্যে কোন জায়গায় কাজ হচ্ছে না? আমি বলছি, কেন্দ্রগুলির নাম। কদমতলা, ধর্মনগর পেচারথল, পানিসাগর, কাঞ্চনপুর, যুবরাজনগর, কৈলাসহর, চণ্ডীপুর, সুরমা, সালেমা, শালগড়া, বাগমা, মাতাবাড়ী, কাঁকরাবন, রাধাকিশোরপুর, প্রতাপগড়, কুমারঘাট, কমলাসাগর, রামচন্দ্রঘাট, বিশালগড়, গোলাঘাটি, অন্যকেন্দ্র

নামটি বড়জলা, খোয়াই, আর কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া, বীরগঞ্জ, রাইমাভ্যালি, শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া, সিমনা, মোহনপুর বামুটিয়া, খয়েরপুর, রামনগর বনমালীপুর, বিধানসভার নাম যাই বলিয়া। সোনামুড়া, ধনপুর, বক্সনগর, কৃষ্ণনগর, মান্দাই, টাকারজলা, চড়িলাম জানাইলাম। পাবিয়াছড়ায় পাবদা নাই; কুর্তিছড়ায় মুর্ত্তি নাই, জোটে রিগিং করে ফটিকরায়ে, ভোলাইবাড়ি, মজলিসপুর, ছামনুতে বহু দূর উমেশ বলে আমি উত্তর ত্রিপুরায় এই বিধানসভায় জানিয়ে যাচ্ছি, যেখানে যেখানে যত বিধানসভা কেন্দ্র আছে সবত্র কাজ হচ্ছে। বামফ্রন্ট টাকা নয় ছয় করে না। কাজে ব্যবহার করে। শিক্ষা দপ্তরে নৈরাজ্য ছিল। স্কুলের ব্যবস্থা ছিল না। আজকে আমরা ঘরের ব্যবস্থা করেছি। জুনিয়রকে সিনিয়র, সিনিয়রকে হাই, হাইকে হায়ার বা অঙ্গনাদী করেছি। জোটের সময়ে রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা বলে কোন বস্তু নেই। সব নকল। ব্যাগে দেখাব। বললেই বসিয়ে দেয়। তারপর এই রাজ্যে এতটা কলেজ করেছে। এই রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বামফ্রন্ট করেছে। কোনদিন আপনারা এটা আশা করেছিলেন। এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে? আপনারাত পাঁচ বছর রাজত্বে ছিলেন। কত খুন দেখেছি। ৭৩৯ খুন, দুই শতাধিক নারী ধর্ষণ ২২৯ জন খুন, ২৫ হাজার মামলা, ৩০ হাজার আসামী এ্যারেষ্ট হয়েছে। উপবাসে কাঞ্চনপুর, গণ্ডাছড়া, করবুকে শিশু বিক্রী হত। ২০ টাকায় শিশু বিক্রী এই ধরণের ব্যবস্থা ছিল জোট রাজত্বে।

মিঃ স্পীকার :— কনক্লোড করুন।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— কৃষি মন্ত্রী ছিলেন নগেন্দ্র জমাতিয়া। কিন্তু তখন কুমির কোন নামগন্ধও ছিল না। বাড়ীতে কচ্ছপ পালেন। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, জানিনা কোন এম. এল. এ বা কোন মন্ত্রী তিনি কিছুই না। বাড়ীতে তিনি বাঘ পালেন। পিঞ্জিরা থেকে ছুটিয়া মানুষ, গরু খায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার আর সময় বেশী নাই, আর বলার অবকাশও নেই। এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনারায়ণ রুপিনী।

শ্রীনারায়ণ রুপিনী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ১৯৯৭-৯৮ ইং সালের জন্য এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। এই বাজেট নিয়ে আমাদের বিরোধী বন্ধুরাও আলোচনা করেছেন এবং আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুরাও আলোচনা করেছেন। আমি আশা করছি এই বাজেট ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের জীবনে এক নুতন দিগন্ত উম্মোচন করবে। এই ত্রিপুরা রাজ্য ৪৬ বছর ধরে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তির পরেও কেন্দ্রীয় সরকার

আমাদেরকে বঞ্চনা এবং অবহেলিত ভাবেই রেখেছেন। কোনদিনও তারা আমাদের জন্য ভাবেননি। এই রাজ্যের মানুষ হিসাবে আমাদেরও নূতন কিছু করার সুযোগ ছিল না। এই রাজ্যের মানুষের যে জীবন যাত্রার প্রয়োজন আছে, তাদের সার্বিক উন্নয়নের দরকার আছে। কেন্দ্র কোন দিন ভাবেনি। আজকে আমাদের রাজ্যে নূতন জোয়ার এসেছে, সে জোয়ারে এক নূতন ত্রিপুরা রাজ্য সৃষ্টি করার উদোগ নিয়েছে। আমাদের রাজ্যে কোন শিল্প কারখানা নেই। সেই সব দিক থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে কর বিহীন ঘাটতি শূন্য বাজেট পেশ করেছেন। এই ধরণের বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কোন দিন দেখেননি। এখন হাজার হাজার কোটি টাকার বাজেট ত্রিপুরা বাসীদের জন্য করা হচ্ছে। এবারের বাজেট গত বারের বাজেটের চেয়ে প্রায় ১৮ পার্সেন্ট বাড়িয়ে করা হয়েছে। এখানকার গরীব মানুষ যারা আছেন যারা দিনের পর দিন কেন্দ্রের বঞ্চনার সাথে লড়াই করে গিয়েছেন, দারিদ্রতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছেন, এই বাজেট তাদের কল্যাণের জন্য ব্যায়িত হবে। এই বাজেট তাদের মনে আশার সঞ্চার সৃষ্টি করবে, তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করবে। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে যারা এই বাজেটকে বিকৃত করার চেষ্টা করছেন, বাজেটকে যারা গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করছেন না, তাঁদের নিশ্চয়ই মতিভ্রম ঘটেছে। তা না হলে এখানে আমরা সবাই মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছি, বিরোধী বন্ধুরাও এসেছেন, জনগণের ভোট পেয়েই সবাই এখানে এসেছেন। আমাদের সবারই লক্ষ্য হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন। বাজেটে যদি আমরা বেশী টাকা পয়সা ধরতে পারি, যদি আমরা এ রাজ্যে সম্পদের সৃষ্টি করতে পারি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে সার্বিক উন্নতি ঘটবে। তাই আমি মনে করি এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের উন্নতির জন্য। কাজেই, বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে টাকা যদি আমরা সঠিক ভাবে খরচ করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই এই বাজেট মানুষের আশা আকাঙ্খাকে পূরণ করবে। এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরাও নিশ্চয়ই দায়িত্ব পালন করতে পারবো। এবং আমাদের বিরোধী বন্ধুরাও ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে এখানে এসেছেন। সুতরাং এই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের প্রতিও উনাদের দায়িত্ব আছে।

শ্রীনারায়ন রূপিনী :— এই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে বাজেটকে বিরোধী দল হিসাবে বিরোধিতা করার জন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিরোধিতা করবেন না, ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এই বাজেটকে আপনারা সমর্থন করবেন এই আবেদন আমি রাখছি। মাননীয় বিরোধী নেতা অনেক সময় বলে থাকেন যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জন্য যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ করা হয় সেই বরাদ্দকৃত টাকাগুলি ঠিকভাবে ব্যয় করা হয় না, এটা ঠিক নয়। উনিও তো এক বছর ১১ দিন মুখ্যমন্ত্রীর পদে ছিলেন। মাননীয় বিরোধী নেতা মাঝে মাঝে ট্রেজারী বেঞ্চের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেন ওখানে আমি আবার বসব এবং ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা আমাদের আসনে বসবেন কিন্তু

আমি বলতে চাই মাননীয় বিরোধী নেতাকে উনার স্বপ্নই থেকে যাবে কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ ওনাদের চিনতে পেরেছেন তাই উনারা পরাজিত হয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক কল্যাণের সুযোগ এসেছে কারণ আমাদের হাতে আগের থেকে এখন অনেক বেশী টাকা আসছে তাই এখন আর ভিক্ষা করতে হয় না এবং আমাদের গুরুত্ব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সাহার্য্য করার জন্য চেষ্টা করছেন। সেই দিক থেকে আমি আশা করব ১৯৯৭-৯৮ সালের যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করছেন সেটা সার্বিক ভাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ১৮ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের জন্য সাহায্য করবে। তাই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করব বিরোধী দল হিসাবে বিরোধিতা করতে হবে এই মনোভাব আপনারা পরিত্যাগ করুণ এবং আসুন আমরা এক সাথে হাত মিলিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আপনারাও আমাদের সঙ্গে এক সাথে কাজ করবেন। এই বিশ্বাস এবং আশা রেখে এবং এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা ২১ শে মার্চ, শুক্রবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE-'A'

Name of the Member :— Shri Amal Mallik,

Admitted Starred Question No. 98.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to state :—

১ / গত ১১-৫-৯৬ ইং বিলোনিয়া থানাধীন দক্ষিণ সোনাইছড়ি গ্রামের অনিল ত্রিপুরা গুলিতে নিহত হয়েছিল কিনা ?

২ / হয়ে থাকলে বর্তমানে তার তদন্ত কার্য্য কি অবস্থায় আছে ?

ANSWER

১) গত ১৩-৫-৯৬ ইং তারিখে শ্রীমতি চিলন্তি ত্রিপুরা স্বামী মৃত গকুল ত্রিপুরা সাং- দক্ষিণ সোনাইছড়ি বিলোনীয়া থানায় অভিযোগ করেন যে কালাচান্দ মগ এবং তার নয় জন সংগী দুর্বৃত্তরা ১১-৫-৯৬ ইং তারিখে তার ছেলে অনিল ত্রিপুরাকে গুরুতর আহত করেছেন বিলোনীয়া হাসপাতালে আনার পথে তার মৃত্যু হয়েছে। দুর্বৃত্তরা অনিল ত্রিপুরার মৃতদেহ কবরস্থ করে তাদের অপরাধ যেন পুলিশ না জানতে পারে সে ভাবে লুকিয়ে ফেলেছে।

২) অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ করে তদন্ত চলছে।

Name of the Member :— Shri Amal Mallik,

Admitted Starred Question No. 172.

Wiil the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to state :—

১) ডিসেম্বর মাসের (১৯৯৬) বৈরী হামলায় কল্যাণপুরের বাজার কলোনীতে কতজন লোক মারা যায় এবং কত টাকার সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ?

২) এখন পর্য্যন্ত তাদেরকে কি কি সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১) ২৪ জন লোক মারা যায়। ২৪ টি বাড়ীর ঘরগুলি আগুনে পুড়ে যায় এবং প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

২) ক) প্রত্যেক মৃত ব্যাক্তির পরিবারের যাহাদের একজন করে মারা গেছেন তাহাদের আর্থিক অনুদান ৫০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

খ) একাধিক মৃতব্যাক্তির পরিবারকে ১০০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে।

গ) আহত ব্যাক্তিদের চিকিৎসার জন্য ৫০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে।

ঘ) গৃহ নির্মাণের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ প্রতি পরিবারকে গৃহ মেরামতের জন্য ৩.০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

ঙ) প্রত্যেক ভষ্মীভূত গৃহের মালিকদের ইন্দিরা আবাস যোজনায় গৃহ নির্মানের জন্য ২১,৫০০ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চ) প্রত্যেক মৃত ব্যাক্তির পরিবারের একজনকে চাকুরী অথবা ৫০,০০০ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে।

Name of Member :— Shri Arun Bhowmik

Admitted Starred Question No. 250

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the law Department be pleased to state.

Ques. No;—1. Is there any proposal for up-gradation of the posts of Sub-Divisional Judicial Magistrate to Grada-I of the Tripura Judicial Service ?

উত্তর :— বর্তমানে সাব-ডিভিশন্যাল জুডিশিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের পদগুলিকে গ্রেড্‌টুতে মানোন্নয়নের জন্য কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকার অথবা মাননীয় উচ্চ আদালতের নিকট বিবেচনাধীন নাই।

Admitted Starred Question No. 260

Name of Member :— Sri Rati Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন :—

১। যারা রাজ্যে চাষ যোগ্য ভূমির পরিমাণ কত এবং উক্ত ভূমি থেকে বছরে কত পরিমাণ ধান ও গম উৎপাদিত হয়।

উত্তর :—

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ হচ্ছে ২,৮২,৫০০ হেক্টর।
১৯৯৫-৯৬ইং সনে যে পরিমাণ ধান ও গম উৎপন্ন হয়েছিল তার হিসাব এইরূপ,
ধান ৬ ৯৮,৩২৫ মেঃটন।
গম ৫,২৪০ মেঃটন।

Admitted Starred Question No. 280.

Name :— Shri Budeb Bhattacharjee, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Animal Resources Development Department be pleased to stete.

QUESTION

১। রাজ্যে নূতন করে ভেটারিনারী ডিস্পেনসারী, সাব-সেন্টার খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকলে ডেমডুম, ফটিকছড়া, পশ্চিম বাতাছড়ার মত প্রত্যন্ত এ, ডি, সি, এলাকাগুলিতে নূতন সেন্টার খোলা হবে কি ?

৩) যে সমস্ত সাব-সেন্টার গুলিতে প্রয়োজনীয় স্টাফ নেই সেখানে প্রয়োজনীয় স্টাফ দেওয়া হবে কি ?

ANSWER

১) হ্যাঁ, রাজ্যে নূতন করে ভেটারিনারী ডিস্পেনসারী সাব-সেন্টার খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২) ভেটারিনারী ডিস্পেনসারী ও সাব-সেণ্টার খোলার স্থান এখনো স্থিরীকৃত হয় নাই।
৩) হ্যাঁ, প্রয়োজনীয় কর্মচারী ভবিষ্যতে নিয়োগের পরিকল্পনা আছে। নিয়োগের পর বিভিন্ন সাব-সেণ্টারের প্রয়োজন বিবেচনা করে পোস্টিং দেওয়া হবে।

Name of the Member :—Shri Rati Mohan Jamatia,
Admitted Starred Question No. 282.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to state,

১) রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন পদে রিটায়ারমেণ্টের পর ছয় মাসের বেশী এক্সটেনশন এবং পুর্ন-নিয়োগের মাধ্যমে কোন কোন পুলিশ অফিসার বর্তমানে নিযুক্ত আছেন? (তাদের নাম ও পরিচয়)
২) এই সব পুলিশ অফিসারদের নিযুক্ত রাখার কারণ কি?

ANSWER

১) নাম	পদের পরিচয়
১) শ্রী জি. এস. খান	সি. ও ৪র্থ ব্যাটেলিয়ন টি. এস, আর
২) শ্রী এম. কে. সরকার	সি. ও. ১ম ব্যাটেলিয়ন টি. এস. আর

Name of the Member :— Shri Anil Chakma,
Admitted Starred Question No. 288.

Will the Hon'bel Minister-Charge of the Home Department be Pleased to state :—

১) রাজ্যে বিদেশী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি ?

২) থাকিলে তার সংখ্যা কত ? এবং কোন কোন বিভাগে কত ?

৩) ১৯৯১-১৯৯২ সালে অনুপ্রবেশ ছিল ? থাকলে তার সংখ্যা কত ?

ANSWER

১) হ্যাঁ। তাদের খুঁজে বের করে পুশব্যাক করা হয়।
২) ১,৩১,২৬২, জনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল (১৯৭১ থেকে ১২-৩-৯৭ পর্য্যন্ত) বিভাগ ভিত্তিক হিসাবে সংগীয় তালিকায় দেয়া গেল।
৩) হ্যাঁ, ছিল। ঐ দু'বছরে তার মোট সংখ্যা ২১,৮২৭ জন।

অনুপ্রবেশকারীদের বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা :—
(১৯৭১ থেকে ১২-৩-৯৭ ইং পর্যন্ত)

সদর	৭৪ ৮৫৬	বিশালগড়	২৫৩
সোনামুড়া	১১,৪৫৯	খোয়াই	২,৭৭৭
ধর্মনগর	৬,৪০১	কৈলাশহর	৩,৬২০
কাঞ্চনপুর		কমলপুর	২,৯১৮
লংতরাইভ্যালি		গণ্ডাছড়া	
উদয়পুর	৭৬৮	অমরপুর	৩৫৭
বিলোনীয়া	৩,৯৮৯	সাব্রুম	১৩,৮৩২

Name of the Member :— Shri Amitabha Datta,

Admitted Starred Question No. 292.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to state.

১। ইহা কি সত্য, রাজ্যের অধিকাংশ থানা থেকে এফ, আই, আর-এর রিসিভড্ কপি দেওয়া হয় না।

২। যদি সত্য হয়, কারণ কি ? আইনের বিধান অনুসারে এফ, আই, আর এর রিসিভড কপি দেওয়া সুনিশ্চিত করা হবে কি না।

৩। ইহা কি সত্য রাজ্যের থানাগুলোতে পর্যাপ্ত মহিলা পুলিশ এবং মহিলা সেল না থাকায় নির্যাতিত নারীরা অনেক ক্ষেত্রে আত্মসম্মান এবং লোক লজ্জার ভয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন না।

৪। যদি সত্য হয়, সমস্যা নিরসন রাজ্যের থানাগুলোতে পর্যাপ্ত মহিলা পুলিশ নিয়োগ এবং মহিলা সেল গঠন করা হবে কি ?

ANSWER

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ— গত জোট সরকারের আমলে F. I. R. Received কপি informar কে দেবার আইন ও বিধি থানাগুলিতে প্রায় অকার্য্যকরী করে রাখা হয়েছিল। বর্তমানে তা কার্যকরী করতে নির্দ্দেশ জারি রয়েছে।

৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

বর্তমানে ১৪ টি থানায় মহিলা পুলিশ নিযুক্ত রয়েছে। মহিলা পুলিশ নিযুক্তির সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে সরকারের নির্দ্দেশ রয়েছে। আর্ম পুলিশের ৫ শতাংশ মহিলা পুলিশ নিযুক্তির জন্য পুলিশ দপ্তরকে বলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 293.

Name of the Member :— Shri Sudhir Das.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Fisheries Department be pleased to state.

প্রশ্ন নং ১ রাজ্যে মৎস্য কলেজ চালু করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর ১ রাজ্যে মৎস্য কলেজ কেন্দ্রীয় সরকার চালু করবেন। কলেজ চালু করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের Central Agricultural University-র অধীনস্থ লেম্বুছড়ায় প্রস্তাবিত মৎস্য কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ইতিমধ্যেই হস্তান্তরিত করেছেন।

প্রশ্ন নং (ক) যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ উক্ত কলেজ চালু করা হবে ?

উত্তর (ক) গত ১২ই মার্চ ১৯৯৭ ইং তারিখে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থার Deputy Director General (Fy) ড: পি, ভি, দেহাদরাই এবং কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice Chancellor ড: এম, পি, সিং ত্রিপুরা সফরে এসেছিলেন। তাদের সফরকালে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে Deputy Director General, I. C. A R এবং Vice Chancellor Central Agricultural University জানান যে, লেম্বুছড়াতে প্রস্তাবিত ফিসারী কলেজ Canstruction-এর জন্যে রাষ্ট্রীয় পরিযোজনা নির্মান নিগম লিমিটেড্‌কে ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পরিযোজনা নিগম খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করবে। প্রস্তাবিত ফিসারী কলেজ নির্মাণ সাপেক্ষে, রাজ্য সরকার, Vice Chanceller Central Agricultural University কে অনুরোধ করেছিলেন যাতে রাজ্য সরকারের অরুন্ধুতীনগরস্থিত State Institute of Public Administration Rural Developtment . (SIPAPD)-এর বিল্ডিং-এর একটি ব্লকে ক্লাশ চালু করার জন্যে। যাতে ত্রিপুরা ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা আগামী শিক্ষাবর্ষ হইতে ত্রিপুরার প্রস্তাবিত ফিসারী কলেজের অধীনে ভর্তি হয়ে পাঠক্রম শুরু করতে পারে। আলোচনা কালে উক্ত Deputy Director General, I C.A.R. এবং Vice Chanceller, Central Agrcultural University, রাজ্য সরকারকে এই বলে অভিহিত করান যে, লেম্বুছড়ায় প্রস্তাবিত Regional Fishary Collage Contraction সম্পূর্ণ হওয়ার সাপেক্ষে আগামী শিক্ষাবর্ষের September ১৯৯৭ থেকে রাজ্য সরকারের SIPARD বিল্ডিং এ ত্রিপুরা ফিসারী কলেজের ক্লাস শুরু করবেন।

প্রশ্ন :— নং খ) চালু হলে ছাত্রছাত্রীদের ভর্ত্তির শর্ত কি কি হবে ?

উত্তর :— খ) ভর্ত্তির শর্তাবলী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্য সরকারকে এখনো অবগত করেন নাই।

প্রশ্ন :— নং গ) ছাত্রছাত্রীদের ভর্ত্তির জন্য কোটা কি হবে ?

উত্তর :— গ) রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের কোটার ব্যাপারে উক্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য সরকারকে এখনো কিছু জানাননি।

(Question & Answers)

Admitted Starred Questions No. 300

Name of the member :— Shri Sudhan Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state.

প্রশ্ন :—১ রাজ্যে কতজন মৎস্যজীবি পরিবারকে বীমার আওতায় আনা হয়েছে।

উত্তর :—১ রাজ্যের ১২৭টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মোট ১৩,৫৮৯ জন সদস্যের প্রত্যেককে দুর্ঘটনা জনিত বীমার আওতায় আনা হয়েছে।

প্রশ্ন :— ক) যদি মৎস্যজীবিদের বীমার আওতায় আনা হয়ে থাকে তাহলে তার শর্তগুলি কি ?

উত্তর :—ক) বীমাকরণের শর্তগুলি নিম্নরূপ :—

১। মৎস্যচাষে এবং মৎস্য ধরার বা বিক্রয় ইত্যাদি কাজে লিপ্ত অবস্থায় দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু হলে—২৫,০০০ টাকা।

২। মৎস্যচাষে বা মৎস্য ধরার বা বিক্রয় ইত্যাদি কাজে লিপ্ত অবস্থায় দুর্ঘটনা জনিত কারণে একের অধিক অঙ্গহানি হলে বা দুই চোখ নষ্ট হলে—২৫,০০০ টাকা।

৩। মৎস্যচাষে বা মৎস্য ধরার বা বিক্রয় ইত্যাদি কাজে লিপ্ত অবস্থায় দুর্ঘটনা জনিত কারণে একটি অঙ্গহানি হলে বা একটি চক্ষু নষ্ট হলে—১২.৫০০ টাকা।

৪। মৎস্যচাষে বা মৎস্য ধরার বা বিক্রয় ইত্যাদি কাজে লিপ্ত অবস্থায় দুর্ঘটনা জনিত কারণে শারীরিকভাবে অসমর্থ হলে—২৫.০০০ টাকা।

এই সমস্ত কারণগুলি ছাড়াও মৎস্যচাষে বা মৎস্য ধরার বা বিক্রয় ইত্যাদি কাজে লিপ্ত অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকাণ্ড বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, উগ্রপন্থীর দ্বারা আক্রমণ, সর্পাঘাত, বন্যপ্রাণীর আক্রমণ এবং রেলপথে বা রাস্তায় দুর্ঘটনা জনিত কারণে মৃত্যু অথবা শারীরিকভাবে অসমর্থ হলে উপরোক্ত শর্ত অনুযায়ী বীমা আওতাভুক্ত সদস্যের পরিবার অথবা সদস্য নিজে বীমা প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রশ্ন :—খ) বীমার সর্বোচ্চ অর্থ কত ?

উত্তর :—খ) সর্বোচ্চ অর্থের পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা। (বীমা কোম্পানীর শর্ত অনুযায়ী শর্তগুলি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)।

Admitted Starred Question No. 301

Name of the Member :— Shri Sudhan Des.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন নং— ১। রাজ্যে মোট কতটি মৎসজীবি সমবায় সমিতি রয়েছে,

উত্তর — ১। রাজ্যে মোট ১২৮টি মৎসজীবি সমবায় সমিতি রয়েছে। এইগুলির মধ্যে ১২৭টি প্রাইমারী ফিসারম্যান কোপারেটিভ্ সোসাইটি এবং ১টি ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কোপারেটিভ্ সোসাইটি লিমিটেড্।

প্রশ্ন :—ক) তারমধ্যে এখন পর্য্যন্ত কতটির নির্বাচন করা হয়েছে,

উত্তর :—ক) তারমধ্যে এখন পর্য্যন্ত ৮৫ টির (পঁচাশি) নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রশ্ন :—খ) এই সমবায় সমিতিগুলিকে রাজ্য সরকার কি সাহায্য করে থাকেন ?

উত্তর :—খ) ১) এই সমিতিগুলিকে রাজ্য সরকার আর্থিক অনুদান হিসাবে শেয়ার ক্যাপিটেল এবং ম্যানেজিরিয়াল সাবসিডি দিয়ে থাকেন। শেয়ার ক্যাপিটেল ও ম্যানেজিরিয়াল সাবসিডি ছাড়াও N. C. D. C. হইতে বিভিন্ন মৎস্য উৎপাদন প্রকল্পের সাহায্যে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। এই সমস্ত মৎস্য উৎপাদন প্রকল্প তৈরীর মৎস্য বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ সাহায্য করে থাকনে।

২) সরকারী খাস জলাশয়গুলিকে এই মৎসজীবি সমবায় সমিতিগুলির হাতে প্রয়োজনীয় অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে।

৩) এছাড়া ও মৎস্যবিভাগে বিশেষজ্ঞগণ উন্নত ধরণের মৎস্যচাষের জ্ঞান লাভের জন্য বিভিন্ন প্রকার ট্রেনিং ও বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা প্রদান করে থাকে।

Admitted Starred Queestion No 313.

Name of the Member :— Sri Madhab ch. Saha.

প্রশ্ন :— ১) ইহা কি সত্য জম্পুই পাহাড়ে কমলালেবু গাছ আজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মরে যাচ্ছে ?

১ নং উত্তর :— না কোন অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে কমলালেবু গাছ মরছে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগ পোকার আক্রমন, বিশেষ করে পাউডারি মিলডিউ রোগের আক্রমন সাময়িক ভাবে দেখা গিয়েছিল। দপ্তর থেকে অতিদ্রুত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রোগের নিরাময় হয়েছে। গাছের ও কোন ক্ষতি হয় নি।

প্রশ্ন :— ২) যদি সত্য হয় কমলালেবু গাছ রক্ষা করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

২ নং উত্তর :— বিভিন্ন রোগ পোকা দমন করতে দপ্তর থেকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ক) দপ্তরের অফিসাররা বিভিন্ন আলোচনা চক্রের মাধ্যমে রোগ পোকা দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পরমর্শ দিচ্ছেন।

খ) মিজো ভাষায় কমলাচাষ ও রোগ পোকা দমন সম্পর্কিত পুস্তিকা বিতরণ করা হচ্ছে।

গ) ভতুর্কীতে স্প্রে মেশিন ও সালফার যা নাকি পাউডারি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধ করে বিতরণ করা হচ্ছে।

ঘ) অনুখাদ্য সার ও কীট নাশকের মিনিকিট বিতরণ করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 320

Name of Member :— Sri Anil Chakma.

Will the Minister-In-Charge of Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন :—	উত্তর :—
১। ইহা কি সত্য পেচারথল ব্লকের অন্তর্গত কৃষি দপ্তরের সুপারিনটেণ্ড অফিস করার জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে?	সত্য নহে
২। যদি মঞ্জুর না হয়ে থাকে তবে মঞ্জুর করার পরিকল্পনা আছে কি?	১৯৯৬-৯৭ অর্থ বৎসরে মঞ্জুরের সম্ভাবনা নেই।

ANNEXURE—'B'

Admitted un-Starred Q. No 59.

Name of the Member : — Sri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Deptt. be peased to state :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের জানুয়ারী পর্যন্ত উদয়পুর মহকুমায় কতজন অপহৃত হয়েছে, কতজন নারী নির্যাতিত হয়েছে অপহরণের পর কতজন খুন হয়েছে, ডাকাতি কতটি সংঘটিত হয়েছে। থানা ভিত্তিক হিসাব নাম সহ-পূর্ণ ঠিকানা।

ANSWER

১। অপহৃত হয়েছে-৪৮ জন এবং অপহৃত হয়ে খুন হয়েছে ৪ জন। নারী নির্যাতিত হয়েছে ৬৪ জন, ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৫২টি।

নিম্নে থানা ভিত্তিক অপরাধের হিসাব দেওয়া গেল :—

থানার নাম	অপহরণের সংখ্যা	অপহরণের পর খুন	নারী নির্যাতনের সংখ্যা	ডাকাতির ঘটনা
আর কে পুর থানা	২৫	১	৬৩	৩৫
কিল্লা থানা	১৩	৩	১	১৭
মোট	৪৮	৪	৬৪	৫২

নাম ও ঠিকানা সংগীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

PS WISE PARTICULARS OF VICTIMS ARE AS UNDER :—

R.K. Pur P.S.

From 1-4-93 to 31-12-93

Kidnapping—

1. Arpita @ Bulu Chakraborty D/O Narayan Chakraborty of Bagabasa, R. K. Pur.

RAPE

1. Maharam Bibi D/O Jaynal Abedin of Salgara, P. S. R. K. Pur.
2. Archana Debnath, D/O Jogesh Debnath of Gakulpur, R.K. Pur P.S.

Killa P. S

Kidnapping—

1. Aleg Nath Jamatia, S/O Sri Radha Kishore Jamatia, of Nitya Bazar.
2. Karnamani Jamatia S/O Sri Chandra Kanta Jamatia of Nitya Bazar.
3. Jarman Malsum, S/O Late Sanya Bahadur, Malsum of Dewanchara.
4. Ratan Saha, S/O Murari Mohan Saha of Jampuijala, P. S. Takarjala.
5. Mantu Das, S/O Nabadwip Das, of South Brajendranagar.

RAPE

NIL

Outrage modesty of Women	Outrage modesty of Women
1, Manju Shil D/O Sri Bishu Rn. Shil of Rajnagar, P. S. R. K. nagar. 2. Kajal Dey D/O Sri Subash Dey of Palti Road, P. S. R. K. Pur.	NIL
Dowry Death	
1. Kesharika Begam, W/O Chuban Mia of East Gakulpur, P.S. R.K. Pur. 2. Peara Khatun, W/O Takjal Hog of Paratana, P.S. R. K. Pur. 3. Bishakha Paul (Das) W/O Sri Samir Das of Laxmipati, P.S. R K. Pur.	NIL
R.K. Pur P.S.	Killa P.S.
Murder after kidnapping	
NIL	NIL
Dacoity	**Dacoity**
1. Mrinal Kanti Debbarma, Programme Executive, Belonia P.S Belonia. 2. Durga Prasad Shil, S/O Sri Manidra Prasad Shil of Garji. 3. Arun Chakraborty @ Babul S/O Shanti. Bn. Chakraborty of Dhajanagar.	1) Kapil Mia S/O Sahab Ali of West Bank of Jaganath bari. P. S. R. K. Pur. 2) Dud Mia S/O Lt. Sona Mia of Noabari, R.K. Pur. 3) Sila Manik Malsam S/O Ukil Manik Malsum of Chelakung.

4. Nandita Debnath,
D/O Harish Ch. Debnath of
South Chandrapur.

5. Nakul Shil S/O Mathura Shil of
2 No. Fullkumari.

6. Tapan Sukladas S/O Lt. Dhirendra Sukladas of South Charilam,
P. S. Bishalgarh.

7. PA. Thankapan, Asstt. Engineer,
Rubber Board.

R K. Pur P. S.

1994 (upto March)

Kidnapping—

1) Ajanta Debnath
D/O Parimal Debnath
of Garjanmura, P. S. R. K. Pur.

2) Manibala Ghosh (Roy)
W/O Subash Roy of No.1
Fullkumari P. S. R. K. Pur.

4) Jalil Mia S/O Sikendar Ali of
Atharabola.

5) Babu Ch. Saha,
S/O Sri Mukunda Saha
of Pitra, P. S. R. K. Pur.

6) Bimal Jamatia,
S/O Indra Kr. Jamatia of
Chlita Bazar, P. S. Killa.

7) Ali Akbul S/O Aktar Ali of
Jalema P. S. Killa.

Killa P. S,

1994 (Upto March)

Kidnapping

1) Nikhil Kr. Jamatia,
S/O Sri Aswani Kr, Jamatia
of Bangshi Bachai, P,S, Killa,

RAPE

1) Sima Sutradhar
D/O Hari Sutradhar of
P, S, R. K Pur.

RAPE

NIL

OUTRAGE OF MODESTY

1) S. Das,
D/O Gouranga Das
of R. K. Pur PS.

2) Rita Chakraborty,
D/O Lt. Chinta Rn. Chakraborty
of Garji, R.K. Pur PS.

3) Jalefa Bibi,
W/O Nur Mia of Hirapur,
PS. R. K. Pur.

OUTRAGE OF MODESTY

1) Mani Karmakar,
D/O Harendra Karmakar of
Khilpara PS. Khilpara.

Dowary death

NIL

Dowary daath

NIL

Murder after Kidnapping

NIL

Mu der after Kidnapping

1) Suresh Jamatia,
S/O Mohan Jamatia of East
Jalema, PS. Killa.

Dacoity

1) Ratan Boga,
W/O Swapan Boga of Data
Ram PS. R, K. Pur (Battala)

2) Gafur Mia,
S/O Kedar baks of Baisabari,
Tainani, R.K. Pur PS.

3) Tarun Das,
S/O Puran Ch, Das of Taidang.

Dacoity

1) Sachindra Jamatia,
S/O Chacha pada Jamatia of
Killa.

4) Samar Debbarma,
S/O Narayan Debbarma of
Karbook PS. Natunbazar.

Full particulars of victims of R. K. Pur P. S. & Killa P.S.

R K. Pur P S. (1.4 '94 to 31.12'94)

Kidnapping

1. Smt. Ajanta D/nath.
D/o Sri parimal D/nath of
Garjan mura.

2. Smt. Mani bala Roy.
W/o Subash Roy of Fulkumari.

3. Parimal Paul.
S/o Lt. Birchandra Paul of
Laxmipati,

4. Smt. Tapashi Nandi.
D/o Bimal of Dhajanagar.

5. Narul Ishlam,
D/o Habib. Miah of Maharani.

1995

1, Partha Sarathi Nandi
S/o Lt, Paresh Nandi of
Gakulpur.

2. Sudhir Das.
S/o Sureash of Laxmipati.

3. Kanulal Ghosh.
S/o Parimal of Barabhaya.

R. K. Pur P. S. (1 4.'94 to 31.12.'94)

Kidnapping

1) Bimal Debnath,
S/o Sri Hamendra Debnath of
Nabinagar, PS-BRG.

2) Bashu Charan Jamatia,
S/o Sri Harendra Jamatia of
New Dewanbari.

3) Udaiham Malsum,
S/o Unknown of Tentaipara.

4] Kanulal Dey.
S/o Lt. Priya Mn. Dey of
Rajnagar, PS-R,K. Pur.

1995

1) Sudhir Biswas,
S/o Lt. Nishi Bn. of ATD.

2] Kanu Choudhury,
S/o Lt. Baikuntha of Fulkumari,
PS-R. K. Pur.

3] Shyamal Debnath,
S/o Chandra Hari of W/KPL.

4. Haridhan Das.
S/o Lt. Banamali Das of Pitra.

5. Kumari Sita rani Das,
D/o Sri Jitendra Das of
Duchikhala.

6. Mithu Rani Bhowmik,
D/o Amalandhu Bhowmik of
Laxmipati.

7. Sarbajoy Jamatia,
S/o Lt, Mukti pada Jamatia
of Gamaria,

1996

1. Amarchandra Das,
S/o Nibaran Ch, Das of Pitra.

2. Sukla Roy,
D/o Partha Roy of Tulamura,

3) Nawanith Siva,
D/o Rathindra Siva.

4) Smt Rani Bibi,
D/o Late Tara Mia of
Maharani tilla.

5) Himani Tripura,
D/o Vhulanath Tripura
Kakrachara PS. R, K. Pur,

6) Kakuli Patuari,
D/o Rakhal Patuari Sonamura.

4] Ranjit Das Driver of TRT-Jeep
No. 3051 of Sataria,
PS-R.K. Pur.

5] Uttam Das,
C/o Conductor of TRS Bus-
1505. Central Rd. UDP.
P. S R K Pur.

6] Wahab Mia,
S/o Ansor Ali of Salema.

1996

1) Radhakishore Adhikari.
S/o Lt. Prassam of Kokulpur
PS-Killa.

2) Anurada Barman,
S/o Lt, Bhaktadas of E/RPL,

3. Sudharshan Saha.
S/o Haripada of ATB.

4) Haripada D/Nath.
S/o Jatindra of Padmanagar
PS-BLC.

5) Jaharlal Das.
S/o Lt. Rajeswar Das of Killa.

6. Anil Shill.
S/o Lt Prakcsh of Killa.

7) Gopal Biswas.
S/o Nishi Kanta of ATB.

7) Sunil Saha,
S/o Surieh Saha of Charilam,
PS-BLG.

8) Pradip Saha,
S/o Jogendra Saha, of Agt.

9) Tutan Saha,
S/o Sri Sachindra Saha of
Tainani.

10) Mushani Chandra,
D/o Sri Sachindra Chandra of
Town Sonamura.

1997 1997
Nil. Nil

PARTICULARS OF VICTIMS OF R. K. PUR PS- AND KILLA PS (CRIME AGAINST WOMEN)

R. K. PUR PS-

Rape. (1994)

1) Mahabati Jamatia,
D/o Jaga Bhadur
Jamatia, of Gangfira,

2) Upairai Jamatia,
D/o Haripada Jamatia, of-Do-

3) Shima Sutradhar,
D/o Hari Kamal of Gakulpur.

4) Sabita Choudhury,
W/o Shibu Choudhury
of Jamjuri.

KILLA PS-

1994 to 1997—NIL

1995

1) Nayanlata D/ Barma,
W/o Sri Chitra D/Barma of
Tulamura.

2) Bina Dutta,
D/o Sri Gouranga Chandra
Dutta of Jamjuri.

3) Archana Rani Shill,
D/o Manik Ch. Shill of Garji.

1996

1) Gobindwashri Jamatia,
W/o Sri Pramananda Jamatia,
of Tibaishang

2) Gita Das,
D/o Lt. Birendra of Barabhaya.

3) Renu Bala Sarkar,
W/o Sri Pulin Beharl of
Ushamara.

4) Khedaja Bibi,
W/o Lt. Agatali of Chandraham
para.

5) Mangalshri Murasingh,
D/o Sri Suklakumar Murashing
of Bhuraghat.

1997

NIL

DOWRY DEATH 1994

KILLA PS.

—NIL—

1) Smt. Sova Debnath,
D/o Niranjan Debnath, of
Laxmipati.

1995

1) Smt. Kalpana Chakraborty,
D/o Kamal Chakraborty,
of Murapara.

1996

1) Jharna Paul,
w/o Sri Pradip Paul
of Laxmipati.

OUTRAGE MODESTY OF WOMEN—1994

R.K. Pur P S.

KILLA P. S.

Nil

1) Smt, Santi Das,
W/o Gouranga of Bipin Colony
2) Rikta Chakraborty,
D/o Lt. Chitta Ranjan of Garjee,
3) Jalifa Bibi
W/o Md. Nur Miah, of Hirapur.
4) Sanchiyati Saha
W/o Banu of Udaipur,
5) Narod Reang
D/o Lt. Bhowmik Reang, of
Tainani.
6) Sabita Choudhury
W/o Shibu of Jamjuri.
7) Minu Rani Sarkar of
W/o Lt. Jitendra
of Surendranagar.

8) Smt. Shika Das
W/o Lt. Krishna of East Mirja.

9) Smt. Anima Shill
W/o Banu of Ekenpur.

10) Kalpana Das
W/o Rasik of Gakulpur.

11) Sefali Bibi
W/o MD. Atar Ali. of Rajnagar

1995 1995

1] Jaya Paul
D/o Subal Paul of Dushikhala.

2] Purnima Murasingh
W/o Brajendra of Deptali.

3] Alo Rani Ghosh
W/o Sankar of Karaimura.

4] Usha Chakraborty,
W/o Shri Ashis of Maharahi.

5] Laxmi Rani Deb,
W/o Rabindra of Tehaehara.

6] Kanan Bala Das
W/o Lt. Kali Charan Das of Nayaghat,

1996 NIL

1) Gouri Dey
D/o Jamini of Barabhya,

2) Gouri Saha.
Student of Class IX. No. 2
Fulkumari.

3) Smt. Nandita Das,
W/o Sudhir Das.
of Kishoreganja,

4) Gita Banik.
W/o Lt. Dilip of UDP.

1997
NIL, NIL.

CRIME AG AINST WOMEN (U/S 490 (A) IPC)

R. K. Pur PS. Killa PS.
1994. —NIL—

1] Smti. Gouri Chakraborty
W/O. Dhan Ratan of Barabhya,
2] Snti. Gita Baraman.
W/o.Sri Swapan of Murapara.
3) Saraswati Shil.
W/o. Sri Pranesh of Laxmipati.
4) Smti, Anima Shil.
W/o. Benu of Gakulpur.
5) Swapna Datta,
D/o. Sunil Dutta of Bordowali
PS. W/AGT,

1995,
1) Smti, Gita Rani Sarkar, Nil
W/o, Manik of palatana,
2) Tarabala Shil.
W/o, Nirmal of Weat Arana
PS. R. K. Pur.
3) Smti. Kajal Majumder,
W/o. Kapil of Mirja,
4) Smti, Govashi Saha.
W/o, Joydeb of Bipinnagar
Colony,
5) Smti. Manju Das.
W/o, Manoranjan of Barabhya.
6) Smti Gopa Debnath.
W/o, Rata of Dhajanagar

1996

1) Smti. Premabati DebBarma, W/o, Ishalal Debbarma, of Tanpadhum
2. Smti, Kushna bagam W/o, Tajel Islam of Hirapur.
3) Smti, Manju Roy (Deb) W/o, Sri Arun Deb, of Chandrapur.
4. Smti, Sefali Sarkar. W/o, Joydeb Das of Bagarbasa.
5. Smti, Sabita Bala Nama W/o, Sri Harekrishan of Ranl, KKB.
6) Smti, Ratna Saha. W/o, Sri Ranjit of Khilparc.

1997	Nil
Nil	Nil

PARTICULARS OF MURDER PERSONS AFTER KIDNAPPING

R. K. Pur PS. 1994

1995

Nil.

1. Sudhir chandra Das S/o. Lt.Suresh Das of Laxmipati.

11996

—Nil—

Killa ps. 1994

Nil

1995

1] Tirtha hari Jamatia S/o. Sri Sachi Ch. Jamatia of Tairupa,
2] Mahendra Das. S/o, Lt. Hemanta Das sf Killa.

1996

Nil.

1997 upto 31-1-97
Nil

Particulars of victims of Docaity

R.K. Pur P.S. 1994

1. Uttam Chakraborty
S/o, Lt. Anil Chakraborty
of Jamjuri
2. Uttam Dey S/o. Sudhir Dey
of Fulkumari.
3. Phol Miah S/o. Lt Sona Miah
of Sataram
4. Mantu Sutradhar
S/o Shri Anukul Sutradhar
5. Jagadish Chakraborty
S/o. Lt. Sachinda Chakraborty,
of Holaket.
6. Dulal Day S/o Lt. Ramani Dey
of Motor bari,

1995

1. Biswanath Banik
S/o Lt. Sukhendhu Banik
of Supari Bagan [w]
PS. AGT.
2. Kanai Mn. Jamatia
S/o Gulapada Jamatia.
3) Abani Mn. Saha
S/o, Lt. Nagendra Mn, Saha
of Bandewar
4) Goutm Bhowmik
S/o, shri Chitta Rn, Bhowmik
of Gakulpur
5) Sadhan Bhowmik
of Kulutilla.

KILLA P. S. 1994

1) Bimal Debnath
S/o Shri Harendra Debnath
of Nabinagar, PS, BLG
2) Bashu Charan Jamatia,
S/o sri Harendra Jamatia,
of New Town Bari, PS, Killa

1995

1) Gouranga Ch, sarkar
S/o sri Manu Rn, sarkar
Killa PS, 1994.
of west KPL.
2) Bhagya Ram Kaipang
S/o Lt. Manithang Kaipan of
Manithang Kaipang para.
3] Biswa Kr. Jamatia
S/o, Sri Jukta Jamatia of
Scimanuthak.
4) Suran pada Kalai,
S/o Shri Sambu Nath Kalai.
5) Jalil Mia,
S/o Md. Sekendar Ali of East
Jalema PS. Killa.
6) Jagabandhu Debnath,
S/o Lt. Sarath Ch. Debnath
South Brajendra Nagar.
7) Swapan Debnath,
S/o Shri Upendra Ch Debnath
ATB.

R. K. PUR PS. 1994.

6) Ashish Debnath,
S/o Sri Benish Debnath of
No. 2 Fulkumari.

7) Sanjib Kr. Debnath,
S/o Lt. Makhan Debnath of
Pitra.

8) Subash Debnath,
S/o Lt. Aswani Debnath of
Powromura.

9) Abdul Mia Choudhury,
S/o Lt. Mullah-Mia of Dataram.

1996

1) Narayan Ch. Das.
S/o Sri Khetra Mohan Das of
Ichacherra.

2) Jitendra Kr. Paul,
S/o Sarada Ch. Paul of Kalaban.

3) Rakhal Saha,
S/o Rebati of Chandrapur.

4) Subal Majumder,
S/o Sunil of Mirza.

5) Sanjib Banik,
S/o Nani of Chandibari.

6) Chanandu Mia,
S/o Lt. Abid Ali of Chandrapur.

7) Ratish Shome,
S/o Sri Subash of Tulamura.

8) Samiran Deb,
S/o Lt. Aswani Deb of
Motorstand.

KILLA PS. 1994

1996
Nil

1997 upto 31-1-94

9) Babul Saha,
S/o Sri Narayan Saha of
Takhurpara.

1997 upto 31-1-97

NIL

Admitted un-starred Question No. 75

Name of the Member :— Sri Parsanta Debbarma,

Admitted un-tarred Question No 75

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be peleased ot state, :—

প্রশ্ন :—

১) ১৯৮৩-৮৪ ইং থেকে ১৯৮৭-৮৮ ইং এই বৎসর গুলিতে বিলোনীয়া কৃষি মহকুমার অন্তর্গত ঋষ্যমুখ কৃষি সেক্টরে ইউরিয়া সার এর যোগান কত ছিল (বৎসর অনুযায়ী মেট্রিক টন হিসাব)

উত্তর :—

১) ১৯৮৩-৮৪ ইং সন হইতে ১৯৮৭-৮৮ ইং সন পর্য্যন্ত বিলোনিয়া কৃষি মহকুমায় ঋষ্যমুখ কৃষি সেক্টারে যে পরিমান ইউরিয়া সারের যোগান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বৎসর ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

১৯৮৩-৮৪ = ১৩১.৭০০ মে: টণ

১৯৮৪-৮৫ = ১৩৮.৭৮৯ ,, ,,

১৯৮৫-৮৬ = ২১৪.৯০০ ,, ,,

১৯৮৬ ৮৭ = ২১৮.০০০ ,, ,,

১৯৮৭-৮৮ = ২৪৭.৭৫২ ,, ,,

প্রশ্ন :—

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং থেকে ১৯৯৬-৯৭ ইং পর্যন্ত এই বৎসরগুলিতে উক্ত কৃষি সেক্টারে ইউরিয়া সারের যোগান কত ? (বৎসরে অনুযায়ী মেট্রিক টন হিসাবে)

উত্তর :—

১৯৯৩-৯৪ ইং হইতে ১৯৯৬-৯৭ ইং পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ ইং পর্যন্ত) ঋষ্যমুখ কৃষি সেক্টারে ইউরিয়া সারের যে পরিমান যোগান এইরূপ :—

১৯৯৩-৯৪ = ১৯৩.৩৫০ মে: টন

১৯৯৪-৯৫ = ২৬৬.৮৫৪ ,, ,,

১৯৯৫-৯৬ = ২৯২.৭৯১ মে: টন
১৯৯৬-৯৭ = ২০৮,২৫০ „ „

৩) যদি ইউরিয়া সারের যোগান কম হয়, তাহার কারণ কি ?

চাহিদা অনুযায়ী ইউরিয়া সারের যোগান কম। ইউরিয়া সার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন দ্বারা কেন্দ্রিয় সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রিয় সরকার খরিফ ও রবি খন্দ ভিত্তিক রাজ্যকে সার বরাদ্ধ করে। বরাদ্ধ কৃত সারের আর্থিক আমদানী করার কোন ব্যবস্থা নাই।

উপরন্তু সময় সময় রেল ওয়াগন এর অভাবে রাজ্যে সার সময় মত পৌঁছে না।

Name of the Member :— Shri Arun Bhoumik,

Admitted Starred Question No. 198

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১] মন্ত্রী, এম. এল. এ, এ. ডি সি সদস্য, সরকারী অফিসার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দেওয়া হয়েছে কিনা ?

২] যদি হয়ে থাকে, কা'কে এবং কত জনকে দেওয়া হয়েছে !

ANSWER

১] হ্যাঁ।

২] সংগীয় তালিকা অনুযায়ী মোট ৮৬ জনকে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দেওয়া হয়েছে।

LIST OF OTHER DIGNATORIES WHO HAVE PROVIDED PSO

Sl. No.	Name of the dignatories	SPO/Ring Round
1	2	3
1.	Shri B. K. Rangkhawl, Ex. Chairman, TRPC	SAI—2, Const —2
2)	" Kartik Kalai, TNV	Const.—3
3)	" Digendra Debbarma, TNV	" 1
4)	" Kanak Tara Kalai, TNV	" 1
5)	" Kripa Sadhan Jamatia, TNN	" 1
6)	" Ananta Debbarma, TNN	" 2 NK—1
7)	" Sachiban Tripura, TNV	" 1
8)	" Benoy Debbarma, TNV	Const, 1
9)	" Dilip Kalai, TNV	" 1
10)	" Lalit Debbarma, ATTF	" 1
11)	" Rabindra Reang, ATTF	" 1
12)	" Ramendra Reang, ATTF	" 1
13)	" Birendra Tripura, ATTF	" 1
14)	" Benoy Debbarma, ATTF	" 1
15]	" Annaram Aslong, ATTF	" 1
16]	" Braja Debbarma, ATTF	" 1
17]	" Manik Dey, Vice Chairman, TRTC	" 2
18]	" Narayan Choudhury, D/candidate [CPI [M]	" 2
19]	" Bhanulal Sana, Chairman, Z P. [West],	" 3
20	" Badal Choudhury, M.P. [CPI [M].	" 2
21]	" Gita Mohan Tripura, D/candidate [CPI [M]	" 2
22)	" Narayan Kar, Ex-MP	" 2
23)	" Braja Mohan Tripura, Ex-M.L.A. (CPI (M)	" 2
24)	" Rudreswar Das, Ex-MLA (CPI (M)	" 2
25)	" Dinesh Debbarma, Ex-Minister (CPI (M)	" 2
26]	Shri Tarani Debbarma, Ex-MLA (CPI (M).	" 2
27]	" Chitta Ranjan Saha, Ex-MLA (CPI(M).	" 1
28]	" Khagen Das, Pol. Secretary to C.M,	" 2
29]	" Araber Rahaman, Ex-Minister, CPI(M)	" 1
30]	" Samir Chakraboty, Ex-Commissioner, Agartala Municiapality.	" 4
31)	" Manik Sarkar, Secretary, CPI (M)	" 2
32)	" Narayan Rupini, Ex-Chairman ADC	" 2

1	2	3
33)	Shri Goura Chakraborty, Secretary, DYFI.	Const, —1
34)	" Radharaman Debnath, Ex-MLA	" 2
35)	Smti Chhya Bal, Chair Person, SWAB.	" 1
36)	" Manjulika, Bose Chair person, SWC.	" 2
37)	Shri Matilal Sarkar, Ex-MAL.	" 2
38)	" Ratan Bhowmik, Zila Sabhadhipati	" 2
	(South)	" 2
39)	Smti Anjali Debbarma, Zilla Sabhadhipati	" 2
	(North)	" 2
40)	Shri Gopal Debnath, Member,	" 1
	Panchayet Samity.	
41]	" Hari Mohan Debbarma, Ex-MDC.	" 2
42)	" Ajoy Biswas, Ex-M.P.	H/C 1, Const.—1
43)	" Nakul Das, Ex-MLA	Const ·1
44)	" Subrata Mahalanabish,	" 1
	D/candidate, IND.	
45)	" Chunilal Roy, D/candidate, IND.	" 1
46)	" Brajesh Chakraborty, Ex-President, BJP.	" 2
47)	" Dr. H. S. Roy Choudhury,	" 2
	President, BJP.	" 1
48)	" Rakhal Chakraborty,	
	D/candidate, BJP.	Const. —1
49.	Shri Prakash Ch. Das,	" 2
	Ex-Minister, Cong (I)	" 1
50,	" Dipak Roy, Ex-Minister. Cong (I)	NK —1
51.	" Ratan Lal Ghoah,	Const 1
	Ex-Minister Cong (I)	" 1
52.	" Dilip Sarkar, Ex-Minister Cong (I)	
53.	" Jahar Saha, Ex-Minister Cong (I)	" 1
54.	" Sunil Das, Ex-Minister Cong (I)	" 2
55.	" Birajit Sinha, Ex-Minister Cong (I)	
56.	" Jyotirmoy Nath,	NK —1
	Ex-Speaker Cong (I)	

1	2	3
57.	Shri Kalidas Datta, Ex-Minister, Cong (I)	Const.—1
58.	„ Arun Kumar Kar, Ex-Minister, Cong (I)	" 1
59.	„ Bhiva Nath, Ex-Minister, Cong (I)	" 1
60.	„ Billal Miah, Ex-Minister, Cong [I]	" 1
61.	„ Kashiram Reang, Ex-Minister Cong [I]	" 1
62.	„ Sushil Chakma, Ex-Minister Cong [I]	
63.	„ Dhirendra Debnath,	" 1
	Ex-MLA, Cong [I]	" 1
64.	„ Rashik Lal Roy,	1
	Ex-Minister, Cong [I]	" 1
65.	„ Radhika Ranjan Gupta, Ex-President, Cong [I]	" 1
66.	„ Parimal Nandi, D/candiate Cong [I]	
67.	Smti Laxmi Nag, Leader of Mahila Cong [I]	" 1
68.	Shri Jitendra Das, Genl. Secy Cong [I]	" 1
69.	„ Sudip Roy Barman,	" 1
	D/candidate Cong (I)	" 2
70.	„ Ramani Sarkar,	" 1
	Ex-Executive Member, ADC.	" 1
71.	„ Jadu Monan Tripura, Ex-Executive Member ADC.	„ 2
72]	Shri Shyama Charan Tripura Member, Advisory Board, TUJS	H/C, 1
73]	Shri Nagendra Jamatia, Ex-Minister, TUJS	Const, — 2
74]	„ Rabindra Debbarma, Ex-Minister, TUJS	
75]	„ Buddha Debbarma, Ex-Minister, TUJS	„ 1
76]	„ Drau Kumar Reang, Ex-Minister, TUJS	„ 1

1	2		3
77]	Shri Rabindra Debbarma, Ex-MLA, TUJS	Const.—	1
78]	,, Jegadish Debbarma, Ex-Chairman, ADC, TUJS	,,	1
79]	,, Amiya Debbarma, Ex-Executive Memer ADC, TUJS	ASI	—1
80]	,, Asish Saha, Chairman, Municipality, Agartala'	,,	2
81]	,, Gouri Sankar Reang Ex-Deputy Speaker, TLA (Cong(I).	,,	2
82]	,, Sudhir Majumder, MP	,,	6
83]	,, Bajuban Reang, Mp	,,	2
84]	,, Phani Bhusan Deb, CPI(M) Leader	,,	2
85]	Putul Singh Debbarma, Ex-NLFT	,,	1
86]	Shri Anju Mog, Ex-MLA	,,	2

১৮ নং পৃষ্ঠার প্রথম প্যারার শেষাংশ

আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছেও আবেদন করতে চাই এই কর্মীদের কথা বিবে
চনা করে যাতে তারা সঠিক ভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার তার সীমি
ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তাদের বেতন যতটুকু সেয়ারে বৃদ্ধি করা দরকার তার চেয়ে আর এক
বেশী বৃদ্ধি করা যায় কিনা বিবেচনা করার জন্য । স্যার, এটা করলে তারাও যেমন এই গুরুত্বপ
দায়িত্বটাকে সঠিকভাবে পালন করতে পারবে তেমনি রাজ্যের পাঁচ থেকে সাত হাজার মানুষ
তাতে উপকৃত হবেন, তারা উৎসাহ নিয়ে রাজ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করতে পারবে । এই ক
বলে এবং আপনার মাধ্যমে এই কথা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের কাছে প্রপোজ্যা
পাঠানোর জন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি । নমস্কার ।